শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মূল, অন্বয়, মূলানুবাদ, টীকানুবাদ সহ শ্রীশ্রীধরস্বামীকৃত
টীকা, সানুবাদ গীতামাহাত্ম্যদ্বয়
প্রভৃতি সম্বলিত।

"সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্ব্বদেবময়ী যতঃ।
সর্ব্বধর্ম্মময়ী যস্মাত্তস্মাদেতাং সমভ্যসেৎ॥"

অনুবাদক

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ

বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদক আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ প্রণেতা ও
বেদান্তদর্শন প্রভৃতির সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত

"ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গা-জল-লব-কণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাঃ ॥"

কালিকা-প্রেস
কলিকাতা, ২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

সূচিপত্র

১ম অধ্যায়, বিষাদযোগ—

২য় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ—

৩য় অধ্যায়, কর্ম্মযোগ—

৪র্থ অধ্যায়, জ্ঞানযোগ—

বিজ্ঞাপন।

গীতার ষষ্ঠভাগ প্রকাশিত হইল। এই ভাগে বিজয়া ব্যাখ্যা ও পদ্যানুবাদসহ গীতার চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতোক্ত তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইহাই বেদান্ত জ্ঞান—অতি দুর্ব্বোধ্য। এজন্য ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত তত্ত্ব যেমন পঞ্চম ভাগে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ এই ভাগে এবং চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত তত্ত্বসমূহ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

উপনিষৎশাস্ত্র, সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনাদি আলোচনা ব্যতীত এই সমস্ত অধ্যায়ের প্রকৃত তাৎপর্য্যবোধ সম্ভবপর নহে। এইজন্য এই ব্যাখ্যা এত বিস্তৃত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে জীবোৎপত্তিতত্ত্ব, ত্রিগুণতত্ত্ব, ও ত্রিগুণের দ্বারা জীবের বন্ধন-তত্ত্ব ও ত্রিগুণ হইতে মুক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই সকল তত্ত্ব ও ত্রিগুণের স্বরূপ বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে যাহা গুহ্যতম শাস্ত্র, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সমগ্র দর্শন শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়—জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধতত্ত্ব। ইহাই গুহ্যজ্ঞানের চিরন্তন জ্ঞাতব্য বিষয়। ইহাই দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্যতত্ত্ব। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র বিভিন্ন প্রকারে ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

দার্শনিকপণ্ডিতগণ অনুমান প্রমাণ অবলম্বনে প্রধানতঃ যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া এইরূপ মতভেদ হইয়াছে। এজন্যই আমাদের দেশে প্রচলিত ছয় আস্তিক দর্শনে ও ছয়

নাস্তিক দর্শনে এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু তর্কের দ্বারা এই সমস্ত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'। এজন্য শাস্ত্র অবলম্বন ও শাস্ত্র-সমন্বয়পূর্ব্বক, বেদান্ত দর্শন ব্রহ্মমীমাংসা দ্বারা এই সমুদায় তত্ত্ব তাহার অন্তর্ভূত করিয়া এক অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভের উপায় করিয়া দিয়াছেন। গীতায়ও ব্রহ্মতত্ত্ব সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া তাহাতেই সমুদায় তত্ত্ব গ্রথিত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্যাখ্যাভূমিকায় তাহা বিবৃত হইয়াছে।

এইজন্য বেদান্ত শাস্ত্র—সর্ব্বোপনিষৎসার গীতার এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংক্ষেপে উপদিষ্ট জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধেতত্ত্ব আমরা উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শন আলোচনা ও সমন্বয়পূর্ব্বক বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে পঞ্চদশ অধ্যায়ের সমগ্র ব্যাখ্যাশেষ এই ভাগে সন্নিবিষ্ট হইল না।

এইভাগে পঞ্চদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা পরিশিষ্ট মধ্যে সংসার অশ্বত্থতত্ত্ব, বৈরাগ্যতত্ত্ব, অপুনরাবর্ত্তনতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পুরুষতত্ত্ব ও আত্মপুরুষতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। ইহার অবশিষ্ট অংশ—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষতত্ত্ব, উত্তমপুরুষতত্ত্ব, ত্রিবিধপুরুষতত্ত্ব, চতুষ্পাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব ও আমাদের প্রাপ্তব্য পরমপদতত্ত্ব সপ্তম ভাগে সন্নিবেশিত হইবে।

এইখণ্ডের প্রুফ্ সংশোধনাদি ব্যাপারে শ্রীযুক্ত মধুসূদন কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। ইতি।—

কলিকাতা
দশহরা
২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

বিষয়-ব্যবচ্ছেদক সূচী।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়,—গুণত্রয়-বিভাগ যোগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়—পুরুষোত্তম যোগ।

আদ্য পুরুষতত্ত্ব

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙক্তি	ভ্রম	সংশোধন।
১	১	প্রকৃত্যো	প্রকৃতেঃ
১	৩	প্রভক্তিতত্ত্বাম্বুধিঃ	প্রসঞ্জিতত্ত্বাম্বুধিং
৩	১৯	সস্কার	সংস্কার
৫	৩	ব্রহ্মরূপ	ব্রহ্মস্বরূপ
৭	১২	হইয়াছে	হইয়াছে,
৭	১৬		ভূয়ঃ
৭	২২	পঞ্চবিংশতি	পঞ্চদশ
৮	১	আত্রিগুণের	ত্রিগুণের
৮	১৬	মৃত্যুদেহ-বন্ধন	মৃত্যুতে দেহবন্ধন
১৫	১৮	অবিস্থাত্রয়	অবিদ্যাশ্রয়
২২	২১	লিঙ্গবেষম্য	লিঙ্গবৈষম্য
২২	২১	বন্ধঃ	বন্ধ—
২৮	১৪	কৌন্তেয়	কৌন্তেয়
৩০	২২	ইচ্ছার	ইচ্ছায়
৩১	১১	কথ	কথা
৩১	১৭	প্রভবত্যা	প্রভবন্ত্যা
৩৪	৬	মায়াখ্য	পরাখ্য
৪২	১৬	বন্ধি	বৃদ্ধি
৪৯	৪	মুক্তি	মূর্ত্তি
৮০	১০	এই সমস্ত শ্লোক	এই শ্লোক
৮০	১৫	কাম্যরূপে	কার্য্যরূপে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	ভ্রম সংশোধন
৮১	১৫	দহে	দেহে
৮৯	২	হইয়া	হইলে
৯১	৪	তমগুণের	রজগুণের
৯৬	৭	বিবেকদ্রংশ	বিবেকভ্রংশ
১২৭	২৩	করেনন না	করেন না
১৩৫	৭	হইতে প্রচলিত	হইতে অপ্রচলিত
১৪০	১৪	সংবজ্জিত	সংবর্জ্জিত
১৪৫	২	অধিকারী	অবিকারী
১৪৬	১২	অমি	আমি
১৫৮	৫	যে অর্থ	সে অর্থ
১৬৮	৫	আমায়ের	আমাদের
১৭০	৯	বীজপদ	বীজপ্রদ
১৭৪	২০	তমগুণের	তমগুণ
১৭৬	৪	লত	মিলিত
১৭৬	২৪	মাদের	আমাদের
১৯০	১৩	স্থূল	মূল
১৯৮	১	বৈশেব	বিশেষ
১৯৯	৯	জড়গুণেত্রয়	জড়গুণত্রয়
২৪২	৩	fo	of
২৫২	১১	দেহ	দেব
২৭৯	৭	ঋগ্বেদ	১।৬৪।২১।
২৭৯	১৮	শ্রশিত্তা তন্ত্র	প্রশিতা তন্ত্র
২৮০	৩	অবতব	অবয়বের
২৮৫	৩	আয়ন্তিক	আরম্ভ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন
২৮৮	১৬	করিয়া	করিয়া
২৯০	৬	যাহা গেলে	যেথা গেলে
৩০৪	২০	এই লোকে	জীব লোকে
৩২০	৮	জীব নহে	জীব ভাব হইতে
৩৫৩	৮	বস্তুতস্ত্ব	বস্তুতঃ
৩৮১	১১	হইলেই	হইতে
৩৮৩	১৭	জগৎ সত্য	জগৎ অসত্য
৪২৭	১১	এ দেশ	এক দেশ
৪৩১	২	বিস্ববাদ	বিম্ববাদ
৪৩৪	২	সংসার শোয়	সংসার দশায়
৪৫৭	২১	ঘঠিত	গঠিত
৪৫৮	৬	বিজ্ঞানীহিতি।	বিজ্ঞানীহীতি ॥*
৪৫৮	১০	করিলে	করিলেন
৪৫৮	১৬	থাকার	থাকায়
৪৫৮	১৪	অমূমনামক	অমুক নামক
৪৫৮	২২	পথে	পক্ষে
৪৫৯	১৯	বাকারব্দ	বাচারম্ভ
৪৫৯	১৫	শারেন না	পারেন না
৪৬০	১৯	প্রশ্ন ৬+৩−৬।	প্রশ্ন ৬−৩−৬।
৪৮১	২৮	লেই	সেই
৪৮৬	১১	সুবুপ্তি	সুষুপ্তি
৫১৬	৮	বিকার	বিকারী
৫১৮	৪	per-thugh orne sovnd	per-through, sonne sound

পৃষ্ঠা	পংক্তি	ভ্রম	সংশোধন।
৫১৮	৩৫	পৃথক	পৃথকত্ব
৫১৯	৩	কেথোও	কোথাও
৫১৯	৭	লক্ষণা	লক্ষণ
৫১৯	২৭	fime, space	time space
৫২০	৩৬	Me	Beigson's
৫:১	৬	ক্ষর.	স্ফুর
৪২১	১৩|১৪	Walluce. Proby to Hegef	Wellace on Hegol
৫২৩	২১	in tence	Intense
৫২৩	৩১	"I A M"	I Am
৫২৫	৪৪	সাধিদৈস	সাধিদৈব
৫২৫	৫	ভগবান পুরুষরূপ	ভগবান্ আপনার পুরুষরূপ
৫২৫	৫	তাহার	তাঁহার
৫২৫	৫	তাহার	তাঁহার
৫২৬	১৫	Prinple	Principle
৫২৭	১৫	জ্যাবাংশ্চ	জ্যায়াংশ্চ
৫৩০	৫	সাহুয্য	সাহায্য
৫৩১	১৪	যে	যে
৫৩৬	১৭	স্থক্ষশবীবেব	সূক্ষ্মশরীরের
৫৩৯	১৫	স্বরূপ	স্বরূপ

গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্ ॥ ২০
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ ॥ ২১
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

স্যূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্‌গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মাহাত্ম্যম্।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

যিনি গীতার অর্থ ধ্যান করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত জানিবে; তিনি দেহান্তে পরম পদ প্রাপ্ত করেন। ২০। জনকাদি বহু ভূপালগণ, গীতাকে আশ্রয় করিয়া ইহলোকে নিষ্পাপ হইয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, এবং অন্তে পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ২১। যে ব্যক্তি গীতা পাঠ করিয়া মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাহার পাঠ বৃথা হয়, কেবল শ্রম মাত্র বলিয়া গণ্য হয়। ২২। যে ব্যক্তি মাহাত্ম্যযুক্ত গীতার অভ্যাস করেন, তিনি গীতা-পাঠের ফললাভ করেন এবং দুর্লভ গতিপ্রাপ্ত হন।

২৩। স্যূত কহিলেন। আমি গীতার এই সনাতন মাহাত্ম্য বলিলাম; যিনি গীতাপাঠান্তে ইহা পাঠ করেন, তিনি যদুক্ত ফললাভ করেন।

ইতি শ্রীবরাহপুরাণোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

—:o:—

গুণত্রয়-বিভাগযোগ

—:o:—

পুং-প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসার-বৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দ্দশে॥
কৃষ্ণাধীন-গুণাসঙ্গ-প্রভঞ্জিত-ভবাম্বুধিঃ।
সুখং তরতি মদ্ভক্ত ইত্যভাষি চতুর্দ্দশে॥

এই অধ্যায় সম্বন্ধে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"ভগবান্ পূর্ব্ব অধ্যায়ে ...লয়াছেন, (২৬) যে যাহা কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্ত্বের উদ্ভব হয়, ...হা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতেই হয়। তাহা কিরূপে হয়, ইহাই ...াইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ। অথবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ জগতের ...রণ হইলেও তাহারা ঈশ্বরের অধীন। সাংখ্যমতে স্বতন্ত্র ক্ষেত্র ও ...ত্রজ্ঞ জগতের কারণ নহে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই তাহাদের ...যোগ জগতের কারণ। এ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পুরুষ-...কৃতি সংযোগ কিরূপে জগৎ কারণ, তাহা বুঝাইবার জন্যও পূর্ব্বে উক্ত ...য়াছে যে পুরুষে প্রকৃতিস্থত্ব ও গুণসঙ্গত্বই সংসারোৎপত্তির হেতু। ...াতে প্রশ্ন হইতে পারে, কোন্ গুণে কিরূপ সঙ্গ হয়, এবং সে গুণই বা

কি প্রকার, এবং কিরূপে তাহারা বন্ধের কারণ হয়, এবং এই গুণ সকল হইতে মুক্তির উপায় কি? মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি? ইহার উত্তর রূপে এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।”

গিরি বলিয়াছেন,—“ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগই সর্ব্বোৎপত্তির নিমিত্ত-কারণ ইহা পুনরায় জ্ঞাপন করিবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হয় বলিয়া প্রকৃতির সহিত তাহার অধ্যাস হয়, এবং প্রকৃতির গুণে সঙ্গ বা অভিনিবেশ হয়। এই গুণ সম্বন্ধে যে ছয় প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে, আচার্য্য বলিয়াছেন, তাহার উত্তর এই অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে এই অধ্যায়ের সহিত পূর্ব্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়।”

রামানুজ বলিয়াছেন,—“অনন্যসংসৃষ্ট প্রকৃতি-পুরুষের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়া, ভগবদ্ভক্তি-অনুগৃহীত ব্যক্তি অমানিত্বাদি সাধনে বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইহা উক্ত হইয়াছে। সেস্থলে বন্ধনের কারণ—পুরুষের গুণসমূহের প্রতি আসক্তি, এবং তাহার ফলে সদসদ্ যোনিতে জন্ম, ইহাও উক্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সত্ত্বাদিগুণ জন্য যে সুখাদি উৎপন্ন হয়, তাহার প্রতি আসক্তির কথাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে গুণ সকলের বন্ধনের তত্ত্ব কি প্রকার, গুণ-নিবর্ত্তনের প্রকার কি তাহাই উক্ত হইতেছে।

স্বামী বলিয়াছেন,—“পুরুষ ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য নিবারণ করিয়া গুণের প্রতি আসক্তি হেতু সংসারের যে বৈচিত্র্য,—চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিস্তার পূর্ব্বক ইহাই উক্ত হইয়াছে। সমুদায় স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সত্তা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে উৎপন্ন হয়, ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই সংযোগ নিরীশ্বর সাংখ্যযোগ যে স্বতন্ত্র বলেন, তাহা নহে,—ঈশ্বরেচ্ছায় এই সংযোগ হয়, ইহাও এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে সত্ত্বাদি গুণসঙ্গ হেতু সেই সকল গুণকৃত সংসার-বৈচিত্র্যও এস্থলে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।

মধুসূদন বলিয়াছেন,—“পূর্ব্ব অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে সর্ব্ব-

সত্ত্বার যে উৎপত্তি, ইহা উক্ত হইয়াছে; এ অধ্যায়ে সেই সংযোগ ঈশ্বরাধীন, ইহা দেখাইয়া নিরীশ্বর সাংখ্য-মতের নিরসন করা হইয়াছে। আর পূর্ব্বে গুণসঙ্গই যে নানা যোনিতে জন্মের কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে; এস্থলে কোন্ গুণে কিরূপ আসক্তি হয়, গুণগুলি কি, এবং কিরূপে তাহারা বন্ধনের কারণ হয়, ইহা বিবৃত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে ভূতগণের যে প্রকৃতি—এই ত্রিগুণাত্মিকা, তাহা হইতে মোক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সেই গুণ-বন্ধন হইতে মোক্ষ বা মুক্তি কি প্রকারে হয়, এবং মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ কি, তাহা এই অধ্যায়-শেষে উক্ত হইয়াছে। এই সকল তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায়ের আরম্ভ।

বলদেব বলিয়াছেন,—"পরস্পর-সংযুক্ত প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিচার দ্বারা অবগত হইয়া, অমানিত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট হইলে, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তি হয়, পূর্ব্বাধ্যায়ে ইহা উক্ত হইয়াছে এবং গুণের প্রতি আসক্তি হেতু বন্ধন হয়, ইহাও উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে সে গুণ কি, কোন্ গুণে কিরূপ আসক্তি হয়, কোন্ গুণের আসক্তিতে কিরূপ ফল হয়, গুণের প্রতি আসক্ত ব্যক্তির লক্ষণ কি এবং গুণ সকল হইতে কিরূপে মুক্তি হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। এই উপদেশের প্রতি রুচি জন্মাইবার জন্য ভগবান্ প্রথম দুই শ্লোকে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।"

হনুমান্ বলিয়াছেন,—"স্বতন্ত্র-পরতন্ত্র ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞই জগৎকারণ, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গুণেতে আসক্তি ও সস্কার তাহার কারণ নহে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। গুণেতে কিরূপে সঙ্গ হয়, গুণই বা কি, কিরূপে বা তাহারা ক্ষেত্রজ্ঞকে বদ্ধ করে, কিরূপে বা গুণ হইতে মোক্ষ হয়, ইহাই প্রতিপাদনার্থ উক্ত লক্ষণ জ্ঞানের উপদেশ ভগবান্ এই অধ্যায়ে দিয়াছেন"।

বল্লভ সম্প্রদায়ানুযায়ী ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন,—'স্বক্রীড়ার্থ বিরচিত সত্ত্বাদিগুণসঙ্গজ প্রপঞ্চবৈচিত্র স্বরূপ যে ফল, তাহাই এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে'।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত কেশবাচার্য্য বলিয়াছেন,—"পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে চরাচর সমুদায় সত্তার উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগই :সমুদায় চরাচরের উৎপত্তির কারণ; এবং গুণ সঙ্গই সকল পুরুষেরই সদসদ্ যোনিতে জন্মের হেতু, অর্থাৎ পুরুষ গণের গুণময় সুখাদিতে আসক্তি তাহার জন্ম প্রভৃতি বন্ধনের হেতু। এক্ষণে নিরীশ্বর সাংখ্য মতানুযায়ী প্রকৃতি-পুরুষের স্বাতন্ত্র্য-নিরসন জন্য এবং কোন্ গুণ কিরূপে বদ্ধ করে, তাহা দেখাইবার জন্য আর গুণাতীতের লক্ষণ ও প্রকৃতির লক্ষণ দেখাইবার জন্য এ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, সকল ব্যাখ্যাকারগণই এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়কে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবৃত্তি বলিয়া বুঝিয়াছেন। যে তত্ত্ব জ্ঞানার্থ-দর্শন বুঝাইবার জন্য ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সেই অধ্যায়োক্ত কয়েকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ বা পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ হইতে এই ভূতজাত সমুদায় জগতের উৎপত্তি হয়, সেই সংযোগ যে পরমাত্মা পরমেশ্বরের অধীন, তাহা বলা হয় নাই। এই অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে তাহা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ সুখ-দুঃখ-ভোক্তৃত্বের হেতু, এবং পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণভোগ করে, এবং গুণ-সঙ্গ হেতু তাহার সদসৎ যোনিতে জন্ম হয়। এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সেই গুণ কি; তাহাদ্বারা পুরুষ কিরূপে বদ্ধ হয়, সেই ত্রিগুণ তত্ত্ব ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। এই প্রকৃতি-সম্ভব গুণদ্বারা প্রকৃতি কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বের হেতু হয়, গুণব্যতীত অন্য কর্ত্তা নাই, ইহা এই অধ্যায়ে ১৯ শ শ্লোকে পুনরুক্ত হইয়াছে এবং অধ্যায় শেষে দেহসমুদ্ভব এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া পুরুষ গুণাতীত হইয়া যে অবস্থান করিতে পারে, এবং সে গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি এবং গুণাতীত

হইলে যে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করে, সে গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মরূপ লাভ করে, এবং ভগবান্‌ই সেই ব্রহ্মের এবং ধর্ম্ম সুখাদির প্রতিষ্ঠা—ইহার উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা হইয়াছে।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

—:o:—

জ্ঞানমধ্যে যেই জ্ঞান পরম উত্তম
কহিব আবার তাহা—যাহা মুনিগণ
জানি করেঁ হেথা হতে পরা সিদ্ধিলাভ ॥ ১

১। জ্ঞানমধ্যে যেই জ্ঞান পরম উত্তম, কহিব আবার তাহা—যে জ্ঞান পর—অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করে, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে, বলিয়া যাহা সকল প্রকার জ্ঞান হইতে উত্তম। তাহা যদিও পূর্ব্ব অধ্যায় সমূহে উক্ত হইয়াছে, তথাপি পুনর্ব্বার তাহা আমি বলিতেছি। জ্ঞানমধ্যে অর্থাৎ অন্যান্য প্রকার জ্ঞানের মধ্যে। পূর্ব্বে যে অমানিত্বাদি বিংশতি প্রকার জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, এই অন্যান্য প্রকার জ্ঞান তাহার অন্তর্গত হইতে পারে না। তাহা যজ্ঞাদি জ্ঞেয় বস্তুর প্রকাশক জ্ঞানসমূহ। সে সব জ্ঞান মোক্ষলাভের উপায় নহে। এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া পরম ও উত্তম। শ্রোতার এই বুদ্ধি লাভের অনুকূলরুচি উৎপাদন করিবার জন্য এইরূপ প্রশংসা করা হইয়াছে এবং ইহা জানিয়া মুনিগণ মোক্ষলাভ করেন, ইহাও উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)।

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতি পুরুষান্তর্গত সত্বাদিগুণ-বিষয়ক জ্ঞান পুনর্ব্বার উল্লেখ করিব। সেই জ্ঞান সমুদায় প্রকৃতি পুরুষ বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে উত্তম (রামানুজ)।

পরম বা পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞানের উপদেশ পুনর্ব্বার তোমায় প্রকৃষ্টরূপে কহিতেছি। তপো যজ্ঞাদি বিষয়ক জ্ঞান হইতে এ জ্ঞান মোক্ষ-সাধন বলিয়া উত্তম (স্বামী)।

এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে এই বক্ষ্যমাণ তত্ত্বের প্রতি শ্রোতার রুচি জন্মাইবার জন্য এই জ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে। 'জ্ঞায়তে অনেন ইতি জ্ঞানম্।' জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন। পরমাত্মজ্ঞানের সাধন যে জ্ঞান, তাহা 'পর' বা শ্রেষ্ঠ। যাহা পরবস্তু-বিষয়ক জ্ঞান তাহা সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান-সাধন অপেক্ষা উত্তম। যজ্ঞাদি যে জ্ঞান-সাধন, তাহা বহিরঙ্গ। এই জন্য তাহাদের অপেক্ষা এই জ্ঞান-সাধন উত্তম অর্থাৎ উত্তম ফলপ্রদ। পূর্ব্বে যে অমানিত্বাদি রূপ জ্ঞান-সাধন উক্ত হইয়াছে, তাহা এই উত্তম জ্ঞানের অন্তর্ভূত হইলেও এই জ্ঞান সাধনের ফল উৎকৃষ্ট বলিয়া এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান পরম জ্ঞান। এই ভেদ বুঝিতে হইবে এই জ্ঞান পূর্ব্বাধ্যায়ে সংক্ষেপেও অস্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে। সেই জন্য এই অধ্যায়ে তাহা পুনরুক্ত হইল, ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন। (মধু)।

'পর' অর্থাৎ পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতি জীবান্তর্গত গুণ বিষয়ক জ্ঞান। তাহা প্রকৃতি জীব-বিষয়ক জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ—দুগ্ধ হইতে উদ্ধৃত নবনীতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ, তাহাই ভগবান্ বলিয়াছেন. (বলদেব)।

পর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তাদি লক্ষণ প্রকৃতি পুরুষ সত্বাদি গুণ-বিষয়ক জ্ঞান পুনরায় বিবৃত :করিব। তাহা তপঃ কর্ম্মাদি বিষয়ক জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ (কেশব)।

মূলে "জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্" ইহার স্থলে "জ্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমম্" এই

পাঠ আছে। এই পাঠান্তর হেতু অর্থের বিশেষ প্রভেদ হয় না। 'জ্ঞানিনাং জ্ঞানমুত্তমম্' অর্থে জ্ঞানিগণ যে জ্ঞানকে উত্তম বলিয়া জানেন, অথবা জ্ঞানিগণের যে জ্ঞান উত্তম। পূর্ব্বে অমানিত্বাদি বিংশতিটি জ্ঞানের স্বরূপ বলা হইয়াছে (১২।৭—১১)। এই জ্ঞানের একরূপ 'তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন,' এবং এই জ্ঞানে জ্ঞেয় পরং ব্রহ্ম তাহা পূর্ব্বে ১৩।২ ও ১৩।১২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে বিংশতি প্রকার জ্ঞানের রূপ উক্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনই যে পরম ও উত্তম, তাহা এস্থলে উক্ত হইল। এই তত্ত্বজ্ঞান প্রধানতঃ প্রকৃতি পুরুষ বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান। পূর্ব্বে ১৩শ অধ্যায়ে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক জ্ঞান (১৩।৪,৫ এবং ১৩।১৯—৩৪ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রজ্ঞ যে পরমাত্মা পরমেশ্বর, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষেত্র বা প্রকৃতির সহিত পরমেশ্বরের সম্বন্ধ কি, তাহা স্পষ্ট উক্ত হয় নাই; (তবে তাহা পূর্ব্বে ।৩—৫ শ্লোকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে) এবং যে প্রকৃতিজ বা দেহজ ত্রিগুণ পুরুষকে বদ্ধ করে, উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বাধ্যায়ে সেই গুণের তত্ত্ব বিবৃত হয় নাই। এই অধ্যায়ে তাহাই বিশেষ করিয়া (ভূয়ঃ) পুনর্ব্বার বিবৃত হইয়াছে। ইহা সেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানেরই অন্তর্গত। এজন্য ইহাও সর্ব্বজ্ঞান মধ্যে পরম ও উত্তম জ্ঞান। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উক্ত জ্ঞান অপেক্ষা এ জ্ঞান পরম ও উত্তম নহে। এ জ্ঞান সেই অধ্যায়ের জ্ঞানেরই বিস্তার মাত্র।

যাহা উক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান, তাহা তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। এই তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন—গীতায় তৃতীয় ষট্‌কে উক্ত হইলেও ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে ইহা প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়েই প্রকৃত পক্ষে এই তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনের মূলসূত্র উক্ত হইয়াছে। তাহাই পুনর্ব্বার এই অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে বিবৃত দেহ তত্ত্ব—পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত প্রকৃতি পুরুষ

সংযোগে জীবের উৎপত্তি ও প্রকৃতিজ ত্রিগুণের সঙ্গ হেতু জীবের বন্ধন। এই তত্ত্ব পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছিল বলিয়াই ভগবান্ প্রথমে বলিয়াছেন, যে এই উত্তম জ্ঞান পুনরায় কহিতেছি। এই উত্তম জ্ঞান কেবল যে এই অধ্যায়ে পুনরুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে। পঞ্চদশ অধ্যায়েও ইহার অন্ত অংশ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই জ্ঞান, ইহা ভগবান্ পূর্ব্বে (১৩।২ শ্লোকে) বলিয়াছেন। এই অধ্যায় ও পর অধ্যায়ে তাহা বিশেষ ভাবে পুনর্ব্বার বিস্তৃত হইয়াছে। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান—পুরুষ-প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্তর্গত। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক জ্ঞান হইতে যে মুক্তি হয়,—পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়,—তাহা সাংখ্য দর্শনে উক্ত হইয়াছে। বেদান্ত ও গীতা অনুসারে আমরা আরও বলিতে পারি যে, এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান বা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান হইলে, সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন, এবং ব্রহ্ম জ্ঞান ফলে পরম মুক্তি লাভ হয়, পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়।

মুনিগণ..................লাভ।——যে জ্ঞান লাভ করিয়া মুনিগণ অর্থাৎ ধ্যান-পরায়ণ সন্ন্যাসিগণ মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন,—মৃত্যুদেহ বন্ধন ছিন্ন হইবার পর নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন (শঙ্কর)। যে জ্ঞান জানিয়া মননশীল মুনিগণ এই সংসার হইতে পরা বা অধ্যাত্ম-স্বরূপ প্রাপ্তি রূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন (রামানুজ)। যাহা জানিয়া মননশীল মুনিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মুক্তিরূপ পরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন (স্বামী)। যে জ্ঞানের অনুষ্ঠান দ্বারা মননশীল সমুদায় সন্ন্যাসিগণ এই দেহ বন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন (মধু)। যাহা জানিয়া সর্ব্ব মুনিগণ এই লোক হইতে মোক্ষ-লক্ষণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন (বলদেব)। যে জ্ঞান জানিয়া অর্থাৎ মনন দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়া, সমুদায় মননশীল মুনিগণ এই সংসার হইতে প্রকৃতি-বিমুক্ত আত্ম-বিষয়ে পরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (কেশব)।

সিদ্ধি,—অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে আপনার পার্থক্যসিদ্ধি, প্রকৃতির গুণ বন্ধন হইতে মুক্তি। 'ইতঃ' অর্থাৎ দেহত্যাগের পর। সাংখ্যদর্শনে আছে, যে এই প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ধি হইবামাত্রই মুক্তি হয় না। প্রারব্ধ বশে শরীর তখনও থাকে। 'চক্রবৎ ধৃতশরীরম্।' অর্থাৎ কুম্ভকারের চক্রকে ঘুরাইয়া দিবার পরে, যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাতেই সে ঘুরান বন্ধ হইলেও সে চক্র যেমন ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হইলেও সেই প্রারব্ধের বশে প্রকৃতিজ শরীর থাকিয়া যায়। মৃত্যুতে শরীর ধ্বংসের পর তবে প্রকৃতি হইতে মুক্তি হয়। এই মুক্তি বা পরাসিদ্ধি কিরূপ, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

মুনি—শঙ্কর বলেন,—মুনি অর্থে মননশীল চতুর্থশ্রেণী সন্ন্যাসী। শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন—বিজ্ঞান লাভের এই তিন উপায় বেদান্তে উক্ত হইয়াছে। কেবল শ্রবণ ও মনন দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। গীতায় পূর্ব্বে এই মুনির কথা উক্ত হইয়াছে। যে স্থিতধী বা স্থিত-প্রজ্ঞ, সেই মুনি (২।৫৬)। মুনি আত্মদর্শী, বাহ্য বিষয় তাহার নিকট নিশার অন্ধকারের ন্যায় অপ্রকাশিত (২।৬৯)। মুনি যোগযুক্ত (৫।৬)। মুনি মোক্ষপরায়ণ (৫।২৮)। কপিল মুনি সিদ্ধগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ (১০।২৬)। মুনির মধ্যে আমি ব্যাস (১০।৩৭)। ইহা হইতে মুনি কাহাকে বলে তাহা বুঝা যায়। যিনি জ্ঞানী, যিনি আত্মদর্শী, যিনি ধ্যানসিদ্ধ, যিনি মোক্ষপরায়ণ—তিনিই মুনি। শ্রুতিতে আছে,—যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনিই মুনি।

"এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)।

"এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি।" (কঠ উপ, ৪।১৫)।

এই মুনিগণের পরা সিদ্ধি—প্রকৃতি হইতে বিযুক্ত আত্মার স্বরূপ লাভ। প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক জ্ঞান যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে ও এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, সেই জ্ঞান লাভ করিলেই মুনিগণ এই সিদ্ধি লাভ করেন।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ২

—:*:—

এ জ্ঞান আশ্রয় করি, প্রাপ্ত হয় তারা
সাধর্ম্ম্য আমার,—নাহি জন্ম লভে আর
সৃষ্টিকালে,—প্রলয়েও নাহি ব্যথা পায়॥ ২

২। এ জ্ঞান আশ্রয় করি—এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ জ্ঞান-সাধনার সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া, (শঙ্কর)। সেই জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদি সম্পত্তি দ্বারা সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া (গিরি)। জ্ঞান—জ্ঞানসাধন, উপাশ্রয়=অনুষ্ঠান, (স্বামী, মধু)। গুরুর উপাসনা দ্বারা এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, (বলদেব)। এই বক্ষ্যমাণ জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ম্ম্য বা সাম্য প্রাপ্ত হয়। (কেশব)। প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণের স্বরূপ জানিয়া, এবং এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণ হইতে পৃথক্ আত্মার স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করিয়া। আত্মা বা পরমাত্মাকে আশ্রয় করিলে, তাহাতে অভিনিবিষ্ট চিত্ত হইলে, সকলের প্রতি আসক্তি দূর হয়, জীবাত্মার আর স্বরূপ বিচ্যুতি হয় না, প্রকৃতির সহিত আর তাহার অধ্যাস থাকে না, পরমাত্মা স্বরূপে অবস্থান হয়।

তারা আমার সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়—পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত মুনিগণ আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের সাধর্ম্ম্য বা স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সাধর্ম্ম্যের অর্থ সমানরূপতা নহে। কারণ গীতাশাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের পরস্পরভেদ কথিত হয় নাই (শঙ্কর)। আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ আমার সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, (রামানুজ, কেশব)। আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ মদ্‌-রূপত্ব—ঈশ্বরের সহিত সারূপ্য) স্বামী, মধু) অত্যন্ত অভেদভাবে ঈশ্বরের সারূপ্য (মধু)। সর্ব্বেশ্বর আমার নিত্য আবির্ভূত অষ্টগুণের সাধর্ম্ম্য। সাধনা

দ্বারা আবির্ভূত সেই অষ্টগুণের দ্বারা সাম্য, (বলদেব)। সাধর্ম্ম্য—সধর্ম্মতা (হনু)। সাধর্ম্ম্য—সমানধর্ম্মতা বা লীলাযোগ্যতা (বল্লভ)।

এই শ্লোকে যে ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য উক্ত হইয়াছে, তাহা কি জীবাত্মার সর্ব্ব বিশেষত্ব দূর করিয়া ভগবানের সহিত একত্ব বা অভেদত্ব প্রাপ্তি, না কেবল ঈশ্বরের ধর্ম্মের সহিত সমতাপ্রাপ্তি অর্থাৎ ঈশ্বরের ধর্ম্মলাভ মাত্র? শঙ্কর অবশ্য এই অভেদভাবে একত্ব লাভই অর্থ করেন। কিন্তু অন্য কোন ব্যাখ্যাকার এ অর্থ করেন না। গিরিও বলিয়াছেন যে, যখন জ্ঞানের স্তুতি জন্য তাহার ফল বলা অভিপ্রেত, তখন এ স্থলে সারূপ্য অভিলষিত অর্থ নহে। সারূপ্য হইলে জ্ঞানফল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রস্তাবিত ধ্যানের ফল আসিয়া উপস্থিত হয়। বলদেব বলিয়াছেন,—এ শ্লোকে বহুবচন আছে অর্থাৎ বহু মুনির কথা আছে; সুতরাং এ মোক্ষে জীবের বহুত্ব থাকে।

জীবাত্মা ও ঈশ্বর সম্বন্ধে তিন মত প্রচলিত আছে। এক অদ্বৈতবাদ অনুসারে অভেদ-বাদ। দ্বিতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসারে ভেদাভেদ-বাদ। তৃতীয় দ্বৈতবাদ অনুসারে ভেদ-বাদ। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ভেদ-বাদ যে গীতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পারমার্থিক অর্থে অভেদ-বাদ সত্য হইলেও ব্যবহারিক অর্থে এই ভেদাভেদ-বাদই সঙ্গত। রামানুজ এস্থলে এ তত্ত্ব আলোচনা করেন নাই। তিনি ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্যে তাহা বিবৃত করিয়াছেন। তিনি সে স্থলে বলিয়াছেন,—অবিদ্যা-মোচন হইলেও জীবাত্মার পরব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্যের সম্ভাবনা নাই। জীব কখন অবিদ্যাশ্রয়-শূন্য হইতে পারে না। মুক্তের ভগবৎ-ধর্ম্মতা প্রাপ্তিই গীতায় (এই শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। অন্যত্র আছে—যিনি ব্রহ্মধ্যান করেন, ব্রহ্ম তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আত্মভাবাপন্ন করান। আকৃষ্যমাণ বস্তু (যেমন লৌহ চূর্ণ) কখন আকর্ষকের (যেমন চুম্বক) স্বরূপ হয় না।

যাহা হউক চিৎস্বরূপে ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্ব আছে। নাম রূপ যে উপাধি তাহা দূর হইলে, জীব জ্ঞানে ব্রহ্ম সহ একাকার হয়। অতএব জীব ব্রহ্মের প্রকার (mode) মাত্র। জীব-চিৎকণা মাত্র। চিৎ-স্বরূপ ব্রহ্মে তাহার অণুপ্রবেশ অবশ্য স্বীকার্য্য। সেইরূপ চিদণুতেও চিৎস্বরূপের প্রবেশও স্বীকার করিতে হয়। (চিৎস্বরূপ=absolute unconditioned Reason আর চিদণু=Finite, limited, conditioned Reason)। এই চিদণুরূপ জীব—চিৎস্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-রূপে অনুভব করিতে পারে। এই স্বরূপাবির্ভাব হইলে, জীবাত্মায় পরমাত্মার জ্ঞানশক্তির আবেশ হয়। এই জ্ঞান স্বরূপে অভেদ দর্শন হয়, আপনাকে সর্ব্বফলকর্ত্তা সর্ব্বশাস্তা সকলের অধিপতি ব্রহ্মরূপে দর্শন হয়। জ্ঞানের এই অবস্থা হইলে, পুরুষ যে আপনাকে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা বোধ করে এবং ঈশ্বর ভাবাপন্ন হয়; তাহা নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শনেও (৩ ৫৬, ৫৭ সূত্রে) উক্ত হইয়াছে। *

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি, যে পরব্রহ্মের দুই ভাব—সগুণ ও নির্গুণ ভাব। নির্গুণভাবে কোনরূপ ধর্ম্মের আরোপ সম্ভাবনা নাই। সগুণ ভাবেই ধর্ম্ম গুণ কর্ম্ম ইত্যাদি ব্রহ্মে আরোপিত হইতে পারে। সগুণ ভাব অর্থে মায়াখ্য পরাশক্তিযুক্ত ভাব। এই পরাশক্তি বিবিধ হইলেও স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া রূপে অভিব্যক্ত হয়, ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। সগুণ ব্রহ্মই পরমেশ্বর। অতএব পরমেশ্বরের এই জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বীকার্য্য। এই জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া—মায়াখ্য প্রকৃতির কার্য্যরূপ। এইজন্য পরমেশ্বর স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া যুক্ত। এই প্রকৃতিস্থ ভগবান্ ঐশ্বর্য্যাদি ধর্ম্মযুক্ত। যাহা ধারণ করে, রক্ষা করে, যাহা দ্বারা কোন বস্তুর স্বরূপত্ব রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম,

* শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় কৃত সমন্বয় ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

যাহা দ্বারা পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব ধৃত ও রক্ষিত হয়, তাহাই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায় হইতে দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত ভগবান্ আপনার স্বরূপ বা পরমেশ্বরত্ব বিবৃত করিয়াছেন। সে ধর্ম্ম প্রধানতঃ এই,—ভগবান্ সর্ব্বভূতযোনি প্রকৃতিযুক্ত (৭।৩—৫) তাহা হইতে সমুদায় জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হয় (৭।৬)। তিনি এই জগতে সর্ব্বত্র ওতঃপ্রোত (৭।৭)। তিনি সর্ব্বভূতের বীজ সর্ব্বভূতের জীবন (৭।৯—১০)। সাত্ত্বিকাদি ভাব তাঁহা হইতেই প্রকৃতিতে উদ্ভব হয় (৭।১২) তিনি যোগমায়া সমাবৃত হইয়া অপ্রকাশিত অব্যক্ত থাকেন (৭।২৫)। তাঁহার ভাব,—ব্রহ্মরূপ, কৃৎস্ন অধ্যাত্মরূপ, নিখিল কর্ম্মরূপ, অধিভূতরূপ, অধিদৈবরূপ ও অধিযজ্ঞরূপ (৭।২৯, ৩০)। তিনি অক্ষর পরম পুরুষ রূপ (৮।২১)। তিনি সর্ব্বভূতে স্থিত হইয়াও স্থিত নহেন (৯।৪,৫)। তিনি অকর্ত্তা হইয়াও স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক জগতের সৃষ্টি লয়াদি করেন (৯।৮—১০)। তিনি তাঁহার একাংশ দ্বারা জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জগৎ ধারণ করেন (১০।১২)। তিনিই একাংশে এই বিশ্বরূপ। তিনি সর্ব্বন্তর্ভূতাত্মা, তিনি সকলের ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা, প্রভু, শরণ, তিনি সর্ব্বান্তর্যামী। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত (১৬।২৭)। তাঁহাতেই সর্ব্বভূত স্থিত (৭।৩০)। তিনিই স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষেত্র ক্ষেত্রী রূপে সমুদায় জগৎ প্রকাশ করেন (১৩।৩৩)।

এইরূপে গীতায় পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। এই ঈশ্বরত্বই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবাত্মা যখন সাধনাফলে প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, আত্ম-স্বরূপ বা মুক্ত পুরুষ-স্বরূপ লাভ করে, তখন সে কি এই পরমেশ্বরের ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়? যদি তাহারা স্বতন্ত্র ভাবে এই ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারিত, তবে এত দিনে জগৎ বহু ঈশ্বরে পূর্ণ হইয়া যাইত; সুতরাং অবশ্য বলিতে হইবে যে,

জীবাত্মা ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য লাভ করিলেও ঈশ্বর হয় না। ঈশ্বরের পরাশক্তি মায়া দুইরূপে অভিব্যক্ত হয় বলিয়াছি। এক জ্ঞানক্রিয়া ও আর এক বলক্রিয়া। জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা পরমেশ্বর বহু হইবার কল্পনা করিয়া তাহা নামরূপের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া জ্ঞানে প্রকাশ করেন এবং এই বলক্রিয়া দ্বারা এই জ্ঞানে কল্পিত জগৎ নিজ সত্তার সত্তাযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করেন ও তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। রামানুজের মতে এই জ্ঞান স্বরূপেই জীবের সহিত ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য। জীব মুক্ত হইলেও সে জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা ও নিয়ন্তা হয় না, জীব কখন ব্রহ্মের বলক্রিয়ারূপ পরাশক্তি যুক্ত হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তাহা না হইলেও মুক্ত পুরুষ জগতের রক্ষার্থ ঈশ্বরের সহায়রূপে তাঁহার সহিত একাত্ম হইয়া স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া, তাহা দ্বারা কর্ম্ম করিতে পারে, ইহা গীতায় উক্ত হইয়াছে। এইরূপ মুক্ত পুরুষ যে জগৎ রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন, তাহা আমরা শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। মহর্ষিগণ সিদ্ধগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ যাঁহারা মুক্ত মহাত্মা, তাঁহারা এই জগৎ রক্ষারূপ কর্ম্মে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব কর্ম্মে ঈশ্বরের সহায়। এই খানেই মুক্ত পুরুষের সহিত ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য। মুক্ত পুরুষ আর প্রকৃতি বা প্রকৃতিজ গুণ দ্বারা বদ্ধ থাকে না। বদ্ধ না থাকিলেও সে প্রকৃতি হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হইতেও পারে না। তবে তখন সে স্বপ্রকৃতির প্রভু হয়, নিয়ন্তা হয়। সে তখন স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ স্বরূপ জানিয়া প্রকৃতিকে ঈশ্বরার্থ কর্ম্মে নিয়মিত করে। এই প্রকৃতি নিয়ন্তৃত্বে মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরের সহিত সাধর্ম্ম্য যুক্ত।

যাহা হউক এ মুক্ত-অবস্থায় যদি ব্যক্তিত্ব বোধ থাকে, আপনাকে দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বোধ থাকে, তবে তাহা প্রকৃত মুক্তি নহে। মুক্তিতে কোন উপাধি পরিচ্ছিন্নতা থাকে না। রামানুজ বলিয়াছেন,

যে, মুক্তিতে জ্ঞানে ব্রহ্মের স্বরূপত্ব লাভ হয়। তখন জ্ঞানে কোন দেশকাল নিমিত্ত উপাধি দ্বারা কোন পরিচ্ছিন্ন ভাব থাকে না। অতএব জ্ঞানে এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের সহিত ঐক্যতা রূপ মুক্তিই পরম পুরুষার্থ। মুক্তি হইলেও—মুক্ত পুরুষ, এই জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়া ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হইয়া জগৎকে আপনার মধ্যে দর্শন করিয়া সেই জগৎ ও জগতের ধর্ম্ম (Law) রক্ষার্থ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। ইহাই ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য লাভ।

এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে জ্ঞানী আপনাকে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন জানিয়া প্রকৃতিজ ত্রিগুণাতীত হইতে পারেন সত্য, এবং ভগবানে অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগ দ্বারা সেবার ফলে তাঁহার সমগ্র স্বরূপ জানিয়াও ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় সত্য (১৪।২৬) কিন্তু তাহার ফলে একেবারে প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় না। স্বয়ং ভগবান্ই এ প্রকৃতি হইতে বিমুক্ত নহেন। ব্রহ্মও মায়া হইতে বিমুক্ত নহেন। ব্রহ্মের মায়াযুক্ত স্বগুণ ভাব নিত্যসত্য। অতএব ব্রহ্মের যে জীবভাব তাহাও এই প্রকৃতি বিমুক্ত নহে। ব্রহ্ম-প্রকৃতি—মায়া, আর জীব প্রকৃতি পরিচ্ছিন্ন মায়া বলিয়া তাহাকে অবিদ্যা বলে। এজন্য রামানুজ বলিয়াছেন, জীব কখনও অবিদ্যাত্রয়শূন্য হইতে পারে না। যাহা হউক ত্রিগুণাতীত পুরুষ প্রকৃতি বা অবিদ্যাত্রয় বিযুক্ত না হইলেও আর প্রকৃতির বশীভূত থাকেন না। আর অবিদ্যাবদ্ধ থাকেন না। তিনি প্রকৃতির নিয়ন্তা, প্রভু হন। ইহাই ভগবানের সহিত সাধর্ম্ম্য। এই অধ্যায় শেষেও ভগবান্ আপনার স্বধর্ম্মের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥"

ভগবান্ অব্যয় অমৃত ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা। [illegible] আত্মস্বরূপে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে অবস্থান হেতু যে ব্রাহ্মী স্থিতি [illegible]ভাব লাভ

করেন ও যাহার ফলে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ হয়, ভগবানেই সেই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। এ তত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে। ভগবান্ আরও শাশ্বত বা সনাতন ধর্ম্মের (absolute Laws of the Universe) বা সৎস্বরূপের এবং ঐকান্তিক সুখের (আনন্দস্বরূপের) প্রতিষ্ঠা। অতএব যিনি পরমেশ্বরের সাধর্ম্ম্য লাভ করিবেন, তিনি অবশ্য এই সনাতন ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, কেবল জ্ঞানস্বরপ ব্রহ্মে নির্ব্বাণই পরমপুরুষার্থ নহে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যাইয়া ব্রহ্মত্ব বা সর্ব্বত্ব লাভ করাই পরমপুরুষার্থ। অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ত্বে সেই সর্ব্বত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। সেই পরমপুরুষার্থ লাভ হয়। তাহাতে মানুষ পরব্রহ্মের সহিত অভেদ হইয়া গেলেও, একেবারে সর্ব্বভেদ দূর হয় না।

অতএব এ স্থলে রামানুজের উক্ত ভেদাভেদ বাদ সঙ্গত। ব্রহ্মই যখন মায়া দ্বারা বহু হইয়া ভিন্ন হন, বহু জীবরূপ হন, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় হন, এবং সেই ভাবেই এ জগৎ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ব্রহ্ম স্বরূপ জীবও এই সৃষ্টিতে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও ভিন্নবৎ থাকেন, মুক্তিতেও সে ভেদ পূর্ণভাবে অপনীত হইয়াও হয় না। জ্ঞানে সে ভেদ পূর্ণ অপনীত হইলেও শক্তি সম্বন্ধে সে ভেদ থাকিয়া যায়। বলিয়াছিত মুক্ত পুরুষ কখন স্বতন্ত্রভাবে এ জগতের স্রষ্টা বা সংহর্ত্তা হন না বা হইতে পারেন না। তাঁহার জ্ঞানে যদি জ্ঞাতা জ্ঞেয় এই দ্বৈতভাব লয় হইয়া এক অবিভক্ত নির্গুণব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এ জগৎ লয় হইয়া যায়, তাহাতে এ জগতের প্রকৃত লয় হয় না। আর ব্রহ্মজ্ঞানেরও তুরীয় সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ যে এই চারি অবস্থা আছে, সে জ্ঞানেও এই তুরীয় অবস্থায় অন্য তিন অবস্থার একেবারে অভাব হয় না। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় মুক্ত জীবের জ্ঞানেও এই স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার দ্বৈতাভাস অবশ্যম্ভাবী। তবে সে দ্বৈতাভাস কালে সেই মুক্ত পুরুষ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ দ্বৈতমধ্যে আপনারই স্বরূপ দেখিতে পান। দ্বৈত সত্ত্বেও

তাঁহার ভেদদর্শন দূর হয়। ইহাই জ্ঞানের মুক্তাবস্থা। এই মুক্তাবস্থায়ও সেই নিত্য ব্রহ্মশক্তি মায়া হেতু জ্ঞানের এই জাগ্রদবস্থাদি হয়, এবং সে অবস্থায় যে ঈশ্বর-সাধর্ম্ম্য ভাব হয়, তাহাতে সেই ঈশ্বরভাবে তাহার নিজের জ্ঞানে অবস্থিত জগতের রক্ষার্থ কর্ম্ম মুক্তের পক্ষেও সম্ভব হয়। শুধু সম্ভব নহে। সে কর্ম্মসংযোগ অবশ্যম্ভাবী। সে কর্ম্মভাব ভগবানের ন্যায় মুক্তের পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার জন্য চেষ্টার প্রয়োজন নাই-- কোন কাম সংকল্পের আবশ্যক নাই। সে স্বাভাবিক কর্ম্মভাবকে সংযত করিতেই বরং চেষ্টার প্রয়োজন। ভগবান্ অকর্ত্তা হইয়াও সর্ব্বদা স্বভাবতঃ নিজ প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্ম করান। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন --

"যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ (গীতা ৩।২৩-২৪)।

অতএব লোক-রক্ষার্থ কর্ম্ম, ধর্ম্ম-রক্ষার্থ কর্ম্ম, সকলকে শাসন করিয়া নিয়মিত ও স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইবার কর্ম্ম ভগবানের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অতন্দ্রিত হইয়া, অনলস হইয়া অর্থাৎ চেষ্টাপূর্ব্বক তবে তিনি এ কর্ম্মভাবকে সংযত করিতে পারেন ; আর সে ভাব সংবরণ করিলে, এ সৃষ্টিরও লয় হয় অথবা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া সমুদায় উৎসন্ন হয়। এই জগতের ব্যক্তাবস্থায় জগৎ-রক্ষার্থ কর্ম্ম করার জন্য তাঁহাকে চেষ্টা বা যত্ন করিতে হয় না। কর্ম্ম না করার জন্যই তাঁহাকে চেষ্টা ও যত্ন করিতে হয়। এ তত্ত্ব যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। অতএব যে মুক্তপুরুষ ভগবানের স্বাধর্ম্ম্য লাভ করেন, তিনিও ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া, এই জগৎ-রক্ষার্থ শাশ্বত ধর্ম্ম-রক্ষার্থ কর্ম্ম স্বভাবতঃই করিয়া থাকেন। বলিয়াছি ত, মহর্ষি সিদ্ধ সাধ্যগণ মুক্ত হইয়াও এইরূপে কর্ম্ম করেন। বুদ্ধাদির এবং মহাত্মাগণের এই কর্ম্ম স্বভাবের মূল বদ্ধজীবের প্রতি অলৌকিক করুণা। ইহাই ঈশ্বর ভাব—ঈশ্বরের স্বধর্ম্ম। এজন্য এস্থলে বিশেষ ভাবে ঈশ্বর-সাধর্ম্ম্যের কথা উক্ত হইয়াছে।

এ স্থলে সংক্ষেপে আরও এক কথা বলা যাইতে পারে। 'মৎ-সাধর্ম্ম্য'—বলিয়া যে ভগবানের সাধর্ম্ম্যের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই ভগবানের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥"

অতএব যিনি এই জ্ঞানযুক্ত তিনি জ্ঞানে ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে। আমরা তাঁহাকেও ভগবান্ বলিতে পারি। কিন্তু এ অর্থ সঙ্কীর্ণ।

এ স্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞানের ফলে এই সাধর্ম্ম্য-সিদ্ধি হয়। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানই এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান। সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানেই মুক্তি হয়, অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই মুক্তিতে পুরুষ অক্ষর পুরুষ হন (১৫।১৬)। সেই মুক্তিতে অক্ষর পুরুষ ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই মাত্র এস্থলে উক্ত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের ব্যক্তিত্ব থাকে। এজন্য সাংখ্যদর্শনে বহু বদ্ধ পুরুষের ন্যায় বহু মুক্ত পুরুষও স্বীকৃত হইয়াছে। যতদিন এইব্যক্তিত্ব থাকে, ততদিন এই সাধর্ম্ম্যে মুক্তি ব্যতীত অন্য মুক্তি হয় না। ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া গেলে, তবে পরম নির্ব্বাণ লাভ হয়। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে মুক্ত হইলে, সেই জ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন। ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলে, তবে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় ও পরে নির্ব্বাণ লাভ হয়।

নাহি জন্মে তারা সৃষ্টি কালে, প্রলয়েতে নাহি ব্যথা পায়—ইহারা সর্গে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে উপজাত হয় না (উপজায়ন্তে) অর্থাৎ উৎপত্তি লাভ করে না। এবং প্রলয় কালে অর্থাৎ ব্রহ্মার বিনাশ সময়েও ব্যথিত হয় না, অর্থাৎ স্বরূপচ্যুত হয় না। ইহাই অর্থ। এস্থলে এইরূপে উক্ত জ্ঞানের ফল ও জ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে (শঙ্কর)। তাহারা

সৃষ্টি-কর্ম্ম সংহার-কর্ম্ম কিছুই ভোগ করে না (রামানুজ, বলদেব)। ব্রহ্মাদির উৎপত্তি সময়েও আর তাহারা উৎপন্ন হয় না, এবং প্রলয়-কালান যে ব্যথা বা দুঃখ তাহা অনুভব করে না (স্বামী, কেশব)। তাহারা সর্গে বা হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি কালেও উৎপন্ন হয় না এবং ব্রহ্মার বিনাশ কালেও বিনষ্ট হয় না, (মধু)।

এই শ্লোকে যে সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা উক্ত হইয়াছে। তাহা ব্যাখ্যাকারগণের মতে মহা-সৃষ্টি ও মহা-প্রলয়। তাঁহাদের মতে ইহা কাল্পিক দৈনন্দিন বা খণ্ড প্রলয় নহে। পুরাণ মতে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের পরমায়ু শত বৎসর। তাঁহার ৩৬০ অহোরাত্রে তাঁহার এক বৎসর। ব্রহ্মার এক একটি দিন এক একটি কল্প। (৮ম অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোক ও ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মার যখন দিবারম্ভ হয়, তখন কাল্পিক বা দৈনন্দিন সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার দিবাবসানে কাল্পিক প্রলয় হয়। তাঁহার দিবস এ জগতের ত্রিলোকের সৃষ্টির অবস্থা, তাঁহার রাত্রি ত্রিলোকের প্রলয়াবস্থা। এইরূপে যখন ব্রহ্মার এক শত বৎসর আয়ু শেষ হয়, তখন মহাপ্রলয়। এই মহাপ্রলয় হইলে, হয়ত ব্রহ্মার এই এক শত বৎসর আয়ুঃ পরিমিত কাল পরে আবার মহা-সৃষ্টি। ব্রহ্মার এক শত বৎসর-পরিমিত আয়ু ঈশ্বরের এক দিন। মহাপ্রলয়ে ভগবানের রাত্রির আরম্ভ হয়। সেই রাত্রি শেষে আবার সৃষ্টি হয়। এই মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির সমুদায় কার্য্য মহত্তত্ত্বাদি-স্থূল ভূত পর্য্যন্ত সমুদায় মূল কারণ উক্ত প্রকৃতি বা অব্যক্তে লীন হয়। তখন এ বিশ্ব আর থাকে না। সৌরজগৎ নক্ষত্র-জগৎ যাহা কিছু বিশ্বে আছে, সকলেরই নাশ হয়—সকলই অব্যক্তে লীন হয়। সুতরাং তখন ভূতভাব থাকিতে পারে না। সেই মহাপ্রলয়ের পর তাহা হইতে আবার আকাশাদি ক্রমে পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি হয়। কারণরূপ ব্রহ্ম মায়া হইতে এই কার্য্য-জগতের আবার সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি ক্রমে শ্রুতিতে ও পুরাণে বিবৃত হইয়াছে।

শাস্ত্রমতে ব্রহ্মা আমাদের এই সৌর জগতের স্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ। এই ব্রহ্মাণ্ডেই তিনি উৎপন্ন। বিষ্ণু ইহার রক্ষক এবং রুদ্র ইহার বিনাশক। যখন ব্রহ্মার রাত্রি আগমনে কাল্পিক প্রলয় হয়, তখন কেবল ত্রিলোকের অর্থাৎ ভূর্ভুব ও স্বর্লোকের নাশ হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের কথায় তখন আমাদের এ জগৎ সূক্ষ্ম নীহারিকায় (nebula) পরিণত হয়। তাহাতে আর কিছুরই ধ্বংস হয় না। তাহাতে মহাভূতাদির ধ্বংস হয় না। ত্রিলোকের উপরে যে মহঃ জন, সত্য ও তপোলোক আছে, তাহারও তাহাতে ধ্বংস হয় না। তবে মহর্লোক উত্তপ্ত হয়, এবং মহর্লোকবাসী সকলে তদুপরিস্থ লোকে চলিয়া যায়। অতএব যাঁহারা সাধনা বলে স্বর্গলোক অতিক্রমণ করিয়া সত্যাদি লোকে মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন, এই কাল্পিক প্রলয়ে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না; তাঁহারা কোন ব্যথা পান না। এই কাল্পিক প্রলয়ান্তে তাঁহাদের এ সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণও করিতে হয় না।

অতএব এস্থলে ভগবান্ এই সৌরজগতের এই কাল্পিকপ্রলয়ের কথাই বলিয়াছেন বোধ হয়। গীতায় পূর্ব্বে যে যে স্থলে প্রলয়ের কথার উল্লেখ আছে, সেস্থলে এই কাল্পিকপ্রলয়ের কথাই আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সমুদায়ই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হয়, এই কাল্পিক সৃষ্টিতে ভূতগণের প্রভব বা উৎপত্তি হয়, এবং এই সৃষ্টির অন্তে কাল্পিক প্রলয় সময়ে তাহারা অবশ হইয়া সেই অব্যক্তেই বিলীন হয়, এবং সৃষ্টির স্থিতি অবস্থায় তাহারা বার বার উৎপন্ন হয় অর্থাৎ উৎপত্তি-ভাবযুক্ত হয় এবং ভগবান্ পূর্ব্বোক্ত পরা ও অপরারূপা প্রকৃতি অবলম্বনপূর্ব্বক এই জগতের সৃষ্টি লয়ের কারণ হন এবং এইরূপ সৃষ্টি লয় দ্বারা আব্রহ্ম ভুবন লোক পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করে (৮।১৭-১৯)। তবে যাঁহারা এই অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর-অব্যক্তরূপ পরাশক্তি বা ঈশ্বরের পরমধাম লাভ করেন, তাঁহাদের আর সংসারে আবর্ত্তন করিতে হয় না

(গীতা ৮।২১)। গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি ব্রহ্মাবৎ তিনি মৃত্যুর পর দেবযানে গতি লাভ করিয়া আর পুনরাবর্ত্তন করেন না (৮।২৪, ২৬)। এইরূপ এ স্থলেও উক্ত হইয়াছে যে, যে মুনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়া, এবং সেই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া প্রকৃতিজ গুণ হইতে মুক্ত হইয়া পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে পারিয়াছেন, এবং এইরূপে ভগবানের সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াছেন, তিনি আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করেন না, বা সৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রকৃতি-বশীভূত ভূতগণের ন্যায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, এবং প্রলয়েও তাঁহারা ব্যথা পান না। প্রলয়ে যখন ত্রিলোকীর ধ্বংস হয়, তখন সেই ধ্বংসে ত্রিলোকের জীবগণ ব্যথা পায়, তাঁহারা অবশ হইয়া প্রকৃতিতে বা অব্যক্তে লীন হয়। আর যাঁহারা এই স্বর্গ লোকের ঊর্দ্ধে মহর্ল্লোকে বাস করেন, তাঁহারা উত্তপ্ত হইয়া, ব্যথিত হইয়া, তদূর্দ্ধ লোকে গমন করেন। কেবল যাঁহারা তপোলোক, জনলোক, এবং সত্য বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই কোনরূপ ব্যথা প্রাপ্ত হন না। ইহাই পুরাণের সিদ্ধান্ত। শ্রুতিতেও আছে যে—ব্রহ্মবিদ্‌গণ, "লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ১।৭)।

এস্থলে আরও একটি কথা বুঝিতে হইবে। এই অধ্যায়েই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান বা সাংখ্য-জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই; সিদ্ধ ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছে মাত্র। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে যে সিদ্ধ ঈশ্বরত্ব লাভ হয়, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে মাত্র।

যাহা হউক, এই ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য লাভ রূপ পরাসিদ্ধিতেও বিশেষত্ব বা ব্যক্তিত্ব একেবারে দূর হয় না, এরূপে মুক্ত হইলেও মুক্তাত্মা একেবারে ব্রহ্মসাগরে মিলাইয়া যায় না—ইহা অবশ্য এই শ্লোক হইতে সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবং এ স্থলে যে এই মুক্তির ফল উল্লেখিত

হইয়াছে এবং যে বহুবচনে মুনিগণের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে সেই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীভূত হয়। বলদেব তাহাই বলিয়াছেন। তবে তিনি এই ভেদমধ্যে যে অভেদত্ব, তাহা দেখান নাই।

মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩

মহৎ ব্রহ্ম—মম যোনি ; তাহাতে আমিই
গর্ভের নিষেক করি ; তাহা হতে হয়
হে ভারত ! সমুদায় ভূতের উদ্ভব ॥ ৩

৩। মহৎ-ব্রহ্ম মম যোনি—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ সম্ভূত সৃষ্টির কারণ ; ইহা পূর্ব্বে (১৩।২৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। তাহাই ভগবান্ বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। আমার স্বভূতা মদীয়া মায়া, যাহা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, তাহাই যোনি বা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি-কারণ। যেহেতু এই প্রকৃতি সকল প্রকার কার্য্য হইতে প্রধান বা মহৎ এবং সকল কার্য্যকে ভরণ করে, এজন্য সেই প্রকৃতিই মহৎ ও ব্রহ্ম এই দুই বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে। (শঙ্কর)। এই মহদ্‌ব্রহ্ম ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ; ইহা ঈশ্বরী চিৎশক্তি হইতে ভিন্ন এবং ইহা সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি হইলেও ইহা ঈশ্বরেরই প্রকৃতি বলিয়া তাহার সহিত পার্থক্য আছে। যোনি—অর্থাৎ সর্ব্বভবন (উৎপত্তি)-যোগ্য কার্য্যসম্বন্ধে উপাদান কারণ। ইহাই অভিপ্রেত। সর্ব্বকার্য্যের ব্যাপ্তিরূপে ইহা মহৎ। এই মহদ্‌ব্রহ্মকে যোনি বলা হইলেও এ স্থলে কোন লিঙ্গ-বৈষম্য করা হয় নাই। (গিরি)। প্রকৃতিজ ত্রিগুণের বন্ধঃ

হেতুত্ব বুঝাইবার জন্য ভূতজাত সমুদায়ই প্রকৃতি-সংসর্গ হইতে জাত, ইহা ভগবান্ পূর্ব্বে (১৩।২৬ শ্লোকে) বলিয়াছেন। এই প্রকৃতি-সংসর্গ ভগবান স্বয়ংই করাইয়াছেন,—ইহা এস্থলে বুঝান হইয়াছে। মম অর্থাৎ মদীয় কৃৎস্নজগতের যোনিভূত মহদ্‌ব্রহ্ম পূর্ব্বে ভূমি, অপ, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্টধা অপরা প্রকৃতির কথা ভগবান বলিয়াছেন (৭।৩ শ্লোক)। এই 'অপরা' রূপে নির্দ্দিষ্ট অচেতন প্রকৃতিই মহৎ, অহঙ্কারের কারণহেতু ইহাই মহদ্-ব্রহ্ম। শ্রুতিতেও প্রকৃতি ব্রহ্ম নামে কোন কোন স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ॥

তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে"। (মুণ্ডক, ১।১।৯)।

অতএব এই মহদ্ ব্রহ্মই এই নামরূপ অন্নময় জগতের যোনি। (রামানুজ)।

প্রকৃতি ও পুরুষ সর্ব্বভূতের উৎপত্তির হেতু হইলেও তাহারা পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যাহা দেশকালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাহা মহৎ এবং বৃংহিতত্ব হেতু অথবা স্বকার্য্য সকলের বৃদ্ধিহেতু বলিয়া উক্ত ব্রহ্ম। এই মহদ্ ব্রহ্মই প্রকৃতি। ইহা পরমেশ্বরেরই যোনি বা গর্ভাধান স্থান। (স্বামী)। সর্ব্বকার্য্য অপেক্ষা অধিক বলিয়া মহৎ, এবং সর্ব্বকার্য্যের বৃদ্ধি হেতু, অথবা বৃংহণ হেতু বলিয়া ব্রহ্ম। এই মহদ্‌ব্রহ্ম অব্যাকৃত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া। তাহা মহেশ্বরের গর্ভাধান স্থান (মধু)। যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ অর্থাৎ প্রকৃতি-জীব-সংযোগ, তাহার হেতু যে পরমেশ্বর তাহা পূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে (৭।৩ ৫)। সেই তত্ত্বই এস্থলে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এই মহদ্ যোনি অভিব্যক্ত, সত্ত্বাদি গুণযুক্ত প্রধান বা প্রকৃতি। ইহা সমুদায় প্রপঞ্চের কারণ বলিয়া মহৎ। ইহাই ব্রহ্ম। প্রধানই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে আছে 'অস্মাৎ এতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে'। (পূর্ব্বোক্ত রামানুজ

ধৃত শ্রুতি) ইহাই অনন্তকোটি জগতের স্রষ্টা সর্ব্বেশ্বরের যোনি বা গর্ভাধান স্থান। (বলদেব)। আমার সম্বন্ধিনী যোনি মহদ্ব্রহ্ম বা প্রকৃতি ; তাহা মহৎ ও সর্ব্বকার্য্যাপেক্ষা বর্দ্ধমান বলিয়া মহদ্ব্রহ্ম (হনু)। মহৎ বা দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, এবং বৃহৎ হেতু ও বৃংহণ দ্বারা আমার লীলার্থ বস্তু বৃদ্ধির হেতু মহদ্-ব্রহ্ম আমারই প্রকৃতি। তাহা পুরুষোত্তম আমার যোনি, অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ বিচিত্র অনেক বস্তুরূপ প্রকটনাত্মক গর্ভাধান স্থান (বল্লভ)।

প্রকৃতি-পুরুষ-সংসর্গ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। তাহাদের সেই সংসর্গ সাংখ্যসিদ্ধান্তানুযায়ী হয় না ; অন্যরূপেও নয় ; কিন্তু সে সংসর্গ পরমেশ্বর আমার দ্বারাই হয় ; ইহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। পরমেশ্বর আমার নিয়ন্ত্রিত ত্রিগুণাত্মিকা এই প্রকৃতি, সর্ব্বভূতদিগের উৎপত্তি স্থান। তাহা দেশকালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সকল কার্য্যের হেতু বলিয়া মহৎ আকাশের বৃংহণ বা ব্যাপনশীল বলিয়া তাহা ব্রহ্ম (কেশব)।

আমার ঈশ্বর উপাধির হেতু এবং আমারই একরূপ মায়া ও যাহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-রূপ মূল প্রকৃতি তাহাই আমার যোনি বা সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ, তাহা সকল স্বকার্য্যের মধ্যে মহৎ বলিয়া মহৎ ও তাহা সকল স্বকার্য্যের বৃংহণ বা ব্যাপনশীল বলিয়া ব্রহ্ম অথবা উপাধি বা আধার বলিয়া ব্রহ্ম (শঙ্করানন্দ)।

অতএব প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারগণের মতে এই মহদ্-ব্রহ্ম প্রকৃতি বা মায়া। রামানুজাদির মতে,—ইহা অপরা প্রকৃতি। ইহা সঙ্গত নহে। এই মায়াশক্তি কিরূপে জগদ্-যোনি হয়, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

তাহাতে আমিই গর্ভকে ধারণ করি—এই মহৎ ও ব্রহ্ম-স্বরূপ যোনিতে আমিই গর্ভের আধান করিয়া থাকি। এই স্থলে গর্ভ অর্থে হিরণ্যগর্ভের জন্মহেতু বীজ, অথবা সর্ব্বভূতের জন্মকারণ-স্বরূপ বীজ।

সেই বীজকে আমিই সে প্রকৃতিরূপ যোনিতে আহিত করি। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই ঈশ্বরের শক্তি। এই দ্বিবিধ শক্তিমান্ পুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরই অবিদ্যা কাম ও কর্ম্মরূপ স্বীয় উপাধিবশে আত্মস্বরূপ গ্রহণ করিতে উদ্যত ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিই। ইহাই অর্থ (শঙ্কর)।

গর্ভ শব্দের অর্থ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ ফল। হিরণ্যগর্ভই ভূতগণের আদিকর্ত্তা ইহা স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। তিনিই এখন সর্ব্বভূত-বীজ (গিরি)।

ভগবান পূর্ব্বে যে অপরা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পরা প্রকৃতির কথা বলিয়াছেন (৭।৪) সেই জীবভূত বা চেতনপুঞ্জরূপ পরা প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রাণীর বীজ; এজন্য এস্থলে গর্ভ শব্দে উক্ত হইয়াছে। অর্থ এই যে সেই অচেতন যোনিভূত মহদ্ ব্রহ্মে আমি চেতনপুঞ্জরূপ গর্ভ ধারণ করি; অচেতন (অপরা প্রকৃতি ক্ষেত্রভূত হইয়া ভোগ্য। ভোক্তৃবর্গ পুঞ্জীভূত চেতন (পরা) প্রকৃতিতে, সেই অপরা প্রকৃতির সহিত সংযোগ করিয়া দিই। ইহাই অর্থ (রামানুজ)। সেই পরমেশ্বরের গর্ভাধান স্থান রূপ মহদ্ব্রহ্মে আমি জগদ্বিস্তারহেতু চিদাভাসরূপ গর্ভ নিক্ষেপ করি। প্রলয়ে আমাতে লীন হইয়াও ক্ষেত্রজ্ঞ অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মানুশয়যুক্ত হইয়া থাকে। এজন্য আবার সৃষ্টি হয়। সেই সৃষ্টিসময়ে ভোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞকে ভোগ্যক্ষেত্র সহ সংযুক্ত করিয়া দিই। ইহাই অর্থ (স্বামী)।

সেই মহদ্-ব্রহ্ম-রূপ যোনিতে সর্ব্বভূত-জন্মকারণ "অহং বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই ঈক্ষণ রূপ সংকল্প ধারণ করি। অর্থাৎ সেই সঙ্কল্প করি। যেমন কোন পিতা, ব্রীহিপ্রভৃতি আহাররূপে নিজ শরীরে প্রবিষ্ট ও লীন (স্বজাতীয় জীব-বীজ-রূপ) পুত্রকে (স্থূল) শরীর যোজনা হেতু (স্ত্রী) যোনিতে রেতঃসেক রূপ গর্ভ ধারণ করেন, এবং সেই গর্ভাধান হইতে সেই পুত্র শরীর সহ যুক্ত হয়, এবং সে জন্য মধ্যে

কললাদি (ভ্রূণ) অবস্থা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ প্রলয়ে আমাতে লীন অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাশয়যুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞ সৃষ্টি সময়ে ভোগ্য ও কার্য্যকারণ সংযত ক্ষেত্রের সহিত যোজনা করিবার জন্য চিদাভাস রূপ রেতঃসেক পূর্ব্বক মায়াবৃত্তিরূপ গর্ভ আমি ধারণ করি, এবং সেজন্য (গর্ভ) মধ্যে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবীর উৎপত্তি অবস্থা হয়, এবং সেই গর্ভাধান হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। ঈশ্বরের এই গর্ভাধান বিনা কোন ভূতেরই উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই (মধু)।

সেই যোনিভূত ব্রহ্মে পরম অণুচৈতন্য রাশি আমিই অর্পণ করি। যে অষ্টধা অপরা প্রকৃতির কথা (ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার রূপা প্রকৃতির কথা) পূর্ব্বে (৭।৩) উক্ত হইয়াছে, সেই অপরা প্রকৃতিরূপা মহদ্‌ব্রহ্মে, আমি পরা বা চেতনাযুক্ত প্রকৃতিরূপ, সর্ব্বপ্রাণীর বীজভূত যে গর্ভ, তাহাই আধান করি অর্থাৎ ক্ষেত্রভূত জড় প্রকৃতির সহিত, চেতন ভোক্তৃবর্গের সংযোগ করিয়া দিই। এই প্রকৃতি দৃঢ় সংযোগরূপ গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্বান্ত সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (বলদেব)। সেই মহদ্‌ব্রহ্মাখ্য যোনিতে হিরণ্যগর্ভাখ্য বীজ বা বীর্য্য ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ প্রকৃতিদ্বয় শক্তিমান্ ঈশ্বর আমিই আধান করি, অর্থাৎ ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞকে সংযুক্ত করিয়া দিই (হনু)। ক্রীড়ার্থ বিচিত্র অনেক বস্তু রূপ প্রকটনাত্মক গর্ভাধান স্থানে ক্রীড়ার্থ ইচ্ছাত্মক ভাবরূপ গর্ভ (বল্লভ)। সেই জগৎবীজ ব্রহ্ম বা অব্যক্ত সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে কার্য্য-কারণাত্মক পরিণাম সিদ্ধির জন্য গর্ভের নিষেক করি। সেই মায়া হইতে পৃথক একরস চৈতন্যস্বরূপ আমি, তাহাতে উপহিত হইয়া অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরভাবে এই গর্ভকে ধারণ করি;—চৈতন্যাভাষযুক্ত এবং প্রকৃতি ও তাহার গুণ-বিকারের কারণরূপ গর্ভ ধারণ করি (শঙ্করানন্দ)।

সেই প্রকৃতিরূপ ব্রহ্মযোনিতে গর্ভ অর্থাৎ সর্ব্বভূতের আদি হিরণ্য-

গর্ভের ও জন্মের বীজ সমুদায় ক্ষেত্রকে আমিই ধারণ করি এবং যোজনা করি অর্থাৎ আমিই সর্ব্বজ্ঞ এবং চেতন ও অচেতন সকল শক্তিরই অধীশ্বর ; 'বহু হইয়া জন্মিব' এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক ঈক্ষণ করি। ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রলয়কালে অবিদ্যা, কাম এবং কর্ম্মের আধারভূত সমুদায় পরাশক্তি বা প্রকৃতিবাচ্য চেতনপুঞ্জ আমাতে লীন থাকে। তাহাদের কর্ম্মফল ভোগযোগ্য হইয়াছে ইহা আলোচনা করিয়া, তাহাদিগকে ভোগভূক অপরাশক্তি বা প্রকৃতিবাচ্য ক্ষেত্রে নিযুক্ত করি (কেশব)।

এইরূপে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ এই গর্ভ সম্বন্ধে বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ইহা পরা প্রকৃতিরূপ জীব, হিরণ্যগর্ভের জন্মের বীজ বা সর্ব্বভূতের জন্মের কারণ ভূত বীজ। রামানুজ মতে ইহা চেতন পুরুষ। স্বামী ও মধুসূদনের মতে ইহা চিদাভাস। বলদেবের মতে পরমাণু চৈতন্যরাশি। মধুসূদন মতে ইহা ঈক্ষণরূপ সংকল্প। নীলকণ্ঠ বলেন,—গর্ভ ভগবানের স্বপ্রতিবিম্বরূপ। বল্লভ-সম্প্রদায় মতে ইহা ভগবানের ক্রীড়েচ্ছাত্মক ভাব। এই গর্ভ—জীব-বীজ। ইহা শ্রুতির বিম্ববাদ অনুসারে, অণু চৈতন্যরাশি বা অণু চৈতন্যপুঞ্জ, ইহা রামানুজের মত। কেবল নীলকণ্ঠ ইহাকে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বলিয়াছেন। অণু চৈতন্যরূপেই ইহা চিদাভাস। ইহাকেই ব্যাখ্যাকারগণ প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপ পরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন। পরে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইবে।

তাহা হ'তে হয়, সমুদায় ভূতের উদ্ভব—সেই গর্ভাধান-ফলেই সর্ব্বপ্রকার ভূতগণের উৎপত্তি হয়। প্রথম হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয়, তাহার পরে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (শঙ্কর)। সেই মৎ-কৃত প্রকৃতি-দ্বয়ের সংযোগ হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হয় (রামানুজ)। সেই গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়, (স্বামী, হনু)। আমি যে মহদ্ব্রহ্ম রূপ যোনিতে চিদাভাসরূপ রেতঃ সেক করি, তাহাতেই মায়াবৃত্তিরূপ গর্ভ ধারণ করি ; গর্ভমধ্যে আকাশাদি-

মহাভূত প্রভৃতির উৎপত্তির অবস্থা (ভ্রূণ রূপ) হয়, এবং তাহা হইতে হিরণ্যগর্ভাদি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (মধু)। তাহা হইতে অর্থাৎ এই চেতন অচেতন প্রকৃতিদ্বয়ের সংযোগ হইতে গর্ভাধান হেতু ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদায় ভূতগণের উৎপত্তি বা সম্ভব হয় (কেশব)। সেই প্রকৃতিদ্বয়-সংযোগ হইতে অথবা সেই গর্ভাধান হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (গিরি)।

তাহা হইতে অর্থাৎ আমার আভাষ-সম্ভাবিত সামর্থ্য হইতে আমার আভাষ-শক্তি-সমন্বিত হইয়া মহদ্‌ব্রহ্ম রূপ প্রকৃতি সকাশে সর্ব্বভূতের বা মহদাদি ক্রমে আকাশাদি সকল ভূতের ও সকল ভূত কার্য্যের এবং চতুর্ব্বিধ প্রাণিশরীরের প্রভব বা উৎপত্তি হয় (শঙ্করানন্দ)।

এই শ্লোকোক্ত অতি দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী শ্লোক একত্র বুঝিতে হইবে। এই দুই শ্লোকে এই ভূতসৃষ্টির মূলতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ৪

—:o:—

হয় যেই সব মূর্ত্তি সকল যোনিতে
সমুদ্ভূত, হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মাই তাদের
হয় মহাযোনি,—আমি বীজপ্রদ পিতা॥ ৪

৪। হয় যেই সব মূর্ত্তি সকল যোনিতে সমুদ্ভূত,—দেব পিতৃ মনুষ্য পশু ও মৃগাদি সকল প্রকার যোনিতে দেহ সংস্থান লক্ষণ ও মূর্চ্ছিত অঙ্গাবয়ব যে সকল মূর্ত্তির সমুদ্ভব বা উৎপত্তি হয় (শঙ্কর)।

কার্য্যাবস্থাতেও চিদচিৎ প্রকৃতির সংসর্গ আমার দ্বারা কৃত হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ এইরূপ বলিতেছেন! দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস মনুষ্য পশু মৃগপক্ষী সরীসৃপাদি সর্ব্ব প্রকার যোনিতে যে সেই সেই রূপ মূর্ত্তির জন্ম হয় (রামানুজ)।

কেবল যে সৃষ্টির উপক্রমেই আমার অধিষ্ঠান হেতু এই পুরুষ প্রকৃতি দ্বয় হইতে এই রূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে। সর্ব্বদাই এইরূপে সর্ব্ব ভূতগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জন্য ভগবান্ এইরূপ বলিতেছেন। মনুষ্যাদি সর্ব্ব যোনিতে যে সকল স্থাবর জঙ্গমাত্মক মূর্ত্তির উৎপত্তি হয় (স্বামী)।

মহদ্‌ব্রহ্ম যোনিতে ভগবান্ গর্ভ স্থাপন করিলে, তাহা হইতে কিরূপে সর্ব্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হইতে পারে? দেবাদির বিশেষ দেহ-উৎপত্তির অন্য কারণও থাকিতে পারে। এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন। দেব পিতৃ মনুষ্য পশু মৃগাদি সর্ব্বযোনিতে যে সকল জরায়ুজ অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জাদি ভেদে বিভিন্ন ও বিবিধ সংস্থান যুক্ত দেহ উৎপন্ন হয় (মধু, গিরি)। দেবাদিস্থাবরান্ত যোনিতে যে সকল তনুর উৎপত্তি হয় (বলদেব)। মূর্ত্তি সকল—অর্থাৎ সংস্থান বিশিষ্ট ভূত সকল (হনু)। অনেক যোনিতে অনেকবিধ বস্তু সকলের নানাবিধত্ব প্রতীতি হয়। তাহাদের কিরূপে এক যোনি হইতে জন্ম সম্ভব হয়?—এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—পূর্ব্বে সর্ব্বোৎপত্তিরূপ সকলের যোনি উৎপন্ন হয়, তদনন্তর সর্ব্বযোনিতে যে স্বস্বরূপের সম্ভব হয় (বল্লভ)। কেবল যে প্রলয়ের পর সৃষ্টিকালে আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের দ্বারা কৃত প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইতে ভূতোৎপত্তি হয়, তাহা নহে, কিন্তু ভূতগণের অবান্তর কায়গ্রহণ অবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টি অবস্থায় দেহ গ্রহণ ও ঈশ্বরের অধীন, ইহা এস্থলে উক্ত হইতেছে। সমুদায় দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব যক্ষ, রক্ষ, পিতৃ, মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষি, সর্প প্রভৃতি যোনিতে যে সকল মূর্ত্তির

বা তনুর উৎপত্তি হয় (কেশব)। ভগবান্ স্বয়ং অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকৃতি হইতে সমুদায় জগতের উৎপাদন করেন, ইহা প্রতিপাদন পূর্ব্বক তদনন্তর সর্ব্বভূত প্রসবিত্রীরূপে প্রকৃতি সর্ব্ব জগতের জননী হন, ভগবান্ প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন বলিয়া তিনি সকলের জনক হন, ইহাই সূচিত হইতেছে। দেবমনুষ্যাদি সর্ব্ব যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি বা প্রাণিদেহ উৎপন্ন হয়, তাহা (শঙ্করানন্দ)।

ব্রহ্মই তাদের হয় মহাযোনি, আমি বীজপ্রদ পিতা—সেই সকল মূর্ত্তিরই ব্রহ্ম মহৎ বা সর্ব্বাবস্থায় যোনি বা কারণ এবং আমি ঈশ্বর গর্ভাধানের কর্ত্তা (শঙ্কর)। প্রতি দেহোৎপত্তির অন্য হেতুর আশঙ্কা নিরাস জন্য ইহা উক্ত হইয়াছে (গিরি)। সেই সকল মূর্ত্তির ব্রহ্মই মহৎ যোনি—আমা দ্বারা সংযোজিত চেতনবর্গের মহৎ (বুদ্ধি তত্ত্ব) হইতে বিশেষান্ত (স্থূল ভূত পর্য্যন্ত—২৩ তত্ত্ব যুক্ত) প্রকৃতিই কারণ। আমি বীজপ্রদ পিতা অর্থাৎ সেই সেই প্রকৃতিতে কর্ম্মানুসারে সেই চেতন বর্গের সংযোজক (রামানুজ)। সেই সকল মূর্ত্তির যোনি—মাতৃস্থানীয় যোনি, এবং আমি গর্ভাধান কর্ত্তা (স্বামী)। মহদ্ব্রহ্ম সেই সেই মূর্ত্তির কারণভাবাপন্ন যোনি বা নিম্প্রাণস্থান, আর আমি গর্ভাধান কর্ত্তা। মহদ্ ব্রহ্মের অবস্থাবিশেষই তাহার কারণান্তর (মধু)। সেই সকল মূর্ত্তির মহদ্ ব্রহ্ম বা প্রধানই উৎপত্তিহেতুরূপা মাতা, আর আমি পরমেশ্বর তত্তৎ কর্ম্মানুগুণ অনুসারে, পরমাণু চৈতন্যরাশির সংযোজক পিতা (বলদেব)। আমি, অর্থাৎ বাসুদেব (হনু)। মহদ্ ব্রহ্মই তাহাদের উৎপত্তিস্থান বা মাতৃস্থানীয়া, আর আমি ইচ্ছাজ্ঞানাত্মক বীজপ্রদ পিতা বা উৎপাদক। অতএব ব্রহ্মই আমার ইচ্ছার নানা যোনিরূপ হইয়া প্রকাশিত (ভাসিত) হন (বল্লভ)। সেই সকল মূর্ত্তির যোনি মাতৃস্থানীয়া মহদ্ব্রহ্ম বা চিৎসংযুক্ত মহৎ হইতে বিশেষ (স্থূল ভূত) পর্য্যন্ত প্রকৃতি আর আমি সর্ব্বশক্তি সর্ব্বেশ্বর তাহাদের

ভাধানের কর্ত্তা বা পিতৃস্থানীয় অর্থাৎ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে চেতন
র্গের সংযোজক কারণ, তাহার অন্য কারণ নাই (কেশব)। প্রত্যেক
ণীরই জননী মহদ্ ব্রহ্ম বা প্রকৃতি, আর আমি ঈশ্বর গর্ভপ্রদাতা
তা (শঙ্করানন্দ)।

কাল্পিক প্রলয়ান্তে ভূত সৃষ্টি—তৃতীয় শ্লোকে এই জগতের
ষ্টি সময়ে সর্ব্বভূতের উৎপত্তিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং চতুর্থ শ্লোকে
গতের স্থিতিকালে যে নিয়ত ভূতগণের জন্ম হইতেছে তাহার তত্ত্ব
ক্ত হইয়াছে। আমরা এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রলয়ান্তে জগতের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের প্রলয় দুই রূপ—মহাপ্রলয় ও
াল্পিক প্রলয়। এই দুই রূপ প্রলয়ের কথা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ১৮শ
াকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে যে ভূত সৃষ্টির কথা আছে,
হা প্রলয়ান্তে সৃষ্টি। কাল্পিক প্রলয়ান্তে যে রূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়,
হার তত্ত্ব পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে; ১৮।১৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥"

এই কাল্পিক প্রলয়ে ভূতগণের একেবারে অত্যন্ত নাশ হয় না। তাহা-
র ভূতত্ব বা জীবত্ব থাকে। তাহারা কেবল অবশ হইয়া, এই প্রলয়
লে অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। বীজরূপে তাহারা অব্যক্তেই
কিয়া যায়। আবার যখন কাল্পিক সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন সেই অব্যক্ত
তেই আবার ভূতগণ ব্যক্ত হয়, তাহাদের প্রভব বা উৎপত্তি হয়।
কথা পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়েও (২৮শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। যথা—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

উক্ত শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে যে, সূক্ষ্ম শরীরী ভূতগণ স্থূল শরীর গ্রহণ না করিলে অব্যক্ত ভাবে থাকে, স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া তাহারা ব্যক্ত হয়; সুতরাং এই কাল্পিক প্রলয়ে ভূতগণের কোন স্থূল শরীর থাকে না। কিন্তু তাহাদের পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ লিঙ্গশরীর বীজভাবে থাকে। প্রলয়ে ভূতগণ বা জীবগণ এই সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরযুক্ত থাকিয়া এই অব্যক্তে বিলীন হয়, এবং বীজভাবে সেই অব্যক্তে অবশ ভাবে রহিয়া যায়। তাহাতে এই লিঙ্গশরীরস্থ জীবাত্মার একেবারে বিনাশ হয় না। তাহাদের বিশেষত্ব বীজভাবে প্রকৃতিতে থাকিয়া যায়। সে বিশেষত্ব দূর হইলে জীবাত্মা লিঙ্গদেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন অবিশেষ ভাবে মিলাইয়া যাইত; এবং লিঙ্গ শরীর তাহার কারণ মূলপ্রকৃতিতে বা মায়াতে বিলীন হইত। কাল্পিক প্রলয়ে তাহা হয় না। সাগর জলে জলবিন্দুর মিশ্রণরূপ লয় হয় না। যেমন অশ্বত্থবৃক্ষের বীজগুলি ক্ষেত্রে বপনের পূর্ব্বে বীজভাবে থাকে, জীব সেইরূপ এই কাল্পিক প্রলয়ে, অব্যক্তে লীন থাকে। পরে যেমন অশ্বত্থবীজগুলি উপযুক্ত ভূমিতে উপ্ত হইলে এবং জল বায়ু তাপাদির সহায়তা পাইলে, বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ কাল্পিক প্রলয়ের পরে অব্যক্ত হইতে স্থূল ভূতগণের বিকাশ হইলে বা সমুদায় তত্ত্বের মূলরূপ অব্যক্ত হইতে আবার ভূ র্ভুব স্বর্লোক সৃষ্ট হইলে, জীবাত্মা সেই অব্যক্ত হইতে উপযুক্ত স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া আবার ব্যক্ত হয়, বা শরীরী হয়। প্রলয়াবস্থায়ও প্রত্যেক জীব লিঙ্গদেহযুক্ত থাকিয়া যেমন বীজভাবে অব্যক্তে লীন থাকে, সেইরূপ তাহার সেই লিঙ্গ দেহের সংস্কাররাশি-বিশেষের সহিত সে জড়িত থাকে; সুতরাং কাল্পিক সৃষ্টিতে যখন অব্যক্ত হইতে তাহাদের পুনরুদ্ভব হয়, তখন সেই সংস্কার যেরূপ স্ফুটনোন্মুখ হয়, যে ভাবে প্রদ্যোতিত হয়, তাহার তদনুরূপ শরীর গ্রহণ করিয়া অব্যক্ত হইতে জন্ম বা উৎপত্তি হয়।

যোনিতে, ভগবানের বীজ নিষেক করিতে হয় না। তবে অবশ্য সেই সৃষ্টির জন্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান আবশ্যক। কেননা, তাহার অধ্যক্ষতায় সেই কাল্পিক সৃষ্টিতেও প্রকৃতি স-চরাচর জগৎ প্রসব করে। ভগবানের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা না থাকিলে, কোন সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। (গীতা ৯।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ তাঁহার অধিষ্ঠান জন্যই, আপন কাল শক্তি দ্বারা প্রলয়ের পর স্বপ্রকৃতিকে সৃষ্টি কার্য্যে উন্মুখ করেন, এবং জীবগণের সংস্কারও স্ফুটনোন্মুখ করেন। এইরূপে কাল্পিক সৃষ্টি হয়। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নিদ্রার পর জাগরিত হইয়া এই সৃষ্টি করেন। পরম পুরুষ পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভের দ্রষ্টৃরূপে অধিষ্ঠান করেন। হিরণ্যগর্ভ বা দ্বিতীয় পুরুষ হইতেই বিরাটের সৃষ্টি হয়। সেই বিরাট্ রূপ তৃতীয় পুরুষই এই বিশ্বরূপ। এই বিরাটই হিরণ্যগর্ভের জ্ঞেয় রূপ।

মহাপ্রলয়ান্তে ভূত-সৃষ্টি—অতএব বলিতে পারা যায় যে, এই শ্লোকে মহাপ্রলয়ান্তে যে সৃষ্টি হয়, তাহার কথাই উক্ত হইয়াছে। পুরাণে এই মহাপ্রলয় তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে; শ্রুতিতে কোথাও তাহা স্পষ্টভাবে উক্ত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। গীতাতেও পুরাণোক্ত দুই প্রকার প্রলয়ের কথা কোথাও উক্ত হয় নাই। একই প্রলয় বা কাল্পিক প্রলয়ের কথাই উক্ত হইয়াছে; ইহা আমরা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। সে যাহা হউক, কাল্পিক প্রলয়ের পর যখন ভূত সৃষ্টি হয় না, তখন মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি হয়, তাহাতেই ভূত-সৃষ্টি পুরাণ অনুসারে ইহা অবশ্য কল্পনা করিতে হয়। এই মহাসৃষ্টিতেই প সর্ব্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হয়, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয়ে ভূতগণের আর বীজভাবেও বিশেষ থাকে না। তাহারা ভগবানের মায়াখ্য পরাশক্তিতে একেবারে বিলীন হইয়া যায়। অথবা তাহাদের ক্ষেত্রাংশ পরা ও অপরা ত এই মায়াতে বিলীন হয়। আর তাহাদের ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ভগবানের

অংশ সেই এক ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া যায় এবং তাহাতেই নির্ব্বিশেষ ভাবে থাকে।

ভূত-যোনি প্রকৃতি—প্রলয়ের পরে যখন সৃষ্টি হয়, তখন এই মায়াখ্য পরাশক্তিতে জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়ার বিকাশ হয়। তাহা কার্য্যোন্মুখ হইয়া প্রকৃতির বিকাশ হয়। সেই প্রকৃতি দুই রূপ—এক মায়াখ্য প্রকৃতি; ইহাই জীবত্বের মূল উপাদান, আর এক পঞ্চভূত, বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনোরূপ অষ্টধা অপরা প্রকতি। এই দুই রূপ ভগবানের মায়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভগবানেরই প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতি মিলিত হইয়াই সমুদায় ভূতের যোনি হয়। ইহা গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়॥ (৭।৬)।

অতএব এস্থলে যে ব্রহ্মকে ভূতগণের মহদ্‌যোনি বলা হইয়াছে, তাহা পরা ও অপরা প্রকৃতির মিলিত রূপ। এ স্থলে ব্রহ্মকেই এই প্রকৃতিরূপ সর্ব্বভূতের মহদ্ যোনি বলা হইয়াছে। মহৎ অর্থে সকলের সর্ব্বব্যাপক কারণ। ইহা দেশকাল নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সাংখ্যদর্শনে আছে 'প্রকৃতের্মহান্।' অর্থাৎ মূল ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাযুক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সেই মহত্তত্ত্বই বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই অন্যতত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া জগতের বিকাশ হয়। অতএব প্রকৃতি এই মহত্তত্ত্বের কারণ বলিয়া তাহাকে মহৎ বলা যাইতে পারে। প্রাণও এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই প্রাণকেও শ্রুতিতে মহৎ বলা হইয়াছে। প্রাণই এ সমুদায়, প্রাণই ব্রহ্ম ইহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই প্রাণ ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই প্রকৃতির মূলরূপ। মায়াখ্য পরাশক্তির জ্ঞানক্রিয়া হইতে এই বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের প্রথম উৎপত্তি, এবং তাহার বলক্রিয়া হইতে নিঃসৃত ও কল্পিত হইয়া প্রাণের উৎপত্তি। ('প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ইতি কঠশ্রুতিঃ ৬।২)। অতএব প্রকৃতির—এই বুদ্ধি ও প্রাণরূপ মহৎ বলিয়া সর্ব্বভূত-যোনি উক্ত প্রকৃতিকে 'মহৎ' বলা হইয়াছে।

ভূতযোনি প্রকৃতি ব্রহ্ম কেন ?—ব্যাখ্যাকারগণ ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। শঙ্কর বলেন, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া স্ববিকার সকলের ভরণ হেতু ব্রহ্মশব্দ-বাচ্য। রামানুজ বলেন, শ্রুতিতে কোন কোন স্থলে ইহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্বামী ও মধুসূদন বলেন, বৃংহণত্ব (বর্দ্ধনশীলত্ব) হেতু অথবা স্বকার্য্য সকলের বৃদ্ধি করেন বলিয়া, এই প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। বল্লভাচার্য্য মতে স্বকার্য্য অপেক্ষা বর্দ্ধমান বলিয়া এই প্রকৃতি ব্রহ্ম। বলদেব বলেন, ইহা হইতে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। এই ব্যাখ্যাকারগণ কেহই এ ব্রহ্মের অর্থ যে উপনিষদ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম তাহা বলেন না।

কিন্তু এ স্থলে এই বিশ্বের উৎপত্তি মহদ্‌যোনিকে ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম হইতেই এ জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় হয়, তাহা বেদান্তদর্শনের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। যোনির এক অর্থ "আধার"। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

'সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্ব্যম্।
তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ॥ (২।৭)।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে ব্রহ্মকে আশ্রয় পূর্ব্বক সাধনা করিলে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম আর বিক্ষেপকর হয় না। এস্থলে যোনি অর্থে আশ্রয়। ব্রহ্মের জ্ঞেয় অব্যক্ত ভাবকে আশ্রয় করিয়া মায়াদ্বারা ভগবান্ কিরূপে বিশ্বসৃষ্টি করেন, স্বয়ং ব্রহ্মের জ্ঞাতৃরূপে কিরূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া ব্রহ্মের জ্ঞেয় রূপকে উপাদান করিয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন, তাহা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্ম জগৎকারণ হন। এজন্য ব্রহ্মকে যোনি বলা হয়।—

"তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং
তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৬)

এ স্থলে যোনি অর্থে কারণ। ব্রহ্ম এ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ উপাদান-কারণ এবং অধিকরণ আধার। এইরূপে ব্রহ্ম এ বিশ্বের যোনি। পরম জ্ঞাতা মায়াশক্তিমান্ পরমেশ্বর পরম জ্ঞেয় ব্রহ্মকে 'ভগ' কল্পনা করিয়া তাহাতে বহু কল্পনা-বীজ উপ্ত করিয়া, এ বিশ্বের সৃষ্টি কারণ বলিয়া পরমেশ্বর 'ভগবান্'! তাই তাঁহাকে 'ভগেশ' বলে—

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশ, ইতি (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৬)।

যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহা যোনিস্বভাব। ভগবান্ "যোনিস্বভাবমধিতিষ্ঠত্যেকঃ।" (ঐ ৫।৪) ব্রহ্মই মূলযোনি বা কারণ।

উপনিষদ হইতে জানা যায় যে, যাহা সাংখ্যের প্রকৃতি, তাহা এই জগৎ কারণ। পরব্রহ্মের অব্যক্ত প্রকৃতি ভাবই এই জগৎ রূপে ব্যক্ত। এজন্য 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', এই শ্রুতিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ব্রহ্মই এক অদ্বিতীয়। তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নাই। এ জগতে যাহা কিছু আছে তাহা ব্রহ্মেরই ভাব (Modes) মাত্র। এই প্রকৃতি যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই এই মহৎ প্রকৃতিকে ভগবান্ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আমরাও এ তত্ত্ব পূর্ব্বে নানা স্থানে নানা রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে এই শ্লোকোক্ত তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আবার তাহার কতক উল্লেখ করিতে হইবে।

পরব্রহ্মের দুই ভাব,—নির্গুণ ভাব ও সগুণ ভাব। নির্গুণ ভাব আমাদের জ্ঞানের অতীত (unknowable)। সগুণ ভাব আমাদের জ্ঞানগম্য—এমন কি, সগুণ ঈশ্বর ভাব সমগ্র রূপে আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারে। এই সগুণ ব্রহ্ম হইতে, আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানে আত্মস্বরূপে অবস্থান অবস্থায়, এই নির্গুণ ব্রহ্মও একরূপ জ্ঞেয় হন। চন্দ্রমণ্ডলের যে দিক নিয়ত সূর্য্যাভিমুখে থাকে, তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। তাহার স্বরূপ আমরা কখন জানি না। তবে তাহার যে দিক্ আমাদের পৃথিবীর দিকে থাকে, তাহা আমরা জানিতে পারি, তাহার

স্বরূপ আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারে, এবং তাহা হইতে তাহার অপর সূর্য্যাভিমুখস্থ দিক্‌ও আমরা কতকটা অনুমান দ্বারা জানিতে পারি। এক অর্থে এইরূপে সগুণ ব্রহ্ম হইতে নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হন। অন্য ভাবেই সগুণ রূপ হইতে তাঁহার নির্গুণ রূপ আমরা জানিতে পারি ; এ তত্ত্ব পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

এই জ্ঞান মায়া শক্তি হেতু বিকাশোন্মুখ হইলে তাহা বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (অজ্ঞান) রূপে অভিব্যক্ত হয়। এ উভয়ই অক্ষর ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।—

"দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে" (শ্বেতাশ্বতর, ৫।১)।

আমরা এইরূপে ধারণা করিতে পারি যে পরব্রহ্ম নিত্য পরা শক্তি যুক্ত। আমরা যেমন তাঁহার নিত্য জ্ঞানরূপ ধারণা করি, সেইরূপ তাঁহার নিত্য শক্তিরূপও ধারণা করি। নির্গুণ ভাবে জ্ঞান অনন্ত পূর্ণ অবিশেষ ভাবে—এক অর্থে বীজরূপে থাকে। সৃষ্টিপ্রসঙ্গে পরা শক্তিমান্ পরমজ্ঞাতা ব্রহ্ম ঈশ্বর রূপে এই বিদ্যা ও অবিদ্যার নিয়ন্তা হন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মশক্তি অনন্ত পূর্ণ অবিশেষ—নিষ্ক্রিয় অথবা এক অর্থে অব্যাকৃত বীজ ভাবে থাকে। সগুণ ব্রহ্মে যখন সেই জ্ঞান কার্য্যোন্মুখ হয়, ব্রহ্ম সেই জ্ঞানের ক্রিয়া হেতু জ্ঞান ও অজ্ঞান যুক্ত হইয়া 'বহু হইব' এইরূপ ঈক্ষণ বা সংকল্প করেন, সেইরূপ এই শক্তিও যখন কার্য্যোন্মুখ হয়, তখন ব্রহ্ম এই কার্য্যোন্মুখ শক্তি যুক্ত হইয়াই সগুণ ব্রহ্মের প্রকৃতি রূপ হন। অতএব পরব্রহ্ম যেমন পরা শক্তি মায়া হেতু জ্ঞাতৃস্বরূপ, সেইরূপ মায়াখ্য জ্ঞেয় প্রকৃতি-স্বরূপ হন। ব্রহ্ম এই পরমা মায়া হেতু পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় উভয় রূপ হন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। এজন্য এই মায়াকে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ী বলা যায়।

অতএব এই কার্য্যোন্মুখ মায়াময় ব্রহ্মই সগুণ। এই সগুণ রূপে পরব্রহ্ম যেন আপনাকে দ্বিধা করেন। এই দ্বিধা বিভক্তের ন্যায় সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মেরই একরূপ পরমেশ্বর, আর একরূপ জ্ঞান-বল-ক্রিয়ারূপ বিবিধ ভাবে বিকাশিত মায়া পরাশক্তির প্রকৃতি রূপ। পরমেশ্বর ভাবে তিনি পরম দ্রষ্টা পরম জ্ঞাতা এক ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরা প্রকৃতি ভাবে তিনিই আপনার পরম দৃষ্ট, পরম জ্ঞেয় ক্ষেত্র হন।

পরম দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা-রূপে পরমেশ্বর, তাঁহারই স্বরূপ ও তাঁহারই দৃষ্ট ও জ্ঞেয় প্রকৃতিকে তাঁহারই স্বভূত জ্ঞান করেন। তাঁহার জ্ঞানে, এই পরম জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভিন্নরূপে থাকিয়াও স্বরূপতঃ অভিন্ন থাকে—আমি ও আমার এই দুই ভাবে ভিন্ন হইয়াও এক থাকে। এজন্য ভগবান্ এই প্রকৃতিকে আমার ও আমার যোনি বলিয়াছেন। (৮।২২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্ব ভূতের মহদ্ ব্রহ্ম মাতা এবং ঈশ্বর পিতা—এস্থলে আমাদের আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। পরম ব্রহ্ম এইরূপে পরমেশ্বর ভাবে পরম পিতা এবং পরা প্রকৃতি ভাবে তিনিই পরমা মাতা। পরমেশ্বর রূপে তিনি পুং-শক্তিযুক্ত, আর পরা প্রকৃতি রূপে তিনি স্ত্রী-শক্তি-যুক্তা। পাণিনীয় দর্শনে আছে যে পুংশক্তি ত্যাগাত্মক, আর স্ত্রী-শক্তি গ্রহণাত্মক। পরমেশ্বর তাঁহারই মায়াখ্য প্রকৃতিতে তাঁহারই সংকল্পাত্মক বীজ ত্যাগ বা নিষেক করেন এবং সেই পরমা প্রকৃতি তাহা গ্রহণ করিয়া, স্বগর্ভমধ্যে তাহাকে পুষ্ট করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড এবং আরও কত কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, সর্ব্বভূত প্রসব করেন, পুরাণে ইহা উক্ত হইয়াছে। এজন্য পরমেশ্বর পিতা ও এই মায়াখ্য পরাপ্রকৃতি মাতা। ভগবান্ জ্ঞান স্বরূপ বলিয়াও তাঁহাকে পিতা বলা যায়, এবং তাঁহার মায়া তাঁহারই পরাশক্তিস্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে মাতা বলা যায়। স্বগুণ ব্রহ্মকে জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে—তিনি পিতা, আর শক্তির দিক দিয়া

দেখিলে তিনি মাতা। পরমেশ্বর এই প্রকৃতিরূপ পরাশক্তিমান্ বলিয়া, এবং শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া তিনিই এ জগতের পিতা, মাতা, ধাতা,—তিনিই জগতের প্রভব ও প্রলয় স্থান (গীতা ৯।১৭-১৮)।

অতএব এই মায়াখ্য প্রকৃতিই যে পরব্রহ্মের একভাব, তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে পারি। এই ভাবে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপা মায়াকে মাতৃরূপেও আমরা ধারণা ও উপাসনা করিতে পারি। সেই মাতৃভাব হইতে জগতে সর্ব্বত্র মাতৃভাবের বিকাশ হয়। ব্রহ্মই সর্ব্বভূতে পিতৃরূপে ও মাতৃরূপে অবস্থান করেন, পরমেশ্বর পরমেশ্বরী রূপে অবস্থান করেন। চণ্ডীতে আছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এই মাতৃভাবের প্রাধান্যে ভূতগণ স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃভাবের প্রাধান্যে পুংযোনি প্রাপ্ত হয় আর এই পুংস্ত্রী-সংযোগেই সৃষ্টির অবস্থায় ভূতগণের জন্ম বা উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, এ সকল গূঢ় তত্ত্ব এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। চতুর্থ শ্লোক বুঝিবার সময় ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

সৃষ্টিকালে প্রকৃতিতে পরমেশ্বরের গর্ভনিষেক—মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টির আরম্ভে পরব্রহ্মের এই পরাশক্তি মায়া কার্য্যোন্মুখ হইলেও ব্রহ্ম সগুণ ভাবে বা পরমেশ্বররূপে তাঁহার এই মায়ার কার্য্যোন্মুখ অবস্থা হেতু জ্ঞানে ঈক্ষণ করেন বা সংকল্প করেন। (ছান্দোগ্য ৬।২।৩)। অথবা 'কাম' যুক্ত হইয়া তপঃ করেন (তৈত্তিরীয়, ২।৬।১) যে আমি বহু হইয়া প্রকাশিত (manifest) হইব। এই বহু হইবার সংকল্পবশতঃ যেন পরমেশ্বর 'কাম' বা ইচ্ছা দ্বারা যুক্ত হন, এবং সেই কামের সহিত স্বশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। এই ঈক্ষণই মায়াশক্তিরূপ ব্রহ্মে গর্ভাধান। ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শ্রুত্যুক্ত 'ঈক্ষণই

যে এই গর্ভাধান, পরমাত্মা স্বপ্রকৃতিকে আপন যোনি কল্পনা করিয়া, তাহাতে গর্ভাধান করেন, ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।১৭) আছে :—"আত্মা এব ইদমগ্র আসীৎ এক এব, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়।" ইতি। ইহার অর্থ পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা শেষে সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য।

হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি।—এই ঈক্ষণ—বা স্বমায়াকে জায়ারূপে কামনা পূর্ব্বক ঈক্ষণ হইতেই পরমেশ্বরের এই পরাশক্তি রূপা প্রকৃতিতে, তাঁহার এই বহু হইবার এই "বহু স্যাং প্রজায়েয়" রূপ সংকল্প বীজ উপ্ত হয়। সেই বীজ পরমেশ্বরেরই স্বরূপ; তাঁহারই বহু হইবার ভাব। তাহারই আত্মা সেই বীজে অনুপ্রবিষ্ট। সেই বীজ হইতেই মহা প্রকৃতি গর্ভে প্রথমে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয়। বলিয়াছি ত, এই হিরণ্যগর্ভই দ্বিতীয় পুরুষ। ইনিই জীবঘন (প্রশ্ন উপঃ ৫।৫)। তিনি ব্রহ্মের বহু হইবার বা বহু জীবরূপে ব্যাকৃত হইবার কল্পনার ঘন বিজ্ঞান রূপ। এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে—বা মায়াখ্য প্রকৃতির গর্ভে মহা জ্যোতির্ম্ময় বা হিরণ্য জ্যোতিযুক্ত গর্ভে অবস্থান করিয়া পরমপুরুষের সেই বহু হইবার সংকল্পকে বহুরূপে বিকাশ করেন—অনন্ত প্রকার জীবজাতিকে বা জীব বিশেষকে নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত করেন, এবং ব্যক্ত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই হিরণ্যগর্ভরূপ অক্ষর ব্রহ্ম এই প্রকার নাম রূপময় উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিভক্তের মত হইয়া আত্মা স্বরূপে সেই কল্পিত নাম রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন। ইহাই জীব বীজ, হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মের মধ্যে স্থিত।

হিরণ্যগর্ভ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি।—এই হিরণ্যগর্ভ সেই সর্ব্ব জীবের বীজ পরা ও অপরাপ্রকৃতিতে নিষেক করেন। ব্রহ্ম হইতে মায়ার পরিণামে আকাশাদি ক্রমে যে পঞ্চ মহাভূত এবং বুদ্ধি অহঙ্কার মনস্তত্ত্ব পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়া 'লিঙ্গ' উৎপন্ন হইয়াছিল (যাহা শিবময় ব্রহ্মেরই

অষ্টরূপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে) তাহার সহিত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত যে প্রাণরূপ পরা প্রকৃতি তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া বা এই অপরা ও পরা প্রকৃতি মিলিয়া যে সর্ব্বভূত যোনি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মহদ্ যোনিই এই সমুদায় নামরূপে ব্যাকৃত ও আত্মাদ্বারা অনুপ্রবিষ্ট জীববীজ আপন গর্ভে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত ও ব্রহ্ম শক্তিতে শক্তি যুক্ত করিয়া ও আপনারই উপাদান বা প্রকৃতির বিকৃতি—দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া, তাহাদের উক্ত অষ্টাদশ প্রকৃতি বিকৃতি ও বিকৃতিযুক্ত সূক্ষ্ম দেহের বিকাশ করেন এবং তাহার সহিত স্থূল ভূতের সংযোগ করিয়া দিয়া এবং এই রূপে তাহাদের ক্ষেত্রের রূপ শরীরের বিকাশ করিয়া দিয়া এই সর্ব্বভূতময় জগৎকে ভগবানের অধ্যক্ষে প্রসব করেন।

এই পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ সর্ব্বভূত-যোনি (৭।৫) যে ব্রহ্ম তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে রামানুজ ও বলদেবের উদ্ধৃত শ্রুতি (মুণ্ডক ১।১।৯) উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্যশ্রুতি এই—

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥"

(মুণ্ডক ২।১।৩)।

এই রূপে সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের বহু হইবার সংকল্পাত্মক বীজ হইতে এই বিরাট বিশ্বরূপের সৃষ্টি হয়। বিরাট ব্রহ্মজ্ঞানের জাগ্রৎরূপ, হিরণ্যগর্ভ সেই জ্ঞানের স্বপ্নরূপ, আর পরমপুরুষ সেই জ্ঞান-স্বরূপের নিদ্রিত রূপ। নির্গুণ ব্রহ্ম সেই জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্মের তুরীয় রূপ। ইহা পূর্ব্বে ৮ম অধ্যায়ের শেষে ওঙ্কার তত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে।

অতএব পরম পুরুষের 'বহু হইবার সংকল্প বীজ প্রথমে তাঁহার

পরাশক্তি মায়া গর্ভে নিষিক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি হয়। পরে এই দ্বিতীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ 'বহু হইবার সংকল্প তাঁহার নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া এবং তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহুজীব-বীজ বা জীবজাতির বীজ আপনাতে ধারণ করেন; সেই বীজ উক্ত পরা ও অপরারূপা প্রকৃতির গর্ভে নিষেক করেন। প্রকৃতিতে উপ্ত সেই গর্ভ হইতে বা এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে সমুদায় সত্তার উৎপত্তি হয়। এইরূপে ব্যক্ত সর্ব্বভূতময় জগৎই বিরাট বা ভগবানের বিশ্বরূপ। তাহাই তৃতীয় পুরুষ বা সর্ব্ব ক্ষরপুরুষ। তাহা হিরণ্যগর্ভ রূপ ব্রহ্মের দৃষ্ট বা জ্ঞেয়। *

সৃষ্টির প্রারম্ভে গর্ভাধানের অর্থ—এই যে সৃষ্টির আরম্ভে মায়াখ্য পরা শক্তি যুক্ত পরব্রহ্ম সগুণ ভাবে আপনাকে শক্তিমান্ ও শক্তিরূপে অথবা পরমেশ্বর ও পরা প্রকৃতিরূপে দ্বিধা করেন, এবং পরমেশ্বর হইতে আপনার শক্তি রূপ প্রকৃতি নিজ গর্ভে জগৎ বীজ গ্রহণ করিয়া এই জড় জীবময় জগৎ প্রসব করেন। সৃষ্টি অবস্থায় প্রতি জীবের জন্মও তদনুরূপ। পিতা মাতৃ গর্ভে রেতঃ সেক করিলে মাতৃ শোণিত যোগে মাতৃগর্ভে ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া আমাদের জন্ম হয়। সর্ব্বত্র

* প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক, হেগেল তাঁহার Philosophy of Religion গ্রন্থে এইরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মোক্ত ত্রিত্ববাদের (Trinity) দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে—পরমেশ্বর পরমপুরুষ The Father। এই পরমপুরুষ যে প্রথম কল্পনা করিয়া, যেরূপে প্রকাশিত হন, তাঁহাই Logos—Idea, শব্দ ব্রহ্ম তাহাই The son। খ্রীষ্ট তাঁহারই অবতার। সেই Logos ই হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষ। আর তাহা হইতে যে বিরাটাখ্য তৃতীয় পুরুষের বিকাশ,—তাহা The spirit বা Holy ghost। এ জগৎ তাহারই বিকাশরূপ (Procession of the spirit)। ইহা সেই দ্বিতীয় পুরুষের—The Logos এর বহুরূপে ব্যক্ত সংকল্পের the name বা Ideas সকলের রূপ (form) দ্বারা প্রকাশিত ভাব। প্রসিদ্ধ য়ুনানী দার্শনিক প্লেটোর মতেও "সত্যং শিবং সুন্দরং" বা সচ্চিদানন্দাত্মক (the good, the true and the beautiful) Idea জগতের মূল, তাহাই বহু হইয়া (বহু Ides হইয়া) জগতে অভিব্যক্ত হয়।

এই নিয়ম। সমষ্টির যে নিয়ম ব্যষ্টিরও তাহাই। অতএব ব্যক্তি বিশেষের স্থূল শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক মাতৃগর্ভ হইতে জন্মতত্ব বুঝিলে এই জগতের সর্ব্ব ভূতের আদি উৎপত্তি তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারিব। এস্থলে তাহার আর বিস্তারিত আলোচনায় প্রয়োজন নাই।

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যায় এই শ্লোক বুঝাইতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"দুই প্রকার ঘটনা দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহার একটিই এখানে দৃষ্টান্তের অবতারণা নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব সেই একটির প্রণালীই এখানে বলা যাইতেছে। অতীব সূক্ষ্ম—কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীব সকল ঘটনাক্রমে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য অথবা নিঃশ্বাস বায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে। পরে তাহা এমত অভিন্ন ভাবে পিতার আত্মার সহিত মিশাইয়া যায় যে, কোন প্রকারেও তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না; যেন একেবারে একই হইয়া যায়। পরে যখন স্ত্রী আর পুরুষে যোগ হয়, তখন এই বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহের অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থে আশ্রয় পুর্ব্বক মাতৃজরায়ুতে প্রবেশ করিয়া আবার মাতার দেহে একবারে সমবেত হইয়া যায়; পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক আবার মাতা হইতে বিশ্লিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। এক এক বার মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্ম আর প্রকৃতি হইতেও ঠিক্ এইরূপেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্তত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত যত প্রকার জন্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তই মহাপ্রলয়কালে ত্রিগুণাত্মিকা বা ত্রিশক্তি স্বরূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন কোন প্রকার জন্য বস্তুরই অস্তিত্ব থাকে না; এক মাত্র প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাবে মিশাইয়া যায়। প্রত্যেক জীবের যে পৃথক পৃথক জীবনী শক্তি আছে, তাহাও ঐ প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া যায়, কারণ ইহাও প্রকৃতিজন্য পদার্থ। ঐ দিকে প্রত্যেক জীবের অবলম্বন স্বরূপ বা আত্মা স্বরূপ যে পৃথক্ পৃথক্ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈতন্যের অনুভব হইতেছে, তৎসমস্তই সেই অপরিমিত চৈতন্য সমুদ্রে এক হইয়া যায়, ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্যের অনুভব হয় না; তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকেন। পরে যখন মহাপ্রলয়ের অবসান হয়, তখন ঐ মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা অথবা ত্রিগুণ শক্তিরূপা প্রকৃতির সহিত ঐ চৈতন্য স্বরূপ আত্মা বা পুরুষের পুর্ব্বোক্ত অধ্যাসস্বরূপ সংযোগ থাকাতে সেই পূর্ব্ব বিলীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব চৈতন্যগুলি সেই সুবৃহৎ চৈতন্য স্বরূপ পিতা হইতে যেন পৃথক হইয়া পড়ে। তখন তাহারা সেই পূর্ব্ব বিলীন আপন আপন জীবনী শক্তিও গ্রহণ করে, এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বরূপা মাতা সহিত সমবেত হইয়া যায়। এই হইল প্রকৃতির গর্ভাধান ব্যাপার। পরে ঐ প্রকৃতি হইতেই জ্ঞানশক্তি ক্রিয়াশক্তি এবং পোষণশক্তি সংমিশ্রিত বুদ্ধি অভিমান ও মন ইন্দ্রিয়াদি শক্তির সংগ্রহ করিয়া অসংখ্য জীবের পৃথক্ পৃথক্ কারণদেহ বা লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহ সংগঠিত হয়; তখনই জীবের পৃথক্ পৃথক্ জন্ম

গর্ভবীজ—অতএব এই গর্ভ অর্থে শঙ্কর যে বলিয়াছেন,—হিরণ্য-গর্ভের জন্ম হেতু বীজ অথবা সর্ব্বভূতের জন্ম কারণ স্বরূপ বীজ, তাহা সঙ্গত। মধুসূদন এই অর্থই বিবৃত করিয়াছেন। ইহাই এক অবিভক্ত ক্ষেত্র জ্ঞেয় বিভক্তের ন্যায় বিকাশিত বহু ক্ষেত্রজ্ঞ বীজ। ইহাই ক্ষর পুরুষ; কিন্তু রামানুজ বলদেব প্রভৃতি এই 'বীজকে' জীবভূত পরা প্রকৃতি বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। এই পরা প্রকৃতি যে প্রাণ শক্তি মাত্র, তাহা ৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে প্রত্যেক নাম-রূপাত্মক সংকল্প মধ্যে ব্রহ্মের আত্মস্বরূপে অনুপ্রবেশের কথা আছে, সেই জ্ঞানরূপ উপাধি যুক্ত আত্মাই বীজ তাহা কেবল জড় প্রাণ শক্তিরূপ পরা প্রকৃতি নহে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত সৃষ্টির আদিতে জীবসৃষ্টি তত্ত্ব।—যাহা হউক, শ্রুতিতেও যে এইরূপে সর্ব্বভূত সৃষ্টি তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইলেও এস্থলে তাহার শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। যিনি সর্ব্ব দেবতার প্রভব ও উদ্ভবের কারণ, যিনি এই বিশ্বের অধিপ, তিনি—

"হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্।" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৪)।

তিনি অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষ—

'য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ।' (ছান্দোগ্য, ১।৬।৬)।

তিনিই প্রজাপতি—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং প্রজাপতি হইতে দেবাদি ক্রমে সকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে—

'ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবান্ অসৃজৎ।' (বৃহদারণ্যক, ৫।৫।১)।

এই হিরণ্যগর্ভই অক্ষর ব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই বিবিধ ভাবের উৎপত্তি হয়,—

হইল বলা যায়। তৎপর সেই জীব হইতেই প্রকৃতির অংশ সকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে ব্রহ্ম অবধি 'কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিদেহের বিকাশ হইয়াছে; অতএব ব্রহ্ম বা আত্মাই জগতের পিতা, এক ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই এই জগতের মাতা।"

"তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।" (মুণ্ডক, ২।১।১)।

এই অক্ষর পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি পর বা শ্রেষ্ঠ সেই দিব্য (পরম) পুরুষই ব্রহ্ম—

"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।" মুণ্ডক, ২।১।২)।

এই হিরণ্যগর্ভ হইতে বহু হইবার সংকল্প অনন্তরূপ হইয়া, নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়া, সৃষ্টির অনন্তর ব্রহ্ম আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বীজরূপে হিরণ্যগর্ভ দ্বারা পরা ও অপরা রূপা প্রকৃতিতে উপ্ত হইয়া যে বিরাটের উৎপত্তি হয়, শ্রুতি অনুসারে সেই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় ব্যাপ্ত হয়।—

"যো * * * ব্রহ্মাণ্ডস্য অন্তর্বহির্ব্যাপ্নোতি—বিরাট্ * * *।" (রামোত্তর তাপনী, ৫।৩৮)।

সে যাহা হউক হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম হইতে কিরূপে প্রজাসৃষ্টি হয়, তাহার বিবরণ গূঢ়ভাবে বৃহদারণ্যকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সঃ অনুবীক্ষ্য নান্যৎ আত্মনোঽপশ্যৎ।" ১।৪।১

* * *

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। সহৈতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। তস্মাদিদম্ অর্দ্ধ বৃগলমিব স্ব। ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাদয়মাকাশঃ। স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাং সমভবৎ। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। ১।৪।৩

"সোহ ইয়ম্ ঈক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মা আত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি, হন্ত তিরোঽসানি ইতি। সা গৌঃ অভবৎ, ঋষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ।

ততো গাবঃ অজায়ন্ত বড়বা ইতরা অভবৎ, অশ্ব বৃষ ইতরঃ, গর্দ্দভী ইতরা, গর্দ্দভ ইতরঃ, তাং সমেবাভবৎ। তত একশফম্ অজায়ত। অজা ইতরা অভবৎ বস্ত ইতরঃ অবিঃ ইতরা মেষ ইতরঃ তাং সমেব অভবৎ। ততঃ অজা অবয়ঃ অজায়ন্ত। এবমেব যৎ ইদং কিঞ্চ মিথুনম্ আপিপীলিকাভ্যঃ তৎ সর্ব্বম্ অসৃজত॥" ১।৪।৪

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, "এই বিশ্ব অগ্রে আত্মাই ছিলেন। তিনি পুরুষাকার ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, বা আলোচনা করিলেন, আত্মা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।"

* * *

"তিনি এইরূপে একাকী থাকিয়া রতি বা আনন্দ পাইলেন না। সেই হেতু একা কেহ আনন্দ পায় না। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি এক আত্মা বা পুরুষ স্বরূপে যেন পুং স্ত্রী এই দুই ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনিই এইরূপ আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। তাহা হইতে পতি এবং পত্নী উৎপন্ন হইল। এই জন্য এই বিশ্ব স্বী আত্মারই যেন অর্দ্ধ বৃগল (বিকার) রূপ। সেই জন্য (আত্মা হইতে উদ্ভূত) আকাশ স্ত্রীরূপ দ্বারা পূর্ণ (পূরিত) হইয়াছিল। সেই স্ত্রীতে (শতরূপাখ্যা স্ত্রীতে) সেই পুরুষ উপগত হইয়াছিলেন। তাহা হইতেই এই মানুষ্যগণের উৎপত্তি।

"তখন সেই স্ত্রী (শতরূপা) ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ চিন্তা করিলেন, হায়! আত্মা আমাকে উৎপাদন করিয়া, কেন আমাতে উপগত হইতেছেন! আমি এখন তিরোহিত হই অর্থাৎ অন্য জাতিরূপে আপনাকে লুকাইত করি। সেই স্ত্রী তখন গো হইলেন। পুরুষ ও বৃষ হইয়া তাহাতে উপগত হইল। তাহাতে গো জাতির উৎপত্তি হইল। সে স্ত্রী তখন ঘোটকী হইলে, পুরুষও ঘোটক হইয়া তাহাতে উপগত হইল। তাহাতে অশ্ব জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী গর্দ্দভী হইলেন,

পুরুষ গর্দ্দভ হইয়া তাহাতে উপগত হইল! তাহাতে একখুরযুক্ত গর্দ্দভ জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী তখন অজা হইলেন, পুরুষ অজ হইয়া তাহাতে উপগত হইল, ছাগ জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী তখন অবী বা স্ত্রীমেষ হইল; পুরুষ পুংমেষ হইয়া তাহাতে উপগত হইল। এইরূপে মেষ জাতির সৃষ্টি হইল। এই এই প্রকারে এই বিশ্বে ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে যে কোন জাতির মিথুন আছে (পুং স্ত্রী আছে) সে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (২।১৩।২) আছে—

"স য এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনীভবতি মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে।" * * *

পুরাণে—বিশেষতঃ শ্রীভাগবতে বিষ্ণু পুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই আদি সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) হইতে চতুর্বিংশতি প্রকার ভূতগণের উৎপত্তি-তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। সঞ্চর (সৃষ্টি) প্রতিসঞ্চর (বিশেষ সৃষ্টি ও প্রলয়) মন্বন্তর প্রভৃতি বিস্তারিত বর্ণনাই পুরাণের বিশেষত্ব। যাহা হউক পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার বহুরূপ হইবার সংকল্প বা মননই 'মনু'। এই মনুই প্রজাপতি। তাঁহার স্ত্রীই শতরূপা। এখানে শত অপরিমিত সংখ্যাবাচক। ইহাই প্রত্যেক জাতীয় জীবের কল্পনার (Ideas এর) তদনুযায়ী রূপ (form)। জীব জাতি এক অর্থে অনন্ত রূপ, এজন্য ইহাকে (অনন্ত রূপা) শতরূপা বলা হইয়াছে।

যাহা হউক এস্থলে মানব ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে মূল শ্লোকই উদ্ধৃত হইল—

"আসীদিদং তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ অব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্ ।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বভৌ ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥

* * *

তস্মিন্ অণ্ডে স ভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরম্ ।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোৎ দ্বিধা ॥

* * *

সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।

* * *

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহম্ অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥”

(মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়, ৫—৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে আর আলোচনায় প্রয়োজন নাই। ভগবান্ যে বলিয়াছেন—‘ব্রহ্ম তাঁহার মহদ্ যোনি, তাহাতে তিনি গর্ভ নিষেক করেন বলিয়া সমুদায় ভূতের উদ্ভব হয়’—ইহার অর্থ আমরা শ্রুতি হইতেই জানিতে পারি। ইহার বিবরণ জানিতে হইলে, শ্রীভাগবত প্রভৃতি পুরাণের সাহায্য লইতে হইবে।

সর্ব্বযোনিতে সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তির উৎপত্তি।—এক্ষণে কোন্ কোন্ যোনিতে কিরূপ মূর্ত্তি কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় আদি সৃষ্টি কালে

কিরূপে সর্ব্বভূতের সমুদ্ভব হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহার পর এ জগতের স্থিতিকালে আমরা দেখিতে পাই, ভূতগণ বার বার জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা বার বার স্থূল শরীর সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে, অথবা মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে ; আবার সে মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া সে শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কাল্পিক সৃষ্টির স্থিতিকালে—

'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।' (৮।১৯)

স্বামী বলিয়াছেন, কেবল যে সৃষ্টির উপক্রমেই আমার অধিষ্ঠান হেতু এই পুরুষ-প্রকৃতি-দ্বয় হইতে এইরূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে। সর্ব্বদাই এইরূপে মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব এই জগতের স্থিতিকালে ভূতগণের কিরূপে এই উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মূর্ত্তির উৎপত্তি—সৃষ্টির প্রারম্ভে যে ভূতগণের উদ্ভব হয়, সে ভূতগণ লিঙ্গশরীর-যুক্ত অর্থাৎ তাহারা পরা ও অপরা প্রকৃতিযুক্ত। সমষ্টি পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ মহদ্‌যোনিতে যে পরিচ্ছিন্ন আত্মারূপ বীজ ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে নিষেক করেন, তাহা হইতে ব্যষ্টি ভাবে ভিন্ন পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্ম শরীর যুক্ত হইয়া ভূতগণের বিভিন্নরূপে উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই লিঙ্গশরীরী ভূতগণ অমূর্ত্ত। সংঘাত বা স্থূল শরীরের সহিত সংযুক্ত না হইলে তাহারা মূর্ত্ত হয় না, অর্থাৎ তাহারা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ ও আকৃতিযুক্ত হয় না। সাংখ্য দর্শনে (৩।১৩ সূত্র) আছে,—"মূর্ত্তত্বেঽপি ন সংঘাতযোগাৎ তরণিবৎ।" অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর মূর্ত্ত স্বীকার করিলেও সংঘাতরূপ আশ্রয় ব্যতীত তাহার মূর্ত্তত্ব বা মূর্ত্তরূপে প্রকাশ হয় না। সূর্য্য প্রকাশ-স্বরূপ হইলেও জড় আধার ব্যতীত যেমন তাহার প্রকাশ হয় না, লিঙ্গশরীরও সেইরূপ। এই

সংঘাত বা স্থূল শরীর যোগে ভূতগণের মূর্ত্তি গ্রহণ কিরূপে হয়, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বযোনি—ব্যাখ্যাকারগণের মতে সর্ব্বযোনিতে যে সকল মূর্ত্তির উৎপত্তি হয়, সেই সবযোনি—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপাদি, দেবাদি স্থাবরান্ত সমুদায় যোনিতে জরায়ুজ অণ্ডজ উদ্ভিজ্জাদিভেদে বিভিন্ন ও বিবিধ সংস্থান যুক্ত তনুর (বা মূর্ত্তি সকলের) উৎপত্তি হয়। এক্ষণে আমরা এই তত্ত্ব বুঝিব।

প্রথমেই বলিতে হইবে যে দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ প্রভৃতির মূর্ত্তি সূক্ষ্ম ভৌতিক। তাহা আমাদের এই চর্ম্মচক্ষুর গোচর নহে। যোগদৃষ্টিতে বা শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহাদের দর্শন হইতে পারে। অর্জ্জুন ভগবৎ-প্রসাদে দিব্য চক্ষু পাইয়া, এ সব দেখিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। শাস্ত্র হইতে আমরা ইহার বিবরণ জানিতে পারি। মনুসংহিতায় প্রথমে সংক্ষেপে ইহা উক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণেও ইহা বিবৃত হইয়াছে। তাহাদের মূর্ত্তি যে যোনিজ এবং মহৎ ব্রহ্মরূপ যোনিতে তাহাদের বীজ-নিষেক হইতে ব্রহ্মাদি ক্রমে তাহাদের যে উৎপত্তি, ইহা আমরা কেবল শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারি। তবে মর্ত্ত্য লোকে মনুষ্যাদি ক্রমে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর যে উৎপত্তি হয়, তাহার তত্ত্ব আমরা বিজ্ঞান-সাহায্যে জানিতে পারি।* তাহাদের সম্বন্ধে গীতোক্ত এই তত্ত্ব কত দূর প্রযোজ্য, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

* আধুনিক জীব-বিজ্ঞানে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে। এ সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে ডারুইন প্রণীত "Origin of the species" ও হেকেল প্রণীত "Origin of man" উল্লেখযোগ্য। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিতে পারেন।

আমরাও পূর্ব্বে এ তত্ত্ব আমাদের শাস্ত্র অনুসারে "সমাজ ও তাহার আদর্শ" নামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে মানুষের জন্ম বিবৃত করিতে গিয়া, সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য।

আমরা পূর্ব্বে তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি যে, পুরুষ ও স্ত্রীর সংযোগ বা মিথুন হইতে সকল প্রকার জীব মূর্ত্তি যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পুরুষের রেতঃ স্ত্রীগর্ভে উপ্ত হইলে, সেই রেতোমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট লিঙ্গ শরীরী জীব সূক্ষ্ম বীজ ভাবে অর্থাৎ স্থূল ভৌতিক দেহের বীজ সহ মাতার জরায়ুস্থ অণ্ডে (ovum) প্রবিষ্ট হইলে, মাতৃযোনি যোগে সেই স্থূল শরীর বীজ হইতে সেই জীবের স্থূল শরীর ভ্রূণ রূপে বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে সেই ভ্রূণ উপযুক্ত বা আপনার কর্ম্মানুরূপ মাতা পিতৃজ শরীর গ্রহণ ও পুষ্টিলাভ করিয়া গর্ভ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব এই সর্ব্বযোনি অর্থে সর্ব্বজাতীয় জীবের স্ত্রী-যোনি।

যোনিজ জীব—শ্রুতিতে অনেক স্থলে 'যোনি' শব্দের উল্লেখ আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই যোনি অর্থে উৎপত্তি স্থান। কোথাও বা যোনি অর্থে কারণও বুঝা যায়। এ স্থলেও যোনি অর্থে উৎপত্তি স্থান। জীবের উৎপত্তি-স্থান স্ত্রী-যোনি। সকল জীবই যোনিজ। শাস্ত্র অনুসারে জীবগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও স্বেদজ। (ঐতরেয় উপঃ, ৫।৩)। উক্ত চরি প্রকার জীবই যোনিজ ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

জরায়ুজ জীব—জরায়ুজ জীবমাত্রই যে পুংস্ত্রী-সংযোগে স্ত্রীযোনি হইতে উৎপন্ন, তাহা সকলেই জানেন। শাস্ত্র অনুসারে যে সকল জীব পুণ্য বলে উর্দ্ধলোকে গিয়া পরে কর্ম্ম ক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা জরায়ুজ। তাহারা প্রায়শঃ স্তন্যপায়ী। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী জাতীয় জীবে মাতৃশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়। সন্তান লালন পালনেই সে শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়।

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই জরায়ুজ জীবগণ মৃত্যুর পর লোকান্তরে গমন করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেবল মানুষই

দেবযানে বা পিতৃযানে উর্দ্ধ লোকে গমন করে। তাহারা পুনর্জ্জন্ম-কালে সেই উর্দ্ধ লোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুর পর প্রেত-লোকে বা অন্তরীক্ষ লোকে থাকে, তাহাদের উর্দ্ধ গতি হয় না। নিম্ন জীব—বিশেষতঃ অণ্ডজাদি জীব এই পৃথিবীতেই থাকে, তাহাদের উর্দ্ধ গতি হয় না। তাহাদের লোককে জায়স্ব ম্রিয়স্ব লোক বলে। মৃত্যুর পর যে জীব যে লোকে যাউক পুনর্জন্ম কালে, তাহাদের কিরূপে জন্ম হয়, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে।

অণ্ডজ জীব—অণ্ডজ জীব সকলও জরায়ুজ জীবের ন্যায় যোনিজ। পুরুষ ও স্ত্রী-সংযোগে স্ত্রীগর্ভে অণ্ডের উৎপত্তি হয়; স্ত্রীগর্ভেই সে অণ্ডের পুষ্টি হয়। স্ত্রী সেই অণ্ডই প্রসব করে। পরে তাপাদি-সাহায্যে সেই অণ্ড পরিণত হইলে, তাহা হইতে সেই জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। কোথাও বা পুং স্ত্রী সংযোগের পূর্ব্বে স্ত্রীগর্ভে অণ্ডের উৎপত্তি হয়; পরে পুং-সংযোগ হইলে সে অণ্ড জীববীজ গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। পক্ষী প্রভৃতি এইরূপ অণ্ডজ। ইহাদের মধ্যেও স্ত্রী জাতীয় জীবে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সে অণ্ডে পুং-বীজের যোগ না হয়, তবে সে অণ্ড (বাওয়া ডিম্) হইতে কোন জীবের উৎপত্তি হয় না।

স্বেদজ জীব—ইহারাও প্রকৃত পক্ষে অণ্ডজ। মক্ষিকা মশকাদি স্বেদজ। তাহাদেরও পুং-স্ত্রী-সংযোগে স্ত্রীতে গর্ভের উৎপত্তি হয় এবং স্ত্রীগর্ভে বহু ডিম্বের জন্ম হয়। ইহাদের মধ্যে মাতৃশক্তির বিকাশ এই পর্য্যন্ত। তাহার পর গর্ভে এই সকল ডিম্ব উপযুক্তরূপে পরিপুষ্ট হইলে, সেই গর্ভস্থ ডিম্ব সকল স্বেদ বা মলিন পুতিগন্ধ যুক্ত জলে পয়ঃস্থানে বা জলসংপৃক্ত ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। সেই স্বেদে বা আবিলজলে স্বাভাবিক উষ্মা দ্বারা সেই অণ্ড বর্দ্ধিত হইলে, পরে সেই ডিম্ব হইতে সেই জাতীয় জীবগণের

উৎপত্তি হয়। দংশ, মশক, মক্ষিকা, কৃমি, কীটাদি সমুদায় স্বেদজ জীবের জন্ম এইরূপ।

মনুসংহিতায় আছে—

"পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ॥
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবম্প্রকারাণি স্থলজান্যৌদকানি চ॥
স্বেদজং দংশমশকং যূকা মক্ষিকমৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যদ্‌বান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্॥

মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ৪৩—৪৫ শ্লোক।

এই জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ জীব জঙ্গম। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় জঙ্গম জীবের জন্ম এইরূপ যোনিজ—পুংস্ত্রী-সংযোগে উৎপন্ন। আপাততঃ কোন কোন স্বেদজ জীবাণুকে অযোনিজ মনে হয়। কিন্তু আধুনিক জীব-বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কেহই অযোনিজ নহে। এই শ্রেণীর অনেক জাতীয় জীবের দেহে পুংস্ত্রী উভয় লিঙ্গই থাকে (ইহাদের নাম hermaphrodites)। ইহাদের উৎপত্তিও এই পুংস্ত্রী-সংযোগেই হইয়া থাকে। অনেক ক্ষুদ্র জীবাণুতে এই পুংস্ত্রী-ভাবের বিকাশ প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও ইহারা যে যোনিজ ও স্ত্রীপুংশক্তি-সংযোগ-জাত, তাহা বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছে (amæba, protozoa প্রভৃতি) অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর (bacillus) জন্মেরও এই নিয়ম। অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর শরীরে (protoplasm) এই পুংশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি (cell, germ ও sperm) উভয়ই থাকে। এই সকল ক্ষুদ্র জীবাণু ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে,—পুংশক্তি বীজ (protoplasm) এবং স্ত্রী-শক্তি বীজ (cell) উভয়ই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, দুইটি জীবাণুর উৎপাদন করে তাহারা প্রত্যেকে আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়। এইরূপে

ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। এস্থলেও সেই এক জীবাণু শরীরে পুংশক্তি স্ত্রীশক্তি উভয়ের যোগদ্বারা বাহ্যপ্রকৃতির সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তবে দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং দুইটি জীবাণুর উৎপাদন করে। অতএব এইস্থলেও যে এই সকল ক্ষুদ্র জীবাণু—পুংস্ত্রী-শক্তি-সংযোগে যোনিজ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে সমুদায় জঙ্গম জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। জীব-বিজ্ঞানে এই সকল তত্ত্ব বিবৃত আছে।

স্থাবর উদ্ভিজ্জ জীব—স্থাবরের মধ্যে উদ্ভিদ্‌ও যে এইরূপ যোনিজ এবং পুংস্ত্রী-শক্তি-যোগে উৎপন্ন, আধুনিক বিজ্ঞান তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উদ্ভিদ্ যে জীব, তাহা অধুনা জীব-বিজ্ঞান স্বীকার করেন। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তাহাদের জন্ম বৃদ্ধি ক্ষয় ও বিনাশ আছে। তাহাদের (inspiration, respiration, digestion, assimilation এবং circulation রূপ) বিভিন্ন প্রাণক্রিয়াও আছে। শাস্ত্রমতে তাহাদের অন্তঃসংজ্ঞা ও সুখ দুঃখানুভূতিও আছে। নানারূপে ইহাদের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রে আছে—

"উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপনাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥"

মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায় ৪৬।৪৯ শ্লোক।

ইহা হইতে জানা যায় যে, স্থাবর উদ্ভিজ্জগণকে—বৃক্ষ, ওষধি, বনস্পতি, গুচ্ছ, গুল্ম, তৃণ, প্রতান ও বল্লী এইরূপ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা

যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে এবং কতকগুলি রোপিত শাখা বা কাণ্ড হইতে, এমন কি, পত্র হইতেও উৎপন্ন হয়। অতএব উদ্ভিদের উৎপত্তি দুই প্রকার,—এক বীজ হইতে, আর এক শাখাদি হইতে। যাহারা বীজ হইতে উৎপন্ন, তাহারা যে পুংস্ত্রী-শক্তি সংযোগে স্ত্রীগর্ভ হইতে হয়, তাহা উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে বিবৃত হইয়াছে। এসকল উদ্ভিদের পুষ্প হয়। পুষ্প মধ্যে কতকগুলি পুংজাতীয় পরাগকেশর-যুক্ত, কতকগুলি স্ত্রীজাতীয়—গর্ভকেশরযুক্ত, এবং কতকগুলি উভয়-জাতীয় অর্থাৎ একই পুষ্পে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকে। এই শেষ জাতীয় পুষ্পে সহজেই পুংস্ত্রী রেণুর সংযোগ হয়। বায়ুসাহায্যে পুংরেণু স্ত্রীরেণু যুক্ত হয়। যে স্থলে একই বৃক্ষে বা লতাদিতে এক জাতীয় পুষ্প পরাগকেশর যুক্ত, আর এক জাতীয় গর্ভকেশর যুক্ত, সে স্থলেও পরাগ-কেশর বায়ু চালিত হইয়া অন্য পুষ্পস্থ গর্ভকেশরে যুক্ত হয়। কিন্তু যে স্থলে এক বৃক্ষ কেবল পুংজাতীয় পুষ্প ধারণ করে, এবং সেই জাতীয় বৃক্ষের অন্যটি কেবল স্ত্রীজাতীয় পুষ্প ধারণ করে, সে স্থলে কেবল বায়ুর চালনায় এইরূপ পুংজাতীয় পুষ্পরেণু স্ত্রীজাতীয় পুষ্পে সংযুক্ত হইতে পারে না। সে স্থলে ভগবানের বা প্রকৃতি দেবীর কৌশল আশ্চর্য্য। পুষ্প সকল সুন্দর মধুযুক্ত হয় এবং ভৃঙ্গ মধুমক্ষিকা প্রভৃতি মধুসংগ্রহ জন্য কিংবা সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গতায়াত করে। তাহারাই এক পুষ্পের পরাগ-কেশর বহিয়া অন্য পুষ্পের গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে এই সকল স্ত্রীজাতীয় পুষ্প, তাহার গর্ভকেশরে পুংজাতীয় রেণু গ্রহণ করিয়া গর্ভযুক্ত হয়। এই গর্ভই তাহার ফল। এই ফলের মধ্যেই সেই জাতীয় উদ্ভিদের বীজ ধৃত হয় এবং যথা-সময়ে সেই বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলে, সেই জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এ স্থলে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ ও স্ত্রী-গর্ভে বীজের পুষ্টিই ইহাদের উৎপত্তির কারণ।

যে স্থলে উদ্ভিদ সকল রোপিত শাখা বা কাণ্ডাদি হইতে জন্মে, সেস্থলে সেই শাখা বা কাণ্ড দ্বারা সেই পূর্ব্ববৃক্ষেরই অনুবৃত্তি হয় মাত্র অর্থাৎ সেই শাখা বা কাণ্ডে সেই বৃক্ষের যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহা দ্বারাই সে শাখাদি হইতে সেই বৃক্ষের বিকাশ হয়। সেই বৃক্ষাদির প্রতি শাখায় বা কাণ্ড মূলে, এবং কোন জাতীয় বৃক্ষের পত্রেও সেই বৃক্ষাদির সন্ধিস্থল থাকে, সেই সন্ধিতেই সেই জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিবার বীজ বা শক্তি থাকে। সেই সন্ধিস্থলে সেই বৃক্ষের স্ত্রীপুংশক্তির সংযোগ থাকে বলিয়াই তাহা সেই বৃক্ষের বীজ ধারণ করে। সে সন্ধি স্থলই সেই বৃক্ষের যোনি ও গর্ভ; সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্‌ জাতীয় জীবাণুর অস্তিত্ব কেবল উপযুক্ত অণুবীক্ষণের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়, তাহারাও এইরূপে অতি ক্ষুদ্র জঙ্গমজাতীয় জীবাণুর ন্যায় স্ত্রী ও পুংশক্তি সংযোগে স্ত্রীযোনি হইতে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞান হইতে আমরা এসকল তত্ত্ব জানিতে পারি।

অতএব সাধারণতঃ আমরা সমুদায় জঙ্গম ও উদ্ভিজ্জজাতীয় সত্তা, যাহাদের জীব বলি তাহারা, অবশ্য স্ত্রীপুংশক্তি যোগে পুংবীজ হইতে স্ত্রীযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কোন জীবেরই আকস্মিক সৃষ্টি হইতে পারে না। কাল স্বভাব, যদৃচ্ছা নিয়তি ইহারা ভূতযোনি নহে। স্বগুণে নিগূঢ় দেবাত্ম শক্তিই উক্ত নিখিল কারণকে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সেই ব্রহ্মশক্তিই আমাদের জন্ম, জীবন এবং অভ্যুদয়ের কারণ। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ১।১-৩)। সেই সর্ব্বনিয়ন্তার পরাশক্তিতেই সমুদায় নিয়মিত। সেই নিয়ম বশেই পুংস্ত্রী-শক্তি যোগে স্ত্রীযোনি হইতে এই সকল জীবের উৎপত্তি হয়। কোনরূপ জড়সংঘাত হইতে হঠাৎ কোন জাতীয় জীবের বা জীবাণুর উৎপত্তি হয় না,—হইতেও পারে না। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্ত। প্রাণ হইতেই প্রাণের উদ্ভব (Life from life only) ইহা এক্ষণে সর্ব্বত্র স্বীকৃত। জীব

হইতেই জীবোৎপত্তি হয় (Biogenesis), জড় হইতে কখন জীবোৎপত্তি (Abiogenesis) হয় না এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই, ইহা পরীক্ষা দ্বারা আধুনিক জীব-তত্ত্ববিজ্ঞান (Biology) সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অন্য স্থাবর জীব।—যাহা হউক জঙ্গম জীব ও স্থাবর উদ্ভিদ সম্বন্ধে সকলেরই যে যোনিতে উৎপত্তি, স্ত্রীপুংশক্তি যোগে যে তাহাদের জন্ম, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু অন্য স্থাবর সত্তা সম্বন্ধে যে এই নিয়ম, তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। যে কোন সত্তা ভাববিকার-যুক্ত, অর্থাৎ তাহারই উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্ষয় বিনাশাদি ষড়ভাব বিকার আছে। এইরূপ যে সত্তা স্থূলমূর্ত্তিযুক্ত, সেই দেহেরই উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্ষয় লয় আছে; এক কথায় যাহা কিছু মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং ক্রমপরিণতি-নিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া শেষে বিনষ্ট হয়, তাহাই যোনিজ এবং পুংস্ত্রীশক্তি-যোগে যোনিতে উৎপন্ন; একথা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত প্রাণ শক্তিই পরাপ্রকৃতি। তাহা সর্ব্বব্যাপ্ত। শ্রুতিতে আছে—'প্রাণই এ সমুদায়'—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সকলই এই প্রাণশক্তিযুক্ত, সকল সত্তাই এক অর্থে প্রাণী। তবে যাহাদের জীবনী শক্তি অভিব্যক্ত, প্রাণক্রিয়া প্রকটিত, তাহাদিগকেই আমরা সাধারণ ভাবে জীব বা প্রাণী বলি এবং যাহাদের মধ্যে এই প্রাণ বা জীবনী শক্তি অনভিব্যক্ত, যাহাদের জন্ম স্থিতি বিনাশ প্রভৃতি ষড়ভাব বিকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর নহে, তাহাদিগকে আমরা জড় বলি। এই ব্যবহারিক প্রভেদের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

পরমাণু ও অণু—আধুনিক জড়বিজ্ঞান (chemistry) সমুদায় জড়কে অতি ক্ষুদ্র অণুরাশির সংঘাতে সংগঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন,

বিভিন্ন ভূতগ্রামের সংঘাতকে বিশ্লেষ করিয়া, জড়বিজ্ঞান অনেক প্রকার মূল পরমাণুর (Elements) আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদ বিজ্ঞান এক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সজাতীয় বা বিজাতীয় পরমাণুগণের (atoms) মিশ্রণে দ্ব্যণুক ত্রসরেণু প্রভৃতি ক্রমে অণুগণের (molecules) সৃষ্টি হয় এবং এই সকল সজাতীয় ও বিজাতীয় নানারূপ অণুর সংযোগে অনন্তপ্রকার জড়-সংঘাতের উৎপত্তি হয়। যে জড় সত্তা বিভিন্ন অণুবিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়, সেই সংঘাতের বিশ্লেষ হইলে সে জড় সত্তার নাশ প্রতীয়মান হয়। ইহাই আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

স্ত্রী ও পুংজাতীয় পরমাণু ও তাহাদের যোগে জড় মূর্ত্তির উৎপত্তি—বিজ্ঞান আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই পরমাণু ও অণুগণের মধ্যে কতকগুলি ত্যাগাত্মক (positive) ও কতকগুলি গ্রহণাত্মক (negative)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাহারা ত্যাগাত্মক তাহাদিগকে পুংশক্তিযুক্ত বলা যায়, এবং যে গুলি গ্রহণাত্মক, তাহাদিগকে স্ত্রীশক্তিযুক্ত বলা যায়। পুংশক্তিযুক্ত (positive) পরমাণু বা অণু স্ত্রীশক্তিযুক্ত (negative) পরমাণুকে বা অণুকে আকর্ষণ করিয়া উভয়ে সংযুক্ত হয়। পরমাণু ও অণুর মধ্যে আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যানরূপ দুই শক্তির ক্রিয়া হয়। এই আকর্ষণের মূলকে রাগ বলা যায় এবং এই প্রত্যাখ্যানের মূলকে দ্বেষ বলা যায়। পুংশক্তিযুক্ত পরমাণু অপর পুংশক্তিযুক্ত পরমাণুকে এই বিরাগহেতু প্রত্যাখ্যান করে এবং স্ত্রীশক্তিযুক্ত পরমাণুকে রাগহেতু আকর্ষণ করে। এই রাগ ও বিরাগ উভয়ের সমবেত ক্রিয়ায় বা যোগেই বিভিন্ন সত্তার সৃষ্টি হয়। আমরা এই অর্থে সাংখ্য দর্শনের যে সূত্র "রাগ-বিরাগয়োর্ যোগঃ সৃষ্টিঃ"—ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি। কোন অণুসংঘাতে পুংশক্তিযুক্ত পরমাণু যদি প্রবল না হয়, তবে অপর কোন জড়সংঘাতের পুংশক্তি প্রবলতর হইলে,

তাহাকে আনুষঙ্গিক অবস্থার সাহায্যে পরাভূত করিয়া সেই সংঘাতের স্ত্রীশক্তি-বিশিষ্ট অণুসমষ্টির সহিত যুক্ত হইয়া, এক জড়সংঘাতকে বিশ্লেষণপূর্ব্বক অন্য জড়সংঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন সংযোগ-বিয়োগরূপ ক্রিয়া হইতে নানারূপ জড়-সংঘাতের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়।

অতএব এ স্থলেও স্ত্রীপুং-শক্তি-সংযোগে জড়সংঘাতের বা নানারূপ স্থাবর সত্তার উৎপত্তি হয় ইহা জড়বিজ্ঞান হইতেই অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে জড় পুংশক্তিযুক্ত অণু বা পরমাণু, যে স্ত্রীশক্তিযুক্ত অণু বা পরমাণুতে মিলিত হইলে, সেই স্ত্রীজাতীয় অণু বা পরমাণুর জড়োৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে যে জড়ের উৎপত্তি হয়, সে তত্ত্ব এখনও স্পষ্ট আবিষ্কৃত হয় নাই। জড়ের এই আকর্ষণ-শক্তির নাম, আণবিক আকর্ষণ (chemical affinity)। ইহা ব্যতীত জড়ে যে বিভিন্ন জড় শক্তি নিহিত, তন্মধ্যে বিদ্যুৎ (electricity) এবং চুম্বক (magnetism) এই দুই শক্তিও যে কার্য্যোৎপত্তির সময় ত্যাগাত্মক (পুং - positive) ও গ্রহণাত্মক (স্ত্রী-negative) এই দুই রূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়, বিজ্ঞান অধুনা তাহা আবিষ্কার করিয়াছে। উক্ত আণবিক আকর্ষণও যে এই বৈদ্যুতিক শক্তির রূপান্তর এবং তাহাও এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত পুংস্ত্রী-শক্তিরূপ, তাহাও অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপে আমরা সেই একই নিয়মের অভিব্যক্তি এবং সর্ব্বত্র স্থাবর জড়বর্গের পুংস্ত্রী-সংযোগ হইতে উৎপন্ন, তাহা বুঝিতে পারি, এবং তাহাদের যোনিজত্বও আমরা ধারণা করিতে পারি।

পুংস্ত্রী শক্তিযোগে পরমাণুর উৎপত্তি—এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আমাদের বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞান যে পরমাণু গুলিকেই মূল তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাও যে মূল তত্ত্ব নহে, অধুনা বিজ্ঞান তাহা একরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন-জাতীয় পরমাণুও

যে পুংস্ত্রী-শক্তিযুক্ত দুইরূপ ক্ষুদ্রতর পরমাণু হইতে উৎপন্ন, তাহা অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের ইংরাজী নাম Ions অথবা Electrons। এক একটি পরমাণু এইরূপ পুংজাতীয় (positively electrified) এবং স্ত্রীজাতীয় (negatively electrified) বহু ক্ষুদ্রতর পরমাণু (Ions) দ্বারা গঠিত। আমরা আরও বলিতে পারি যে, সর্ব্বব্যাপক এক অনন্ত শক্তির যে জড় তড়িৎ-শক্তিরূপ, তাহা যখন কোন স্থানে কোন কারণে পুং (positive) ও স্ত্রী (negative) শক্তিরূপে বিভক্ত হইয়া যায়, তখন কেবল সেই স্থানেই তাহাদের পুনঃসংযোগ চেষ্টায় ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়। সেই খানেই এই বিভিন্ন electrons দের উৎপত্তি হয়। হয়ত এই জড় শক্তির আধার আকাশে (Etherএ) এইরূপে সে শক্তির অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে যে Electronsদের সৃষ্টি হয়, তাহাদের কোনটি পুংজাতীয় ও কোনটি স্ত্রীজাতীয় হয় এবং তাহাদেরই নানারূপ সংযোগ-বিয়োগাত্মক সংঘাত বা সংস্থান হইতে নানা জাতীয় পরমাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং পরমাণুগণও স্ত্রীপুংভেদে বিভক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদি অণুর উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকিবে এবং পরে সেই সংঘাতের বিশ্লেষে তাহাদের লয়ও হইতে পারে। কোন কোন জাতীয় পরমাণুর (radium) সৃষ্টিনাশ ইহারই মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহার যত ক্ষুদ্রতম পরমাণু মূর্ত্তি থাকুক না কেন তাহার মধ্যেও এই ত্যাগাত্মক পুং শক্তি, এবং গ্রহণাত্মক স্ত্রীশক্তি নিহিত এবং তাহাদের সংযোগ হইতে যে সেই সব মূর্ত্তির বিকাশ, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি।

যে কোন মূর্ত্তির (form) সম্ভব হয়, তাহা অবশ্য কোন আধার বা অধিকরণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহার অবশ্য উৎপত্তি স্থান থাকে। সেই উৎপত্তি স্থানকেই যোনি বলে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কোন সত্তা মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, তাহা অবশ্য যোনিতেই উৎপন্ন হয়, এবং

উৎপত্তির পরে সে যোনি হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। সকল সত্তাই এইরূপে পুংস্ত্রী-শক্তিযোগে যোনিতে উৎপন্ন হয়। তাহাকে ভগবান্ এক অর্থে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ বলিয়াছেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই সব মূর্ত্তির একই মহদ্ যোনি বা মহদ্ ব্রহ্ম, এবং একই বীজপ্রদ পিতা—পরমেশ্বর ইহার অর্থ কি—আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বিভিন্ন যোনিতে যে সকল মূর্ত্তির উদ্ভব হয়, তাহার কারণ পুংস্ত্রী-সংযোগ এবং স্ত্রীগর্ভে পুরুষকর্তৃক বীজ-নিষেক। এ স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, নানারূপে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত সেই সর্ব্বভূত-যোনিকে এক অবিভক্ত মহদ্ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে এবং বিভিন্ন যোনিতে যে বিভিন্ন পিতা বীজ-নিষেকপূর্ব্বক গর্ভোৎপাদন করেন, সেই সমস্ত বিভক্তের ন্যায় স্থিত পিতাকে এক অবিভক্ত পরমেশ্বর বলিয়াই ধারণা করিতে হইবে। পরাশক্তিযুক্ত সগুণব্রহ্ম আপনাকে যেন দ্বিধা বিভক্ত করেন এবং একার্দ্ধ পরমপুরুষরূপ পরম পিতা, অন্যার্দ্ধ-পরা প্রকৃতিরূপ পরমা মাতা হইয়া এ সৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যিনি পরমপুরুষ পরমেশ্বর পরম পিতা তিনিই সমগ্র জগতের এক অবিভক্ত পুংশক্তি-যুক্ত আর যিনি পরাপ্রকৃতি পরমেশ্বরী পরমা মাতা, তিনিই সমগ্র জগতের এক অবিভক্ত স্ত্রী-শক্তিময়ী। সর্ব্বত্রই সেই এক পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তির বিকাশ। সেই এক পিতৃশক্তি ও মাতৃশক্তি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় অনন্তভাবে অনন্তরূপে জগতে ব্যক্ত। প্রতি পুংজাতীয় জীবে সেই পরমেশ্বর হইতেই পুংশক্তিযুক্ত, প্রত্যেক স্ত্রীজাতীয় জীব সেই পরমেশ্বরী হইতেই সেই স্ত্রীশক্তিযুক্ত। আর তাঁহারাই পুংস্ত্রী-শক্তিরূপে প্রতি জীবে অবস্থিত।

এ লোকে জীবজাতি অসংখ্য এবং প্রতিজাতীয় জীবের সংখ্যাও

যে পুংস্ত্রী-শক্তিযুক্ত দুইরূপ ক্ষুদ্রতর পরমাণু হইতে উৎপন্ন, তাহা অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের ইংরাজী নাম Ions অথবা Electrons। এক একটি পরমাণু এইরূপ পুংজাতীয় (positively electrified) এবং স্ত্রীজাতীয় (negatively electrified) বহু ক্ষুদ্রতর পরমাণু (Ions) দ্বারা গঠিত। আমরা আরও বলিতে পারি যে, সর্ব্বব্যাপক এক অনন্ত শক্তির যে জড় তড়িৎ-শক্তিরূপ, তাহা যখন কোন স্থানে কোন কারণে পুং (positive) ও স্ত্রী (negative) শক্তিরূপে বিভক্ত হইয়া যায়, তখন কেবল সেই স্থানেই তাহাদের পুনঃসংযোগ চেষ্টায় ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়। সেই থানেই এই বিভিন্ন electrons দের উৎপত্তি হয়। হয়ত এই জড় শক্তির আধার আকাশে (Etherএ) এইরূপে সে শক্তির অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে যে Electronsদের সৃষ্টি হয়, তাহাদের কোনটি পুংজাতীয় ও কোনটি স্ত্রীজাতীয় হয় এবং তাহাদেরই নানারূপ সংযোগ-বিয়োগাত্মক সংঘাত বা সংস্থান হইতে নানা জাতীয় পরমাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং পরমাণুগণও স্ত্রীপুংভেদে বিভক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদি অণুর উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকিবে এবং পরে সেই সংঘাতের বিশ্লেষে তাহাদের লয়ও হইতে পারে। কোন কোন জাতীয় পরমাণুর (radium) সৃষ্টিনাশ ইহারই মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহার যত ক্ষুদ্রতম পরমাণু মূর্ত্তি থাকুক না কেন তাহার মধ্যেও এই ত্যাগাত্মক পুং শক্তি, এবং গ্রহণাত্মক স্ত্রীশক্তি নিহিত এবং তাহাদের সংযোগ হইতে যে সেই সব মূর্ত্তির বিকাশ, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি।

যে কোন মূর্ত্তির (form) সম্ভব হয়, তাহা অবশ্য কোন আধার বা অধিকরণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহার অবশ্য উৎপত্তি স্থান থাকে। সেই উৎপত্তি স্থানকেই যোনি বলে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কোন সত্তা মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, তাহা অবশ্য যোনিতেই উৎপন্ন হয়, এবং

পুরুষ-স্ত্রী-সংসর্গ হয়। তাহা দ্বারাই—পিতার দ্বারা মাতৃগর্ভে রেতঃ সেক হয় ও স্ত্রীতে গর্ভ সঞ্চার হয়, এবং সেই গর্ভ হইতে যে জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়, স্ত্রী-পুং-সংযোগকালে যে শক্তির আধিক্য থাকে, তদনুসারে সেই জাতীয় জীব স্ত্রীজাতীয় বা পুংজাতীয় হয়। ভগবান্‌ই এইরূপে সর্ব্বভূতের বীজ-দাতা বা বীজপ্রদ পিতা হন। কোন জাতীয় জীবের উৎপত্তির জন্য সেই জাতীয় পুরুষের রেতো মধ্যে বীজভাবে তাহার প্রবেশ প্রথম প্রয়োজন, এবং সেই রেতঃসহ স্ত্রীর গর্ভে অনুপ্রবেশ, ও মাতৃ-গর্ভে পুষ্টির প্রয়োজন। এই জীব-বীজ স্বয়ং ভগবান্। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন।

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।" (গীতা, ১০।৩৮)।

উচ্চজাতীয় জীবের জন্ম সম্বন্ধে যে নিয়ম, বলিয়াছি ত, নিম্নজাতীয় জীবের—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার স্থাবরাদির জন্ম সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। তবে নিম্নজাতীয় জীবসম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষ সংযোগের জন্য 'কাম' বা 'কন্দর্প' রূপ প্রজনন-শক্তির বিকাশ দেখা যায় না। তবে সে শক্তি প্রচ্ছন্ন ও অবিকাশিত ভাবে থাকে এবং কেবল জড় আকর্ষণ (affinity) রূপে আমাদের অনুমিত হয়। আর সে স্থলে পুংস্ত্রী-সংযোগের উপায়ও স্বতন্ত্র। পুষ্পবান্ বৃক্ষ-লতাদির পরাগরেণু ও গর্ভরেণুর সংযোগ-সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য কৌশল, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এই সকল নিম্ন জাতীয় স্থাবর ভূত সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যখন যে কোন উপায়ে পুংশক্তি ও স্ত্রী শক্তির সন্নিকর্ষ হয়, তখন এই প্রচ্ছন্ন 'কাম' বা আকর্ষণ বলে তাহারা সংযুক্ত ও মিলিত হয়। তাহা হইতেই স্ত্রীযোনিতে গর্ভ হয় ও সে জাতীয় ভূতের উৎপত্তি হয়।

অতএব ব্রহ্ম পরাশক্তি-স্বরূপ—অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ, এবং ব্রহ্মই এ সমুদায়,—উপনিষদুক্ত এই মহাতত্ত্ব হইতে আমরা সর্ব্বভূতের বীজপ্রদ পিতা যে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর—সগুণ ব্রহ্ম, এবং সকলের যোনি ও

ও গর্ভধারিণী মাতা যে পরমেশ্বরী সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্ম-মায়া, তাহা আমরা সামান্যভাবে বুঝিতে পারি।

শ্রুতি অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মের পুরুষ ও স্ত্রীরূপে দ্বিধা ভাগ ও জীব জাতির উৎপত্তি—উপনিষদ্‌ হইতে আমরা এ তত্ত্ব আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মূল উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে মায়া বা প্রকৃতির উল্লেখ নাই। এক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত অন্য কোন মূল উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মশক্তিকে পৃথক্‌ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। এক আত্মা বা ব্রহ্মই যে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ ও আর এক অংশে নারী হন, তাহাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের উক্ত এই তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, এই বিশ্ব পূর্ব্বে আত্মাই ছিলেন, —তিনি পুরুষরূপ। তিনি তাঁহার 'দ্বিতীয়' বা আনন্দ সম্ভোগ জন্য সঙ্গী লাভ করিবার ইচ্ছায়, আপনার মধ্যে নিহিত পুরুষ ও স্ত্রী ভাবকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ ও অপরাংশে স্ত্রী হইলেন। অবশ্য এই স্ত্রীভাবই তাঁহার পরাশক্তি মায়া। ব্রহ্মের বহু হইবার সংকল্প-বীজ এই মায়াতে উপ্ত হইলে, তিনিই তদনুসারে বহুরূপা হন—এই বহুসংকল্পের (ideas) অনুযায়ী বহুরূপ (forms) ধারণ করেন এবং পুরুষ আত্মা স্বরূপে সেই বহু সংকল্পানুযায়ী ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া, তাহাতে উপগত হন; এইরূপে মায়ার শতরূপাভাবে বিধৃত প্রতিরূপে, ব্রহ্ম তদনুরূপ হইয়া উপগত হইলে সেইরূপে মায়া সেই আত্মার বীজ (বা পরিচ্ছিন্ন রূপ) গর্ভে ধারণ করেন। এবং তাহা হইতেই সেই সেই কল্পিত রূপ বিশিষ্ট জীব জাতির উৎপত্তি হয়। ইহাই ব্রহ্মের নামরূপে ব্যাকৃত হইয়া, তাহাতে অনু প্রবেশ।

এইরূপে সৃষ্টির প্রারম্ভে বিভিন্ন-জাতীয় জীবগণের উৎপত্তি। এইরূপে জীবগণ উৎপন্ন হইয়া প্রথমে প্রকৃতি গর্ভে লীন থাকে। পরে

তাহারা উপযুক্ত স্থান কাল ও অবস্থা সমাবেশে স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া বা মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ও জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়।

স্থষ্টির স্থিতিকালে পরমেশ্বর-পরমেশ্বরীরূপ বীজ হইতে জীবের জন্ম—সৃষ্টিতে এইরূপে জীবগণের জন্মও, আদি সৃষ্টিকালে জীবগণের জন্মের ন্যায়, পুংস্ত্রী সংযোগে মিথুনোদ্ভূত। প্রতি জীবের অন্তরে আত্মা পুরুষ ও স্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া, জীবগণ মূর্ত্তিগ্রহণ-কালে পুংস্ত্রীশক্তি-সংযোগে যোনিতে উৎপন্ন হয়। পুরুষ রূপেই পরমেশ্বর—পরমেশ্বরীর বিভিন্ন স্বরূপ যে স্ত্রীগণ, তাহাতে রেতঃসেক পূর্ব্বক গর্ভ উৎপাদন করিয়া, আমাদের পিতা ও মাতা হন এবং এইরূপে বহু প্রজা সৃষ্টির কারণ হন।—

"পুমান্ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াম্।
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ ॥" (মুণ্ডক ২।১।৫)

এক পুরুষ যেমন এইরূপে বহু প্রজা সৃষ্টি করেন, সেইরূপ এক প্রকৃতি—অজাও সেইরূপে বহু প্রজা গর্ভে ধারণ করিয়া তাহাদের প্রসবের কারণ হন।

অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে"—(শ্বেতাশ্বতর, ৪।৫)।

অতএব এই যে স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে বহু প্রজার উৎপত্তি হয়, সেই এক পুরুষ দ্বারা স্ত্রীগর্ভে পুংশক্তি-বলে রেতঃসেকই তাহার কারণ, এবং এক 'অজা' বা প্রকৃতি দ্বারা তাহাদের গর্ভে ধারণ ও পোষণই মূর্ত্তি গ্রহণের কারণ। এই 'অজা' প্রকৃতিরূপা পরমা মায়া, আর এই যে পরম পুরুষ, তিনি মহেশ্বর—তিনি সেই মায়ায় মায়ী। তাঁহারই অবয়ব ভূত হইয়া এ জগৎ সমুদায় ব্যাপ্ত। তিনিই একা প্রতি যোনিতে অধিষ্ঠিত, তাঁহাতেই সমুদায় ভূতের জন্ম ও লয় হয়। তিনিই হিরণ্যগর্ভরূপে জায়মান, তিনিই

দেবগণের প্রভব ও উদ্ভব স্থান। শ্রুতিতে এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১০)

সেই মহেশ্বরই

"যোনিং যোনিম্ অধিতিষ্ঠত্যেকঃ।" (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১১)

এবং তাহাতেই—অর্থাৎ সেই মায়াময় মায়ীতেই—

"যস্মিন্নিদং স চ বিচৈতি সর্ব্বম্।" (ঐ)

সেই ভগবান্ মহেশ্বরই—

"দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ, বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্।"২ (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১২)

তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া উক্ত হইয়াছে—

"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।"

(শ্বেতাশ্বতর, ৪।৩)

অতএব শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মরূপ সেই মায়াখ্য মহতী প্রকৃতিই সর্ব্বভূত-যোনি, তাঁহাতে মায়ী মহেশ্বররূপ ব্রহ্মই অধিষ্ঠান করেন এবং প্রতি যোনিতে বীজ প্রদান করিয়া সর্ব্বভূতের উৎপাদন করেন। সর্ব্বভূত তাঁহা হইতেই মূর্ত্তি গ্রহণ করে; এবং মৃত্যুর পর সে মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। জীবগণ এইরূপে জন্মমৃত্যুর অধীন হয়। মৃত্যুর পর জীবগণ সেই ব্রহ্মের মায়ারূপ শরীরে বীজ ভাবে অবস্থান করে এবং পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ সময়ে ব্রহ্ম হইতেই সে বীজ মহাপ্রকৃতির বিশেষ যোনিরূপে উপ্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির স্থিতি অবস্থায় এইরূপে যে জীবগণ বার বার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জন্ম লাভ করে, তাহার তত্ত্ব আরও বিশেষ-ভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যে বিভিন্ন জীব ব্রহ্ম-সংকল্প হইতে উৎপন্ন হয়, পরা ও অপরা রূপা প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপে আত্মার পরিচ্ছিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশই তাহার কারণ। এইরূপে বহুজীব-বীজের সৃষ্টি হয়। তাহার পর ইহারা জন্ম গ্রহণ করে, এবং নাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্রুতি অনুসারে জীবের জন্মপ্রণালী।—এইরূপে বার বার জন্ম মরণের মধ্য দিয়া জীবগণ অগ্রসর হয়। জীব প্রতি জন্মে কর্ম্ম দ্বারা যে সংস্কার অর্জ্জন করে, মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম শরীরে সেই সংস্কারে আবৃত হইয়া প্রয়াণ করে, সেই সংস্কার রাশির মধ্যে যে গুলির বীজ কার্য্যোন্মুখ হয়, সে সকল সংস্কার প্রদ্যোতিত হয় এবং তদনুসারে তাহার পরজন্ম লাভ হয়। এইরূপে বিভিন্ন জন্মের সংস্কার রাশির দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়। এইরূপে সেই সকল সংস্কারের ক্রম-আপূরণে জীবের জাত্যন্তর পরিণাম হইতে থাকে। ক্রমে সে জীব মানব জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভেও হয়ত অনেক জীব মানব জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত থাকায় প্রথমেই সে মানবজন্ম গ্রহণ করে। আমরা এক্ষণে এই মানব জন্মগ্রহণের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহা দ্বারাই অন্য নিম্ন জাতীয় জীবের জন্মতত্ত্বও বুঝা যাইবে।

মৃত্যু সময়ে মানুষ যখন স্বীয় ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রাণে সম্পিণ্ডিত হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেরও সে জন্মের সংস্কাররাশির মধ্যে কতকগুলি সংস্কার 'প্রদ্যোতিত' হয়, এবং সেই প্রদ্যোতিত সংস্কার অনুসারেই পর জন্মে তাহার তদনুরূপ যোনিলাভ হয়। সংস্কার ভাল হইলে, সে পরজন্মে অপেক্ষাকৃত উন্নত মানব যোনি লাভ করে। পরন্তু সংস্কার মন্দ হইলে, সে নীচ যোনি—এমন কি পশু-যোনি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে। (এ সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে ৮ম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত দহর-বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে।)

মৃত্যুর পর মানুষ কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদি অবস্থা ভোগের পর, ভোগ

দ্বারা সে কর্ম্ম ক্ষয় হইলে, সে সেই মৃত্যুকালীন প্রদ্যোতিত সংস্কারানুসারে পুনর্ব্বার তদনুযায়ী যোনিতে জন্মলাভ করে এবং সেই পর জন্মে, তাহার প্রদ্যোতিত সংস্কার রাশির বিকাশ জন্য, এবং তাহার আরও অধিকতর আপূরণ জন্য তাহাকে তদুপযোগী বা সেই সকল সংস্কারের বিকাশানুসারে পিতৃদেহে প্রবেশ পূর্ব্বক, পিতৃদেহ হইতে তদুপযোগী মাতৃগর্ভে যাইতে হয়। সে যদি তাহার প্রদ্যোতিত সংস্কারের বিকাশোপযোগী পিতা, মাতা, বংশ, কুল, সমাজ প্রভৃতি সহকারী কারণের আশ্রয় না পায়, তবে তাহার সে জন্ম বৃথা হয়।

জীবের জন্মে দেবগণের সহায়তা।—মানুষ এবং সাধারণতঃ সকল জীবই একা—নিরাশ্রয়। সে নিজে তাহার সেই সংস্কার-বিকাশের উপযোগী পিতা মাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারে না। তবে কিরূপে তাহার জন্মের জন্য এই অনুকূল অবস্থা সকলের সংযোগ হয়? পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগভ্রষ্টের শ্রীমান্ ধনীর গৃহে বা জ্ঞানী যোগীর গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, ইহার এক মাত্র উত্তর এই যে, যিনি সর্ব্বকর্ম্মফল-দাতা, —সকলের নিয়ন্তা, তিনিই এই অনুকূল অবস্থা-সংযোগের কারণ। তিনি নানারূপে এই সংযোগের কর্ত্তা হন। তিনি বীজপ্রদ পিতা হন, তিনিই তাঁহার প্রকৃতিরূপ যোনিতে সে বীজ-নিষেকের কর্ত্তা হন। সেই পরমাপ্রকৃতিই উপযুক্ত মাতৃরূপে সে গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন, এবং অধিদেবরূপে ভগবান্ সেই গর্ভ ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ করেন।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা।—কিরূপে দেবগণ সেই মানুষের জন্মগ্রহণের কারণ হন, তাহা ইঙ্গিতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মানুষের এবং সাধারণভাবে জীবগণের এই জন্মের জন্য দেবগণ যজ্ঞ করেন। স্বর্গভ্রষ্ট মানুষের জন্মগ্রহণ জন্য পাঁচবার পাঁচরূপ অগ্নিতে তাঁহারা সে যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ-বিবরণ বৃহদারণ্যক

উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে (এবং আংশিকভাবে ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় হইতে অষ্টম ব্রাহ্মণে) উক্ত হইয়াছে। যথা,—

প্রথম যজ্ঞ।—এই লোক—অগ্নি। আদিত্য তাহার সমিধ্, রশ্মি সকল ধূম, অহঃ (দিবা)—অর্চ্চিঃ, চন্দ্র—অঙ্গার, আর নক্ষত্র—বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধারূপ আহুতি দেন, সেই অগ্নি হইতে সোম রাজার উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় যজ্ঞ।—পর্জ্জন্য—অগ্নি। বায়ু, তাহার সমিধ্, মেঘ—ধূম, বিদ্যুৎ—অর্চ্চিঃ, অশনি—অঙ্গার, এবং গর্জ্জন (মেঘের)—বিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিতে দেবগণ সোম রাজাকে আহুতি দেন,—সেই আহুতি হইতে বর্ষণ (বৃষ্টি) হয়।

তৃতীয় যজ্ঞ।—পৃথিবী—অগ্নি। সংবৎসর তাহার সমিধ্, আকাশ—ধূম, রাত্রি—অর্চ্চিঃ, দিকসকল—অঙ্গার, এবং অবান্তর দিক্ সকল বিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষণকে আহুতি দেন,—সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ যজ্ঞ।—পুরুষ—অগ্নি। বাক্য তাহার সমিধ্, প্রাণ—ধূম, অর্চ্চিঃ—জিহ্বা, অঙ্গার-চক্ষু, এবং বিস্ফুলিঙ্গ—শ্রোত্র। সেই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন আহুতি দেন,—সেই আহুতি হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চম যজ্ঞ।—স্ত্রী (যোষিৎ)—অগ্নি। উপস্থ তাহার সমিধ্, যাহা উপমন্ত্রিত হয় ; (বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে-লোম সকল) তাহা ধূম, যোনি—অর্চ্চিঃ, যে গর্ভবীজ তাহাতে প্রবেশ করে (যৎ অন্তঃকরোতি) তাহা অঙ্গার, এবং যে আনন্দ হয় (অভিনন্দা)—তাহা বিস্ফুলিঙ্গ। এই স্ত্রীরূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়, (পুরুষের উৎপত্তি হয়—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্))

শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।৫) উক্ত হইয়াছে যে মৃত্যুর

পর যে সাধক দেবযান-মার্গে প্রয়াণ করেন, তাঁহাদের অনেকের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। যাঁহারা পিতৃযানে প্রয়াণ করেন, সেই সকল কর্ম্মীর আবার পুনরাবর্ত্তন হয়। গীতায় ও (৮।২৪-২৬ শ্লোকে) এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উক্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা স্বর্গ হইতে কর্ম্মক্ষয়ে প্রচ্যুত হইয়া "আকাশ রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অন্ন হন। তাঁহারা তখন পুরুষাগ্নিতে আহুত হন, তাহা হইতে স্ত্রীরূপ অগ্নিতে আহুত হন। এই-রূপে স্ত্রীযোনি হইতে তাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে ইহা বিবৃত্ত হইয়াছে।

এই সকল শ্রুতিমন্ত্রে যে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, মনুষ্যাদি জীবগণ যখন মৃত্যুর পরে স্বর্গাদি ভোগান্তে আবার মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করে, তখন দেবগণ সে জন্ম গ্রহণের সহায় হন। তাঁহারা যজ্ঞ করেন। এই লোকে (প্রধানতঃ স্বর্গে) তাঁহারা যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে সোমের উৎপত্তি হয়, সেই জীব-গণ সূক্ষ্ম শরীরে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাঁহারা পর্জ্জন্য অগ্নিতে সেই সোম আহুতি দিলে, বৃষ্টি হয়; জীব সেই বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হয়। দেবগণ সেই ভূমিতে বৃষ্টি আহুতি দিলে অন্নের উৎপত্তি হয়। সে জীবগণও সূক্ষ্ম শরীরে সেই অন্নমধ্যে প্রবেশ করে। দেবগণ সেই অন্ন পুরুষে আহুতি দিলে, রেতঃ উৎপত্তি হয়; তাহাতে জন্মগ্রহণোন্মুখ জীব প্রবেশ করে। দেবগণ এই রেতঃ স্ত্রীযোনিতে আহুতি দিলে, তবে সেই জীব মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

ঐতরেয় শ্রুতি অনুসারে জীবের বিভিন্ন জন্ম।—দেবগণের সাহায্যে যে এইরূপে মানুষাদির জন্ম হয়, তাহা ঐতরেয় উপনিষদেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তাহার ভাবার্থ এই :—

"জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে জীব প্রথমে পুরুষে (অর্থাৎ পুরুষ শরীরে গর্ভ বা বীজভাবে থাকে। অন্ন দ্বারা পুরুষে এই জীব-বীজ প্রবিষ্ট হয়। তাহার যে রেতঃ, ইহা পুরুষের সমুদায় অঙ্গ হইতে সংগৃহীত (তেজঃ) ; তাহার মধ্যে এই জীব-বীজ অনুপ্রবিষ্ট থাকে। পুরুষ যখন এই রেতঃ স্ত্রীতে সেচন করে, তখন তাহার প্রথম জন্ম হয়। সেই জীব-বীজ তখন স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায়। স্ত্রী তাহার গর্ভপ্রবিষ্ট জীবকে গর্ভে পোষণ করে। তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে পিতাই, সে জীবকে (কুমারকে) পোষণ করিয়াছিলেন। পিতাই যেন (আত্মজ) পুত্ররূপে স্ত্রী গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা জীবের দ্বিতীয় জন্ম। পুত্র পিতার প্রতিনিধি হন, এবং পুত্র উৎপাদন দ্বারা বংশপরম্পরা রক্ষা করেন। তাহার পর সেই জীব যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে। তাহার পর আবার তাহার জন্ম হয়। ইহা তাহার তৃতীয় জন্ম। এই রূপে বার বার তাহার জন্ম হয়। সেই একই আত্মা এইরূপে বার বার জন্মগ্রহণ করে।" তাহার জীবরূপে জন্মগ্রহণ জন্য আত্মরূপ দেবগণ তাহার সহায় হন, ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্র হইতে জানা যায়।

জীবের জন্মান্তর—এস্থলে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। বলিয়াছি ত যে, জীব জীর্ণদেহ হইলে বা তাহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে সে দেহ ত্যাগ করে। পরে আবার জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক নূতন দেহ ধারণ করে। মৃত্যুকালে প্রদ্যোতিত সংস্কারানুসারে তাহার সেই নূতন দেহ লাভ হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫।১১—১২ মন্ত্রে) আছে,—

"সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহৈ গ্র্াসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধিজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ ॥"

অর্থাৎ 'দেহী সঙ্কল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টি-মোহের বশে অনুক্রমে বা পর-

পরাক্রমে নানাস্থানে (অর্থাৎ পূর্ব্বে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় উক্ত—সোমে—বৃষ্টিতে—অন্নে—রেতঃতে ও গর্ভে) কর্ম্মানুযায়ী রূপ সকল গ্রহণ করিয়া অন্ন জল বৃষ্টি দ্বারা নিজের ক্রমপুষ্টি লাভ করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। দেহী স্বগুণে বা প্রাক্তন জন্মসংস্কার দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম বহুরূপ দ্বারা আবৃত হয়। ক্রিয়াগুণ ও আত্মগুণ দ্বারা সেই সেই দেহের সহিত সংযোগ কারণ দেহবদ্ধ 'অপর' (জীবাত্মারূপে) তিনি দৃষ্ট হন, এবং দেহান্তর সংযুক্ত হন।' কিন্তু সেই আত্মা কলিল মধ্যে বা এই দেহরূপ ভ্রূণ মধ্যে থাকিলেও তিনি পরমাত্মাই—

"অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৫।১৩)।

আত্মাই বিভক্তের ন্যায় জীবরূপে জন্মেন এবং অবিভক্ত পরমাত্মারূপে সে জন্মের সহায় হন—এই জীবাত্মা ব্রহ্ম; এজন্য ব্রহ্মই আপনাকে বহু জীবরূপে মূর্ত্তিযুক্ত করিবার জন্য নিজেই বীজপ্রদ পিতা হন,—নিজেই মহদ্ যোনি হন—নিজেই বিভিন্নদেবরূপে, সেই জীবের জন্মগ্রহণের সহায় হন। তিনিঃপরিচ্ছিন্ন হন,—অবিদ্যাযুক্ত হন,—কর্ম্মে অভিমানযুক্ত হন,—জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া জীবরূপে ব্রহ্ম স্ব-মায়াশক্তি দ্বারা কর্ম্মানুসারে দেহী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। বলিয়াছি ত, মৃত্যুকালে যে মানবের যে সকল সংস্কার যেরূপ প্রদ্যোতিত হয়, তদনুসারে সে সেই সংস্কাররাশি-বিকাশের উপযোগী মাতা পিতা প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ পূর্ব্বে যোগভ্রষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।

(গীতা, ৬।৪১-৪২)

বলিয়াছি ত, কোন জীব স্বীয় কর্ম্মানুগুণে যে জন্মগ্রহণের উপযুক্ত, সে

আপনি সে জন্ম লাভ করিতে পারে না। ভগবান্‌ই সেই জন্মগ্রহণের সহায়, তিনিই একমাত্র কর্ম্মফলদাতা। তিনি স্বয়ং, এবং দেবগণের সহায়ে জীবের সেই জন্মগ্রহণের কারণ হন।

ইহা হইতে আমরা আর একটি অতি গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারি। যদি আমরা কেহ উপযুক্ত সন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের—অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ উভয়কে, সেই সন্তান লাভের উপযুক্ত হইতে হইবে। আমরা যদি শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত হই, তবে আমরা শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত পুত্র লাভ করিতে পারি। শুদ্ধ সাত্ত্বিক হইয়া শুদ্ধাচারে ভগবানের যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া, তবে তাঁহার কৃপায় উপযুক্ত পুত্র লাভ করিতে পারি। তিনি আমাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিলে, আমাদের নিকট তদুপযুক্ত সন্তান প্রেরণ করেন। আমরা শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করিয়া ভগবৎকৃপায় উপযুক্ত পুত্র লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে, আমার অন্তরস্থিত ব্রহ্ম বা ভগবান্ আমাদ্বারা আমার স্ত্রীতে উপযুক্ত জীব-বীজ নিষেক করাইয়া, গর্ভ ধারণ করান এবং সেই স্ত্রী-রূপে—ব্রহ্মই মহদ্‌যোনিভাবে অবস্থিত থাকিয়া সে গর্ভ গ্রহণ করেন। এই কারণ শাস্ত্রে উপযুক্ত পুত্রলাভের জন্য গর্ভাধান সংস্কার বিহিত হইয়াছে।

গর্ভাধানতত্ত্ব—আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদের (ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ) হইতে এই গর্ভাধান তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহাতে আছে—

"যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, আমার পুত্র শুক্লবর্ণ, এক বেদাধ্যায়ী ও শতায়ু হউক, তবে তাহারা স্ত্রীপুরুষে অবঘাতিক তণ্ডুল দ্বারা ক্ষীরৌদন পাক করিয়া ও ঘৃতযুক্ত করিয়া (সেই চরু) ভক্ষণ করিবেন। কপিলবর্ণ, দ্বিবেদাধ্যায়ী পূর্ণায়ু পুত্র কামনা করিলে দধ্যোদন পাক করিয়া ভক্ষণ করিবেন। শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ ত্রিবেদাধ্যায়ী ও পূর্ণায়ু পুত্র কামনা করিলে, জলৌদন পাক ও ঘৃতযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবেন। যদি কেহ

বিদুষী ও পূর্ণায়ু কন্যা কামনা করেন, তবে তাঁহারা তিলৌদন পাক করিয়া ভক্ষণ করিবেন। প্রগল্‌ভ সুভাষী সর্ব্ব বেদাধ্যায়ী পুত্র কামনা করিলে, তাঁহারা মাংসযুক্ত অন্ন পাক করিয়া ভক্ষণ করিবেন।”

এক কথায় প্রথমে আহারশুদ্ধি করিতে হয়। যজ্ঞাবশিষ্টভোজীরই আহারশুদ্ধি হয়, তাহা পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। আহার-শুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি হয় (ছান্দোগ্য ৭।২,৬।২)। সত্ত্ব বা দেহ শুদ্ধ হইলে, তবে তাহা উপযুক্ত পুত্রবীজ, সেই অন্ন হইতে গৃহীত ও শরীরে ধৃত হয়। দেবগণ সত্ত্ব শুদ্ধ পুরুষের শরীরেই তদুপযুক্ত পুত্রবীজ যুক্ত রেতঃ উৎপাদন করেন। এইরূপে শরীর শুদ্ধ হইতে, তদনুরূপ সত্ত্বশুদ্ধা স্ত্রীতে উপগত হইতে হয়। সেই সময় যে গর্ভাধান মন্ত্র চিন্তা করিতে হয়, তাহা এই—

“বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু, ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু, আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ, ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি, গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে। গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।”

(বৃহদারণ্যক, ৬।৪।২১)

ইহার ভাবার্থ ;—“বিষ্ণু যোনি কল্পনা করুন, প্রজাপতি রেতঃসেক করুন, ধাতা গর্ভ ধারণ করুন, ত্বষ্টা রূপ দান করুন, সিনীবালী, পৃথুষ্টুক ও অশ্বিদ্বয় গর্ভ রক্ষা করুন ইত্যাদি।” ‘ইহার অর্থ এই যে স্বামী যখন সুপুত্রকামনায় শুদ্ধ মনে, শুদ্ধাহার দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া স্ত্রীতে উপগত হইবেন, তিনি নিজে তাঁহার ব্যক্তিত্ব কর্ত্তৃত্ব ভুলিয়া গিয়া, ভগবান্‌ই বিষ্ণুরূপে বীজপ্রদ পিতা হইয়া এই স্ত্রীযোনিতে প্রজাপতিরূপে রেতো নিষেক করিতেছেন এবং দেবগণ সে গর্ভ ধারণ করিতেছেন, এইরূপে একাগ্রভাবনা করিবেন, এই শ্রুতিমন্ত্র হইতে গীতোক্ত এই গর্ভাধান ব্যাপারের গূঢ় তত্ত্ব কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

কিরূপে জীব স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী পিতা মাতা প্রাপ্ত হয়—আমরা

পূর্ব্বে বলিয়াছি,এই পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য জীবের জন্ম হইতেছে। কাহারও জন্ম আকস্মিক নহে। সকলেই এক নিয়মে আবদ্ধ। ভগবান্ কর্ম্মফল দ্বারা, তিনিই প্রত্যেক জীবের স্বকর্ম্মানুগুণ .দেহ-সংযোগ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করাইবার কারণ,—তিনিই প্রতি জীবের উপযুক্ত পিতা মাতা প্রাপ্ত করাইবার কারণ। তিনিই প্রত্যেক জীবকে তাহার উপযুক্ত পিতৃশরীরে প্রবেশ করাইবার কারণ, তিনি প্রত্যেক জীবকে তাহার উপযুক্ত মাতৃগর্ভে সেই বীজকে পিতৃরেতঃ হইতে প্রবেশ করাইয়া, তাহার অণ্ডের (cell) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, সে গর্ভ রক্ষা পূর্ব্বক তাহার জন্মগ্রহণ করাইবার কারণ। তিনি পিতামাতা হইয়া জীবের জন্মের কারণ, তিনি স্বয়ং জীব হইয়া সেই পিতা মাতা হইতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিবার কারণ।

আমরা দেখিয়াছি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ হইতে গর্ভ হয়। বৃষ্টিতে স্বর্গচ্যুত, জন্মগ্রহণোন্মুখ কত—অসংখ্য জীব-বীজ থাকে, সেই বৃষ্টি হইতে কত অসংখ্য অন্নের উৎপত্তি হয়। সে অন্ন কত জীব ভক্ষণ করে। সে অন্ন হইতে প্রতি পুংজীবে কত রেতঃ উৎপন্ন হয়। প্রতি রেতো বিন্দুতে কত অসংখ্য জীবাণু থাকে। প্রতি মানুষের রেতো বিন্দুতে কত লক্ষ জীবাণু (spermetozoa) থাকে। স্ত্রীযোনিতে সেই রেতঃসেক কালে কত লক্ষ জীবাণু স্ত্রীগর্ভে (ovum মধ্যে) প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে একটি মাত্র জীবাণু স্ত্রীর শোণিতের (cell) মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। মাতা সেই একটি মাত্র জীবাণুকে (কখন বা একাধিক জীবাণুকে) গর্ভে ধারণ করিয়া তাহার পোষণ করেন। মানুষ এইরূপে মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। এইরূপে মানুষ তাহার কর্ম্মানুগুণ দেহ প্রাপ্ত হয়। এই জন্ম গ্রহণ যদি আকস্মিক হইত, তবে বুঝি তাহা অসম্ভব হইত। অথবা কতলক্ষ কোটীর মধ্যে কদাচিৎ একবার সেরূপ জন্মের সম্ভাবনা হইত। তাহার পক্ষে উপযুক্ত

পিতা মাতা প্রাপ্তি সুতরাং ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত একরূপ অসম্ভব হইত। ভগবান্‌ই উপযুক্ত অবস্থাদি সংযোগ দ্বারা আমাদের জন্মের কারণ।

অতএব যদি পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতে হয়, যদি আমাদের জন্ম আকস্মিক না হয়, তবে অবশ্য আমাদের এই জন্ম ব্যাপারে ভগবানেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তিনিই সর্ব্ব জীবমধ্যে ভগবান্ ও ভগবতী রূপে অবস্থান করেন; তিনিই এ জগতে সর্ব্বত্র ভগবান্ ও ভগবতী রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনিই উপযুক্ত পিতার মধ্যে উপযুক্ত সন্তানের বীজ স্থাপন করেন, তিনিই সে পিতা হইতে সে বীজ স্ত্রী-যোনিতে প্রদান করেন, তিনিই সেই মাতাতে পরমেশ্বরী-রূপে সে বীজ গ্রহণ করেন, এবং সে বীজ হইতে মূর্ত্তির উৎপত্তি ও পোষণ করেন। এইরূপে মনন ও বিচার করিয়া গীতোক্ত এই শ্লোকে নিহিত গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫

—ঃ০ঃ—

সত্ত্ব রজঃ আর তম ইহারাই গুণ
প্রকৃতি হইতে জাত, ওহে মহাবাহু!
নিবন্ধ করয়ে দেহে অব্যয় দেহীরে ॥ ৫

৫। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—ইহারাই প্রকৃতি হইতে জাত গুণ।—গুণ কাহারা, এবং তাহারা কিরূপেই বা বদ্ধ করে (১৩।২১ শ্লোক হইতে) এ প্রশ্ন হইতে পারে। তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। এই গুণ শব্দ পারিভাষিক। দ্রব্যাশ্রিত রূপ রসাদিকে সাধারণতঃ গুণ

বলে। এ স্থলে সে অর্থে গুণশব্দ গৃহীত হয় নাই। গুণ যে গুণী হইতে অন্য বা ভিন্ন, তাহাও এ স্থলে বিবক্ষিত নহে। তবে গুণ যেমন পরতন্ত্র অর্থাৎ আশ্রয় দ্রব্যের অধীন, এই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সর্ব্বদা ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার অধীন। ক্ষেত্রজ্ঞাশ্রিত অবিদ্যা হইতে ইহাদের উৎপত্তি। এ জন্য ইহাদের গুণ বলে। এই তিন গুণ অবিদ্যাত্মক, ইহারাও সেই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে, অর্থাৎ বাস্তবিক বন্ধন না করিলেও যেন বন্ধন করিয়া থাকে, এইরূপ বোধ হয়। ইহা প্রকৃতি বা ভগবানের মায়াসম্ভূত (শঙ্কর)।

সৃষ্টির আদিতে প্রাচীন কর্ম্মবশে অচিৎ সংসর্গের দ্বারা দেবাদি যোনিতে পুনঃ পুনঃ দেবাদি ভাবে যে জন্ম হয়, তাহার কারণ উক্ত হইতেছে। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতির স্বরূপ অনুবন্ধী স্বভাব-বিশেষ। তাহারা প্রকাশাদি কার্য্যের দ্বারা নিরূপণীয়। প্রকৃতি-অবস্থায় তাহারা অনুদ্ভূত থাকে, প্রকৃতির বিকৃতি আরম্ভ হইলে মহদাদি ক্রমে বিশেষ পর্য্যন্ত যে তত্ত্বের উদ্ভব হয়, তাহাতেই এই ত্রিগুণেরও বিকাশ হয় (রামানুজ)।

প্রকৃতির সঙ্গহেতু পুরুষের কিরূপে সংসার দশা হয়, তাহা প্রপঞ্চিত হইতেছে। প্রকৃতি—এই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সম্যাবস্থা। সেই প্রকৃতি সকাশ হইতে পৃথকভাবে, তাহারা অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতি কার্য্য দেহে তাদাত্ম্য ভাবে অবস্থিত থাকে (স্বামী)।

ইতি পূর্ব্বে নিরীশ্বর সাংখ্যমত নিরাকরণ পূর্ব্বক ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ যে ঈশ্বরের অধীন তাহা উক্ত হইয়াছে। ইদানীং কোন্ গুণে কিরূপে আসঙ্গ হয়, সেই গুণই বা কি, কিরূপেই বা তাহারা দেহীকে বদ্ধ করে—ইহা এই শ্লোক হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এই গুণ তিনটি। ইহাদের নাম সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। ইহারা পুরুষ পরতন্ত্র। বৈশেষিক দর্শনে অনু-

সারে গুণ দ্রব্যাশ্রিত, এবং গুণী হইতে ভিন্ন। এ স্থলে সে গুণ উক্ত হয় নাই। প্রকৃতিই এই ত্রিগুণাত্মিকা। ভগবানের মায়া যে প্রকৃতি তাহা এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। সেই প্রকৃতি হইতে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাবে বৈষম্য হেতু পরিণত হয় বলিয়া, গুণ সকলকে প্রকৃতি সম্ভব বলা হইয়াছে (মধু)।

পূর্ব্বে ভগবান্ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ যে ঈশ্বরাধীন, ইহা প্রতিপাদন পূর্ব্বক সাংখ্যমত নিরাকরণ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রকৃতির সংযোগে পুরুষের যে বন্ধন, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন এবং সে সম্বন্ধে গুণ কি কি? এবং কি করিয়া তাহারা বন্ধন করে? এবং কিরূপেই বা তাহাদিগকে জানা যায়! এই সমস্ত শ্লোক হইতে চতুর্দ্দশ পর্য্যন্ত ভগবান্ তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি-সম্ভব। এখানে গুণ রূপ-রসাদির ন্যায় দ্রব্যাশ্রিত নহে। কিন্তু ইহারা প্রকৃতির অবস্থা-বিশেষ। কারণ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। সেই গুণাত্মক প্রকৃতি কালস্বরূপ ঈশ্বরকর্ত্তৃক ক্ষোভিত হইলে, মহদাদি কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। অতএব এই তিন গুণ প্রকৃতিরই পরিণাম। (কেশব)।

এই তিন গুণ প্রকৃতি-সম্ভব বা প্রকৃতি হইতে সম্ভূত। প্রকৃতিই তাহাদের উপাদান কারণ। সত্ত্বাদি ইহারা গুণ কিন্তু দ্রব্যাশ্রয়ী রূপাদিবৎ গুণ নহে। কার্য্যকারণ হইতে অভিন্ন এই ন্যায় অনুসারে ইহারা প্রকৃত্যাত্মক এবং সর্ব্বগত (শঙ্করানন্দ)।

প্রকৃতি সম্ভব—অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত (বলদেব)। প্রকৃতি, অর্থাৎ অবিদ্যা (হনু)। ভগবান্ পূর্ব্বে এই ত্রিগুণ প্রকৃতিজ বলিয়াছেন।

এই ত্রিগুণের লক্ষণাদি গীতায় এই শ্লোক হইতে চতুর্দ্দশ শ্লোক পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষে আমরা এই ত্রিগুণতত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

নিবন্ধ করয়ে দেহে অব্যয় দেহীরে।—সেই ত্রিগুণ এই দেহে অর্থাৎ শরীরে দেহীকে অর্থাৎ দেহবান্ ক্ষেত্রজ্ঞকে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই দেহী যে অব্যয়, তাহা পূর্ব্বে (১৩।৩১শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মা যখন কিছু করেন না এবং কিছুতে যখন লিপ্ত হন না (১৩।৩১শ শ্লোক) তখন কিরূপে তিনি বদ্ধ হন। ইহার উত্তর এই যে আত্মা প্রকৃত বদ্ধ হন না, বন্ধের ন্যায় বোধ হয়। এই শ্লোকে 'ইব' শব্দ যোগ করিয়া অর্থ করিতে হইবে (শঙ্কর)।

দেব মনুষ্যাদি দেহ-সম্বন্ধযুক্ত দেহী অব্যয় অর্থাৎ স্বতঃ গুণসম্বন্ধের অযোগ্য হইলেও, দেহে বর্ত্তমান থাকায় সেই দেহ উপাধি দ্বারা নিবদ্ধ হয় (রামানুজ)। প্রকৃতিকার্য্য দেহে তাদাত্ম্যভাবে স্থিত চিদংশ দেহী বস্তুতঃ নির্ব্বিকার হইলেও, স্বকার্য্য সুখ দুঃখাদি দ্বারা সংযুক্ত হয় (স্বামী)।

এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মহদাদি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল স্বকার্য্যের দ্বারা দেহীদিগকে বদ্ধ করে এবং স্বকার্য্য দ্বারাই সুখদুঃখে সংযোজনা করে। এস্থলে দেহীকে অব্যয় বলা হইয়াছে; তাহার হেতু এই যে, দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও পুরুষের অন্যথা ভাব হয় না, কিন্তু দহে দেহী সম্বন্ধীয় ব্যাপারে দেহী অভিনিবিষ্ট হয় বলিয়া তাহার বন্ধন হয় (কেশব)।

এই ত্রিগুণ অব্যয় বা অবিনাশী আত্মাকে বদ্ধ করে। বাহ্য রূপ-রসাদি বিষয়রূপে এবং আন্তরিক ভাবরূপে (তমোগুণ নিদ্রালস্যপ্রমাদাদি ভাবে রজোগুণ রাগদ্বেষলোভাদিভাবে সত্ত্বগুণ শমদমদয়াদাক্ষিণ্যাদি ভাবে) দেহীকে বদ্ধ করে,—নিজবিকার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া বদ্ধ করে,—আত্মার প্রত্যক্সর্ব্বব্যাপক ভাবকে তিরোহিত করিয়া দিয়া দেহই আত্মাকে এই ভাবে বদ্ধ করে, দেহের ধর্ম্ম, দেহের কর্ম্ম আমি ও আমার অভিমানরূপ অভিনিবেশ উৎপাদন করাইয়া, জন্মমরণাদিতে সংযুক্ত করাইয়া দিয়া বিনষ্ট করে। এই বন্ধন, এই অধ্যাস হেতুই হয়, ইহা বাস্তবিক নহে (শঙ্করানন্দ)।

প্রকৃতিকার্য্য শরীর-ইন্দ্রিয় সংঘাত যে দেহ, তাহাতে এই তিন গুণ দেহীকে বদ্ধ করে। দেহী—অর্থাৎ দেহ-তাদাত্ম্য-ভাবাপন্ন জীব। জীব পরমার্থতঃ সর্ব্ববিকার শূন্য বলিয়া অব্যয়—নির্ব্বিকার। নির্ব্বিকার হইলেও দেহের যে সকল বিকার তাহাদের উপদ্রষ্টা হয় অর্থাৎ স্ববিকারবৎ দর্শন করে। কম্পিত বা তরঙ্গযুক্ত জলে সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইলে, সূর্য্য যেমন সেই প্রতিবিম্বের সহিত তাদাত্ম্য ভাবে আপনাকে বিচলিত মনে করিতে পারে, জীবও সেইরূপ আপনাকে বদ্ধ মনে করে। নতুবা দেহীর পারমার্থিক বন্ধন নাই। (মধু)। যাহাদের দেহে আত্মাধ্যাস থাকে, তাহারাই দেহী। স্বতঃ বা ধর্ম্মতঃ যাহার ব্যয় নাই, তাহা অব্যয়। (গিরি)। অব্যয়=বিনাশাদি ধর্ম্ম-রহিত। দেহী=ভগবানের চিদংশাত্মক জীব, তদ্রূপে তদ্দ্বারা গুণভোগার্থ আবির্ভূত। নিবদ্ধ করে=রসপরত্ব হেতু বশীভূত করে। (বল্লভ)।

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬

—:o:—

তার মধ্যে সত্ত্ব হয়, নির্ম্মলতা হেতু
প্রকাশক অনাময়, তাহা হে অনঘ!
বদ্ধ করে সুখ-সঙ্গ, জ্ঞান সঙ্গ দ্বারা ॥ ৬

৬। সত্ত্ব নির্ম্মলতা হেতু প্রকাশক, অনাময়—উক্ত তিন গুণের মধ্যে এক্ষণে সত্ত্বগুণের লক্ষণ বলা হইতেছে। এই 'সত্ত্ব' স্ফটিকমণিবৎ নির্ম্মল বলিয়া প্রকাশক এবং অনাময় অর্থাৎ উপদ্রবশূন্য। (শঙ্কর)। নির্ম্মলত্ব=স্বচ্ছত্ব, আবরণ-বারণক্ষমত্ব; প্রকাশক=জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক; অনাময়=সুখের অভিব্যঞ্জক (গিরি)।

এই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের আকার ও বন্ধন-প্রকার এক্ষণে উক্ত হইতেছে। তন্মধ্যে সত্ত্বের স্বরূপ এস্থলে বিবৃত হইতেছে। নির্ম্মলত্ব জন্য এই সত্ত্বগুণ প্রকাশক—অর্থাৎ সুখাবরণস্বভাব-রহিত নির্ম্মলসত্ত্ব-যুক্ত। এই প্রকাশ—একান্ত সুখজনন রূপ স্বভাব। সত্ত্ব এই প্রকাশ ও সুখ হেতু-ভূত। এই প্রকাশ—বস্তু-যাথাত্ম্য-অববোধক। যাহাতে আময়াখ্য কার্য্য নাই, তাহা অনাময়। অরোগতা হেতু। (রামানুজ, কেশব)।

নির্ম্মল—অর্থাৎ স্ফটিকমণির ন্যায় স্বচ্ছ। প্রকাশক=ভাস্বর। অনাময়=নিরুপদ্রব, শান্ত (স্বামী)। প্রকাশক=চৈতন্যের যে তমোগুণ-কৃত আবরণ, তাহার তিরোধানকারী বা বিনাশকারী। নির্ম্মল=অর্থাৎ চৈতন্যের বিম্ব (বা প্রতিবিম্ব) গ্রহণ করিবার যোগ্য। চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক। অনাময়—অর্থাৎ আময় বা দুঃখের বিরোধী সুখের ব্যঞ্জক। (মধু)।

নির্ম্মল অর্থাৎ ভগবদিচ্ছাত্মক পদার্থ স্থিতি হেতু শুদ্ধ। প্রকাশক—অর্থাৎ ভগবদ্-রসকাত্মক সর্ব্বস্বরূপ প্রকটিত করিবার সামর্থ্য। অনাময়=অর্থাৎ ভগবৎসেবার প্রতিবন্ধাত্মক রাগাদিদোষ-রহিত (বল্লভ)।

বদ্ধ করে সুখ-সঙ্গ জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা—সেই সত্ত্বগুণ, ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে সুখ-সঙ্গ দ্বারা ও জ্ঞান-সঙ্গ দ্বারা বদ্ধ করে। আমি সুখী এরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহার বিষয় সুখ, ও বিষয়ী—আত্মা। বিষয়-সুখ যেন বিষয়ী আত্মার সহিত সংযুক্ত, এইরূপ প্রতিভাস হয়। এইরূপ সংযোগ হেতুই আত্মার সুখসঙ্গ। ইহা অবিদ্যা। কারণ যাহা বিষয় বা জড়ের ধর্ম্ম, তাহা বিষয়ী আত্মার ধর্ম্ম হইতে পারে না। ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ যে ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, তাহা পূর্ব্বে (১৩।৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। অতএব বিষয় বিষয়ীর পরস্পর অবিবেকরূপ অবিদ্যাদ্বারা, এই সত্ত্বগুণ, আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিষয় সুখে আত্মাকে যেন আসক্ত করে,—বিষয় সুখ আত্মার ধর্ম্ম না হইলেও যেন আত্মাকে সুখী বোধ করাইয়া থাকে।

এই প্রকারে জ্ঞান-সঙ্গের দ্বারাও সত্ত্বগুণ আত্মাকে বন্ধন করিয়া থাকে। এই জ্ঞান—বৃত্তিরূপ, ইহা অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। এজন্ত সুখের সহিত ইহার একত্র উল্লেখ হইয়াছে। এ জ্ঞান আত্মার ধর্ম্ম হইলে, 'সঙ্গ' এবং 'বন্ধন'—ইহাদের প্রয়োগ অনুপপন্ন হইত। (শঙ্কর)।

এই সুখ - বিষয়সুখ, এবং এই জ্ঞান—বিষয়-জ্ঞান। 'আমি' সুখী বা আমি 'জ্ঞানী' অর্থাৎ 'আমি ইহা জানিতেছি'—এই ভাব সত্ত্বগুণেরই অভিব্যঞ্জক, ইহা সত্ত্বগুণেরই পরিণাম। ইহা চিত্তের ধর্ম্ম। আত্মাতে তাহার অধ্যাস হইলেই আত্মা তাহা দ্বারা বদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হন (গিরি, কেশব)।

এই সত্ত্বগুণ দেহীর সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ উৎপাদন করে। জ্ঞান ও সুখসঙ্গ হইলে, তাহার সাধনভূত লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইতে তাহার ফলানুভোগ সাধনভূত যোনিতে জন্ম হয়। এইরূপে সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা পুরুষকে বদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ জ্ঞান ও সুখ জনক, এবং এ উভয়ের 'সঙ্গ'-জনক। (রামানুজ)।

সত্ত্বগুণ অনাময় বা শান্ত হেতু স্বকার্য্য সুখের সহিত যে সঙ্গ, তাহা দ্বারা বদ্ধকরে, এবং প্রকাশকত্ব হেতু স্বকার্য্য জ্ঞানের সহিত যে সঙ্গ—তাহা দ্বারা বদ্ধ করে। 'আমি সুখী আমি জ্ঞানী' এই ভাব মনের ধর্ম্ম। তদভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞে তাহা সংযোজিত হয়।(স্বামী)।

সুখ ও জ্ঞান, অন্তঃকরণের পরিণাম, এবং তাহার ব্যঞ্জক। সুখ ও চেতনা ইহারা ইচ্ছাদির ন্যায় ক্ষেত্রধর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (মধু)। সত্ত্বের কার্য্য জ্ঞান ও সুখ। পুরুষকে সত্ত্ব এই উভয় দ্বারা বদ্ধ করে। ইহাতে পুরুষের আমি সুখী, আমি জ্ঞানী—এরূপ অভিমান হয়। এই জ্ঞান লৌকিক বস্তুযাথাত্ম্যবিষয়ক, আর সুখ দেহেন্দ্রিয় প্রসাদরূপ। এই জ্ঞানে ও সুখে সঙ্গ হইলে, তাহার উপায়ভূত কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এবং সেই কর্ম্মের ফল অনুভবের উপায় যে দেহ, তাহাতে উৎপত্তি হয়। সেই

দেহে আমার সেই জ্ঞান ও সুখে সঙ্গ হয়। অতএব সত্ত্বগুণ হইতে মুক্তি হয় না। (বলদেব)। সঙ্গ, অর্থাৎ ইচ্ছা (হনু)। সুখ-সঙ্গের দ্বারা, অর্থাৎ ভগবানের সাধনাত্মক সেবন সুখ জনক উত্তম দেহাদি সংযোগ দ্বারা; জ্ঞানসঙ্গের দ্বারা—অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি সাধন দেহ দ্বারা (বল্লভ)।

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭

—:০:—

রজঃ হয় রাগাত্মক; জানহ কৌন্তেয়
তৃষ্ণা ও আসক্তি জাত,—করয়ে তাহাই
দেহিকে নিবদ্ধ দেহে কর্ম্ম সঙ্গ দ্বারা ॥৭

৭। রজঃ রাগাত্মক—রঞ্জন হইতে রাগ। গৈরিক (গেরুয়া বা গিরি মাটী) যেমন বস্ত্রে সংযুক্ত হইলে তাহাকে রঞ্জিত করে, রজঃও সেইরূপ রঞ্জিত করে। (শঙ্কর)। রজঃ গুণ রাগ হেতুভূত। স্ত্রী পুরুষ মধ্যে যে পরস্পরের স্পৃহা তাহাই রাগ। (রামানুজ, বলদেব)। রজোগুণ অনুরঞ্জনরূপ (স্বামী)। 'রজ্যতে সংসৃজ্যতে বিষয়েষু পুরুষ অনেন ইতি রাগঃ।' এই রাগ 'কামাত্মক'। এই রাগ যাহার স্বরূপ—অর্থাৎ ধর্ম্ম ধর্ম্মীভাবে তাদাত্ম্যরূপ, তাহাই রাগাত্মক (মধু)। 'রাগাত্মক-অনুরঞ্জনাত্মক, নানা পদার্থ উৎপাদন দ্বারা ভগবৎ রঞ্জনাত্মক (বল্লভ)। রজ=রাগাত্মক, রাগ=বিষয়স্পৃহা; চিত্তের বিষয়াকারতা-প্রদায়ক বৃত্তি। (কেশব)

তৃষ্ণা ও আসক্তি জাত—তৃষ্ণা—অপ্রাপ্তবিষয়ের অভিলাষ, আর আসঙ্গ—প্রাপ্তবিষয়ে মনের প্রীতিলক্ষণ সংশ্লেষ। এই উভয়ের উদ্ভবের

কারণ। (শঙ্কর, স্বামী, মধু, কেশব)। রজোগুণ তৃষ্ণা আসঙ্গের উদ্ভব স্থান বা তাহার হেতুভূত (রামানুজ)। শব্দাদি বিষয়াভিলাষ= তৃষ্ণা; পুত্রমিত্রাদি সংযোগ। অভিলাষ=সঙ্গ। রজো গুণ হইতে এই তৃষ্ণা ও সঙ্গের উৎপত্তি, অথবা এই তৃষ্ণা সঙ্গের কারণ (বলদেব)। তৃষ্ণা=অজ্ঞান হেতু ভগবদর্থে উৎপন্ন বস্তুর প্রতি স্বীয় অভিলাষ। তাহাতে সঙ্গ হেতু যাহার উৎপত্তি (বল্লভ)।

দেহীকে নিবদ্ধ করে কর্ম্মসঙ্গ দ্বারা—সেই রজঃ দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ যে কর্ম্ম, তাহাতে সঙ্গ বা তৎপরতা দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে, (শঙ্কর, স্বামী, কেশব)। অর্থাৎ অকর্ত্তা পুরুষ—'আমি করি' এইরূপ অভিমান দ্বারা যুক্ত করে (গিরি)। কর্ম্মে স্পৃহা উৎপাদন করিয়া পুরুষকে নিবদ্ধ করে। কর্ম্মে বা ক্রিয়াতে স্পৃহা হইতেই পুরুষ অভিমানবশে ক্রিয়া আরম্ভ করে; সেই কর্ম্ম পুণ্য পাপ-রূপ। ইহাই সেই কর্ম্মফল সাধনভূত যোনিতে উৎপত্তির হেতু হয়। এইরূপে এই রজঃ রাগ তৃষ্ণা সঙ্গহেতু ও কর্ম্মসঙ্গহেতু হয়। (মধু)। দৃষ্ট ও অদৃষ্টবিষয়ে— আমি ইহা করিব, আমি এই ফল ভোগ করিব এইরূপ অভিনিবেশ বিশেষ দ্বারা বস্তুতঃ অকর্ত্তা দেহীকে কর্ত্তৃত্বাভিমানী করে; কারণ রজঃই প্রবৃত্তির হেতু (মধু)। সেই রজঃ স্ত্রী-পুত্র বিষয়াদিপ্রাপক কর্ম্মে সঙ্গ বা অভিলাষ উৎপাদন করিয়া পুরুষকে বদ্ধ করে। এই স্ত্রী প্রভৃতিতে স্পৃহা হেতু পুরুষ কর্ম্ম করে; সেই কর্ম্মের ফল-অনুভবের উপায়ভূত স্ত্রী প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়, পুনঃ পুনঃ এইরূপ হইতে থাকে। এই জন্য রজঃ দ্বারা মুক্তি হয় না (বলদেব)।

এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮

তমঃ হয় অজ্ঞানজ, জানহ ভারত
সর্ব্ব দেহীদের তাহা মোহন কারণ,—
বদ্ধ করে—প্রমাদ আলস্য নিদ্রা দ্বারা ॥৮

৮। তমঃ অজ্ঞানজ—তমঃ অজ্ঞান হইতে জাত (শঙ্কর)। পূর্ব্বে তমঃ প্রভৃতি গুণকে প্রকৃতিসম্ভব বলা হইয়াছে। এস্থলে তমো গুণকে অজ্ঞানসম্ভব বলা হইল। প্রকৃতি ও অজ্ঞান মধ্যে বিশেষ নাই—তাহারা অবিশেষ। তমঃ এই অজ্ঞান স্বভাব (গিরি)। জ্ঞান=বস্তুযাথাত্ম্যের অববোধ। অজ্ঞান তাহার বিপরীত। তমঃ বস্তু-যাথাত্ম্য-বিপরীত জ্ঞানজ (রামানুজ, কেশব)। তমঃ আবরণশক্তি প্রধান-প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন; এজন্য ইহাকে অজ্ঞান হইতে জাত বলা হইয়াছে। (স্বামী, মধু)। বস্তু যাথাত্ম্যাবরণরূপ জ্ঞানের বিরোধী যে অজ্ঞান, তাহা আবরণশক্তি-প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে জাত (বলদেব)। ভগবৎ-লীলাদিসম্বন্ধে যে অজ্ঞান, তাহা হইতে এই তমঃ উৎপন্ন হয়। তাহা প্রলয়াত্মক ও ভগবদ্-বিস্মরণাত্মক। (বল্লভ)।

মোহন কারণ—মোহকর, অবিবেককর (শঙ্কর)। বিপর্য্যয়জ্ঞান হেতু (রামানুজ)। ভ্রান্তিজনক (স্বামী, বল্লভ)। অবিবেকরূপ ভ্রান্তি জনক (মধু), বিবেক অর্থাৎ হিতাহিত-বিবেকের প্রতিবন্ধক (গিরি) বিপর্য্যয় জ্ঞানজনক,—বস্তু যাথাত্ম্য জ্ঞানের আবরক (বলদেব)। মোহ= অন্তঃকরণ-বিভ্রম, অনিত্যে নিত্য ও দুঃখে সুখ-বুদ্ধি। (কেশব)।

বদ্ধ করে প্রমাদ আলস্য নিদ্রা দ্বারা—প্রমাদ=কার্য্যান্তরে আসক্তি হেতু চিকীর্ষিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের আবরণ। আলস্য—উৎসাহের প্রতিবন্ধক (গিরি)। কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিয়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিই প্রমাদ বা অনবধানতা। কর্ম্মের অনারম্ভ-স্বভাবই আলস্য। আর পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি প্রবর্ত্তন দ্বারা প্রাপ্তি হেতু যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তনে

উপরতি তাহা নিদ্রা; কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তনের যে উপরতি, তাহা স্বপ্ন; আর মনের উপরতি হইলে তাহা সুষুপ্তি। তমঃ এই প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রার হেতু। তমঃ ইহা দ্বারাই পুরুষকে বদ্ধ করে (রামানুজ)। প্রমাদ = অনবধানতা, আলস্য = অনুদ্যম, নিদ্রা = চিত্তের অবসাদরূপ লয়। (স্বামী) প্রমাদ = বস্তুযাথাত্ম্য-বিবেকে অসামর্থ্য; তাহা সত্ত্বকার্য্য প্রকাশের বিরোধী। রজঃকার্য্য প্রবৃত্তির বিরোধী—আলস্য। আর উভয় বিরোধিনী তমোগুণলক্ষণাবৃত্তি—নিদ্রা (মধু)। প্রমাদ = অনবধানতা, ইহা অকার্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিরূপ, ইহা সত্ত্ব কার্য্য প্রকাশের বিরোধী। আলস্য অনুদ্যম, ইহা রজঃ কার্য্য প্রবৃত্তির বিরোধী। নিদ্রা এই উভয়ের বিরোধী চিত্তের অবসাদাত্মক বৃত্তি (বলদেব)। প্রমাদ = কর্ত্তব্যকার্য্যের অনবধানতা, আলস্য = উপস্থিত কার্য্যে উদ্যমরাহিত্য। তম এইরূপে ইহা দ্বারা জড়তা আনয়ন পূর্ব্বক জীবকে বদ্ধ করে (কেশব)।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯

হে ভারত! সত্ত্ব করে সংযুক্ত সুখেতে
রজঃ যুক্ত করে কর্ম্মে, তমঃ করে আর
জ্ঞান আবরিত করি, আবদ্ধ প্রমাদে ॥৯

৯। সত্ত্ব করে সংযুক্ত সুখেতে—(সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি)—সত্ত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট করে (শঙ্কর)। সত্ত্ব সুখসঙ্গ-প্রধান। সত্ত্বাদি নানাভাবে বন্ধনের দ্বারভূত হইলেও, তাহার মধ্যে যাহা প্রধান, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ)। সত্ত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট করে, অর্থাৎ দুঃখশোকাদির

কারণ থাকিলেও দেহীকে সুখাভিমুখী করে (স্বামী,কেশব)। দুঃখকারণকে অভিভূত করিয়া সুখে সংশ্লিষ্ট করে (মধু)। সত্ত্ব—উৎকৃষ্ট হইয়া তাহার স্বকার্য্য সুখ, (মধু ও বলদেব)।

রজঃ কর্ম্মে যুক্ত করে—(রজঃ কর্ম্মণি)—রজঃ কর্ম্মসঙ্গ প্রধান (রামানুজ)। সুখাদি কারণ থাকিলেও রজোগুণ কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট করে (স্বামী, মধু, কেশব)। রজোগুণ প্রবল হইয়া কর্ম্মে সংযুক্ত করে (মধু, বলদেব)।

তমঃ জ্ঞান আবরিয়া করে আবদ্ধ প্রমাদে—সত্ত্বকৃত যে বিবেক-রূপ জ্ঞান, তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া তমঃ প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে। প্রাপ্ত কর্ত্তব্যের অকারণই প্রমাদ (শঙ্কর)। তমঃ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানকে আবৃত করিয়া বিপরীত জ্ঞানের হেতু হইয়া কর্ত্তব্যের বিপরীত প্রবৃত্তিকে আসঙ্গ করায়; ইহাই তাহার প্রধান কার্য্য (রামানুজ)। তমঃ—মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্বের সহিত উৎপন্ন হইলেও, তাহা জ্ঞানকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদ-যুক্ত করে, অর্থাৎ মহান্ বা বুদ্ধিতত্ত্ব দ্বারা উপদিষ্ট বিষয়কে অনবধানতার সহিত সংযুক্ত করে, এবং আলস্যাদিতেও সংযুক্ত করে (স্বামী)। প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন যে সত্ত্বগুণকার্য্য জ্ঞান—অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান, তমোগুণ তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া প্রমাদযুক্ত করে; অর্থাৎ জ্ঞান যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে, আলস্যনিদ্রাদিরূপে তাহা করিতে দেয় না (মধু)। জ্ঞানকে আবরণ করিয়া অজ্ঞান উৎপাদন করাই তমোগুণের প্রধান কার্য্য (বলদেব)।

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০

হে ভারত! রজস্তম করি অভিভূত
সত্ত্বের উদ্ভব, সত্ত্ব-তমঃ-অভিভবে
হয় রজঃ, তমঃ, সত্ত্ব-রজ-অভিভবে ॥১০

১০। রজঃস্তম করি অভিভূত সত্ত্বের উদ্ভব—রজঃ এবং তমঃ উভয়গুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। এইরূপে যখন সত্ত্ব-গুণ আপনার স্বরূপ লাভ করে, তখনই তাহার স্বকার্য্য জ্ঞান সুখাদির আরম্ভ বা প্রবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বে যে সত্ত্বাদির কার্য্য উক্ত হইয়াছে, সেই কার্য্য কখন হয়, তাহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)।

দেহাকারে পরিণত প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণই স্বরূপ ; সুতরাং এই তিন গুণ সর্ব্বদেহে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং ইহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ কার্য্য কিরূপে সম্ভব হয়, তাহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে। যদিও সত্ত্বাদি ত্রিগুণ প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট ও প্রকৃতির আত্মভূত, তথাপি প্রাচীন কর্ম্মবশে এবং দেহের পুষ্টিকর আহার-বৈষম্য হেতু সত্ত্বাদিগুণ পরস্পর উদ্ভব ও অভিভব দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। কখন রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বের উদ্ভব বা উদ্রেক হয়, রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধেও এইরূপ (রামানুজ, কেশব)।

গুণ উক্তরূপ কার্য্য কখন করে—ইহাই উক্ত হইতেছে। রজঃ ও তমোগুণ উভয়কে যুগপৎ অভিভূত করিয়া সত্ত্ব হয়—অর্থাৎ সত্ত্বের উদ্ভব ও বৃদ্ধি হয়। এবং যখন এইরূপে সত্ত্বের উদ্ভব ও বৃদ্ধি হয়, তখনই সত্ত্বের যে প্রাগুক্ত বিশেষ কার্য্য, তাহা হয় (স্বামী, মধু)। অদৃষ্ট-বশেই এইরূপে সত্ত্বের উদ্ভব হইয়া স্বকার্য্য সুখ জ্ঞানাদি উৎপাদন করে (স্বামী)।

এই তিন গুণ সমান, কিরূপে অকস্মাৎ একের উৎকর্ষ হয়, ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে, তাহা প্রাচীন কর্ম্মোদয়ে ও তাদৃশ আহার হইতে

অন্য সেই সেই গুণের—অন্য দুই গুণকে অভিভূত করিয়া—উদ্ভব হয় অর্থাৎ দুই গুণকে তিরস্কার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট হয় (বলদেব)।

সত্ত্ব তমঃ অভিভবে হয় রজঃ—সেইরূপ সত্ত্বগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণের বৃদ্ধি হয়, তখন রজোগুণের স্বকার্য্য কর্ম্ম তৃষ্ণাদির আরম্ভ হয় (শঙ্কর, স্বামী, মধু, রামানুজ, বলদেব)।

তমঃ সত্ত্ব রজঃ অভিভবে—সেইরূপ তমোগুণ, রজঃ ও সত্ত্বগুণ উভয়কে অভিভূত করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তখন জ্ঞানাবরণাদি তমোগুণের স্বকার্য্য আরম্ভ হয় (শঙ্কর, স্বামী, মধু)।

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১

* যে ব্যক্তি সত্ত্বগুণ প্রধান, অর্থাৎ রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সাধারণতঃ যাহার সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে, তাহাকে সাত্ত্বিক লোক বলে। সেই রূপ যাহার রজোগুণ প্রবল, তাহাকে রাজসিক লোক বলে। আর যে তমোগুণ প্রধান, তাহাকে তামসিক লোক বলে। এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের গুণ ও ক্রিয়া পরে ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই বিভিন্ন প্রকৃতির লোক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ জর্ম্মান্ দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছেন,—

"We may theoretically assume *three* extremes of human life and treat them as its elements: viz (1) *Rajo guna*,—the powerful will, the strong passion. It appears in great historical characters and in the little world. (2) *Satwa guna.*—Pure knowing, the comprehension of the ideas conditioned by the freeing of knowledge, from the service of the will—of the life of Genius, (3). the *Tamo guna*,—the greatest lethargy of the will, and of the knowledge, attaching to it, empty longing, life-benumbing langour. The life of the individual is seldom fixed in one of these extremes but is a wavering approach to one or the other".—Schopenhouer's "World as Will and Idea". Vol 1. page 58.

এই দেহে সর্ব্বদ্বারে হয় উপজাত
জ্ঞানের প্রকাশ যবে, হয় সেই কালে
সত্ত্বের বিশেষ বৃদ্ধি, জানিও নিশ্চয়॥ ১১

১১। এই দেহে সর্ব্বদ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ যবে—সত্ত্বাদি বৃদ্ধি তাহাদের কার্য্যের দ্বারা জানিতে হইবে ইহা উক্ত হইয়াছে (কেশব) যখন যে গুণ উদ্ভূত হয়, তখন সেই গুণের কি লিঙ্গ বা লক্ষণ, তাহাই এক্ষণে উক্ত হইতেছে। সকল দ্বারে,—অর্থাৎ আত্মার উপলব্ধির দ্বারস্বরূপ শ্রোত্রাদি সর্ব্বকরণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ বহিঃকরণ, এবং মন অহংকার বুদ্ধিরূপ চিত্ত বা অন্তঃকরণ) এই সর্ব্বদ্বারে,— অন্তঃকরণ যে বুদ্ধি, তাহার বৃত্তির প্রকাশ যখন এই দেহে উৎপন্ন হয়। সেই প্রকাশই জ্ঞান (শঙ্কর, কেশব)। সমুদয় চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারে যখন বস্তুযাথাত্ম্য প্রকাশে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় (রামানুজ)। এই আত্মার ভোগায়তন দেহে শ্রোত্রাদি সর্ব্বদ্বারে শব্দাদি জ্ঞানাত্মকপ্রকাশ উৎপন্ন হয় (স্বামী)। প্রকাশ=বুদ্ধির পরিণামবিশেষ বিষয়াকার স্ববিষয়ের আবরণ বিরোধী দীপবৎ প্রকাশ (মধু)। যখন শ্রোত্রাদি সর্ব্বজ্ঞানদ্বারে শব্দাদি যাথাত্ম্য প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় (বলদেব, কেশব)। প্রকাশ=ভগবৎ সম্বন্ধত্ব দ্বারা প্রকাশ বা দর্শন (বল্লভ)।

হয় সেই কালে সত্ত্বের বিশেষ বৃদ্ধি—যখন এইরূপ জ্ঞানার্থ প্রকাশ হয়, তখন সেই জ্ঞান প্রকাশ লিঙ্গদ্বারা সত্ত্বগুণ যে উদ্ভূত বা বিবৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে? ইহাই প্রধান চিহ্ন। অন্য চিহ্নও আছে—তাহা মূলে 'উত' শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ সুখের অভিব্যক্তি দ্বারাও সত্ত্বের বিবৃদ্ধি বুঝিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, কেশব)। সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সত্ত্বগুণ যে দেহে প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে (রামানুজ)। তখন সেই শব্দাদি বিষয়-

জ্ঞানার্থ প্রকাশ-লিঙ্গ দ্বারা প্রকাশাত্মক সত্বগুণের যে বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা জানিবে; আর (উক্ত) সুখাদি লিঙ্গ দ্বারাও তাহা জানিবে (মধু, স্বামী, বলদেব)। *

---

* শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, তাঁহার 'ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা' নামক গ্রন্থে—(৬৫ পৃঃ) এই সত্বগুণের লক্ষণ বুঝাইয়াছেন। যথা—

"সত্বগুণ এক প্রকার অলৌকিক সুখ স্বরূপ। ঐ গুণ যখন আবির্ভূত হয়, তখন সর্ব্বশরীরের অভ্যন্তরে একরূপ অলৌকিক সুখময় ভাব অনুভূত হয়। * * * *। ঐ সুখময় ভাবটি সর্ব্ব প্রকার আবিলতাশূন্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শারদীয় সুধাংশু প্রভার ন্যায় বিশদ, হৈমন্তিক জাহ্নবী সলিলের ন্যায় সুপ্রসন্ন, এবং তাপ, অস্ফূর্ত্তি, আন্ধ্য, মান্দ্য জড়তাদি সর্ব্বদোষ শূন্য। * * * উহা না তপ্ত না শীতল অথচ স্পৃহনীয়। উহা যত অধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, যতই অধিক সময় থাকিবে, ততই অধিকাধিক বাঞ্ছনীয় হয়। ইন্দ্রিয়াহৃত সুখের মধ্যে যেমন স্ফূর্ত্তি ও চাঞ্চল্য ভাব বিমিশ্রিত আছে ⋯⋯সত্ব রূপ সুখে তাহার চিহ্নও পাইবে না। উহাতে স্ফূর্ত্তি নাই, চাঞ্চল্য নাই, তদ্বিরুদ্ধ অবসাদও নাই, উহা তৃতীয় অবস্থাপন্ন সুখ। * * * উহা যত অধিক হয়, ততই জ্ঞানের বৃদ্ধি আলস্যের ক্ষয় এবং আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। * * এই কারণে সত্বগুণকে সুখময় বলা হইয়া থাকে। * * *

সত্বগুণ একরূপ মধুর রস স্বরূপ। ইহার অভ্যুদয়কালে সর্ব্ব শরীর মধ্যে যেন কি একরূপ মধুরতার অনুভূতি হয়। * *

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার ভাব সত্বের মধ্যে মানসিক প্রত্যক্ষ গোচর হয়, এবং তাহাও নিতান্ত সুখাবহ স্ফূর্ত্তি। মধুরতার ন্যায় অপূর্ব্ব শব্দ স্পর্শাদির ভাবও সত্বগুণের অব্যাহত ধর্ম্ম। এজন্য উহাকে এক প্রকার সুগন্ধ, সুস্পর্শ, সুমধুর শব্দ এবং মনোহর বর্ণ স্বরূপও বলা যাইতে পারে। উহার বিকাশকালে সর্ব্বশরীরের মধ্যে যেন একরূপ গন্ধাদির ভাব উপলব্ধি হয়⋯স্পৃহনীয় সুখস্পর্শের অনুভব হয় সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ সুখও সুদর্শন সুখ অনুভূতি হয়। ...ও সেই প্রকার অবস্থা প্রকাশিত হয়। ⋯ইহার কারণ এই যে উক্ত মধুরতাদি গুণ গুলি সত্বগুণ হইতে বিকাশিত হয়, উহারা সত্বগুণেরই রূপান্তর, সত্বগুণ ইহাদের উপাদান কারণ।

সত্বগুণ এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্বরূপ। উহার অভ্যুদয় কালে সর্ব্বদেহ অতি অপূর্ব্ব একরূপ আনন্দময় হইয়া উঠে। ... উহা অতি সুস্নিগ্ধ, সুশীতল, এবং নিরঙ্কুশ নিরবকাশ আনন্দ।

সত্বগুণ এক প্রকার লঘুস্বরূপ। উহার অভ্যুদয় কালে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত শরীরের প্রত্যেক অণু পরমাণুর মধ্যে একরূপ লঘুতার উপলব্ধি হয়। সর্ব্ব শরীরটা যেন হাল্‌কা হইয়া যায়।

সত্বগুণ জড়তাবিহীন ও বিবিক্ত স্বরূপ। উহার আবির্ভাব মাত্রে সর্ব্ব শরীরের জড়তা, তন্দ্রা, আলস্য, প্রমাদ ও বিকারাদি সমস্ত আবর্জ্জনা কাটিয়া যায়। তখন অন্তরাত্মা

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

——:০:——

লোভ ও প্রবৃত্তি আর আরম্ভ কর্ম্মের
অশান্তি ও স্পৃহা হয় উৎপন্ন যখন,
সেইকালে বৃদ্ধি হয় রজঃ, হে ভারত ॥ ১২

১২। লোভ—পরদ্রব্য লইবার ইচ্ছা (শঙ্কর)। স্বকীয় দ্রব্য-অত্যাগশীলতা (রামানুজ, বলদেব)। ধনাদি আগমে ও তাহার বৃদ্ধিতেও যে সেই ধনের আরও বৃদ্ধি হউক এই অভিলাষ (স্বামী, মধু, কেশব)। ভগবৎ-সেবার্থ স্বেচ্ছাদত্ত আপ্ত ব্যবহারযোগ্য দ্রব্যে পুনঃ আসক্তি বশতঃ সেই দ্রব্যে ইচ্ছায় তাহার প্রতি যে মন ধাবিত হয়, তাহা লোভ, (বল্লভ)।

প্রবৃত্তি—প্রবর্ত্তন, সামান্য-চেষ্টা (শঙ্কর) ক্রিয়াসামান্য-চেষ্টা (কেশব)। প্রয়োজন অভাবেও যে চঞ্চল ভাব (রামানুজ), নিত্য ক্রিয়াশীল ভাব (স্বামী, বল্লভ)। নিরন্তর প্রযত্নমানতা (মধু)। ধন বা নিজ দ্রব্যাদি বৃদ্ধি জন্য যত্নপরতা (রামানুজ)।

যেন দেহ হইতে পৃথগ্‌ভূত হয়। * * * সত্ত্বের উদয় কালে যেন আত্মা এই দেহ হইতে একটু বিবিক্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। * * * সত্ত্বগুণের উদয় হইলে শরীরের বহিস্তল হইতে অন্তস্তলের দিকে আপনা হইতে আপনার প্রবেশ হইতে থাকে, এবং সেই অন্তঃ প্রবেশ কালে ঐরূপ অনুভূতি হয়।

সত্ত্বগুণ এক প্রকার প্রকাশ স্বরূপ। উহা আবির্ভূত হইলে শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তী সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া যায়। * * তখন এই দেহটা কিরণযুক্ত নির্ম্মল জলের মত অবস্থা গ্রহণ করে। ••... সত্ত্বগুণ সমুদ্রেক-কালে দেহের অভ্যন্তরটা অনতিস্ফুট প্রকাশিত হয়। তখন আত্মা অন্তশ্চক্ষু দ্বারা একটু লক্ষ্য করিলেই নিজের তাৎকালিক রূপ, দেহ এবং দেহাভ্যন্তর যন্ত্র সমষ্টি ও তদীয় ক্রিয়া সমূহ অতিস্ফুট রূপে মানস প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত বাহেন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির তখন অতি পরিষ্কার রূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাৎকালিক মানসিক বৃত্তিগুলিও সুস্পষ্ট রূপে অনুভূত হয়। * * *

সত্ত্বগুণের উদ্রেকে শান্তিময় সুখময় ভাব, ও অন্তঃকরণের প্রসন্নতা, কোমলতা, এবং শীতবীর্য্যাদি অবস্থাগুলি অনুভব হয়।

আরম্ভ কর্ম্মের—ফল-সাধন-ভূত কর্ম্মের উদ্যোগ (রামানুজ)। দেহ-গৃহাদি নির্ম্মাণোদ্যম (স্বামী, বলদেব, কেশব)। বহু বিত্তার্জ্জন ও আয়াসকর কাম্য নিষিদ্ধ লৌকিক মহাগৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয়ক ব্যাপারের উদ্যম (মধু) লৌকিক ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ করা (বল্লভ)।

অশান্তি (অশমঃ)—অনুপশম, হর্ষরাগাদি-প্রবৃত্তি (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়ের অনুপরতি (রামানুজ)। 'ইহা করিয়া ইহা করিব' ইত্যাদি সংকল্প-বিকল্পের উপরতির অভাব (স্বামী, মধু, কেশব)। বিষয়ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়ের উপরতির অভাব (বলদেব)। প্রাতে এই করিয়াছি, অদ্য এই করিতে হইবে, এইরূপ বিচার হেতু চিত্তোদ্বেগ, (বল্লভ)।

স্পৃহা—সর্ব্বসামান্য বস্তুবিষয়ে তৃষ্ণা (শঙ্কর)। বিষয়েচ্ছা (রামানুজ)। উচ্চ নীচ দৃশ্যমান বস্তুতে ইতস্ততঃ জিঘৃক্ষা (স্বামী), তাহা যে কোন উপায়ে পাইবার ইচ্ছা (মধু)। বিষয়-লিপ্সা (বলদেব); স্বীয় অযোগ্য বস্তুতে ইচ্ছা (বল্লভ)।

হয় উৎপন্ন যখন, সেই কালে বৃদ্ধি হয় রজঃ—উক্ত কয়টি লিঙ্গ বা চিহ্ন দ্বারা রজঃ যে বিবৃদ্ধ হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে (শঙ্কর, স্বামী)। যখন এই লোভাদি বর্ত্তমান হয়, তখন রজো গুণের বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে (রামানুজ, কেশব)। রাগাত্মক লিঙ্গদ্বারা রজোগুণের বিবৃদ্ধি জানিবে (মধু)। *

* এই রজোগুণের লক্ষণ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ চূড়ামণি মহাশয় তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা গ্রন্থে (৭৬শ পৃঃ) যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

রজোগুণ এক প্রকার অলৌকিক দুঃখ স্বরূপ বস্তু। অন্তরে রজোগুণের সদ্ভাব হইলে সর্ব্বশরীরের মধ্যে এক প্রকার তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ বা তীব্র-তীব্র ভাব অনুভূত হয়। মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্ব্ব শরীরে এক প্রকার দাহ স্বরূপ অবস্থা প্রকাশিত হয়, এবং এক প্রকার উত্তেজনার ভাব,—যেন তাপময় ভাব অনুভূত হয়···একরূপ যন্ত্রণার উপলব্ধি হয়। শরীরের অভ্যন্তরটা যেন নীরস ও রুক্ষতাময় হইয়া উঠে। এই অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ ও মস্তিষ্কাদি যন্ত্র সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে। চক্ষুঃ কর্ণাদি কোন ইন্দ্রিয়-কেই কোন বিষয়ে বিশেষরূপে অভিনিবিষ্ট করা যায় না, এবং চিত্তও কোন দিকে

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদোমোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ ॥

—:০:—

অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি মোহ ও প্রমাদ
এ সব উৎপন্ন হয়, হে কুরুনন্দন!
যেই কালে, তমঃ হয় বৃদ্ধি অতিশয়। ১৩

১৩। অপ্রকাশ—অবিবেক (শঙ্কর)। জ্ঞানের অনুদয় (রামানুজ, কেশব)। বিবেক ভ্রংশ (স্বামী)। সৎ উপদেশ বোধের কারণ থাকিলেও সেই বোধের সর্ব্বথা অযোগ্যতা (মধু)। শাস্ত্রাদি বিষয় গ্রহণ রূপ জ্ঞানের অভাব (বলদেব) চিত্তের অপ্রসাদ (বল্লভ)।

অভিনিবিষ্ট হয় না। * * মন কিংবা কোন ইন্দ্রিয়ই অধিক কাল কোন বিষয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। কিছু-কাল কিছুকাল এক এক বিষয়ে থাকিয়াই অলক্ষিত রূপে আবার অন্যত্র চলিয়া যায়। তখন ইহাদের বেগ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ও দুর্দ্দম হইয়া উঠে। প্রবল বাত্যা যেমন নদীগর্ভে তরণীকে আপন ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী করে, রজোগুণ আত্মলাভ করিতে পারিলে জীবের ইন্দ্রিয়গণও মনকে ঠিক সেইরূপ করিয়া ফেলে। জীব সহস্র যত্ন চেষ্টা করিয়াও রজোগুণপরিচালিত ইন্দ্রিয়গণকে ইচ্ছানুবর্ত্তী করিতে পারে না।

রজোগুণ এক প্রকার কটু রসের মত বস্তু, উহার অভ্যুদয় কালে কটু রসাস্বাদের সদৃশ এক প্রকার ভাবের উপলব্ধি হয়। * * * এতদ্ব্যতীত লবণ ও অম্ল রসানুভূতির সঙ্গে রজোগুণানুভবের সাদৃশ্য অনুভূত হয়।...অনেক সময় রসনাতে ঠিক্ সেই রসেরই আবির্ভাব হয়।

আবার কোন সময়ে উহা কষায় রসের তুলনাভাজন হয়।...কষায় বস্তুর স্বাদ গ্রহণে রসনার শিরাসমূহ যেমন সঙ্কোচিত হয় ও নীরস ভাব গ্রহণ করে, রজোগুণের অভ্যুদয়েও জিহ্বার মধ্যে তাদৃশ পরিণাম দেখা দিয়া থাকে।

অপিচ ইহা এক প্রকার তীব্র গন্ধের সদৃশও বটে।...রজোগুণের আবির্ভাব সময়ে সর্ব্ব শরীরে (পলাণ্ডু হিঙ্গ আঘ্রাণ ক্রিয়া) জাতীয় একরূপ ক্রিয়ারও অন্তঃ প্রত্যক্ষ হয়। * * * *। আবার (মল্লিকা যুথী প্রভৃতি) তীক্ষ্ণগন্ধ পুষ্পের আঘ্রাণের সঙ্গেও রজোগুণের আংশিক সাদৃশ্য আছে।......রজোগুণের স্ফূর্ত্তি হওয়া কালে শরীরের মধ্যে একরূপ মাদক মাদক, তোগাল-তোগালভাব এবং তীব্রভাব অনুভূত হয়।

রজোগুণ একরূপ তীক্ষ্ণস্পর্শ, বা তাপেরও অনুকরণ করে।...রজোগুণের স্ফূর্ত্তি হইলে

অপ্রবৃত্তি—প্রবৃত্তির অভাব (শঙ্কর)। অনুদ্যম (স্বামী)। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে, এইরূপ শ্রুতিবিধান হেতু প্রকৃতির কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বোধ থাকিলেও, তাহাতে প্রবৃত্তির অযোগ্যতা (মধু)। ক্রিয়া-বিমুখতা (বলদেব)। ভগবৎ সেবা সঙ্গাদিতে অপ্রবৃত্তি (বল্লভ)। কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনুদ্যম (কেশব)।

শরীরাভ্যন্তরে যেন এক প্রকার জ্বালা হইতে থাকে। তখন রক্তের গতি দ্রুততর হয়, ফুস্‌ফুস্ হৃৎপিণ্ডাদি যন্ত্রগুলিও ঘন ঘন ক্রিয়াশীল হয়।

রক্তাদি তীক্ষ্ণ বর্ণের সহিতও রজোগুণের সাদৃশ্য আছে। লোহিতাদি তীক্ষ্ণ বর্ণ দর্শন কালে চাক্ষুষ স্নায়ু মধ্যে যেমন অসহনীয় ভাব অনুভূত হয়। রজোগুণের অভ্যুদয়ে সর্ব্ব-শরীর মধ্যে সেইরূপ উত্তেজক তীব্র অসহনীয় ভাবের উপলব্ধি হইতে থাকে। আবার তীব্র ধ্বনির সহিতও রজোগুণের তুলনা করিতে পার।......। এইরূপে বহীরাজ্যের বিষয় রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ—এই পাঁচটির দ্বারা রজোগুণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবে। রজোগুণ বাস্তবিক এই জাতীয় বিষয়ের মূল উপাদান। রজোগুণ হইতেই উহারা আবির্ভূত হয়।

• রজোগুণ এক প্রকার অসন্তোষ স্বরূপ। উহা অভ্যুদিত হইয়া ক্রিয়া নিষ্পত্তিকালে কথঞ্চিৎ সন্তোষ ভাবাবহ হইলেও, উহার অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট অসন্তোষ ও অতৃপ্তির ভাব অনুভূত হয়। উহার মধ্যে বিশেষ একটা কষ্টের ভাবও নিহিত আছে। তাহা এত সুদারুণ যে পূর্ণমাত্রায় প্রাদুর্ভূত হইলে মৃত্যু ঘটনাও উপস্থিত করিতে পারে। * * ক্রোধ এবং অর্থলাভাদি জনিত সন্তোষ প্রভৃতি রাজস ভাবের অধিক মাত্রায় উত্তেজনা অবস্থায় দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয় ; এমন কি মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত হইতে পারে। সুরা অহি-ফেনাদি দ্রব্য সেবনের ক্রিয়ার ন্যায়, রজোগুণের পূর্ণ আবির্ভাবে সর্ব্বশরীর অগ্নিময় হইয়া উঠে, প্রাণনাশক প্রদাহ উপস্থিত হয়······স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়···মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব রজোগুণ অতি নিদারুণ কষ্টময় বস্তু। ···পরিচালন ও চঞ্চলতা শক্তি এই রজোগুণেরই পরিণাম।

এই রজোগুণ অনেকগুলি প্রবৃত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। যথা,—দম্ভ, মাৎসর্য্য, হিংসা, ক্রোধ, কাম, লোভ, মত্ততা নিঠুরতা, যশঃকামনা, প্রভুত্ব-প্রিয়তা, বৈরনির্য্যা-তনেচ্ছা, নির্ব্বন্ধ, সম্মান-প্রিয়তা, শারণ্যতা, বিষয়ভোগেচ্ছা, পটুতা, সাহস, উগ্রতা, অভিমান ইত্যাদি। ইহারা সকলে রজোগুণের রূপান্তর, সকলেই রজোগুণের লক্ষণযুক্ত বস্তু। ইহারা সকলেই দুঃখময় তাপময় স্ফূর্ত্তিময়-চঞ্চলতাযুক্ত রুক্ষ ও কর্কশাদিযুক্ত, এবং পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হইলে প্রাণনাশক।

মনুষ্যের মধ্যে যাহার যে পরিমাণে এই সকল গুণের ক্রিয়া দেখিতে পাইবে, তাহাকে সেই পরিমাণে রাজস প্রকৃতির লোক বলিয়া স্থির করিবে। যিনি পূর্ণমাত্রায় এই সকল গুণসম্পন্ন, তিনি পূর্ণ রাজস-প্রকৃতিক। যিনি মধ্যম মাত্রায়,—তিনি মধ্যম রাজস-

মোহ—অবিবেক, মূঢ়তা (শঙ্কর)। বিপরীত জ্ঞান (রামানুজ, কেশব)। মিথ্যাভিনিবেশ (স্বামী, বলদেব)। নিদ্রা বিপর্য্যয় প্রভৃতির সমুচ্চয় (মধু)। সংসারাসক্তি (বল্লভ)।

প্রমাদ—ইহা অপ্রবৃত্তির কার্য্য (শঙ্কর)। ইহা অকার্য্য-প্রবৃত্তির ফল, অনবধান (রামানুজ)। কর্ত্তব্যে অনবধানতা (কেশব)। কর্ত্তব্যার্থের অনুসন্ধান-রাহিত্য (স্বামী)। তৎকালীন কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্তি বিষয়ের অনুসন্ধানাভাব (মধু)। হস্তস্থিত বিষয়েও 'নাস্তি'—এইরূপ প্রত্যয় (বলদেব)। ভগবদ্ ভজনে অনুসন্ধানের অভাব (বল্লভ)।

এ সব উৎপন্ন হয়…তমোবৃদ্ধি কালে—তমোগুণ বিবৃদ্ধ হইলে উক্ত সকল লিঙ্গ বা চিহ্ন দ্বারা তাহা জানা যায় (শঙ্কর, কেশব)। তমোগুণ যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ইহাদের দ্বারা অর্থাৎ এই সকল লিঙ্গ-দ্বারা জানিবে (রামানুজ, স্বামী, বলদেব)।• এই সব এবং এই প্রকার অন্যান্য (এব চ) লিঙ্গ দ্বারা অব্যভিচারী ভাবে তমোগুণ বিবৃদ্ধ হইয়াছে জানবে (মধু)। †

প্রকৃতিক, আর যিনি স্বল্প মাত্রায়, তিনি স্বল্প রাজস-প্রকৃতিক মনুষ্য। কিন্তু ঐ সকল গুণ যাঁহাতে নাই, তিনি রাজস প্রকৃতির লোক নহেন।

† এই তমোগুণের লক্ষণ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ চূড়ামণি মহাশয়, তাঁহার ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়াছেন (৮১ পৃঃ) তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তমোগুণ এক প্রকার মোহময় বস্তু, মোহই উহার স্বরূপ।…জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইলে যে মূর্চ্ছাবস্থা ঘটে, লোকে তাহাকেই সচরাচর মোহ বলিয়া ব্যবহার করে; সেই মোহ বা মূর্চ্ছা তমোগুণের মূর্ত্তি নহে। সত্ত্বগুণ বা রজোগুণের উচ্ছ্বাসেও ঐরূপ মোহ উপস্থিত হয়। সত্ত্বগুণাধিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে…সত্ত্বমূর্ত্তি বিবেকের উদয়ে সমাধিস্থ হইলেও ঐরূপ মোহ দেখা যায়। রাজসী ভক্তি, এবং ক্রোধ কামাদি রজোবৃত্তির দশাতেও ঐরূপ মোহ দেখা গিয়াছে। আবার শোকাদি তামস বৃত্তির পরিদীপনেও তাদৃশ মোহাবস্থার অসম্ভাব নাই। সুতরাং এই বহির্দৃশ্যমান মোহকে তমোগুণের রূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই মোহ ত্রিগুণের প্রত্যেক হইতেই সঞ্জাত হইতে পারে। …এই মোহের নাম লৌকিক মোহ। ইহা তমোগুণের অন্যান্য ব্যবচ্ছেদক লক্ষণ নহে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার মোহ আছে, তাহার নাম অলৌকিক মোহ। তাহাই তমোগুণের রূপ।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪

——:o:——

সত্ত্বের প্রবৃদ্ধি কালে দেহধারী কেহ
যদি দেহ করে ত্যাগ, তবে সে নিশ্চয়
লভে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অমল সে লোক ॥ ১৪

১৪। সত্ত্বের প্রবৃদ্ধি কালে…ত্যাগ—সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি বা উদ্ভব কালে দেহধারী আত্মা মরণ (মূলে আছে 'প্রলয়') প্রাপ্ত হইলে।

অলৌকিক মোহের অবস্থা বাহির হইতে বড় অনুভব করা যায় না। উহা অন্তরেই প্রত্যক্ষের বিষয়। উহার অবস্থা এইরূপ—তমোগুণের সদ্ভাব থাকিলে, সর্ব্ব শরীর মধ্যে এক প্রকার আবিল ভাব প্রকাশিত হয়।…এক প্রকার কলুষিত অবস্থা অনুভূত হয়। এই অবস্থায় মনোমধ্যে কোনরূপ সদর্থের প্রকাশ হইতে পারে না। মন মগ্ন হইয়া কোন বিষয়ের চিন্তা বা ধ্যান করিতে পারে না। কোন বিষয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য ভাবিতে পারে না। তখন জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য সত্যনিষ্ঠা ধৈর্য্য ক্ষমা দম প্রভৃতি সদ্গুণ রাশির একটিও প্রস্ফুটিত হয় না। প্রভুত্ব যশস্কামনা সম্মানলিপ্সা বা দম্ভ মাৎসর্য্য ক্রোধ প্রভৃতি রাজস ভাবগুলিও বিকাশ পাইতে পারে না। তখন অন্তঃকরণটা কি একরূপ আবর্জ্জনার দ্বারা সমাবিল হয়, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। সে জন্য তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ যাহাই বুঝে বা উপলব্ধি করে, সমস্তই প্রকৃতার্থের বিপরীত। উহারা ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য, ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায়, সৎপাত্রকে অসৎপাত্র, অসৎপাত্রকে সৎপাত্র, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, হিতকরকে অহিতকর, অহিতকরকে হিতকর, এবং পূজনীয়কে অপূজনীয়, অপূজনীয়কে পূজনীয় রূপে ধারণা করে।…প্রকৃত ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া অনীশ্বর মানবাদি প্রাণীকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে,… …নিজের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়ায় সন্তুষ্ট থাকিবার জন্য তদনুরূপ শাস্ত্র নির্ম্মাণ করে, তদনুরূপ শাস্ত্রার্থ করে, ঈশ্বরের অলৌকিক ভাবগুলি আপনার করে, ঈশ্বরের অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ আপনার ক্রিয়া কলাপের মত ধরিয়া লয়, বেদ বেদান্তাদি উপেক্ষা করিয়া আপনার প্রকৃতির অনুকূল অর্ব্বাচীন বাক্যাবলী শাস্ত্রার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। এতদ্ব্যতীত সাধুকে অসাধু জ্ঞান, অসাধুকে সাধুজ্ঞান…ইত্যাদি যত কিছু বিপর্য্যয় জ্ঞান সম্ভবে তৎ সমস্তই তামসিক ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

মরণ দ্বারাও যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে ফল গৌণ; বিষয়ে অনুরাগ ও আসক্তিই যে তাহার কারণ,—ইহা এস্থলে দর্শিত হইয়াছে (শঙ্কর)। এই শ্লোকে ও পর শ্লোকে সত্ত্বাদি ভাবের পারলৌকিক ফল বিভাগ উক্ত হইয়াছে। এ শ্লোকে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি-কৃত ফল উক্ত হইয়াছে, (গিরি)। এই শ্লোকে ও পরের দুই শ্লোকে মরণ সময়ে সত্ত্বাদি গুণের বিবৃদ্ধি হইলে যে ফল হয় তাহা উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব)। 'দেহভৃৎ' —অর্থাৎ দেহাভিমানী জীব (মধু, কেশব)।

লভে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের অমল সে লোক—অর্থাৎ মহদাদিতত্ত্ববিদ্‌গণের মল-রহিত লোক সকলকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন (শঙ্কর)। আত্ম-

---

তমোগুণ এক প্রকার গুরুত্ববান্ বস্তু। উহার আবির্ভাব হইলে সমস্ত শরীরের মধ্যে এক প্রকার ভারীভাব অনুভূত হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ম্লানভাব এবং অবসাদ ভাব পরিদীপ্ত হয়।

তমোগুণ এক প্রকার 'বোদা' রস অথবা তিক্ত রসের মতও অনুভূত হয়। বোদা ও তিক্ত রসের ন্যায় পুতিগন্ধও তমোগুণের রূপান্তর মাত্র।—সেইরূপ একটা মান্দ্য অবস্থা, জড়তাবস্থা, অবসাদ অবস্থা, অকর্ম্মণ্যতাবস্থা এবং অন্ধকার অবস্থা প্রকাশিত হয়।

এতদ্ব্যতীত মসীর বর্ণ, ভেরীযন্ত্রাদির বাদ্য এবং করকাদি স্পর্শের সঙ্গেও তমোগুণের সাদৃশ্য লইতে পারা যায়। তিক্তাদি রস পুতিগন্ধাদি তমোগুণেরই বিকার; এজন্য ইহাদের উপলব্ধির সহিত তমোগুণের উপলব্ধির সমরূপতা পরিলক্ষিত হয়।

এই তমোগুণ আবির্ভূত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামের অনেকগুলি আকার ধারণ করিয়া আত্মাকে সমাবৃত করে। তাহা এই:—শোক, প্রমাদ, আলস্য, তন্দ্রা, অবসাদ, বিষাদ, জড়তা, মান্দ্য, ম্লানতা, অপ্রসন্নতা, অজ্ঞান, ঈর্ষা, অসূয়া, মোহ, পিশুনতা, নিষ্ঠুরতা, চৌর্য্য, তোষামোদ, বঞ্চনা, ভয়, নীচতা, কাপুরুষতা, সেবাবৃত্তি, স্ত্রৈণতা, স্ত্রীপক্ষপ্রিয়তা, স্বপক্ষবিদ্বেষ, অসামাজিকতা, দেহমমতা, অন্ধকার-প্রিয়তা, দুর্গন্ধস্পৃহতা, অপরিবর্ত্তনীয়তা, অপটুতা, নিরীহতা, মত্ততা, মূঢ়তা, মৃষাভাষিতা, অসারতা, নাস্তিক্য, আবিলতা, কৃপণতা এবং বর্ব্বরতা—ইত্যাদি। ইহারা সকলেই তমোগুণের ঘনাবস্থার মূর্ত্তি।...ইহারা সকলেই তমোগুণের লক্ষণযুক্ত।

তামস-প্রকৃতির লোক পার্থিব বিষয়ে অতীব সমাসক্ত কৃপণ, যশ খ্যাতি প্রভৃত্ব সম্মান, পিতামাতৃভক্তি, বন্ধুপ্রেম, সমাজ ও জাতিসমতা, ধর্ম্মকর্ম্মাদি উপেক্ষা করে; সুতরাং বহিশ্চিত্তে প্রায় সত্ত্ব প্রকৃতির ন্যায় হয়; তাহারা সর্ব্বদা বিষাদযুক্ত, প্রমাদশীল, অলস, অনবধান, ও নিদ্রাশীল, ভয়-স্বপ্ন-শোক-বিহ্বল, বিষয়মত্ত, সৎকার্য্যে দীর্ঘসূত্রী, অসংস্কৃত-বুদ্ধি, অনমনীয় হয়।

যাথাত্ম্যবিদ্‌গণের যে মলরহিত লোকসমূহ, তাহাই অজ্ঞানরহিত হওয়ায় প্রাপ্ত হন। সত্ত্ব-প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে আত্মবিদ্‌গণের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মযাথার্থ্যজ্ঞান সাধনে পুণ্য কর্ম্মে অধিকার হয়, ইহা উক্ত হইয়া থাকে (রামানুজ)। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভাদিকে জানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা উত্তমবিদ্‌। তাঁহাদের যে প্রকাশময় লোক অর্থাৎ সুখোপভোগের স্থান বিশেষ, তাহাই প্রাপ্ত হন (স্বামী, বলদেব)। হিরণ্যগর্ভাদি জ্ঞানী ও উপাসকদের যে উত্তম লোক সকল, অর্থাৎ দেবলোক, যাহা সুখভোগ স্থান বিশেষ, যাহা রজস্তমো মলরহিত, তাহা প্রাপ্ত হন (মধু)। জ্ঞানিগণের দ্বারা যাহা জানিবার যোগ্য সেই সকল লোক (বল্লভ)। উত্তমবিদ্‌ অর্থাৎ দেবতা হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্তের তত্ত্ব জ্ঞানী লোক, তাঁহাদের উপাসক-গণের প্রাপ্তব্য লোক অর্থাৎ স্বর্লোক হইতে সত্যাদি পর্য্যন্ত লোক, তাঁহাদের উপযুক্ত ভোগস্থান। তাহা অমল অর্থাৎ রজস্তমো মলরহিত (কেশব)।

এস্থলে উত্তমবিদ্‌গণের লোক অর্থে—যাঁহারা উত্তমতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের যে সকল লোক—ব্রহ্মলোক বা সত্যলোক তপোলোক জনলোক মহর্লোক—এই সকলই উত্তমবিদ্‌গণের লোক। ইহার নিম্নে স্বর্গলোক। স্বর্গলোক শ্রেষ্ঠকর্ম্মীর লোক, শ্রেষ্ঠজ্ঞানীদের নহে। সত্ত্বের যখন বিশেষ বৃদ্ধি হয়, তখন জ্ঞানের এবং অনাবিল সুখেরও বিশেষ প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞান ও সুখের বিশেষ বিকাশের অবস্থায় মৃত্যু হইলে, দেবযানে গতি হয়; তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না (গীতা, ৮।২৬)। তাঁহারাই স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধ লোকে গমন করেন।

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫

রজো বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হ'লে, প্রাপ্ত হয়
কর্ম্মসঙ্গীদের লোক, তমো বৃদ্ধি কালে
মৃত্যু হ'লে লভে মূঢ় যোনিতে জনম ॥ ১৫

১৫। রজো বৃদ্ধি কালে—লোক—রজোগুণের বৃদ্ধিকালে (অর্থাৎ রজঃ সমুদ্রেক-কালে (গিরি) । মরণ হইলে কর্ম্মসঙ্গিগণের লোকে অর্থাৎ স্বকর্ম্মাসক্তিযুক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ শরীর গ্রহণ করে (শঙ্কর, স্বামী, গিরি, কেশব) । তাহারা ফলার্থ কর্ম্মকারীর লোকে জন্মগ্রহণ করে এবং সেই কুলে জন্মিয়া স্বর্গাদি ফল সাধনকর্ম্মে তাহার অধিকার হয় (রামানুজ) । কর্ম্মসঙ্গীদের লোকে অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মফলাধিকারী মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে (মধু) । কাম্য কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যের মধ্যে (বলদেব) ।

এই সকল রাজসিক লোক সকাম কর্ম্মকারী হইতে পারে। যদি তাহারা সকামভাবে বিহিত কর্ম্ম অর্থাৎ বৈদিক ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মাচরণ করে, তবে রজো বৃদ্ধির অবস্থায় তাহাদের মৃত্যু হইলে, তাহারা পিতৃযানে স্বর্গে গমন করে। সে স্থানে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া কর্ম্মক্ষয়ে আবার পুনরাবর্ত্তন করে, এবং এই পৃথিবী লোকে পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করে। রজোগুণ প্রবল হইলেও যদি তাহা বিশেষ ভাবে সত্ত্বমিশ্রিত থাকে এবং তমোগুণ বিশেষ ক্ষীণ থাকে, তবেই সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে এই স্বর্গাদিলোকে গতি ও পরে পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম হয়। (গীতা ৮।২৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) । কর্ম্মফলানুসারে স্বর্গভোগের কাল নিয়মিত হয়। যাহাদের সুকর্ম্ম বা পুণ্যকর্ম্ম বিশেষ ফলোন্মুখ হয় না বা যাহারা রাজসিক প্রকৃতি হইলেও শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম বড় করে না, তাহারা মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে না ; তাহারা প্রেতলোক হইতেই এ পৃথিবীতে কর্ম্মসঙ্গী মনুষ্যগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্য এস্থলে এই রজোগুণপ্রবৃদ্ধ লোকের এ পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্মই

উক্ত হইয়াছে; তাহাদের ঊর্দ্ধগতি উক্ত হয় নাই। এইজন্য গিরি বলিয়াছেন যে, যেমন সত্ত্ব ও রজঃ উভয় গুণের প্রবৃদ্ধিকালে যাহার মৃত্যু হয়, সে ব্রহ্ম লোকাদিলোকে ও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, অর্থাৎ দেবাদিমধ্যে বা মনুষ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। সেইরূপ রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে কেবল মনুষ্য লোকেই জন্মগ্রহণ হয়।

তমোবৃদ্ধি কালে মৃত্যু হইলে লভে মূঢ় যোনি,—তমোগুণের বিশেষ বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে, মূঢ়যোনিতে অর্থাৎ পশ্বাদির যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করে (শঙ্কর, স্বামী, মধু, বলদেব, কেশব)। মূঢ় যোনিতে অর্থাৎ শূকরাদি যোনিতে (রামানুজ)।

ভগবান্ পরে ষোড়শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, যাহারা রজস্তমঃ-প্রকৃতি যুক্ত, তাহাদের সে প্রকৃতিকে আসুরী প্রকৃতি বলে। যাহাদের রজস্তমঃ বিশেষরূপে অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত লোককে দৈবা-প্রকৃতিযুক্ত বলে। যাহারা আসুরী-প্রকৃতিযুক্ত, তাহারা অনেক-চিত্তবিভ্রান্ত ও মোহজাল-সমাবৃত ও কামভোগে প্রসক্ত; তাহারা মৃত্যুর পর অশুচি নরকে পতিত হয়, (১৬।১৬) এবং কর্ম্মফলদাতা ভগবান্ সেই সব দেষকারী ক্রূর নরাধম লোককে সংসারে বারবার অশুভ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন, (১৬।১৯)। তাহারা সেই আসুরী যোনি জন্ম জন্ম প্রাপ্ত হইয়া মূঢ় হয়, ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয় না, এবং ক্রমে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয় (১৬।২০)। ইহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, মূঢ় যোনি যে কেবল পশ্বাদির যোনি, তাহা নহে। যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করিলে, মূঢ় হইতে হয়, যাহাতে কোনরূপ জ্ঞানধর্ম্মাদি বিকাশের উপায় থাকে না, তাহাই মূঢ় যোনি। তামসিক-প্রকৃতি-সম্পন্ন মনুষ্য যোনিও মূঢ়যোনি। পশ্বাদি যোনি বিশেষ মূঢ় যোনি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫।১০।৭)—"কপূয়চরণাঃ...কপূয়াং যোনিং আপদ্যেরন্।"

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬

—:o:—

সুকৃত কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সাত্ত্বিক,
উক্ত হয় এইরূপ,—রাজস কর্ম্মের
ফল দুঃখ, তমঃ ফল হয় সে অজ্ঞান ॥ ১৬

১৬। সুকৃত কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সাত্ত্বিক,—সুকৃত কর্ম্ম অর্থৎ সাত্ত্বিক কর্ম্ম (শঙ্কর)। এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর)। সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের ফল এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (গিরি, কেশব)। সুকৃত কর্ম্ম অর্থাৎ শোভন পুণ্য কর্ম্ম, তাহা অশুদ্ধি রহিত বলিয়া সাত্ত্বিক। তাহা রজস্তমোমল-রহিত বলিয়া নির্ম্মল (গিরি)।

সত্ত্বশুদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু হইলে আত্মবিদ্‌গণের কুলে জন্মগ্রহণ হয়, এবং সেই জন্মে অনুষ্ঠিত, ফলাভিসন্ধি-রহিত ঈশ্বরারাধনারূপ যে সুকৃত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল পুনরায় ততোধিক সত্ত্বজনিত নির্ম্মল বা দুঃখ-গন্ধ-রহিত হয় (রামানুজ)। সুকৃতের বা সাত্ত্বিকের যে কর্ম্ম, তাহার ফল সাত্ত্বিক অর্থাৎ সত্ত্বপ্রধান, নির্ম্মল অর্থাৎ প্রকাশ-বহুল ও সুখরূপ (স্বামী, কেশব)। সুকৃত কর্ম্ম=সাত্ত্বিক কর্ম্ম=ধর্ম্ম, (মধু)।

গুণ সকলের অনুরূপ কর্ম্ম দ্বারা যে বিচিত্র ফল হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে, (মধু, বলদেব)।

উক্ত হয় এইরূপ—সত্ত্বাদি-গুণ-পরিণাম-বেত্তাদের দ্বারা উক্ত হয় (রামানুজ)। কপিলাদি দ্বারা উক্ত হইয়াছে (স্বামী, কেশব)। ঋষিগণ বলিয়াছেন (মধু)। মুনিগণ বলিয়াছেন (বলদেব)।

যাহার সত্ত্বগুণ বিশেষরূপে উদ্রিক্ত হয়, তাহার বুদ্ধি নির্ম্মল, অধ্যবসায়াত্মক। সাংখ্যকারিকার সাত্ত্বিক বুদ্ধি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্ম্মোজ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্য্যম্।
সাত্ত্বিকমেতদ্রূপং তামসমস্মাদ্‌বিপর্য্যস্তম্॥ (২৩)।

অতএব এই সাত্ত্বিক বুদ্ধির রূপ যেমন জ্ঞান, সেইরূপ ধর্ম্মও তাহার রূপ। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধির উপায় যে বেদোক্ত নিষ্কাম যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও স্মৃত্যুক্ত কর্ম্ম, তাহা নিষ্কামভাবে আচরিত হইলে,—তাহাই সাংখ্যমতে ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকর্ম্মই এস্থলে সুকৃত কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াও সে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। সে ফল পুণ্যরূপ। তাহাতে পাপ-মলা থাকে না। তাহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না। তাহা জ্ঞানকে প্রকাশ করে। সে জ্ঞান কি, তাহা পূর্ব্বে (১৩।৭—১১ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে।

রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ—কর্ম্মাধিকার হেতু যে ফল তাহা দুঃখই। কার্য্য কারণেরই অনুরূপ (শঙ্কর)। দুঃখ অর্থাৎ দুঃখবহুল সুখ। রজোনিমিত্ত কর্ম্মফল পাপমিশ্রিত পুণ্য, এই কারণানুরূপ ফল দুঃখ-মিশ্রিত সুখ (গিরি)।

অন্তকালে প্রবৃদ্ধ রজোগুণের ফল—সেই ফলসাধন কর্ম্মসঙ্গীদের কুলে জন্ম ও সেই জন্মে ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মারম্ভ; পুনর্ব্বার সেই ফল-ভোগার্থ জন্ম। ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মারম্ভ পরম্পরারূপে সাংসারিক দুঃখপ্রদ (রামানুজ)।

রাজসিক কর্ম্ম পুণ্যাপাপমিশ্র; তাহার ফল রাজসদুঃখ অর্থাৎ দুঃখ বহুল, স্বল্পসুখজনক। কার্য্য কারণেরই অনুরূপ। এজন্য সে সুখ অজ্ঞান

ও অবিবেকের অনুরূপ দুঃখ-বহুল। (মধু, কেশব)। সেই ফল দুঃখ-প্রচুর সুখমিশ্রিত, (বলদেব)।

তমঃ ফল হয় সে অজ্ঞান—তমঃ অর্থাৎ তামসকর্ম্মের অর্থাৎ অধর্ম্মের ফল অজ্ঞান (শঙ্কর)। অজ্ঞান অর্থাৎ অবিবেকপ্রায় দুঃখ, বিবেকাভাব (গিরি)। উক্তরূপে অন্তকালে প্রবৃদ্ধ তামস কর্ম্মের পরম্পরারূপফল—অজ্ঞান (রামানুজ)। অজ্ঞান=মূঢ়ত্ব (স্বামী, কেশব)। তামস্‌কর্ম্ম=অধর্ম্ম (মধু)। তামসকর্ম্ম যথা হিংসাদি; অজ্ঞান=অচৈতন্যপ্রায় ভাব (বলদেব)।

এই শ্লোকে রজঃ এবং তমঃ শব্দ দ্বারা রাজস কর্ম্ম ও তামস কর্ম্ম লক্ষিত হইয়াছে, (মধু, বলদেব)।

সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মের লক্ষণ পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (২৩শ হইতে ২৫শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু, বলদেব)।

অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে (১৩।১১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭

—:o:—

জ্ঞান হয় সমুৎপন্ন এই সত্ত্ব হ'তে
রজঃ হ'তে জন্মে লোভ, হয় তমঃ হ'তে
উৎপন্ন প্রমাদমোহ আর সে অজ্ঞান ॥১৭

১৭। জ্ঞান হয় সমুৎপন্ন এই সত্ত্ব হ'তে—সত্ত্বগুণ যে সময় আত্মলাভ করে, সে সময় জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় (শঙ্কর)। এই জ্ঞান—পূর্ব্বে ১১শ শ্লোকোক্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে প্রকাশস্বরূপ জ্ঞান (গিরি)। এইরূপে

পরম্পরাক্রমে সত্ত্বের আধিক্য হইলে, অপরোক্ষ আত্মযাথাত্ম্যরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় (রামানুজ)। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে, এই হেতু সাত্ত্বিক-কর্ম্মের ফল প্রকাশ-বহুল ও সুখরূপ হয় (স্বামী)। সত্ত্ব হইতে সর্ব্বকরণ (ইন্দ্রিয়) দ্বারে প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সাত্ত্বিকত্বের প্রকাশ-বহুল সুখ ফল হয় (মধু)। সত্ত্ব হইতে প্রকাশ লক্ষণ জ্ঞান এবং সাত্ত্বিককর্ম্ম হইতে প্রকাশ-প্রচুর সুখ ফল উৎপন্ন হয় (বলদেব, কেশব)।

সত্ত্ব হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার লক্ষণ পূর্ব্বে (১৩।৭—১১ শ্লোকে) বিবৃত হইয়াছে।

রজঃ হতে জন্মে লোভ—স্বর্গাদি ফলে লোভ (রামানুজ)। রজঃ হইতে লোভ হয়। তাহা দুঃখ হেতু, এইজন্য লোভ পূর্ব্বক কর্ম্মে দুঃখ উৎপন্ন হয় (স্বামী)। বিষয়কোটী প্রাপ্ত হইলেও যাহা দ্বারা বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় না, তাহাই লোভ। এই লোভ বা বিষয়াকাঙ্ক্ষা কখন পূর্ণ হয় না বলিয়া তাহা দুঃখহেতু, এবং সেই লোভ পূর্ব্বক রাজসিক কর্ম্মের ফলও দুঃখ (মধু, কেশব)। লোভ = তৃষ্ণা বিশেষ; যাহা বিষয়কোটী সেবা বা ভোগেও পূর্ণ হয় না। তাহাই দুঃখহেতু, এবং এই লোভ পূর্ব্বক কর্ম্মও দুঃখপ্রচুর কিঞ্চিৎসুখ মাত্র (বলদেব)।

তমঃ হ'তে উৎপন্ন প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান—তমঃ প্রবৃদ্ধ হইলে প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, তাহার নিমিত্ত কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, তাহা হইতে বিপরীত জ্ঞান, তাহা হইতে অধিকতর তমঃ। তমঃ হইতে জ্ঞানের অভাব হয় (রামানুজ)। তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়; অতএব তামস কর্ম্মেরও অজ্ঞানমাত্র ফল হয় (স্বামী, মধু, কেশব))। তমঃ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়া তামসিক কর্ম্মের ফল অচৈতন্য প্রচুর দুঃখ (বলদেব)।

পূর্ব্বে সাত্ত্বিকাদিজ্ঞান ও কর্ম্মফল উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহার সংগ্রহজন্য সামান্যভাবে উক্ত হইয়া ইহার উপসংহার করা হইয়াছে (গিরি)।

অধিক সত্ত্বাদি জনিত যে ফল, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ)। পূর্ব্ব শ্লোকে যে সত্ত্বাদি কর্ম্মের ফলবৈচিত্র্য উক্ত হইয়াছে, তাহারই কারণ এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে (স্বামী, মধু, কেশব)।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮

সত্ত্বস্থিত যেইজন, লভে ঊর্দ্ধগতি ;
মধ্যে রহে রজস্থ যে ; হয় অধোগামী
জঘন্য গুণবৃত্তিস্থ তামস যে জন। ১৮

১৮। সত্ত্বস্থিত যেই জন লভে ঊর্দ্ধগতি—যাহারা সত্ত্বস্থ বা সত্ত্বগুণবৃত্তিস্থ তাহারা দেবাদিলোকে গমন করে বা উৎপন্ন হয় (শঙ্কর)। সত্ত্বস্থ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বৃত্তি যে শোভন জ্ঞান বা কর্ম্ম, তাহাতে যাহারা অবস্থিত, তাহারা (গিরি)। যাহারা সত্ত্বস্থ তাহারা ক্রমে সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় (রামানুজ)। যাহারা সত্ত্ববৃত্তিপ্রধান, তাহারা সত্ত্বোৎ-কর্ষের তারতম্যানুসারে উত্তরোত্তর শতগুণ আনন্দযুক্ত মনুষ্য-গন্ধর্ব্ব-পিতৃ-দেবাদিলোক সকল অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত লোক সকল প্রাপ্ত হয় (স্বামী, কেশব)। তদনন্তর মুক্তিলাভ করে (কেশব)। যাহারা সত্ত্বস্থ, তাহারা শাস্ত্রীয়কর্ম্মে ও জ্ঞানে নিরত থাকিয়া ঊর্দ্ধে সত্যলোক পর্য্যন্ত দেবলোকে গমন করে। তাহারা জ্ঞান ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে দেবতাদের মধ্যে উৎপন্ন হয় (মধু)। যাহারা সত্ত্ব-বৃত্তিনিষ্ঠ, তাহারা সত্ত্বগুণের তারতম্য অনুসারে সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয় (বলদেব)। স্বকর্ম্মফলজন্য তাহারা দেবলোকে গমন করে (মধু)।

রজস্থ যে মধ্যে রহে—যাহারা রজোগুণবৃত্তিস্থ, তাহারা মনুষ্য-লোকে উৎপন্ন হয় (শঙ্কর)। রাজসিক লোকে স্বর্গাদি ভোগহেতু রাজসফল সাধনভূত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া সেই ফলভোগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্ম্মের মধ্যেই অবস্থান করে। তাহাদের পুনরাবৃত্তি হেতু তাহাদের অবস্থান দুঃখরূপ (রামানুজ, কেশব)। রাজস লোক স্বর্গাদি ফলভোগ সাধনভূত কাম্যকর্ম্মে নিরত থাকিয়া ও তদনুরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুর পর তাহার ফল উপভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ধূমমার্গে আগমন পূর্ব্বক মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করে এবং পূর্ব্ববৎ কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এইরূপে বারবার জন্মে ও মরে (কেশব)। তৃষ্ণাদি আকুল রাজস লোক মনুষ্যলোকেই উৎপন্ন হয়—যাহারা রাজস-বৃত্তিযুক্ত—লোভাদিপূর্ব্বক রাজসিক কর্ম্মে নিরত, তাহারা মধ্যে অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্র মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হয় (মধু)। রজোগুণের তারতম্য অনুসারে তাহারা তদনুরূপ মনুষ্যমধ্যে জন্মগ্রহণ করে (বলদেব)। ইহারা স্বকর্ম্মফল ভোগের জন্য মনুষ্যলোকেই থাকে (হনু)।

হয় অধোগামী জঘন্যগুণবৃত্তিস্থ তামস যে জন—জঘন্য তমো-গুণের যে বৃত্তি নিদ্রা আলস্য প্রভৃতি তাহাতে স্থিত যে মূঢ়জন, তাহারা অধোগমন করে অর্থাৎ পশ্বাদিযোনিতে উৎপন্ন হয় (শঙ্কর)। যাহারা জঘন্য তামস বৃত্তিতে স্থিত, তাহারা উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতর বৃত্তিতে স্থিত হইয়া অধোগমন করে। প্রথমে তাহারা অন্ত্যজত্ব প্রাপ্ত হয়, পরে তির্য্যগ যোনি প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর কৃমিকীট যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহার পর স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর গুল্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর শিলা কাষ্ঠ লোষ্ট্রত্ব প্রাপ্ত হয় (রামানুজ)। যাহারা নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তি প্রমাদা-দিতে স্থিত, তাহারা অধোগমন করে। তামস বৃত্তির তারতম্য অনুসারে তামিস্রাদি নরকে গমন করে (স্বামী)। তাহারা অধোগমন করে, অর্থাৎ পশু প্রভৃতি যোনিতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জঘন্যগুণবৃত্তিস্থ, তাহারা

কদাচিৎ সাত্ত্বিক বা তামসিক গুণস্থ হয়। তাহাদের সর্ব্বদা তমঃ প্রধান বলা যায়। কদাচিৎ অপর বৃত্তিতে স্থিত হইলেও তাহাদের মধ্যে সে বৃত্তির প্রাধান্য থাকে না (মধু)। সত্ত্ব ও রজঃ হইতে নিকৃষ্ট যে গুণ, তাহা তমঃ, সেই তমোবৃত্তি প্রমাদাদিতে যাহারা স্থিত, তাহারা তমোগুণের তারতম্য অনুসারে পশু পক্ষী স্থাবরাদি যোনি লাভ করে। ইহারা সর্ব্বদা তমোগুণেই স্থিত থাকে (বলদেব)। যাহারা সত্ত্ব ও রজঃ হইতে নিকৃষ্ট তমোগুণের বৃত্তি মোহ ও আলস্যাদিতে অবস্থিত তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ তমোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে তামিস্র অন্ধতামিস্রাদি নরক প্রাপ্ত হইয়া, সেখানে কর্ম্মানুযায়ী দুঃখ ভোগ করিয়া শূকরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে (কেশব)।

পূর্ব্বে ১৪-১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেই শ্লোকে সত্ত্বাদিগুণের অতিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কি ফল হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে (৮।৬) শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে মৃত্যুকালে মানুষ যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, সেই সেই ভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া সে পুনর্জ্জন্মকালে সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে যাহাদের ভাব সাত্ত্বিক হয়, তাহাদের চিত্ত জ্ঞান-স্বরূপ ও সুখস্বরূপ হয়, তাহারা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের লোক প্রাপ্ত হয়। যাহাদের রাজসিক ভাবের উদয় হয় অর্থাৎ যাহাদের মৃত্যুকালে ক্রোধ লোভ ঈর্ষা অসূয়া প্রভৃতি বৃত্তিগুলির উদয় হয়, তাহারা মৃত্যুর পর প্রেত লোকে সেই সকল ভাবে ভাবিত থাকে এবং সেই ভাব অনুসারে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত যোনি প্রাপ্ত হয়। যাহারা বিশেষতঃ তামস প্রকৃতিযুক্ত, তাহাদের মোহহেতু কোনভাবেরই প্রাধান্য থাকে না। কোন উৎকৃষ্ট ভাবই বিশেষরূপে প্রদ্যোতিত হয় না; এজন্য তাহারা মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মৃত্যুকালে কিরূপে এই পরজন্ম বোধীয় হয় বা ভাবের প্রদ্যোতন হয়, তাহা পূর্ব্বে (৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে দহর বিদ্যার বিবরণে) উক্ত হইয়াছে।

মৃত্যুকালে এইরূপ কোন বিশেষ ভাবের প্রদ্যোতনের নিয়ম কি? যে ভাব কোন কারণে বিশেষ প্রবল থাকে, তাহারই প্রদ্যোতন হয়। যে ভাব যাবজ্জীবন চিত্তে অধিকাংশ সময় প্রবল থাকে, মৃত্যুকালে তাহাই প্রবল হইতে পারে। কখন বা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের ভাব অতি প্রবল থাকায় তাহারও প্রদ্যোতন হয়। কুপ্রবৃত্তিগুলির এইরূপ প্রবল ভাব গ্রহণ সহজ। কিন্তু সু বা সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির বা ভাবের প্রদ্যোতন তত সহজ নহে। তাহা আজন্ম সাধনা-সাধ্য।

যাহার আজীবন সত্ত্বপ্রবৃত্তির প্রাধান্য থাকে—যে আজীবন সত্ত্ব বৃত্তিস্থ থাকে, তাহার পক্ষে মৃত্যুকালে তদনুযায়ী ভাবের প্রদ্যোতন সম্ভব। যিনি সর্ব্বকালে ভগবান্‌কে স্মরণ করেন, তাঁহাতেই মনবুদ্ধি অর্পণ করিতে পারেন, তিনি মৃত্যুকালে সেই ভগবদ্ভাব স্মরণ পূর্ব্বক সেই ভাবের প্রদ্যোতন করিতে পারেন, এবং মৃত্যুর পরে ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হন (গীতা ৮।৭)। যিনি আজীবন ব্রহ্মের ধ্যান ও উপাসনা করেন, 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম ধ্যান করেন, তিনি মৃত্যুকালে সেই একাক্ষর ব্রহ্ম স্মরণ করিতে পারেন,—সেই ব্রহ্ম ভাবই তাঁহাতে মৃত্যুকালে প্রদ্যোতিত হয়। এজন্য তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন (গীতা ৮।১৩)।

এই শ্লোকেও যাহারা আজীবন সত্ত্ব বৃত্তিতে স্থিত, রজোবৃত্তিতে স্থিত, বা তমোবৃত্তিতে স্থিত, তাহাদের মৃত্যুর পর যথাক্রমে ঊর্দ্ধ মধ্য ও অধো-লোকে গমনের কথা উক্ত হইয়াছে। তাহারা আজীবন এইরূপ কোন এক বৃত্তিতে প্রধান ও বিশেষ ভাবে স্থিত থাকায়, মৃত্যুকালেও তাহাদের সেই বৃত্তি অনুযায়ী ভাব প্রদ্যোতিত হয়, এজন্য তাহারা মৃত্যুর পর ঊর্দ্ধাদি লোকে গমন করে। যে প্রধানতঃ সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-যুক্ত, আজীবন যিনি সত্ত্ববৃত্তিস্থ থাকেন, মৃত্যুকালে তাঁহার সত্ত্বপ্রবৃদ্ধিহেতু ঊর্দ্ধে উত্তমবিদ্ লোকে গতি হয়। রজঃ ও তমোবৃত্তিস্থ লোক সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বের ১৪।১৫ শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ এইরূপ বুঝিতে হইবে।

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯

—:০:—

গুণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাহি কোন আর,
হেরে দ্রষ্টা যবে,—জানে শ্রেষ্ঠ আপনাকে
গুণ হ'তে,—মম ভাব প্রাপ্ত হয় সেই ॥ ১৯

১৯। পুরুষ প্রকৃতিস্থ বলিয়া মিথ্যা জ্ঞানের সহিত যুক্ত। সুখ দুঃখ মোহাত্মক ভোগ্য গুণে আসক্তি হেতু 'আমি সুখী আমি দুঃখী আমি মূঢ়' ইত্যাদি রূপ পুরুষের যে সঙ্গ হয়, তাহা হইতেই তাহার সদসৎ যোনি প্রাপ্তি হয়। ইহাই সংসার। তাহা সংক্ষেপে পূর্ব্বাধ্যায়ে (২১শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। এ অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এই ত্রিগুণ কি,কোথা হইতে উৎপন্ন,ইহাদের স্বরূপ কি, এই ত্রিগুণের বৃত্তি কি,গুণের স্বীয়বৃত্তি দ্বারা গুণ সকল কি প্রকারে বন্ধনের কারণ হয়, গুণ নিবদ্ধ পুরুষের গতি কি প্রকার হয়, ইত্যাদি সমুদায় তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এ সমুদায় যে মিথ্যা জ্ঞান—অজ্ঞান মূলক ও বন্ধের কারণ, ইহা বিস্তৃত ভাবে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সম্যগ দর্শনই যে মোক্ষের উপায়, তাহাই এই শ্লোকে বক্তব্য (শঙ্কর)। গুণ হইতে কিরূপে মোক্ষ হয়, ইহারই প্রত্যাখ্যানার্থ মিথ্যা জ্ঞান নিবর্ত্তক সম্যক্ জ্ঞানের প্রস্তাব এস্থলে করা হইয়াছে। গুণ হইতে আত্মাকে বিশ্লেষপূর্ব্বক যে ব্রহ্মভাব তাহাই মোক্ষ (গিরি)। আহার বিশেষ দ্বারা ও ফলাভিসন্ধিরহিত সুকৃত বিশেষ

দ্বারা পরম্পরারূপে প্রবর্দ্ধিত সত্ত্ব যাহারা, তাহারা গুণ সকলকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে গমন করে, তাহার প্রকার এস্থলে কথিত হইয়াছে (রামানুজ)। প্রকৃতি গুণ-সঙ্গকৃত সংসার-প্রপঞ্চ উক্ত হইয়া ইদানীং সেই গুণসঙ্গ ব্যতিরেকে যে মোক্ষ হয়, তাহাই দর্শিত হইতেছে (স্বামী)।

এই অধ্যায়ে বক্তব্য তিনটি বিষয়। তন্মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের ঈশ্বরাধীনত্বের উল্লেখ করিবার পর গুণ কাহার ও কিরূপে বদ্ধ করে এই দুই বিষয় উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে কিরূপে মুক্তি হয়, এবং সেই মুক্তির লক্ষণ কি, তাহা উক্ত হইতেছে। মিথ্যা জ্ঞানাত্মক হেতু 'গুণ' বন্ধনের কারণ হয়, এবং সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা সেই বন্ধন হইতে মুক্তি হয়, ইহাই কথিত হইয়াছে (মধু)। গুণ-বিবেক দ্বারা সংসার তত্ত্ব উক্ত হইয়া, সেই গুণ-বিবেক হইতেই যে মোক্ষ হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে (বলদেব)।

পূর্ব্বে দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে এই অধ্যায়োক্ত জ্ঞান উপাশ্রয় করিলে ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্যরূপ পরম ফল লাভ হয়; এক্ষণে এই শ্লোক হইতে সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় উক্ত হইয়াছে (কেশব)।

ভগবান্ পূর্ব্বেও অর্জ্জুনকে 'নিস্ত্রৈগুণ্য' হইবার উপদেশ দিয়াছেন—

"ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

(গীতা ২।৪৫)।

এই অধ্যায়ে সেই ত্রিগুণের লক্ষণ, ও বৃত্তির উপদেশ দিয়া, এক্ষণে সেই ত্রিগুণের অতীত হইবার উপদেশ দিতেছেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কিছু সত্তার উদ্ভব হয়, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগই তাহার হেতু। ক্ষেত্রজ্ঞ=আত্মা পুরুষ, আর ক্ষেত্র-শরীর। অর্থাৎ আত্মা ও দেহযোগে সকল সত্তার উদ্ভব হয়। এই দেহ প্রকৃতির ত্রিগুণজাত। জীব যতদিন দেহে বা দেহের ত্রিগুণ দ্বারা বদ্ধ থাকে, ততদিন তাহার দেহে আত্মাধ্যাস থাকে, ততদিন সে

ত্রিগুণ-বদ্ধ। যখন সেই অধ্যাস দূর হয়, গুণে আসক্তি দূর হয়, তখন আত্মা এই ত্রিগুণ-বন্ধন হইতে মুক্ত হন,—ত্রিগুণাতীত হন।

এই অধ্যায়ে এই শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণাদি বিবৃত হইয়াছে।

গুণ ভিন্ন অন্য কর্ত্তা নাহি আর—কার্য্য কারণ (করণ) ও বিষয়াকারে পরিণত এই ত্রিগুণ ব্যতীত অন্য কেহ কর্ত্তা নাই (শঙ্কর, মধু)। ত্রিগুণ সকল স্বীয় অনুগুণ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কর্ত্তা, অন্য কেহ কর্ত্তা নাই (রামানুজ)। বুদ্ধি প্রভৃতি আকারে পরিণত গুণ হইতে অন্যকর্ত্তা নাই (স্বামী)। সর্ব্ব কর্ম্মের—অর্থাৎ কায়িক বাচিক মানসিক এবং বিহিত প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের—কর্ত্তা এই ত্রিগুণ (গিরি)। গুণ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি রূপে পরিণত গুণ (বলদেব)। অনাদি-কর্ম্মবদ্ধ জীবকে গুণই কেবল স্বস্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে (কেশব)। গুণই অন্তঃকরণ বহিঃকরণ শরীর ও বিষয়-ভাবাপন্ন হইয়া সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা, অন্য কর্ত্তা নাই (মধু)।

দ্রষ্টা—বিদ্বান্ (শঙ্কর)। সাত্ত্বিক আহার এবং ফলাভিসন্ধি রহিত ভগবদারাধনা রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে রজঃ ও তমঃ গুণকে অভিভূত করিয়া নিকৃষ্ট (অত্যুৎকৃষ্ট) সত্ত্বনিষ্ঠ দ্রষ্টা (রামানুজ)। বিবেকী (স্বামী)। বিচারকুশল (মধু)। তত্ত্বযাথাত্ম্যদর্শী জীব (বলদেব)।

যিনি প্রথমে সাত্ত্বিক আহারাদি দ্বারা জ্ঞানের আবরক রজস্তমো-বৃত্তির অভিভব-সাধন পূর্ব্বক উদৃক্ত সত্ত্ববৃত্তি-নিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি ইহা বিদিত হন (কেশব)।

হেরে অনুপশ্যতি)—গুণ সকলই সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা—ইহা দর্শন করে (শঙ্কর)। বিচার দ্বারা দর্শন করে (মধু)। গুণ নিজ অনুগুণ প্রবৃত্তির কর্ত্তৃরূপে দর্শন করে (রামানুজ)।

জানে আর শ্রেষ্ঠ আপনাকে গুণ হ'তে—আপনাকে গুণ-ব্যাপারের সাক্ষীভূত বলিয়া জানিতে পারে (শঙ্কর)। গুণ হইতে ব্যতিরিক্ত বলিয়া জানে (গিরি)। এই গুণের কর্ত্তৃত্ব হইতে পরম অর্থাৎ অন্য যে আত্মা তাহা অকর্ত্তা—এইরূপ জানিতে পারে (রামানুজ)। আত্মাকে গুণ হইতে ব্যতিরিক্ত ও তাহাদের সাক্ষিমাত্র বলিয়া জানে (স্বামী)। দেহ করণ ও বিষয়রূপ অবস্থায় বিশেষভাবে পরিণত গুণ ও তৎকার্য্য দ্বারা আত্মা অসংস্পৃষ্ট এবং তাহার অবভাসক মাত্র, আত্মা নির্ব্বিকার সর্ব্ব-কর্ম্মা, সর্ব্বত্র সম, এক মাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ—এইরূপে যে আত্মাকে জানে (মধু)। জীবের বদ্ধ অবস্থায় কর্ত্তৃত্ব গুণের অধীন। গুণ আত্মার স্বরূপ নহে। কিন্তু যখন উপযুক্ত কর্ম্মের দ্বারা সত্ত্ব বৃদ্ধি হইয়া অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, তখন আত্মযাথাত্ম্য জ্ঞানের উপলব্ধি হয় এবং তাহার পর সত্ত্ব গুণেরও নিবৃত্তি হয় এবং তখন সমুদায় গুণ কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ফলে কেবল আত্মাই স্বরূপে অবস্থান করে। তখন আত্মা আপনাকে এই ত্রিগুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারে (কেশব)। আত্মাকে গুণ হইতে পরম ও অকর্ত্তা বলিয়া জানে (বলদেব)।

মম ভাব প্রাপ্ত হয় সেই—আমার যে ভাব, তাহা প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর, রামানুজ)। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় (স্বামী, গিরি)। মদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয় (মধু)। অসংসারিত্ব, মৎ-পর ভক্তি ভাব প্রাপ্ত হয় (বলদেব)।

স্বতঃপরিশুদ্ধ স্বভাব আত্মার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মমূল গুণ-সঙ্গ-নিমিত্ত বিবিধ কর্ম্মে কর্ত্তৃত্ব হয়। আত্মা কিন্তু স্বরূপতঃ অকর্ত্তা, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের দ্বারা একাকার,—যে এইরূপ দর্শন করে, সেই আমার ভাব প্রাপ্ত হয় (রামানুজ)। বিজ্ঞানানন্দ বিশুদ্ধ জীব—যুদ্ধ যজ্ঞাদি দুঃখময় কর্ম্মের কর্ত্তা নহে, কিন্তু গুণময় দেহেন্দ্রিয়বান্ হইয়া গুণ হেতু গুণনিষ্ঠ ও গুণ-কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করে, বিশুদ্ধ আত্মনিষ্ঠ হইতে পারে না। কিন্তু যখন আত্মস্বরূপ জানিয়া আত্মনিষ্ঠ হয়, তখন মদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয়।

(বলদেব)। আমার ভাব অর্থাৎ জন্ম মরণ বিকারাদিরাহিত্য, নিত্যানন্দানুভব রূপকে প্রাপ্ত হয় (কেশব)।

ঈশ্বরভাব প্রাপ্তির অর্থ এই যে ভগবান্‌ অকর্ত্তা ও ত্রিগুণাতীত হইয়াও যে স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া জগতের কর্ত্তা হন—লোক-সংগ্রহার্থ ধর্ম্ম-রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন,—সেই ভাবপ্রাপ্তি। আমরা এই কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ের, ২০, ২২ ও ২৯ শ্লোকে প্রকৃতির বা প্রকৃতিজ গুণের কর্ত্তৃত্ব ও পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিরূপে পুরুষ বা আত্মা স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করিতে পারেন, তাহা সে স্থলে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব দুইরূপ। পুরুষ যতদিন প্রকৃতির বশীভূত থাকে, অর্থাৎ অজ্ঞানবশে স্বক্ষেত্রের সহিত তাহার তাদাত্ম্য থাকে, ততদিন সে প্রকৃতির অর্থাৎ প্রকৃতিজ গুণের কর্ম্মে আপনার কর্ত্তৃত্ব বোধ করে। তাহার অন্য কর্ত্তৃত্ব থাকে না। আর যখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে ও প্রকৃতিজ গুণ হইতে আপনাকে পৃথক ও অকর্ত্তা বলিয়া জানিতে পারে, তখন পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার নিয়ন্তা হইতে পারেন। স্বপ্রকৃতিকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়মিত করাই জ্ঞানী পুরুষের অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকদর্শী পুরুষের কর্ত্তৃত্ব। এই অকর্ত্তৃ-স্বরূপে থাকিয়াও যে পরোক্ষভাবে কর্ত্তা হওয়া যায়, তাহা তিনরূপে বুঝা যাইতে পারে। প্রথম—যুদ্ধকালে সেনাপতি স্বয়ং কোন কার্য্য না করিয়াও, সেনাগণের গতি প্রভৃতি নিয়মিত করিতে পারেন। দ্বিতীয়—প্রভুপরায়ণ ভৃত্য, প্রভুর আদেশ পালন করিলে, তাহার কর্ত্তৃত্ব থাকে না; তাহার কর্ম্ম প্রভুর কর্ম্ম রূপেই গণ্য হয়। প্রভুর আদেশে সে যদি কাহারও অপমান করে, তবে সে দায়ী নহে। এজন্য স্বয়ং অকর্ত্তা হইয়াও ভক্ত ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতে পারেন। তৃতীয়—কর্ত্তব্য

বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে কর্ত্তৃত্ব দোষ হয় না। কোন বিচারপতি যদি বিচারে কাহাকেও নরহন্তা বলিয়া স্থির করেন এবং তাহাকে বধের আদেশ দেন, তবে সে বধে তিনি কর্ত্তা হন না। এইরূপে নিজে অকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্ম করা যায়। আমরা যদি প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া, প্রকৃতির কর্ম্মকে নিয়মিত করিতে না পারি, গুণাতীত হইয়া প্রকৃতিজ গুণকে নিয়মিত করিতে না পারি, আমাদের প্রকৃতিজ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতি যদি আমাদের বশীভূত না হয় পরন্তু আমরাই তাহাদের বশীভূত হই, তবেই আমরা প্রকৃতিজ গুণের কার্য্যকে আমাদের নিজের কার্য্য বলিয়া মনে করি এবং প্রকৃতিজ অহঙ্কারবশে আপনাকে সেই কর্ম্মের কর্ত্তা মনে করি। কিন্তু যদি এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণের কার্য্যের সহিত আমি সম্বদ্ধ নহি, আমি স্বরূপতঃ সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ গুণ হইতে ভিন্ন, এবং প্রকৃতির গুণ কার্য্যে আমি অকর্ত্তা, ইহা জানিতে পারি, তাহা হইলে উক্ত সেনাপতির ন্যায়, ভৃত্যের ন্যায় ও বিচারকের ন্যায় অকর্ত্তা হইয়াও, আমার সম্পূর্ণ বশীভূত প্রকৃতির নিয়ন্তা হইয়াও কর্ত্তব্য জ্ঞানে প্রকৃতিকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারি। জ্ঞান ও কর্ম্ম—ভগবানের সেই পরাশক্তির দুই বিভিন্ন রূপ। জ্ঞান ও শক্তি পরস্পর সহচর। সেই জ্ঞান লাভ হইলেও আত্মা স্বশক্তি ও স্ব জ্ঞানের দ্বারা সেই পরাশক্তিরই কার্য্য-ক্ষেত্র-রূপে প্রকৃতিকে পরিণত নিয়মিত ও পরিচালিত করিতে পারেন।

কঠোপনিষদে আছে—

> "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
> বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৫৭ ।৩
> ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
> আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" ॥ ৫৮ ।৪

রথী আত্মা দেহরথে অধিষ্ঠিত থাকেন আর বুদ্ধি সারথিরূপে সেই দেহ-রথকে আত্মার ভোগার্থ বিষয়গোচরে পরিচালন করে। বুদ্ধি নির্ম্মল

সাত্ত্বিক জ্ঞানরূপ হইলে আত্মা বিজ্ঞানবান হন, আর বুদ্ধি রজঃ তমো মলযুক্ত থাকিলে অবিজ্ঞানবান্ হন।

"যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫৯ ।৫
যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ" ॥ ৬০ ।৬

বুদ্ধি সাত্ত্বিক জ্ঞান স্বরূপ হইলে আত্মার মোক্ষার্থ তাহার অভিপ্রায় অনুসারে তাহারা ভৃত্যের মত প্রবর্ত্তিত হয়। এইরূপে আত্মা স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে কর্ত্তা বলা যায়।

এইজন্য গীতায় সর্ব্বত্র আত্মার অকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া, নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহা ব্যর্থ বা পরস্পর-বিরোধী নহে। ইহা আমরা বার বার নানাভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সাংখ্য পণ্ডিতগণের মতে যাঁহারা প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান-সিদ্ধ তাঁহারাও জগতের হিতার্থ কর্ম্ম করেন। তাঁহাদের মতে হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সকলেই এইরূপ জ্ঞান-সিদ্ধ হইয়াও জগৎ রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য করেন। অতএব প্রকৃতির ও প্রকৃতিজ গুণের কর্ত্তৃত্ব ও আত্মার বা পুরুষের অকর্ত্তৃত্ব জ্ঞান হইলেই যে দ্রষ্টৃস্বরূপ পুরুষের উক্ত রূপ প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব হইতে পারে না, বা তাহার কোনরূপ কর্ম্মে অধিকার থাকে না, তাহা গীতায় কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই।

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞানের ফলে যে ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্তি হয়, সেই ঈশ্বরের ভাব কি? তাহা গীতায় সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে ঈশ্বর লোকহিতার্থ ধর্ম্ম রক্ষার্থ অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্ম করেন তাহাও উক্ত হইয়াছে। তাঁহার দিব্য জন্মকর্ম্ম-তত্ত্ব সেস্থলে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত দ্বিতীয় ষট্‌কে

ঈশ্বরের অধিকর্ম্ম ভাব অধিযজ্ঞ প্রভৃতি ভাব উক্ত হইয়াছে। তিনি অকর্ত্তা হইয়াও কর্ত্তা। তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে, প্রকৃতিতে তাঁহার অধিষ্ঠান ও নিয়ন্তৃত্ব হেতু সৃষ্টিস্থিতি লয় হয় এ জগৎস্থিতির মূল যে ধর্ম্ম, তাহা রক্ষিত হয়; ইহা উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ভাবই বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। অতএব যিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, তিনি প্রকৃতির বশীভূত না থাকিয়া ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা হইয়া, লোকহিতার্থ, জগৎ-হিতার্থ, ঈশ্বরার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন। ইহাই এস্থলে অভিপ্রেত। প্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়া লোকহিতার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাই ত্রিগুণবন্ধন-মুক্ত পুরুষ ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন।

পরে ১৮।২৩ শ্লোকে ঈশ্বর-ভাবের কথা উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে ব্যাখ্যাকার ইহার অর্থ প্রভুশক্তি বা নিয়মন সামর্থ্য প্রজাপালনার্থ ঈশিতব্যের প্রতি প্রভুশক্তি প্রকটীকরণ এইরূপ বলেন। অতএব পুরুষ যখন আপনাকে ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন, ও তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে পারেন, তখন সে আর প্রকৃতিজ গুণের বশীভূত থাকেন না। তিনি স্ব প্রকৃতির প্রভু হন, গুণকৃত কর্ম্মের নিয়ন্তা হন। ইহা হইতেই তাঁহার ঈশ্বর-ভাব হয়। শাস্ত্রে আছে—"স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ।" স্ব প্রকৃতিকে যিনি বশীভূত করিয়া তাহার নিয়ন্তা হন, তাঁহারই ঈশ্বরভাব হয়। ভগবান্ পূর্ব্বেও তাঁহার ভাব প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন।—

"বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥
(গীতা, ৪।১০)।

ভগবানের দিব্য জন্মকর্ম্ম যিনি স্বরূপতঃ জানেন (৪।৯) সেই ভগবানের ভাব কি তাহা বুঝিতে পারে। ভগবান্ অকর্ত্তা হইয়াও জগৎ রক্ষার্থ কর্ম্ম করেন, না করিলে এ লোক উৎসন্ন যাইত (৩।২৩।২৪)। অতএব

যিনি আপনাকে গুণ হইতে শ্রেষ্ঠ ও অকর্ত্তা বলিয়া জানেন, তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া, ঈশ্বরের দিব্য কর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন, জগতের হিতার্থ কর্ম্ম করেন।

এস্থলে আরও এক কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। রামানুজ সে কথা বলিয়াছেন। যখন সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি হেতু, ক্রমে রজঃ ও তমোমল দূরীভূত হইয়া বুদ্ধি নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হয়, বুদ্ধির সেইরূপই জ্ঞান। সে জ্ঞানের স্বরূপ পূর্ব্বে (১৩।৭—১৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। আধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন সেই জ্ঞানেরই স্বরূপ। যখন সেই নির্ম্মল সর্ব্বরূপ রজস্তমোমল-বিহীন চিত্ত-দর্পণে আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন পুরুষ প্রকৃতি হইতে ও প্রকৃতিজ গুণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন। অতএব তাহা সত্ত্বগুণের বিশেষ বিকাশেরই ফল। এই প্রবৃদ্ধ সত্ত্বদ্বারাই পুরুষ আপনার ত্রিগুণাতীত স্বরূপ জানিতে পারেন। এই জন্য চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে, যিনি দেবী ভগবতী মহামায়া—

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" (১।৫১)

এই শুদ্ধ সাত্ত্বিক নির্ম্মল বুদ্ধির যে জ্ঞানরূপ, তাহাই পরাবিদ্যা—পরমাপ্রকৃতির পরম রূপ। তিনিই মোক্ষদায়িনী।

"যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যাস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভি র্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী॥" (চণ্ডী ৪।৯)।

অতএব ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির এই বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকরূপই যখন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়, তখন পুরুষের প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান হয়, পুরুষ ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন আপনার স্বরূপ জানিতে পারেন, এবং প্রকৃতির গুণজ বৃত্তিতে বা কার্য্যে তাঁহার অকর্তৃত্ব দর্শন হয়। এইরূপে বুদ্ধি

ত নির্ম্মল ও সাত্ত্বিক হয়, ততই স্পষ্টরূপে পুরুষের স্বরূপ তাহাতে ষ্ট হয়। এইহেতু সত্ত্ব-প্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে উত্তমবিদ্‌গণের লোক-প্রাপ্তি হয়,আর যদি সেই নির্ম্মলবুদ্ধিতে পুরুষ আপনার স্বরূপ স্পষ্ট দেখিতে পান, তবে তিনি প্রকৃতি হইতে আপনাকে ভিন্ন জানিয়া স্বপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হন।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

—:০:—

দেহী দেহ-সমুদ্ভব এই তিন গুণ
করি অতিক্রম—জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ
হ'তে মুক্ত হয়ে করে অমরতা লাভ। ২০

২০। দেহ-সমুদ্ভব—দেহোৎপত্তি-বীজভূত। (শঙ্কর,মধু, কেশব), যাহা হইতে দেহের উৎপত্তি হয় তাহা (গিরি)। দেহাকারে পরিণত—প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত (রামানুজ, কেশব)। যাহাদের পরিণাম দেহ (স্বামী)। দেহোৎপাদক (বলদেব)।

দেহ অর্থাৎ ক্ষেত্র (১৩।১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এই ত্রিগুণ যেমন এই দেহের উৎপত্তির কারণ, সেইরূপ ইহাদিগকে দেহ হইতে সমুদ্ভূতও বলা যায়; এই তিন গুণকে ভগবান্ তিন 'ভাব' বলিয়াছেন (৭।১২, ১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ইহারা প্রকৃতিসম্ভব (১৪।৪) হইলেও ভগবান্ হইতেই ইহাদের প্রকৃত উৎপত্তি (৭।১২)। কিন্তু দেহেতেই এই তিন-গুণ বিকাশ হইয়া প্রবৃত্ত হয়। দেহ না থাকিলে, তাহাদের কোন ক্রিয়া হইতে পারে না। এজন্য তাহাদিগকে দেহ হইতে বা দেহের আশ্রয়ে উদ্ভূত ও প্রবৃত্ত বলা যায়।

এই প্রকৃতিজ ত্রিগুণের বিকার হইতে কিরূপে দেহের উৎপত্তি হয়, তাহা সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হইয়াছে। পুরুষ-সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুণ-ক্ষোভ হইলে, প্রথমে সত্ত্বগুণ হইতে বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়; তাহা হইতে রজোগুণ হেতু অহঙ্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হয়। অহঙ্কার হইতে তাহার সাত্ত্বিক অংশে মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, রাজসিক অংশে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তামসিক অংশে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়। এই কয়টি মিলিয়া লিঙ্গশরীর। এই তন্মাত্র হইতে স্থূলভূতের উৎপত্তি হয়, এবং তাহা হইতে আমাদের স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়। এইরূপে ত্রিগুণই আমাদের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম এবং স্থূল দেহের উৎপত্তির কারণ। দেহ উৎপন্ন হইলে, সেই দেহকে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিগুণ কার্য্যকারী হয়। দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহারা স্ব স্ব ক্রিয়া উৎপাদন করে—স্ব স্ব স্বরূপ প্রকাশ করে।

যাহা হউক দেহ-সমুদ্ভব অর্থে দেহ হইতে সমুদ্ভূত বুঝিতে হইবে। কেননা যখন মুক্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষ, এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন, তখনই তাঁহার দেহ ত্যাগ হয় না। দেহ ত্যাগ না করিয়া যখন ত্রিগুণকে ত্যাগ করা যায়, তখন এ ত্রিগুণকে দেহের কার্য্যরূপে ধরিতে হইবে। কারণ নাশে কার্য্যের নাশ হয়। ত্রিগুণ এস্থলে দেহের কারণ বলিয়া বুঝিলে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইলে দেহকেও ত্যাগ করিতে হইত। স্থূল সূক্ষ্মদেহ উভয়কেই ত্যাগ করিতে হইত।

অতিক্রম্য—এই জীবিত অবস্থায়ই মায়ার উপাধিভূত এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া (শঙ্কর)। সত্ত্বাদি গুণ ও তাহাদের পরিণামভূত অধ্যাসকে অতিক্রম করিয়া (গিরি)। ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া সেই গুণ হইতে অন্য জ্ঞানৈকাকার আত্মাকে দর্শন করিয়া (রামানুজ)। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাহাদের বাধা দিয়া (মধু)। উল্লঙ্ঘন করিয়া (বলদেব)। লৌকিক তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া। অলৌকিক তিনগুণের অতিক্রমের কথা উক্ত হয় নাই (বল্লভ)। ত্রিগুণ হইতে সম্পূর্ণ

ভিন্ন আত্মস্বরূপ জ্ঞান হওয়ায় ত্রিগুণবৃত্তির দ্বারা আর অভিভূত না হইয়া (কেশব)।

মুক্ত হ'য়ে জন্ম মৃত্যু জরা দুঃখ হ'তে—এ জীবনেই এই সকল হইতে মুক্ত হইয়া (শঙ্কর, কেশব)। সেই ত্রিগুণকৃত জন্ম প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া (স্বামী)। সেই গুণের কর্ম্মভোগার্থ জন্ম, ভোগ সমাপ্তিরূপ বা ভগবদ্‌বিস্মরণরূপ মৃত্যু, সেবা-প্রতিবন্ধকরূপ জরা ও সংসারাত্মক দুঃখ (বল্লভ)।

করে অমরতা লাভ—অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকে যে 'আমার ভাব প্রাপ্ত হয়' উক্ত হইয়াছে, সেই ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর)। অমৃত আত্মাকে অনুভব করে—ইহাই ভগবানের ভাব (রামানুজ)। পরমানন্দ প্রাপ্ত হয় (স্বামী)। আমার ভাব যে মোক্ষ তাহা প্রাপ্ত হয় (মধু)। অসংসারিত্ব-লক্ষণ আমার ভাব প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মভূত পরমাত্মা হয় (বলদেব)। মরণাদি-দোষ-রহিত অলৌকিক দেহ প্রাপ্ত হয় (বল্লভ)। অমরতা-মুক্তস্বরূপ (কেশব)।

এই ত্রিগুণ বা সাত্বিকাদিভাবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ যেরূপ, ভগবানের ভাব প্রাপ্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষও তাহাদের সহিত সেই সম্বন্ধযুক্ত হয়, ইহা বলিতে পারা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"যে চৈব সাত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ (৭।১২)।

এই সত্বাদিভাব ভগবান্ হইতে উৎপন্ন হইলেও, ভগবান্ তাহাতে অবস্থিত বা তাহার অধীন নহেন, এবং তাহারাও ভগবানে অবস্থিত নহে, কেননা তাহারা ভগবানের প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট। গুণাতীত পুরুষও আপনার সহিত ত্রিগুণের এই সম্বন্ধ জানিয়া আপনার স্বরূপে অবস্থান করেন, ত্রিগুণমুক্ত হন, তাঁহার আর জন্ম হয় না। সাংখ্যদর্শনে আছে—

"দৃষ্টা ময়া ইত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাঽহমিত্যুপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥"

(কারিকা, ৬৬)।

অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ ও তাহা হইতে ভিন্ন আপনার স্বরূপ জানিলে, প্রকৃতি পুরুষ উভয়ের সংযোগসত্ত্বেও আর সৃষ্টি বা পুরুষের পুনরাবর্ত্তন হয় না। প্রকৃতির ত্রিগুণ হেতু, পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া যে জরা মরণকৃত দুঃখ পায়, সে সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে।

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥ (কারিকা, ৫৫)।

অর্থাৎ দেব-মনুষ্যাদি যোনিতে চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ জরা-মরণ-জনিত দুঃখ ভোগ করে, যে পর্য্যন্ত লিঙ্গ শরীরের নিবৃত্তি না হয়। লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি বা তাহাতে অধ্যাস-নিবৃত্তি হইলে, তবে মোক্ষ হয়।

নিরীশ্বর সাংখ্য পণ্ডিতগণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না। তাঁহারা এই অমরত্ব অর্থে যে ভগবানের ভাব-প্রাপ্তি তাহা স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদের মতে এই অমরত্ব মোক্ষ—পুরুষের স্বরূপে অবস্থান। কিন্তু সেশ্বর সাংখ্য পণ্ডিতগণ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন।

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

(পাতঞ্জল দর্শন, ১।২৪)

এতদনুসারে যিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, তিনি এই ক্লেশ (অবিদ্যামূলক ত্রিবিধ দুঃখ তাপ), কর্ম্ম (পাপ পুণ্য কর্ম্ম) আশয় (বিপাক বা কর্ম্মফলানুরূপ বাসনা) দ্বারা অস্পৃষ্ট অর্থাৎ অসংযুক্ত হন।

অর্জ্জুনউবাচ,—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে॥ ২১

—:০:—

এই তিন গুণ যেই করে অতিক্রম
কি লক্ষণ তার, প্রভো! কি আচার তার?
কিরূপে বা এ ত্রিগুণ করে অতিক্রম? ২১

২১। লক্ষণ—(লিঙ্গ) চিহ্ন (শঙ্কর, কেশব)। কি লক্ষণ দ্বারা উপলক্ষিত (রামানুজ)। আত্মচিহ্ন (স্বামী)। কোন বিশেষ লিঙ্গ বা চিহ্ন দ্বারা তাহাকে জানা যায় (মধু, বলদেব)।

এই ত্রিগুণ হইতে অতীত হইবার জন্য অর্জ্জুন ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ বা প্রকার ও আচার এই শ্লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (স্বামী, মধু, কেশব)। মুক্তের লক্ষণ কি তাহাই অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (গিরি)।

কি আচার—মুক্ত পুরুষের স্বরূপাবগতির লিঙ্গভূত কিরূপ আচার-যুক্ত (রামানুজ)। কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয় (স্বামী)। তাহার আচার যথেচ্ছ অথবা নিয়ন্ত্রিত (মধু, বলদেব)।

কিরূপে…অতিক্রম—কি প্রকারে এই তিনগুণকে অতিক্রম করিয়া থাকে (শঙ্কর, রামানুজ, স্বামী) গুণাতীত হইবার উপায় কি (মধু, কেশব)। তাহার জন্য সাধনা কিরূপ (বলদেব)।

শ্রীভগবানুবাচ,—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥২২

—:০:—

প্রকাশ প্রবৃত্তি আর মোহ হে পাণ্ডব
সংপ্রবৃত্ত হলে পরে নাহি করে দ্বেষ
অথবা নিবৃত্ত হলে আকাঙ্ক্ষা না করে ॥২২

২২। প্রকাশ প্রবৃত্তি সংপ্রবৃত্ত হ'লে—ভগবান্ এই শ্লোক হইতে অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে গুণাতীতের লক্ষণ বলিতেছেন। (কেশব, শঙ্কর)। সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ, রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি ও তমোগুণের কার্য্য মোহ। এই সকল কার্য্য যে সময় সংপ্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সম্যক্‌প্রকারে বিষয় ভাবনা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় (শঙ্কর)। আত্মব্যতিরিক্ত অশ্লিষ্ট বস্তুতে প্রবৃত্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য প্রকাশ. প্রবৃত্তি ও মোহ (রামানুজ)। পূর্ব্বে যে সত্ত্বকার্য্য প্রকাশাদি (১৪।১১ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, রজঃ কার্য্য প্রবৃত্তি প্রভৃতি যে (১২শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, তমঃকার্য্য যে মোহাদি (১৩শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, সেই সত্ত্বাদির সমুদায় কার্য্য যখন যথাযথ সম্প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ স্ব স্ব উৎপাদক সামগ্রীবশে উদ্ভূত হয় (স্বামী, মধু, বলদেব, কেশব)।

বলদেব বলিয়াছেন পূর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) অর্জ্জুন যদিও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং ভগবান্ তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, তথাপি এই বিশেষ জিজ্ঞাসার উত্তরে অন্যপ্রকারে তাহারই লক্ষণ এস্থলে বলিতেছেন।

বল্লভ-সম্প্রদায় অনুসারে এই ত্রিগুণ দুইরূপ—লৌকিক ও অলৌকিক। এই গুণ সমুদায় ভগবানেরই। ইহাদের মধ্যে সত্ত্ব প্রকাশরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বদ্বারে অলৌকিক অনুভব সিদ্ধি জন্য আমারই (ভগবানেরই) প্রকাশ—অলৌকিক; আর সত্ত্বোপস্থাপিত অলৌকিক অনুকরণাত্মক প্রকাশ লৌকিক। প্রবৃত্তিরূপ যে রজঃ, তাহাও আমার অলৌকিক স্বরূপের লৌকিক রূপ। সেই প্রকার মহৎ অনুভব রস সিদ্ধির জন্য বিপ্রযোগ-

মোহাত্মক রূপ যে তামসিক অলৌকিক রূপ—এই মোহাত্মক তমঃ তাহার লৌকিক রূপ। মূলে 'চ' শব্দ দ্বারা ইহা ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

নাহি করে দ্বেষ—"আমার তামস প্রত্যয় উৎপন্ন হইতেছে, সে কারণ আমি মূঢ় হইতেছি," বা 'আমার রাজসী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতেছে, এবং এই প্রবৃত্তি আমার দুঃখের কারণ, এজন্য আমি রজোগুণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া স্বরূপ হইতে প্রচলিত বা বিচ্যুত হইতেছি, ইহা আমার পক্ষে ক্লেশকর,' অথবা 'সাত্ত্বিক প্রকাশরূপ গুণ আমার বিবেক উৎপাদন করিতেছে, এবং আমায় সুখে আসক্ত করিতেছে,'—এই প্রকার ভাবনার বশে অসম্যগ্‌দর্শী জীব এই গুণত্রয়ের উক্ত কার্য্যের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া থাকে। ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি সেরূপে প্রবৃত্ত মোহকে দ্বেষ করেন না (শঙ্কর)। এই গুণত্রয়ের কার্য্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলেও দুঃখবুদ্ধিতে যিনি দ্বেষ করেন না (স্বামী, মধু)। প্রতিকূলবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না (কেশব)। তাহা দুঃখরূপ হইলেও দুঃখবুদ্ধিতে যিনি দ্বেষ করেন না (বলদেব)। এই লৌকিক সত্ত্বাদি আমার ইচ্ছায় প্রবর্ত্তিত হয়, এই জন্য তাহারা স্বতঃই প্রবৃত্তি রূপ। এই লৌকিক সত্ত্বাদি স্বেচ্ছায় প্রবর্ত্তিত, ও প্রতিবন্ধক মনে করিয়া যিনি ইহাদের প্রবৃত্তিতে দ্বেষ করেন না, অর্থাৎ তাহার ত্যাগের জন্য যত্ন করেন না (বল্লভ)।

যিনি দ্বেষ করেন না সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্ত ও জ্ঞানীর কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (২।৫৭, ৫।৩, ৬।৯, ১২।১৭, ১৮।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

নিবৃত্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা না করে—সাত্ত্বিকাদি পুরুষ আপনাতে যে সত্ত্বাদি গুণের কার্য্য প্রকাশ পায়, তাহা প্রকাশ পাইয়া নিবৃত্ত হউক, এইরূপ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হন না (শঙ্কর)। সেই গুণ সকল আত্মব্যতিরিক্ত ইষ্ট বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও যিনি তাহা আকাঙ্ক্ষা করেনন না (রামানুজ)। গুণকার্য্য নিবৃত্ত হইলে সুখবুদ্ধিতে তাহা আকাঙ্ক্ষা করে না (স্বামী, মধু)। বিনাশ সামগ্রী বলিয়া তাহা নিবৃত্ত হইলে, সে বিনষ্ট সুখরূপ

তাহাদিগেরও সুখ বুদ্ধিতে যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না (বলদেব)। এই অলৌকিক ত্রিগুণের লৌকিক স্বরূপ ভগবানের ইচ্ছাভাবে নিবৃত্ত হইলেও যিনি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা করেন না (বল্লভ)। তাহার নিবারণের হেতু উপস্থিত হইলে তাহার যে নিবৃত্তি তাহাও আকাঙ্ক্ষা করেন না (কেশব)।

যিনি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা-দ্বেষশূন্য, তিনিই গুণাতীত (বলদেব)।

এই শ্লোকে ত্রিগুণাতীত পুরুষের যে চিহ্ন উক্ত হইল, ইহা অন্যের প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে। ইহা গুণাতীত পুরুষের আত্ম-প্রত্যয় লক্ষণ চিহ্ন। আত্ম-বিষয়ক দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা অপরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না (শঙ্কর)।

যিনি জ্ঞানী ভক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ—তিনি যে আকাঙ্ক্ষাশূন্য, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (৫।৩, ১২।১৭, ১৮।৫৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

রজঃ ও তমঃকার্য্য সহজে দুঃখাত্মক বোধ হইতে পারে এবং তাহার প্রতি সাধকের দ্বেষও হইতে পারে। কেননা তাহা প্রকাশক জ্ঞানের অন্তরায় ও সুখের অন্তরায়। কিন্তু সত্ত্বগুণের যখন প্রবৃত্তি হয়, সত্ত্বগুণ যখন বিবৃদ্ধ হইয়া আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করে, ও আমাদিগকে সুখযুক্ত করে, তখন তাহার প্রতি দ্বেষ হইবে কেন? একথা আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে সত্ত্বগুণ আমাদিগকে সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে বদ্ধ করে। এই জ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান। এই জ্ঞান দ্বারা প্রধানতঃ বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয় এবং এই সুখ বিষয়সুখ। এই সাত্ত্বিকজ্ঞান ও সুখের তত্ত্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে, এ সুখও আত্মার আনন্দ বা সুখস্বরূপ নহে। সত্ত্ববৃদ্ধি হইলে চিত্তের নির্ম্মলতা হেতু তাহাতে আত্মার জ্ঞান ও সুখস্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া এই জ্ঞান ও সুখের প্রকাশ হয়। এই জ্ঞানদ্বারে বিষয়-প্রকাশ হইলে, সেই বিষয়ের সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব বিরাট্ত্ব প্রভৃতি অনুভব করিয়া যে চিত্ত প্রসাদ (Aesthetic pleasure)

ভূত হয় তাহাই সত্ত্বগুণজ সুখ। কলা বিদ্যা আলোচনা জনিত যে
া, তাহাও ইহার অন্তর্গত। সুতরাং যিনি ত্রিগুণাতীত, তিনি এই সত্ত্বগুণ
বৃদ্ধি জনিত জ্ঞান ও সুখের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করেন না; এই সত্ত্বগুণের
র্য্য প্রবর্ত্তিত হইলেও দ্বেষ করে না। তিনি ভূমা আত্মজ্ঞান ও আত্মসুখে
মগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহার নিকট এই সাত্ত্বিক জ্ঞান ও সুখ তুচ্ছ বোধ
। তাহার প্রতি তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ থাকে না।

শঙ্কর বলিয়াছেন—"সত্ত্বগুণ বিবেকিত্ব উৎপাদনানন্তর সুখোৎপাদন
র্ব্বক সুখে বদ্ধ করে।" সাত্ত্বিকবুদ্ধির লক্ষণ—জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম ও
রাগ্য। জ্ঞান বিবেক উৎপন্ন করিয়া, পাপপুণ্য জ্ঞান উৎপাদন করিয়া,
নবের অতীত কালের সঞ্চিত পাপরাশি দেখাইয়া দিয়া, দুঃখ উৎপাদন
রিতে পারে। বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, সেই বৈরাগ্যের অভ্যাসে যে সুখ
য়, ইহা সাধনার বিঘ্ন জানিয়া তাহার প্রতি দ্বেষও দুঃখ হইতে পারে।
শ্বর্য্য বা সিদ্ধি বন্ধনের কারণ এই জ্ঞান হইয়া তাহার প্রতি দুঃখ হইতে
রে। এবং ধর্ম্ম ও বন্ধনের কারণ ভাবিয়া তাহাতে দ্বেষ হইতে পারে।
মুক্ষু সাত্ত্বিক পুরুষের এইরূপ দ্বেষ হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি গুণাতীত,
তনি এইরূপ সত্ত্বকার্য্য প্রবৃত্তি দেখিয়া দ্বেষ করেন না; কেননা তাহা
ার তাঁহাকে বদ্ধ করিবে না, ইহা তিনি জানেন।

যিনি আত্মাতে অবস্থিত, স্থিতপ্রজ্ঞ, ত্রিগুণাতীত—তিনি রজঃ বা
মোগুণের স্বাভাবিক বৃত্তি যদি কখন সত্ত্বগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবৃত্ত
য়, তবে তাহাতেও দ্বেষ করেন না। কেননা, তাহা তাঁহাকে বিচলিত
রিতে পারে না। রজোগুণ প্রভাবে যদি রাগ ও দ্বেষের বিকাশ হয়
াহা প্রবৃত্ত হইতে যায় এবং তদনুসারে কর্ম্মের প্রবৃত্তি ও অভি-
্যক্তি হয়, তবে সেই ত্রিগুণাতীত পুরুষের আত্মস্থ নিরোধ-শক্তি
ভাবে তাহা আপনিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়,—ব্যুত্থিত হইতে পায় না; চিত্তে
াহা উদিত হইয়া চিত্তেই বিলীন হয়, তাহা অধঃস্রোতোযুক্ত হইয়া কর্ম্মে-

ন্দ্রিয়ে কর্ম্ম নাড়ী দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না; এজন্ত তিনি রজোগুণের প্রবৃত্তির চেষ্টা দেখিয়া তাহার প্রতি দ্বেষ করেন না; রজোগুণের ক্রিয়া যে রাগ-দ্বেষ-জনিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি, তাহাতেও তাঁহার কোন আকাঙ্ক্ষাই হইতে পারে না। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে—

"শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্শরীর-বিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥"

(গীতা, ৫।২৩)।

তাঁহাকেই কাম-ক্রোধ-বিযুক্ত বলা যায় (গীতা, ৫।২৬ দ্রষ্টব্য)। তমোগুণের বৃত্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁহার জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকায়, তমোগুণের যে কার্য্য অজ্ঞান, মোহ প্রভৃতি, তাহা আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞানকেও আর আবরিত করিতে পারে না। এজন্য যিনি নিত্যসত্ত্বস্থ, আত্মবান্, স্থিতপ্রজ্ঞ, বা ত্রিগুণাতীত—তিনি তাঁহার সহিত সংযুক্ত প্রকৃতিতে যখন সত্ত্ব রজঃ বা তমোগুণের স্বাভাবিক বা প্রাক্তন কর্ম্মবশে তদনুসারে কার্য্যের বিকাশ হয়, তখন তিনি সে প্রকৃতিকে তাঁহারই বশীভূত—তাঁহার আত্মার নিরোধ-শক্তির অধীন জানিয়া তাহার প্রতি রাগ বা দ্বেষযুক্ত হন না। যিনি নিজ প্রকৃতিকে বশ করিতে পারেন নাই,—প্রকৃতির বন্ধনের অতীত হইতে পারেন নাই,—তাঁহারই নিকট এই তিন গুণ তাঁহাকে অবশ করিয়া, তাঁহার আত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে পরিচালিত করে। সেই অবস্থায়, যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ প্রকৃতি কাম ক্রোধ দ্বারা আমাদের পরিচালিত করিতে যায়, তখনই সাধকের হেয় গুণের ক্রিয়ার প্রতি দ্বেষ ও উপাদেয় গুণের ক্রিয়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা হয়। ত্রিগুণাতীত পুরুষ সেই গুণক্রিয়ার প্রতি রাগ-দ্বেষের অতীত। কেন না, প্রকৃতি তাঁহা হইতে পৃথক্ এবং তাঁহার বশীভূত।

এই অর্থেই এই শ্লোক বুঝিতে হইবে। নতুবা যখন রজোগুণের

উদ্রেকে কাম ক্রোধাদি পরিচালিত হইয়া প্রকৃতি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন গুণাতীত পুরুষ যে তাহার প্রতি দ্বেষ না করিয়া, তিনি স্বয়ং দ্রষ্টৃ স্বরূপে থাকিয়া, প্রকৃতিকে বশ না করিয়া, তাহাকে সেই (পাপ) কর্ম্মে পরিচালিত হইতে দিবেন, এ অর্থ নহে। প্রকৃত এ অর্থ গীতার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। এই কথা পরের শ্লোক হইতেও বুঝিতে পারা যায়। এই শ্লোক ও পরের দুই শ্লোকের সহিত চতুর্থ অধ্যায়স্থ (২৫শ) শ্লোকের অন্বয় হইবে।

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥ ২৩

—:০:—

উদাসীন মত রহে, না হয় চালিত
গুণ দ্বারা; গুণই হয় প্রবর্ত্তিত—ইহা
জানিয়া যে রহে স্থির, নহে বিচলিত॥ ২৩

২৩। উদাসীন মত রহে—যেমন উদাসীন ব্যক্তি কোন পক্ষই অবলম্বন করেন না, সেইরূপ এই গুণাতীতত্বরূপ শ্রেয়োমার্গে অবস্থিত আত্মবিৎ সন্ন্যাসী বিবেক দর্শন অবস্থা হইতে গুণের দ্বারা পরিচালিত হন না (শঙ্কর)। গুণব্যতিরিক্ত আত্মাবলোকনে তৃপ্ত, অন্যত্র উদাসীন, তিনি গুণকর্ত্তৃক আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ দ্বারা বিচলিত হন না (রামানুজ)। সাক্ষি রূপে অবস্থান করেন, গুণকার্য্য সুখদুঃখাদি দ্বারা বিচালিত বা স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না (স্বামী, মধু)। উভয় বিবাদীর মধ্যে যিনি মধ্যস্থ থাকেন, কোন পক্ষ অবলম্বন করেন না এবং সুখ দুঃখাদি ভাবে পরিণত গুণদ্বারা আত্ম স্বরূপে অবস্থিতি হইতে বিচালিত হন না (বলদেব)। এই লৌকিক গুণের দ্বারা আমিই কার্য্য করি, যিনি ইহাতে

সুখ দুঃখাদি রহিত হইয়া কেবল সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র থাকেন, যিনি আত্ম-স্বরূপ হইতে বিচলিত হন না (বল্লভ)।

যেমন উদাসীন কাহারও পক্ষ অবলম্বন করেন না সেইরূপ যিনি গুণ সকলকে অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত, তিনি রাগদ্বেষ শূন্য হওয়ায় কিছুতে আসক্ত হন না। তিনি আত্মস্বরূপ অনুসন্ধানে স্থিত রহেন, তিনি সুখ-দুঃখাদি আকারে পরিণত গুণের দ্বারা সুখদুঃখবুদ্ধিতে রাগদ্বেষাদিতে বিচলিত হন না,—স্বরূপে অবস্থান হইতে প্রচ্যুত হন না (কেশব)।

স্থিতপ্রজ্ঞ, জ্ঞানী, ভক্ত—ইঁহারাও যে উদাসীন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। (গীতা, ৬।৯, ৯।৯ ও ১২।১৬ দ্রষ্টব্য)। ইঁহারা যে গুরুতর দুঃখেও বিচালিত হন না, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৬।২২ দ্রষ্টব্য)।

গুণই...হয়—কার্য্য কারণ ও বিষয়রূপে পরিণত গুণ সকলই পরস্পর মিলিত হইয়া সকল প্রকার ব্যাপার নির্ব্বাহ করে, ইহা জানিয়া যিনি আত্ম স্বরূপে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাহা হইতে প্রচলিত হন না (শঙ্কর)। গুণসকল প্রকাশাদি স্বস্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা অনুসন্ধান পূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন এবং গুণকার্য্যের অনুরূপ চেষ্টা করেন না (রামানুজ, বলদেব)। গুণসকল স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত, ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, এই প্রকার বিবেকজ্ঞানে যিনি তুষ্ণীম্ভাবে থাকেন, বিচলিত হন না (স্বামী)। কার্য্য কারণ সংঘাতরূপ যে গুণ, তাহা বিষয়রূপে পরিণত তাহা গুণেতে প্রবর্ত্তিত হয়, এইরূপ যাঁহার প্রতিপন্ন হয়, তিনি বিচলিত হন না (হনু)।

এই গুণত্রয় দেহেন্দ্রিয় বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পরস্পর স্বস্ব কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, আর স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ নির্ব্বিকার পরমার্থ সত্য আত্মা আদিত্যের ন্যায় সর্ব্বভাসক, কোন ভাষ্য বস্তুর ধর্ম্ম দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত নহে, এই ভাষ্য (আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা প্রকাশিত) সমুদায় প্রপঞ্চ জড় স্বপ্নবৎ মায়া মাত্র, ইহা নিশ্চয় করিয়া যিনি স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, কোনরূপে

ব্যাপৃত হন না (মধু)। ভগবদাত্মক গুণ সকল ভগবদিচ্ছায় যেন স্বতঃই স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, এই প্রকার জানিয়া যিনি অবিচলিত হইয়া অবস্থান করেন (বল্লভ)।

কিন্তু গুণসকল নিজ নিজ প্রকাশাদি কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, ইহা জানিয়া অর্থাৎ ইহারা আমার স্বরূপানুবন্ধি নহে ইহা স্থির করিয়া স্বরূপেই অবস্থান করেন, সুতরাং গুণের অনুরূপ চেষ্টা করেন না (কেশব)।

এই শ্লোকে 'অবতিষ্ঠতে' ও 'অনুতিষ্ঠতে' (পরস্মৈপদস্থানে আত্মনেপদ—আর্ষ প্রয়োগ) এই দুই পাঠান্তর আছে। অনুতিষ্ঠতি পাঠ গ্রহণ করিলে অর্থ অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ গুণ সকল স্বস্ব কার্য্যে প্রবর্ত্তিত জানিয়া যিনি সমুদায় অনুষ্ঠান করেন।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—গুণাতীতের আচার কি? এই শ্লোকে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে (কেশব)। অতএব 'অনুতিষ্ঠতি' এই পাঠ সঙ্গত। এই ত্রিগুণাতীত পুরুষ, উদাসীনবৎ থাকিয়া ও গুণের দ্বারা বিচলিত না হইয়া, গুণই নিজ অনুরূপ বৃত্তি-যুক্ত জানিয়া কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করেন। (পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥ (১৩।২৩)।

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥ ২৪

—:০:—

সুখ দুঃখ সম যার, যে স্বরূপে স্থিত
সম লোষ্ট্র শিলা স্বর্ণ, তুল্য প্রিয়াপ্রিয়,
ধীর যেই, তুল্য যার নিন্দা আত্মস্তুতি ॥২৪

১৪। সুখ দুঃখ সম যার—যাহার নিকট সুখ দুঃখ সমান (শঙ্কর)। সম—অর্থাৎ সমচিত্ত, পুত্রজন্মমরণাদি সুখদুঃখে সমচিত্ত। (রামানুজ, কেশব)। সুখে-দুঃখে অনাত্ম-ধর্ম্ম রাগ-দ্বেষ শূন্য, এজন্য সুখ ও দুঃখ তাঁহার নিকট তুল্য (মধু, বলদেব)। বিপ্রযোগ সংযোগাত্মক সুখ দুঃখে, অথবা অলৌকিক লৌকিক দেহরূপ সুখদুঃখে যাঁহার সম জ্ঞান (বল্লভ)।

স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগী ও ভক্তগণও সুখ দুঃখ সম জ্ঞান করেন (গীতা—২।৩৮, ২।৫৬, ৬।৭, ১২।১৮ দ্রষ্টব্য)। পুরুষ যতদিন প্রকৃতিসংযুক্ত থাকেন, ততদিন, তিনি প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান লাভ করিলেও এই সুখদুঃখের ভোক্তৃভাব ত্যাগ করিতে পারেন না (গীতা ১৩।২০ দ্রষ্টব্য)। তিনি কেবল এই সুখদুঃখ তুল্য জ্ঞান করিয়া, তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন, তাহাতে অবিচলিত থাকিতে পারেন। ইহাই তিতিক্ষা।

যে স্বরূপে স্থিত (স্বস্থঃ)—যিনি নিজ আত্মাতে স্থিত,—প্রসন্ন (শঙ্কর, মধু)। যিনি আত্মাতে স্থিত, আত্মাকেই একমাত্র প্রিয় জ্ঞান করেন (রামানুজ)। যিনি আত্মাতে স্থিত (হনু)। যিনি স্বরূপে স্থিত (স্বামী, কেশব)। স্বরূপ-নিষ্ঠ (বলদেব)। আমার স্বরূপে স্থিত (বল্লভ)।

সম লোষ্ট্র শিলা স্বর্ণ—লোষ্ট্র মৃৎপিণ্ড শিলা (মূলে আছে অশ্মা) ও কাঞ্চন যিনি সুখদুঃখ সাধনে সম জ্ঞান করেন (বলদেব)। লোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন সমুদায়ই ভগবদাত্মক এই জন্য সকলই সমান (বল্লভ)। অথবা লোষ্ট্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ উপেক্ষা, স্বর্ণের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ উপেক্ষা বোধ হয়। তিনি সকলই সমজ্ঞান করেন (কেশব)। (পূর্ব্বে ৬।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

তুল্য প্রিয়াপ্রিয়—প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার সমান (শঙ্কর, কেশব)। সুখদুঃখ হেতুভূত প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার নিকট সমান (স্বামী)। উপেক্ষণীয় (মধু, বলদেব)। প্রিয় ও অপ্রিয়-সংযোগ ও বিয়োগাত্মক ভগব-

দিচ্ছাই তাহার মুখ্য কারণ; এই জ্ঞানে যিনি তাহাদের সমজ্ঞান করেন। (বল্লভ)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে যিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন না, এবং অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হন না তিনি ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মে স্থিত হন (গীতা, ৫।২০ দ্রষ্টব্য)।

ধীর—ধীমান্ (শঙ্কর, স্বামী)। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-কুশল (রামানুজ, বলদেব)। ধৃতিমান্ (মধু)। বিপ্রযোগাদি তীক্ষ্ণ দুঃখ সহনশীল (বল্লভ)। গুণকার্য্য উপস্থিত হইলেও যিনি বিবেক হইতে প্রচলিত (কেশব)। (গীতা, ২।১৩, ২।১৫ দ্রষ্টব্য)।

'ধৃত্যা ধীরঃ'—(কঠোপনিষদ্ ২।১১)। যিনি আত্মজ্ঞানী, তিনি ধীর (ঈশ উপঃ—১০; কঠ উপঃ—২।২; ১২, ২২, ৪।১, ২; ৫।১২; মুণ্ডক উপঃ—১।১।৬, ২।২।৭; ৩।২।৫ দ্রষ্টব্য)।

তুল্য নিন্দা-আত্মস্তুতি—আত্মাতে মনুষ্যাদি অভিমান কৃত, গুণাগুণ নিমিত্ত স্তুতি নিন্দাতে যিনি তুল্যচিত্ত (রামানুজ)। যিনি নিজের দোষ কীর্ত্তন বা গুণ কীর্ত্তন শুনিয়া সমভাবে অবিচলিত থাকেন (মধু)। নিন্দা বা স্তুতির প্রয়োজক দোষগুণ আত্মগত নহে জানিয়া যিনি তাহাদের প্রতি উপেক্ষা করেন (বলদেব)। (গীতা ১২।১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

—:০:—

তুল্য যার মান অপমান, তুল্য আর
মিত্র শত্রুপক্ষ, সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী
হয় যেই, তাহাকেই কহে গুণাতীত ॥ ২৫

২৫। মান অপমান তুল্য—মান অপমান উভয়ই সমান, উভয়ে নির্ব্বিকার (শঙ্কর)। সম্বন্ধরহিত (রামানুজ)। মান=সৎকার, আদর, পরপর্য্যায়; আর অপমান=তিরস্কার, অনাদর, অপরপর্য্যায়। তাহাতে হর্ষবিষাদশূন্য (মধু)। মান ও অপমান—ভগবৎকৃত মনে করিয়া তদুভয়কে তুল্য জ্ঞান করেন (বল্লভ)। মান ও অপমান—কায়মনো-ব্যাপার-সাধ্য আর নিন্দাস্তুতি—বাক্য-ব্যাপার-সাধ্য (মধু, বলদেব)। স্তুতি-নিন্দা-প্রযুক্ত মান ও অপমান তাহা হইতে মিত্র ও শত্রুভাব আত্মাকে স্পর্শ করে না বলিয়া সমচিত্ততা (কেশব)। (গীতা ১২।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

মিত্র ও শত্রুপক্ষ তুল্য—যদিও ইঁহারা উদাসীন, তথাপি অপরের অভিপ্রায় অনুসারে ইঁহারা অরি ও মিত্র পক্ষের ন্যায় হন। সেই মিত্র ও অরি পক্ষকে, যিনি তুল্যজ্ঞান করেন (শঙ্কর)। অর্থাৎ যে সকল লোক সেই ত্রিগুণাতীত পুরুষের প্রতি শত্রুতা করে,তাহারা তাঁহার শত্রুর ন্যায় হয়, আর যাহারা মিত্রতা করে, মিত্রের ন্যায় আচরণ করে তাহারা মিত্রের ন্যায় হয়; কিন্তু তিনি উভয়পক্ষের প্রতি সমদর্শী হন; তাহার প্রতি রাগ বা দ্বেষ করেন না; তিনি তাহাদের দ্বারা অনুগ্রহ বা নিগ্রহ শূন্য (মধু)। মিত্র বা অরিপক্ষের প্রতি স্বসম্বন্ধের অভাবে তুল্যচিত্ত (রামানুজ)। যাহারা ভগবৎপক্ষ, তাহাদের মিত্র পক্ষভাবে তুল্য। আর যাহারা আসুরপ্রকৃতি, তাহারা অরিপক্ষ হইলেও তাহারাও ভগবৎপক্ষীয়, ইহা বিচারপূর্ব্বক, তাহাদের প্রতি তুল্য বা সমজ্ঞান (বল্লভ)। (গীতা ১২।১৮ দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী—যাহা আরম্ভ করা যায়, তাহাই আরম্ভ। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ফললাভের জন্য যে সকল কর্ম্মের আরম্ভ হয়, সেই সকল কর্ম্মই এস্থলে সর্ব্বারম্ভ পদের অর্থ। সেই সকল কর্ম্মই পরিত্যাগ করা যাঁহার স্বভাব - যিনি কেবল দেহ ধারণ মাত্র প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে

কর্ম্মের প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন,— তিনিই সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী (শঙ্কর)। যিনি দেহেন্দ্রিয় প্রযুক্ত সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী (রামানুজ)। যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট অর্থের প্রতি আরম্ভ বা উদ্যম পরিত্যাগশীল (স্বামী)। দেহযাত্রামাত্র ব্যতিরেকে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগী (মধু, বলদেব)। সর্ব্ব পদার্থের আরম্ভ বা দৃষ্ট প্রত্যয়কে যিনি পরিত্যাগশীল (বল্লভ)। সমুদায়ই পরকালের ফলপ্রদ ক্রিয়াকলাপ ত্যাগশীল (কেশব)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ" (১৪।১২) এবং সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ যে ভক্তের লক্ষণ, তাহাও পূর্ব্বে ১২।১৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য ও মধুসূদন যে সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী অর্থে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ মাত্র যে কর্ম্মের প্রয়োজন, সেই কর্ম্মব্যতীত অন্য সমুদায় কর্ম্ম-পরিত্যাগী বুঝিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। 'কর্ম্ম' ও কর্ম্মারম্ভ (কর্ম্মণাম্ আরম্ভঃ) এক নহে। কর্ম্মারম্ভ পরিত্যাগ করিতে হইলে কর্ম্মত্যাগ করিতে হয় না। আর তাহাই যদি অর্থ হয়, তবে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ হইতে দেহযাত্রা নির্ব্বাহার্থ কর্ম্ম বাদ দেওয়া চলে না। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, রজোগুণ হইতে কর্ম্মের আরম্ভ হয়। সেই আরম্ভের মূলে থাকে, 'কাম ও সংকল্প'। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ" ॥ (৪।১৯)।

অতএব এস্থলেও 'সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী' অর্থে রজোগুণজ কামসংকল্পমূলক সমুদায় কর্ম্মের যে 'আরম্ভ' বা প্রবৃত্তি কারণ, তৎপরিত্যাগী। সুতরাং তিনি সমুদায় কাম্য কর্ম্ম, যাহা সংকল্পপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরিত্যাগ করেন। (পূর্ব্বে ১২।১৬ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে (৩।৪)। কর্ম্মের আরম্ভ ত্যাগ ও কর্ম্ম সন্ন্যাস যে পৃথক্, তাহা উক্ত শ্লোক হইতেও বুঝা যায়।

সেই হয় গুণাতীত—যিনি, উক্ত প্রকার লক্ষণযুক্ত তিনিই গুণাতীত (শঙ্কর)। যিনি উক্তরূপ আচারযুক্ত, তিনি গুণাতীত (স্বামী, বলদেব)। পূর্ব্বে ২২শ শ্লোকে গুণাতীতের নিজ অনুভূত যে লক্ষণ, তাহা উক্ত হইয়াছে। তাহার পর ২৩শ শ্লোক হইতে এই শ্লোক পর্য্যন্ত যাহা গুণাতীতের আচার তাহা উক্ত হইয়াছে।

শঙ্কর ও মধুসূদন বলেন, বিদ্যার উদয়ের পূর্ব্বে এই আচার যত্নসাধ্য; যিনি বিদ্বান বা জ্ঞানাধিকারী সন্ন্যাসী, তাঁহার জ্ঞানসাধন জন্য ইহা অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যাঁহার জ্ঞান বা বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—যিনি জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে এই লক্ষণ ও আচার অযত্নসিদ্ধ; ইহা সন্ন্যাসীর স্বসংবেদ্য লক্ষণ।

এস্থলে পূর্ব্বোক্ত স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ, জ্ঞানীর লক্ষণ ও ভক্তের লক্ষণ মিলাইয়া দেখা আবশ্যক। স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ৫৫-৫৮, ৬১, ৬৪-৬৫, ৬৮-৭১ শ্লোক সমূহে বিবৃত হইয়াছে। জ্ঞানী সন্ন্যাসীর লক্ষণ পঞ্চম অধ্যায়ে ৩, ৭—৯, ১৮, ২০, ২৩, ২৬, এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে—৭, ৮, ৯, শ্লোকে প্রধানতঃ উক্ত হইয়াছে এবং ভক্তের লক্ষণ দ্বাদশ অধ্যায়ে, ১৩—২০ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞের প্রধান লক্ষণ, সর্ব্ববিধমনোগত কামনা ত্যাগ। এই কামত্যাগ হইলেই স্থিত-প্রজ্ঞের যে অন্য লক্ষণ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রকাশ হয়। যিনি সুখদুঃখ সমজ্ঞান করেন, শুভাশুভ সম জ্ঞান করেন, রাগদ্বেষশূন্য হন, কাম-ভয়-ক্রোধ-শূন্য হন, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিতে পারেন, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বরে যুক্ত ঈশ্বরপরায়ণ, ও আত্মরত হইতে পারেন। তিনি আর মনে ও বিষয়ধ্যান করেন না। তিনি রাগ দ্বেষ মুক্ত হইয়া, আত্মাকে বশীভূত করিয়া বিষয়ে বিচরণ করিয়াও সদা প্রসন্ন থাকেন, তাঁহার সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হয় এবং তিনি শান্তিলাভ করেন। তিনি সর্ব্বকাম ত্যাগপূর্ব্বক নিস্পৃহ, নির্ম্মল, নিরহঙ্কার

হইয়া এই শান্তিলাভ করেন, তাঁহার ব্রহ্মে স্থিতি হয়—অন্তকালে ব্রহ্ম নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়।

সেইরূপ যিনি জ্ঞানী, তিনি কর্ম্ম করিলেও তাঁহার সমুদায় সমারম্ভ কামসংকল্পবর্জ্জিত হয়, তাঁহার সমুদায় কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয় (৪।১৯)। তিনি কর্ম্মফলাসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় থাকেন, এবং কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম করেন না (৪।২০)। তিনি যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, সর্ব্ব দ্বন্দ্বের অতীত, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাব—তিনি যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিয়াও সঙ্গবর্জ্জিত মুক্ত (৪।২৩)। তিনি কিছুতেই দ্বেষ করেন না, কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি নিত্যসন্ন্যাসী (৫।৩)। যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম না করিলে সন্ন্যাস সহজে সিদ্ধ হয় না বলিয়া, তিনি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, অথচ কর্ম্ম করিয়াও লিপ্ত হন না (৫।৭), কর্ম্ম করিয়াও কিছুই যে করেন না, ইহা জানেন (৫।৮)। তিনি ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণ করায় কর্ম্মে লিপ্ত হন না (৫।১০)। তিনি সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগ করিয়া নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেন (৫।১২)। মন দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যাস করেন।

এই জ্ঞানী,—সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা হন, সর্ব্বত্র সমদর্শন করেন, ব্রহ্মে স্থিত হন (৫।১৮, ১৯)। তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন, প্রিয় প্রাপ্তিতে তিনি হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় প্রাপ্তিতে উদ্বিগ্ন হন না (৫।২০)। তিনি বাহ্যস্পর্শে অনাসক্ত, কেবল আত্মাতে যে সুখ, তাহাই তিনি ভোগ করেন; তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন (৫।২১)। তিনি কাম-ক্রোধোদ্ভববেগ সহ্য করেন (৫।২৩), এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হন (৫।২৬)। তিনি অন্তরে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া তাহাতে সুখ, আরাম ভোগ করেন, এবং ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন (৫।২৪)। তাঁহারা সর্ব্বভূতহিতে রত হন (৫।২৫)।

সেইরূপ যাঁহারা যোগযুক্ত—যোগারূঢ়, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বা কর্ম্মে আসক্ত হন না,—সর্ব্বসংকল্প ত্যাগ করেন। তাঁহারা জিতাত্মা

প্রসন্নচিত্ত এবং পরমাত্মায় সমাহিত; তাঁহারা সুখ দুঃখ শীতোষ্ণ সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়জয়ী জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্ত কূটস্থ। তাঁহাদের নিকট কাঞ্চনশিলা সমান, সুহৃদ্, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, বন্ধু, সাধু ও পাপী সকলকে তাঁহারা সমজ্ঞান করেন। (৬।৪—৯)।

এইরূপে স্থিতপ্রজ্ঞের, জ্ঞানীর, সন্ন্যাসীর ও যোগীর লক্ষণাদি উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ ভক্তসম্বন্ধেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি তাঁহার প্রিয় ভক্ত—তিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মৈত্র ও করুণাভাবযুক্ত, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, ক্ষমাশীল, দুঃখসুখে সমবোধ, সদা সন্তুষ্ট, যোগী ঈশ্বরে সমর্পিত মন-বুদ্ধি। তিনি হর্ষ অমর্ষ ভয় ও উদ্বেগ মুক্ত; তাঁহার দ্বারা কেহ উদ্বেগ পায় না, তিনিও কাহারও দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না; তিনি কাহারও অপেক্ষা রাখেন না; তিনি শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাহীন, সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী। তিনি হর্ষ দ্বেষ, শোক আকাঙ্ক্ষা এবং শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছেন। শত্রু মিত্রে, মান অপমানে, শীত গ্রীষ্মে, সুখ দুঃখে নিন্দাস্তুতিতে তিনি সমজ্ঞানী; তিনি সঙ্গবর্জ্জিত, মৌনী, গৃহে আসক্তিহীন, স্থিরমতি। তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক, ভক্তির সহিত, ঈশ্বরে পরায়ণ হইয়া গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিরত।

অতএব এস্থলে যে ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ ও আচার উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত, উক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের, জ্ঞানীর, যোগীর, সন্ন্যাসীর, ভক্তের লক্ষণ ও আচার তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, ইঁহারা সকলেই ত্রিগুণাতীত। ইঁহাদের কেহই প্রকৃতিজ ত্রিগুণের বশীভূত নহেন, কাম ক্রোধাদি সমুদায় জয় করিয়াছেন—এবং গুণাতীত হইয়া—প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আত্মাতে, ব্রহ্মে বা ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভগবান্ পূর্ব্বে (২।৪৫) অর্জ্জুনকে এইরূপ ত্রিগুণাতীত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥"

অতএব গীতোক্ত কর্ম্মযোগ সাধনার, জ্ঞানযোগ (বিশেষতঃ সাংখ্য জ্ঞানযোগ) সাধনার ধ্যানযোগ সাধনার এবং ভক্তিযোগ সাধনার পরিণামে যে এইরূপ ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, তাহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। তথাপি ভগবান্, ইহাদের মধ্যে ভক্তিযোগেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। ভক্তই সহজে ত্রিগুণাতীত হইতে পারে, ইহা পরের শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ২৬

আর যেইজন করে অব্যভিচারিণী
ভক্তিযোগে সেবা মম, সেই এই সব
গুণের অতীত হ'য়ে, হয় ব্রহ্মভূত॥ ২৬

২৬। করে অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে সেবা মম—পূর্ব্বে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন কি উপায়ে এই তিন গুণকে অতিক্রম করা যায়? এক্ষণে ভগবান্ এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন (শঙ্কর, স্বামী, মধু বলদেব, কেশব)।

আমি ঈশ্বর নারায়ণ সর্ব্বভূত-হৃদয়ে আশ্রিত, আমাকে যে যতি (সন্ন্যাসী) বা কর্ম্মী, যাহার ব্যভিচার বা অন্যথাভাব নাই এরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি বা ভজনরূপ যে যোগ, তাহা দ্বারা সেবা করেন (শঙ্কর)। আমাকে বা আমার জন্য যিনি অনন্য ভক্তিযোগে সেবা করেন (বল্লভ)। সত্যসংকল্প পরম কারুণিক আশ্রিত বাৎসল্য-জলধি ভগবান্ আমাকে একান্ত ও অবিশিষ্ট ভক্তিযোগে যিনি সেবা করেন (রামানুজ, কেশব)। পরমেশ্বরকে যিনি একান্ত ভক্তিযোগে সেবা করেন (স্বামী)। পরমেশ্বর নারায়ণ

সর্ব্বভূতান্তর্যামী, মায়া দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞতা প্রাপ্ত পরমানন্দঘন ভগবান্ বাসুদেবে দ্বাদশোধ্যায়োক্ত প্রেম লক্ষণ ভক্তিযোগে যিনি সেবা করেন বা চিন্তা করেন, তিনি আমার ভক্ত (মধু)। মায়াগুণ দ্বারা অস্পৃষ্ট মায়ার নিয়ন্তা নারায়ণাদি বহুরূপে আবির্ভূত চিদানন্দঘন সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণরত্নালয় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে যিনি ভক্তিযোগে সেবা করেন—আশ্রয় করেন (বলদেব)।

সেই গুণের অতীত হয়ে হয় ব্রহ্মভূত—সেই ভক্ত উক্ত তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হইবার বা মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য হন (শঙ্কর)। তিনি ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হন, যথাবস্থিত অমৃত অব্যয় আত্মাকে প্রাপ্ত হন (রামানুজ)। যিনি মোক্ষলাভে সমর্থ হন (স্বামী, মধু)। যিনি ব্রহ্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হন (বল্লভ)। দেহ ইন্দ্রিয় ও বিষয় আকারে পরিণত গুণ সকলকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ তাহাতে নিস্পৃহ হইয়া তিনি ব্রহ্মভাব লাভ করিবার সমর্থ হন (হনু)।

জীবই ব্রহ্ম। যিনি গুণাতীত হইয়া অষ্টগুণবিশিষ্ট যে নিজ ধর্ম্ম, তাহা লাভের যোগ্য হন অর্থাৎ সেই ধর্ম্ম লাভ করেন। জীব স্বরূপ লাভ করে। (বলদেব, কেশব)। বলদেব আরও বলেন যে, যাঁহারা ব্রহ্মভূত অর্থে ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্তি বলেন, তাহা সঙ্গত নহে। কেন না মোক্ষেও জীবে ও ভগবানে স্বরূপগত ভেদ থাকে। শ্রুতিতে যে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির কথা আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম সদৃশ হওয়া মাত্র, নিরঞ্জন পরম সাম্য লাভ করা মাত্র। যে অষ্টগুণের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই গুণ অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রভৃতি অষ্টগুণ। যাহা হউক বলদেবের রামানুজ ও কেশবের অর্থ সঙ্গত নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

ব্রহ্মভূত হয়—ইহার অর্থ পরের শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইবে। এস্থলে ভগবান্ ভক্তিযোগ দ্বারা এই ত্রিগুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হওয়া যায় বলিয়াছেন। ইহাই কি একমাত্র উপায়? রামানুজ বলিয়াছেন যে, ইহা প্রধান উপায় মাত্র; কেশব বলেন, এজন্য ইহাই

ত্রিগুণাতীত হইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু আর কেহ এ কথা বলেন নাই। মূলে যে 'চ' শব্দ আছে, স্বামী ও কেশব বলেন, তাহা অবধারণার্থক। মধুসূদন বলেন, ইহার অর্থ 'তু'—কিন্তু। যাহা হউক, এই ভক্তিযোগ কেবল ত্রিগুণের অতীত হইবার প্রধান উপায়ই বলিতে হইবে। নতুবা পূর্ব্বে ভগবান্ যে ত্রিগুণাতীত স্থিতপ্রজ্ঞের কথা, জ্ঞানীর কথা ও যোগীর কথা বলিয়াছেন, তাহা নিরর্থক হয়। যাঁহারা ঈশ্বরযোগী নহেন, কেবল আত্মযোগী, তাঁহারা যে ত্রিগুণাতীত হইতে পারিবেন না, গীতায় এমন কোন কথা নাই।

রামানুজ বলেন যে, পূর্ব্বে গুণ ব্যতীত আর কেহ কর্ত্তা নাই, পুরুষ অকর্ত্তা ইত্যাদি শ্লোকে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক অনুসন্ধানের কথা আছে। সেই অনুসন্ধান মাত্রেই—অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ বিবেক জ্ঞান হইলেও এই ত্রিগুণকে অতিক্রম করা যায় না; কেন না তাহারা অনাদিকাল প্রবৃত্ত বিপরীত বাসনা বাধ্য। এই জন্য ভক্তিযোগই গুণকে অতিক্রম করিবার প্রধান উপায়।

ভগবান্ পূর্ব্বে (সপ্তম অধ্যায়ের ১২শ হইতে ১৪শ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে॥"

অতএব এই যে ত্রিগুণময়ী ভাবের দ্বারা সর্ব্ব জগৎ মোহিত, ইহা ভগবানেরই গুণময়ী মায়া। এই ত্রিগুণ বা মায়া হইতে মুক্ত হইতে হইলে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই প্রধান উপায়। ভগবান্ নানাস্থানে

এই ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইয়াছেন। যোগীর মধ্যেও আত্মযোগী অপেক্ষা ঈশ্বরযোগী যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন।

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (৬।৪৭)।

ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধেও বলিয়াছেন—

'যুক্ত আসীত মৎপরঃ।' (২।৬১)

ভগবান্ উপাসনা সম্বন্ধেও বলিয়াছেন যে, অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা অপেক্ষা ঈশ্বরোপাসনা অল্প ক্লেশসাধ্য ও অল্প ক্লেশকর। এইরূপে গীতায় সর্ব্বত্র একান্ত বা অনন্য ভক্তিযোগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

—:০:—

আমিই প্রতিষ্ঠা হই অব্যয় অমৃত
সে ব্রহ্মের, হই আমিই প্রতিষ্ঠা আর
শাশ্বত ধর্ম্মের আর একান্ত সুখের॥ ২৭

২৭। আমিই প্রতিষ্ঠা…ব্রহ্মের—পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে ভক্ত ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হন। কেন এরূপ হয়, ইহারই উত্তরে এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, স্বামী, রামানুজ)। বলদেব বলেন, বিবেক খ্যাতি (প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান প্রকাশ) ও ভগবানে একান্ত ভক্তি দ্বারা যিনি গুণাতীত হইয়াও স্বরূপ লাভ করিয়া ব্রহ্ম হন, সেই মুক্ত পুরুষ কিরূপে কাহাতে থাকেন, তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

শঙ্কর বলেন,—"ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা আমি। ব্রহ্ম যাহাতে

প্রতিষ্ঠিত হন সেই প্রত্যগাত্মা আমি। সেই ব্রহ্ম অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী, অব্যয় অর্থাৎ অধিকারী। এই পরমাত্মার প্রত্যগাত্মাই প্রতিষ্ঠা—কেন না সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা পরমাত্ম-স্বরূপ নিশ্চয় করা যায়। 'ব্রহ্মভূতায় কল্পতে' এই বাক্য দ্বারা ইহাই উক্ত হইয়াছে। যে ঈশ্বর শক্তি দ্বারা, ভক্তকে অনুগ্রহ জন্য, ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হন বা প্রবর্ত্তিত হন, সেই শক্তিই ব্রহ্ম। সেই শক্তি আমি পরমেশ্বর। কেন না শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। অথবা ইহার অর্থ এই যে,—এ স্থলে ব্রহ্ম অর্থে সবিকল্প ব্রহ্ম। আমি নির্ব্বিকল্প ব্রহ্ম সেই সবিকল্প ব্রহ্মেরই আশ্রয়—আর অন্য আশ্রয় নাই। সেই ব্রহ্ম সবি-কল্প; কেন না, তাহা বিশিষ্ট অর্থাৎ অমৃত ও অব্যয় এই বিশেষণ যুক্ত।"

গিরি বলেন,—'ব্রহ্ম মুখ্যার্থে পরমাত্মা, সেই ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত। এই ব্রহ্ম নিত্য ও অপচয় রহিত এই বিশেষণযুক্ত।

স্বামী বলেন,—"আমি ব্রহ্মের প্রতিমা বা ঘনীভূত ব্রহ্ম আমিই—সূর্য্যমণ্ডল যেমন ঘনীভূত প্রকাশ—সেই রূপ।"

মধুসূদন বলেন,—"এস্থলে 'ব্রহ্ম' অর্থে সোপাধিক ব্রহ্ম 'তৎ' পদবাচ্য। তিনি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হেতু। আর 'আমি' অর্থে পারমার্থিক নির্ব্বিকল্প সচ্চিদানন্দ ঘন 'তৎ' পদলক্ষ্য বাসুদেব। যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা প্রতিষ্ঠা। সোপাধিক ব্রহ্ম—যাহার বিশেষণ অমৃত ও অব্যয়, সেই নিরুপাধিক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত—সেই অকল্পিত রূপের কল্পিত রূপ। সেই ব্রহ্মের নির্ব্বিকারস্বরূপ আমিই পরম স্বরূপ। স্মৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি এইরূপ আছে।

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ॥

অন্যত্র আছে—

সর্ব্বেষামেব বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্‌বস্তুরূপ্যতা॥

সর্ব্বকার্য্যবস্তুর পরমার্থতঃ ভাবার্থ স্বত্তারূপ। তাহা কার্য্যকারণরূপে জায়মান সোপাধিক ব্রহ্মেই স্থিত। কারণ সত্ব ব্যতিরিক্ত কার্য্যের সত্তা নাই। সেই সোপাধিক কারণ ব্রহ্মের যাহা ভাবার্থ বা সত্তারূপ অর্থ, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। সেই নিরুপাধিক ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে সোপাধিক ব্রহ্ম কল্পিত। এজন্য নিরুপাধিক ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সোপাধিক ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। যাহাতে যাহা কল্পিত, তাহাতেই তাহার প্রতিষ্ঠা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বকল্পনার অধিষ্ঠান। অতএব একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পারমার্থিক সত্য। তাঁহা ব্যতীত অন্য পারমার্থিক সত্য আর কিছু নাই। এই জন্য এস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। তাহা না হইলে তাঁহার ভক্ত কিরূপে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। অতএব পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা বা পর্য্যাপ্তি আমিই—আমাভিন্ন আর কেহ নহে। 'ঐ স্থলে ইহার অর্থ অমি।'

বলদেব বলেন—"বিজ্ঞানানন্দ মূর্ত্তি অনন্তগুণ নিরবদ্য সুহৃত্তম সর্বেশ্বর, ব্রহ্মস্বরূপ জীবের প্রতিষ্ঠা,—সত্তাদি গুণের আবরণ মুক্ত অষ্টগুণযুক্ত মৃত্যু-হীন প্রকরণ ভাবে স্বরূপে স্থিত মুক্ত আমার অতিপ্রিয় জীবের প্রতিষ্ঠা। যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই প্রতিষ্ঠা—পরমাশ্রয় অতি প্রিয়। আমা হইতে তাহার বিশ্লেষের লেশ থাকে না, সে আর পুনরাবর্ত্তন করে না। আমিই মুক্তগণের পরম গতি। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" (গীতা ৫।৬)।

বল্লভ সম্প্রদায়ানুযায়ী অর্থ এই যে,—ব্রহ্মশব্দ অক্ষর-বাচক। আমি ঈশ্বর সেই অক্ষরাত্মক ব্রহ্মের প্রতিস্থিতিরূপ। আর আমি অমৃতের বা মোক্ষের প্রতিষ্ঠা এবং অব্যয় বা নিত্যাত্মক বৈকুণ্ঠের ও প্রতিষ্ঠা।"

হনুমান বলেন, "আমি ঈশ্বর—ব্রহ্মের অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা। যাহা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, বা ক্ষেত্রজ্ঞাভিমুখে গমন হয়, তাহাই প্রতিষ্ঠা।"

কেশব বলেন,—পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের পরম ভক্ত

ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন; তাহার কারণ এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মত্ব অর্থে অনাহত পাপ স্বরূপত্ব ও সর্ব্বধর্ম্মত্ব, প্রতিষ্ঠা অর্থে অব্যভিচারা আশ্রয়। ভগবান্ এই ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা, তিনিই অব্যয় অমৃত বা মোক্ষের প্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠা···সুখের—শঙ্কর বলেন,—শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখ—ইহা ব্রহ্মেরই বিশেষণ। রামানুজ বলদেব প্রভৃতি অর্থ করেন যে পরমেশ্বর যেরূপ অব্যয় অমৃত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা সেইরূপ শাশ্বত ধর্ম্মের এবং একান্ত সুখেরও প্রতিষ্ঠা। এই অর্থ অনুসারে অনুবাদ করা হইয়াছে।

শাশ্বত ধর্ম্ম—অর্থাৎ নিত্য ধর্ম্ম। জ্ঞানযোগধর্ম্মপ্রাপ্য এই ব্রহ্ম। আর একান্ত সুখ অর্থে অব্যভিচারী আনন্দ—জ্ঞান নিষ্ঠালক্ষণ সুখ বা তজ্জনিত আনন্দ (শঙ্কর)। এই সুখ—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ হইতে উত্থিত সুখ নহে; এজন্য ইহাকে ঐকান্তিক সুখ বলা হইয়াছে (গিরি)। শাশ্বত ধর্ম্মের অর্থাৎ অতিশয়িত নিত্য ঐশ্বর্য্যের। অত্যন্ত সুখের অর্থাৎ 'বাসুদেব সর্ব্ব' ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানীর প্রাপ্য সুখের। ইহারা প্রাপ্যরূপ হইলেও প্রাপ্য লক্ষক, অর্থাৎ যে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই আমার লক্ষণ (রামানুজ)। সেই ব্রহ্মভূত হইবার সাধনভূত শাশ্বত ধর্ম্ম—যাহা শুদ্ধ সত্বাত্মক আর ঐকান্তিক সুখ—বা অযাচিত সুখ—তাহার প্রতিষ্ঠা আমি পরমানন্দস্বরূপ (স্বামী)। শাশ্বতধর্ম্ম অর্থাৎ মোক্ষসাধন ধর্ম্ম, আর ঐকান্তিক সুখ অর্থাৎ অব্যভিচারী ব্রহ্মানন্দ,—ইহাদের প্রতিষ্ঠা আমি ঈশ্বর (বল্লভ)। নিত্যমোক্ষফল জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণ ধর্ম্মের আমিই পর্য্যাপ্তি—অর্থাৎ আমাতে তাহা পর্য্যবসিত হয়। সেইরূপ ঐকান্তিক সুখ পরমানন্দ স্বরূপ আমাতে পর্য্যবসিত হয় (মধু)। মুক্ত পুরুষ কেন ভগবানকে আশ্রয় করেন—এবং সেই আশ্রয়ে কি ফল লাভ হয়, তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন যে, সে ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। নিত্য ষড়ৈশ্বর্য্য রূপ ধর্ম্মের এবং

একান্ত অসাধারণ সুখের অর্থাৎ বিচিত্র লীলারসের আমিই প্রতিষ্ঠা। তীব্রানন্দরূপ আমার বিভূতি ও আমার লীলা অনুভব জন্য সেই মুক্তপুরুষগণ আমাকেই আশ্রয় করেন (বলদেব)। শাশ্বত ধর্ম্মের অর্থাৎ মোক্ষ সাধন শম দমাদি ধর্ম্মের এবং ঐকান্তিক সুখের অর্থাৎ পরমানন্দের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় ভগবান্ (কেশব)।

শ্রুতিতে আছে—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধা নন্দী ভবতি।"

(তৈত্তিরীয়, ২।৭।২)

আর আমি ঈশ্বর নিত্যরূপ অর্থাৎ শাস্ত্রীয় ভক্তি প্রভৃতি রূপ ধর্ম্মের এবং রক্ষাত্মক ভাবাদিরূপ সুখের আমি মূল। এই ধর্ম্ম ও সুখ হইতে উৎপন্ন ভাব আমারই স্বরূপ। (বল্লভ)।

ব্যাখ্যাকারগণ এই শ্লোকের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এসকল অর্থ তত সঙ্গত বোধ হয় না। সুতরাং এই শ্লোকের সঙ্গত অর্থ কি, তাহা দেখিতে হইবে।

এই শ্লোকোক্ত—"ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আমি"এই কথার অর্থ বুঝিতে হইলে গীতায় "ব্রহ্ম" এবং "আমি" কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, প্রথমে তাহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম—এস্থলে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইলে, গীতোক্ত 'ব্রহ্ম'-তত্ত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে। গীতায় ব্রহ্মের এক অর্থ 'বেদ' বা 'বাক্'—ইহা শব্দব্রহ্ম (৩।১৫ ও ৪।৩২)। 'ব্রহ্ম' শব্দের মূল অর্থ কি, এবং শ্রুতিতেও যে কোন কোন স্থানে ব্রহ্ম অর্থে বেদ, তাহা পূর্ব্বে ৩।১৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে 'তৎ' বা নিরুপাধিক ব্রহ্ম—বেদরূপ ব্রহ্মেরযোনি (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৫।৬)। ব্রহ্মের এ অর্থ এস্থলে গ্রাহ্য হইতে পারে না। গীতায় 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ 'ব্রহ্মা' বা হিরণ্যগর্ভ (৮।১৭,১১।১৫, ১১।৩৭)। শ্রুতিতেও ব্রহ্মের এ অর্থ পাওয়া যায়। তাহার এক দৃষ্টান্ত যথা—"কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" (মুণ্ডক, ৩।১।৩)। অর্থাৎ পরব্রহ্ম অপরব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের উদ্ভব-কারণ।

ব্রহ্মের এ অর্থও এস্থলে গ্রাহ্য নহে। গীতায় ব্রহ্মের তৃতীয় অর্থ—প্রকৃতি, যাহা ভগবানের মহদ্‌যোনি, (১৪।৩।৪)। তাহাকে মহদ্ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের এই অর্থও গৌণ। অধিকাংশ বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ ব্রহ্ম অর্থে মুক্ত জীব বুঝিয়াছেন; সে অর্থও এস্থলে গ্রাহ্য নহে। গীতায় যাহা ব্রহ্মের মুখ্য অর্থ,তাহা ভগবান্ অর্জ্জুনের,"কিংতদ্ ব্রহ্ম" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন।—"অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্।" (৮।৩)। তিনি সনাতন (৪।৩১)। তিনি নির্দ্দোষ সম (৫।১৯)। তিনি অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম (১৩।১২)। "ওঁতৎসৎ" ইহাই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ (১৭।২৩)। এই ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয় (১৩।১২)। এই ব্রহ্মের স্বরূপ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ১২শ হইতে ১৭শ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ আপনাকে জ্ঞেয় বলেন নাই—নির্ম্মল জ্ঞানে ব্রহ্মই জ্ঞেয়। এই অক্ষর সনাতন, অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত ব্রহ্মই পরম গতি, ইহাই ভগবানের পরম ধাম (৮।২১)।

অতএব এস্থলে এই ব্রহ্ম অর্থে 'পরম' ব্রহ্ম। এই ব্রহ্ম—হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা নহেন; বেদ বা শব্দব্রহ্ম নহেন; প্রকৃতিরূপ ভগবানের মহদ্‌যোনি নহেন; তিনি জীবও নহেন। গীতায় কোথাও জীব অর্থে ব্রহ্ম ব্যবহৃত হয় নাই এবং গীতায় যে ব্রহ্মের লক্ষণ (১৩।১২—১৭ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—জীবের, এমন কি মুক্ত জীবাত্মারও সে লক্ষণ হইতে পারে না। জীবত্ব না ঘুচিলে—ব্যষ্টিত্ব বা ব্যক্তিত্ব ও পরিচ্ছিন্নত্ব দূর না হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মত্ব লাভ হয় না।

শ্রুতিতে বিশেষতঃ উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, গীতায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসম্বন্ধে গীতার উপদেশ স্বতন্ত্র নহে। গীতায় এ সম্বন্ধে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা—

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ (১৩।৪)॥

এই ব্রহ্মসূত্র পদ উপনিষদ্ অথবা উপনিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ঋষি প্রচারিত ব্রহ্ম সূত্র, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব গীতায় সংক্ষেপে যে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিস্তারিতভাবে বুঝিতে হইলে,উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে (১৩।১২—১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায়) তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই ব্রহ্মতত্ত্ব বেদের মধ্যে গুহ্য—বা দুর্ব্বোধ্য বিদ্যা এবং উপনিষদেও ইহা গূঢ়ভাবে নিহিত—

"তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ম্।" (শ্বেতাশ্বতরঃ ৫।৬)।

অন্যত্র আছে এই ব্রহ্মবিদ্যা—

"বেদান্তে পরমং গুহ্যম্" (শ্বেতাশ্বতর, ৬।২২)।

ভগবান্ বলিয়াছেন, এই ব্রহ্ম—'অক্ষর পরম'। শ্রুতিতে আছে, যে বিদ্যার দ্বারা এই অক্ষর অধিগম্য হয়, তাহাই পরা বিদ্যা।—

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" (মুণ্ডক, ১।১।৫)।

যাহা হউক, এই শ্লোক বুঝিবার জন্য এস্থলে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে পুনরায় উল্লেখ করা আবশ্যক। শ্রুতির মূল উপদেশ ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন তত্ত্ব নাই। অতএব যাহা কিছু অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কালে যে কোন স্থানে ছিল, আছে বা হইবে—এ সমুদায়ই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সুতরাং এই জড় জীবময় জগৎ ব্রহ্ম। এজন্য বেদের মহাবাক্য—"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোঽহম্" ইত্যাদি। ব্রহ্ম এই সমুদায় আর ব্রহ্মই এই জগতের কারণ। তিনি স্বীয় মায়াখ্য পরাশক্তি দ্বারা জগতের উপাদান কারণ, আর পরমাত্মারূপে নিয়ন্তৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব দ্বারা জগতের নিমিত্ত কারণ। এই রূপে ব্রহ্ম জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও তিনি জগদতীত,—প্রপঞ্চাতীত। তিনি জগদতীত (transcendental) রূপে নির্গুণ, নিরুপাধিক

অবাঙ্মনস-গোচর, সৎ বা অসৎ কিছুরই বাচ্য নহেন (গীতা ১৩।১২) তিনি নিষ্কল, শান্ত, নিষ্ক্রিয় নিরবদ্য, নিরঞ্জন; তিনি নিরুপাধিক, তিনি অপরিচ্ছিন্ন, তৎপদমাত্র-বাচ্য পরম ব্রহ্ম।

ইহাই সংক্ষেপে পরম ব্রহ্মের লক্ষণ। তাঁহার যে দুইটি ভাব, তাহা স্বরূপতঃ একই। তাঁহার নির্গুণ, নিরুপাধি নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকল্প ভাব একরূপ অজ্ঞেয়। কিন্তু তাঁহার যে অন্য সগুণ ভাব, জগতের সহিত ও আমাদের সহিত সম্বন্ধ হইতে তাহা আমাদের জ্ঞেয়। এই সগুণ, সোপাধিক, সবিশেষ, সবিকল্প জগতের সহিত সংসৃষ্ট (immanent) ভাব আমাদের সাধনা বলে জ্ঞান নির্ম্মল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে জ্ঞেয় হন এবং তাহা হইতে নির্গুণ ব্রহ্মও এক অর্থে জ্ঞেয় হন। এই সগুণ ব্রহ্ম ঈশ (ঈশোপনিষদ, ১) ঈশান, (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৭), মহেশ্বর (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৭) প্রভু, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী সকলের শাস্তা (মাণ্ডুক্য ৬)। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল লোকের বশী (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৮ বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২২)। এই সগুণ ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ-রূপ। তিনিই বিধাতা, বিশ্বরূপ, বিরাটরূপ। তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞ পতি গুণেশ (শ্বেতাশ্বতর, ৬।১৬)। তিনি সচ্চিদানন্দঘন। সংক্ষেপে ইহাই সগুণ সোপাধি ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব একথা বলিতে পারা যায় যে, সগুণ ব্রহ্মই নির্গুণ ব্রহ্মভাবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মায়াখ্য পরাশক্তি যোগে পরব্রহ্মের এই সগুণ ভাব হয়। এইরূপে উপনিষদুক্ত যে ব্রহ্ম তত্ত্ব, তাহাই গীতায় সংক্ষেপে গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাই এই শ্লোকে ব্রহ্মের প্রকৃত অর্থ।

এই শ্লোকোক্ত 'আমি' কি, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে। এই আমি অবশ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি এইভাবে আপনাকে গীতায় সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যোগস্থ হইয়া, পরমেশ্বর-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়াছেন। বেদান্ত অনুসারে পরমেশ্বর

ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে। অতএব বলিতে পারা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। কিন্তু তিনি নির্গুণ ব্রহ্মভাবে, কি সগুণ ব্রহ্মভাবে, আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই গীতার উপদেশ দিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ আপনাকে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর রূপেই আপনার তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইয়াছেন। সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তিনি এই ঈশ্বরতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র স্বরূপ যে ভক্তি-যোগে জানা যায়, তাহাও ভগবান্ বলিয়াছেন (৭।১)। তাহা হইতে আমরা ঈশ্বরকে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে পারি। যিনি সগুণ ব্রহ্ম, তিনিই সমগ্রভাবে জ্ঞেয় হন। যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনি যে সমগ্র ভাবে জ্ঞেয় নহেন; তিনি যে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন না; ইহা পূর্ব্বে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভগবান্ ঈশ্বররূপে সর্ব্বভূতান্তভূতাত্মা, সর্ব্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিত, সর্ব্বনিয়ন্তা। তিনি বিশ্বরূপ; তাঁহার বিভূতি দ্বারা এ জগৎ ব্যাপ্ত। তাঁহারই প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি। এই প্রকৃতির মূল যে অব্যক্ত, তাহা হইতে তিনিই সর্ব্বভূতময় জগৎ সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়ে সমুদয়কে এই অব্যক্তে লীন রাখেন। তিনিই পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম। ইহাই সংক্ষেপে গীতোক্ত ভগবানের স্বরূপ। কিন্তু তাঁহার এই ঈশ্বররূপ যে তাঁহার পূর্ণরূপ নহে, ভগবান্ ইহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যেমন জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট, তেমনই জগদতীতও (transcendent) বটেন। এবং এই জগদতীতরূপে তিনি নির্গুণ ব্রহ্মও বটেন। এই "অতি গুহ্য" তত্ত্ব নবম অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। তিনি অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত হইলেও এবং সর্ব্বভূত তাঁহার মধ্যে স্থিত হইলেও, সর্ব্বভূত তাঁহাতে স্থিত নহে,—এবং এ জগৎও তাঁহাতে স্থিত নহে। ইহাই ভগবানের ঐশ্বরিক যোগমায়া। তিনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া একাংশে এই জগৎ ধারণ করেন, (১০।১২) তাঁহারই একাংশ জীবভূত হইয়াছে (১৫।৭)। প্রকৃতির ত্রিগুণ বা

তিন ভাব তাঁহা হইতে উৎপন্ন, অথচ তাহারা তাঁহাতে অবস্থিত নহে এবং তিনিও তাহাদের মধ্যে অবস্থিত নহেন। এইজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, অক্ষর অব্যক্ত অর্থাৎ অক্ষর পরম ব্রহ্ম তাঁহার পরম ধাম (৮।২১)। এইরূপে ভগবান্ ঈশ্বর স্বরূপেও তাঁহার নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিতা জগদতীত (transcendent) ভাব যে আছে, তাহারও আভাস দিয়াছেন। তাহা হইলেও পরমেশ্বর পরমপুরুষভাবই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ। নির্গুণ ভাবে তিনি পরমেশ্বর পরমপুরুষ নহেন, তিনি সগুণ ব্রহ্ম। দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন যে, যাহারা তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন যে অব্যক্ত অক্ষর উপাসনা অধিকতর ক্লেশকর ও দুঃখকর; ভক্তিযোগে তাঁহার উপাসনা সহজ। এজন্য তাঁহার উপাসকেরাই শ্রেষ্ঠ যোগী। অতএব গীতা অনুসারে আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা—ইহার অর্থ—সগুণ ব্রহ্ম —পরমেশ্বর আমিই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ যে ব্রহ্ম পরম অব্যক্ত অক্ষর, যিনি আমার পরম ধাম, যিনি পরম গতি, যিনি অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত সনাতন, 'ওঁ তৎ সৎ' যাঁহার নির্দ্দেশ, যিনি সৎ বা অসৎ কিছুরই বাচ্য নহেন, সেই নির্গুণ নিরুপাধিক, নির্বিকল্প ব্রহ্মের—আমি পরমেশ্বর অর্থাৎ সগুণ সবিকল্প সবিশেষ ব্রহ্মই প্রতিষ্ঠা।

প্রতিষ্ঠার অর্থ কি এক্ষণে তাহা বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে নানা স্থানে 'প্রতিষ্ঠা' ও 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দ আছে। তাহা হইতে এই প্রতিষ্ঠার অর্থ বুঝিতে পারা যায়। এস্থলে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক। প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রুতি এই—

"স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা মথর্ব্বায়…প্রাহ।" (মুণ্ডক, ১।১।১)

এক ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান লাভ হয়, এজন্য ব্রহ্মবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

"কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাম্।" (কঠ উপঃ ২।১১)।

"বেদস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা।" (বৃহদারণ্যক, ১।৩।২৭)

"হৃদয়ং বৈ সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রতিষ্ঠা।" (বৃহদারণ্যক, ৪।১।৭)।

"প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।" (ঐতরেয় ৫।৩)।

এইরূপ 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দেরও ব্যবহার আছে, যথা—

"সর্ব্বং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্" (ঐতরেয়, ৫।৩)।

"অথো বোভোভ্যাং চক্রাভ্যাং…প্রতিতিষ্ঠতি।"(ছান্দোগ্য, ৪।১৬।৫)।

"স আদিত্যঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি চক্ষুষি ইতি।"

(বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২০)।

"প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্, শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।"

(তৈত্তিরীয়, ৩।৭।১)।

"পৃথিব্যামআকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা।"

(তৈত্তিরীয়, ৩।৯।১)।

"এষ ব্যোম্নি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ (মুণ্ডক, ২।২।৭)।

শ্রুতিতে আছে—

"আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" …

অর্থাৎ আত্মা হইতেই আকাশ অথচ আত্মা আকাশে প্রতিষ্ঠিত।

গীতাতেও পূর্ব্বে "প্রতিষ্ঠিত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা—

"তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা" (২।৫৮ …)।

ব্রহ্ম … নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (৩।১৫)।

অতএব যাহার উপরে, যে আধারে বা যে অধিকরণে যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই (সেই basis ই) তাহার প্রতিষ্ঠা। সেইরূপ যাহা দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহাও তাহার প্রতিষ্ঠা। এস্থলে বলা যায় যে, যাহা দ্বারা যাহা প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহাই তাহার প্রতিষ্ঠা। যাহাতে যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই তাহার প্রতিষ্ঠা এ অর্থ এ স্থলে তত সঙ্গত নহে। সগুণ

ব্রহ্ম সমগ্র ভাবে আমাদের জানা সম্ভব; কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মকে সেরূপে জানা যায় না। নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয়ই থাকেন; তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না। নির্গুণ ব্রহ্ম ভাব এই সগুণ ব্রহ্ম ভাবের দ্বারাই কতক জ্ঞেয় হন। এই অর্থই এস্থলে সঙ্গত; নতুবা সগুণ ব্রহ্ম যে নির্গুণ ব্রহ্মের আধার বা অধিকরণ, তাহা বলা যায় না। যাহা আধার বা অধিকরণ, তাহাকে তাহার কারণও বলা যায়। সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মের কারণ হইতে পারেন না। নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেই সগুণ ভাবের বিকাশ (manifest) হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। অথবা যাহা অধিকরণ, তাহাকে ব্যাপক বলা যায় এবং যাহার অধিকরণ, তাহাকে ব্যাপ্য বলা যায়। সগুণ ব্রহ্ম ব্যাপ্য আর নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যাপক ইহা বলা যায় না। ইহাদের মধ্যে যদি ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ কল্পনা করা যায়, তবে নির্গুণ ব্রহ্মকেই দেশ কাল ও নিমিত্তরূপ সর্ব্বপরিচ্ছেদ—সর্ব্বোপাধিশূন্য বলিয়া ব্যাপক বলা যায়।

শ্রুতি হইতেও এই অর্থ পাওয়া যায়। শ্রুতিতে আছে—

"উদ্গীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম, তস্মিংস্ত্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাঽক্ষরঞ্চ।

(শ্বেতাশ্বতর, ১।৭)

আর এই অক্ষর --

অমৃতাক্ষরং হরঃ।" (ঐ ১।১০)।

এই অক্ষর 'হর'ই ঈশ (ঐ ১।৮)। অতএব পরব্রহ্মেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং এ স্থলে অর্থ এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, সগুণ ব্রহ্ম পরমেশ্বর নির্গুণ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইলেও আমাদের নির্ম্মল বুদ্ধিতে, এই সগুণ ব্রহ্মই জ্ঞানে অধিগম্য হন। এবং সেই জ্ঞান দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মও আমাদের জ্ঞেয় হন; এইরূপে সগুণব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম দুই প্রকারে আমাদের জ্ঞেয় হইতে

পারেন। (১) আত্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া তাহা দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হইতে পারে। পরব্রহ্ম পরমাত্মা স্বরূপে আমাদের অধ্যাত্মযোগাধিগম্য। যিনি জ্ঞানের দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্ত হন তিনিই ধ্যান-যোগে এই নির্ম্মল পরমাত্মাকে দর্শন করেন। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে ১৩।১২শ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। এইরূপে আন্তরপ্রত্যয় দ্বারা হৃদয়ে পরমাত্মরূপে ব্রহ্ম জ্ঞেয়। এই জন্য আমাদের হৃদয়কে 'ব্রহ্মপুর' বলে। যথা—

"অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকম্"…(ছান্দোগ্য ৮।১।১)

"দিব্যে ব্রহ্মপুরে আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।"(মুণ্ডক, ২।২।৭)।

ব্রহ্মপুরে সর্ব্বং সমাহিতং (ছান্দোগ্য ৮।১।৪)। এইজন্য আধ্যাত্মিক ভাবে এই হৃদয়কে ব্রহ্মলোক বলে।

(২) নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার দ্বিতীয় উপায়, বাহ্য জগতে সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করিয়া, সেই ঈশ্বর তত্ত্ব জ্ঞান হইতে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা, সেই ঈশ্বর জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা * গীতায় এ স্থলে এই উপায়ই উক্ত হইয়াছে। অতএব ভগবান্ কিরূপে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হন, তাহা আমরা এই ভাবে বুঝিতে পারি।

যাহা হউক, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহাকে যদি প্রতিষ্ঠা বলিতে হয়, তবে এ স্থলে অর্থ করিতে হয় যে, নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ভগবান্ সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। এই অর্থ হইলে অবশ্য বলিতে

* এই কথা বুঝিবার জন্য আমরা যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডলের দুই দিক। এক দিক সর্ব্বদা পৃথিবীর অভিমুখী, আর এক দিক নিয়ত সূর্য্যের অভিমুখী। তাহার যেদিক নিয়ত সূর্য্যাভিমুখে থাকে, তাহার তত্ত্ব আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। তাহার স্বরূপ আমরা জানিনা; তবে তাহার যে অংশ নিয়ত আমাদের অভিমুখে থাকে, তাহার তত্ত্ব জানিয়া তাহা হইতে চন্দ্রমণ্ডলের অপর দিকের তত্ত্ব আমরা কতকটা জানিতে পারি মাত্র। সেইরূপ সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় হন।

হয় যে, গীতায় ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই দুই ভাবের মধ্যে সগুণ ভাবের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ব্রহ্মের সগুণ ভাব পরমেশ্বর ভাবই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভাব। এই ভাব নিত্য পারমার্থিক সত্য। আর এই সগুণ ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভাবের উপরেই ব্রহ্মের নির্গুণ ভাব প্রতিষ্ঠিত। পরম ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ হইলেও তাঁহার সগুণ ভাবের তুলনায় তাঁহার নির্গুণ (Absolute, transcendent) ভাব আপেক্ষিক। সুতরাং সগুণ ভাবকেই পারমার্থিক সত্য বলিতে হয়। গীতা হইতে অবশ্য এই সিদ্ধান্তের কতক আভাস পাওয়া যায়। এবং তাহাই গীতার সিদ্ধান্ত বলিয়া আপাততঃ মনে হয়। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই রূপই বুঝিয়াছেন। কিন্তু শ্রুতি ও যুক্তি অনুসারে ইহা সঙ্গত হয় না। ব্রহ্মের নির্গুণ ভাবই মূল, তাহাই ভগবানের পরম ভাব। গীতায় প্রকৃতপক্ষে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

এক্ষণে ব্যাখ্যাকারগণের অর্থ আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাঁহারা যে অর্থ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। শঙ্করাচার্য্য ইহার দুইরূপ অর্থ করেন। এক অর্থ এই যে, ব্রহ্ম অর্থে পরমাত্মা, আর 'আমি' এস্থলে প্রত্যগাত্মা। প্রত্যগাত্মাতে যে 'অহং' প্রত্যয় হয়, সেই জ্ঞানের উপর পরমাত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এ অর্থ অবশ্য বেদান্ত সম্মত। ইহাই বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্মজ্ঞানের উল্লিখিত প্রথম উপায়। তাহা হইলেও এ অর্থ এ স্থলে সঙ্গত নহে। প্রত্যগাত্মার—অর্থাৎ প্রতি জীবাত্মার যে "অহং" জ্ঞান, এস্থলে 'আমি' অর্থে তাহা গ্রহণ করা যায় না। গীতায় সর্ব্বত্র 'আমি' অর্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অবশ্য সকলের প্রত্যগাত্মা বটে। কিন্তু এই জন্য যে তিনি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, ইহা বলিলে অর্থ সঙ্কীর্ণ হয়।

শঙ্করাচার্য্য যে দ্বিতীয় অর্থ করিয়াছেন, তাহা মধুসূদন প্রভৃতি তাঁহার অনুবর্ত্তী ব্যাখ্যাকারগণ এবং কোন কোন বৈষ্ণবাচার্য্যও গ্রহণ

করিয়াছেন। সে অর্থ এই যে ব্রহ্ম এ স্থলে সবিকল্প ব্রহ্ম অর্থাৎ অপর ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ আর আমি' অর্থে নির্ব্বিকল্প নির্গুণ অথবা পূর্ণব্রহ্ম পরব্রহ্ম বাসুদেব। মধুসূদন যেন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অপেক্ষাও অগ্রসর হইয়া এই অর্থ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এ অর্থ যে গীতার পারম্পর্য্য অনুসারে সঙ্গত, তাহা কখন বলা যায় না। যে অর্থ শ্রুতিসঙ্গতও নহে। শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহা আদৌ সঙ্গত হয় না। বরং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বৈতবাদ, বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত ইহার কতক সঙ্গতি আছে। তাঁহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণই পরম তত্ত্ব; তিনিই পূর্ণ পরম ব্রহ্ম; তিনি সগুণ এবং সমস্ত হেয় গুণ অতীত বলিয়া নির্গুণ। আর ব্রহ্ম জীবাত্মার নির্দ্দেশক শব্দ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের এ অর্থ তাঁহাদের মতানুযায়ী হইলেও এ স্থলে তাহা সঙ্গত হয় না, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। *

অমৃত ও অব্যয়।—ভগবান্ যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, সেই ব্রহ্মেরই বিশেষণ অমৃত ও অব্যয়,—ইহা ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন। কেহ কেহ শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখও যে সেই ব্রহ্মের বিশেষণ, তাহা বুঝাই-

---

* ব্রহ্মে (অধিকরণে) যে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত, এবং ঈশ্বর দ্বারা যে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহা আধুনিক জড়বাদী ও শক্তিবাদী পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন। পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—"Without postulating Absolute Being—existence independent of the conditions of the process of knowing—we can frame no theory whatever either of internal or of external phenomena." তিনি আরও বলিয়াছেন,—"We find the continued existence of the unknowable as the necessary correlative of the knowable." *First principles. P. 192.*—পণ্ডিত স্পেন্সরের শিষ্য ফিস্কেও (Fiske) বলিয়াছেন,—"Our conclusion is simply this, that no theory of phenomena external or internal, can be framed, without postulating an Absolute existence of which phenomena are manifestations." *Cosmic Philosophy. Vol 1. P. 88.*

য়াছেন। অমৃত যে নির্গুণ 'তৎ' (ক্লীবলিঙ্গ) শব্দবাচ্য, ব্রহ্ম নির্দ্দেশক তাহা শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়। যথা—

"স্বয়ং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ।" (শ্বেতাশ্বতর, ১।১০)।

"তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতম্।" (কঠ, ৫।৮)।

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মর্ত্ত্যং চ অমৃতং চ।" (বৃহদারণ্যক, ২।৩।১)।

"ইদম্ অমৃতমিদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বম্।" (বৃহদারণ্যক, ২।৬।১)।

"এষ ত আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৭।৩)।

"এতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ম্।" (ছান্দোগ্য, ১।৪।৪)।

"এতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্ম।" (ছান্দোগ্য, ৪।১৫।১, ৮।৩।৪ ইত্যাদি)।

সেইরূপ অব্যয়ও যে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্দ্দেশক, তাহাও শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়। যথা—

'অশব্দম্ অস্পর্শরূপমব্যয়ম্।" (কঠ, ৩।১৫)।

"সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ম্।" (মুণ্ডক, ১।১।৬)।

"পরে অব্যয়ে সর্ব্বমেকীকরোতি।" (মৈত্রায়ণী, ৬।১৮)।

"পরে অব্যয়ে সর্ব্ব একী ভবন্তি।" (মুণ্ডক, ৩।২।৭)।

অতএব এস্থলে 'অমৃত' ও 'অব্যয়' ব্রহ্মনির্দ্দেশক বিশেষ্যপদ, অথবা ইহারা ব্রহ্মের বিশেষণ। যাহা হউক, 'শাশ্বত ধর্ম্ম' ও 'ঐকান্তিক সুখ' ব্রহ্মের নির্দ্দেশক বা বিশেষণ কি না, তাহা এক্ষণে বুঝিতে হইবে।

শাশ্বত ধর্ম্ম।—শাশ্বত ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্ম। ইহা দ্বারা সমুদায় জগৎ এবং জগতের যাহা কিছু আছে, সমুদায় বিধৃত হয়। যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। মানুষকে যাহা ধারণ করে, তাহা মানুষের ধর্ম্ম—মনুষ্যত্ব। অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নির ধর্ম্ম। যে শক্তি গুণ ও ক্রিয়ার দ্বারা কোন দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বিধৃত ও রক্ষিত হয়, তাহাই সে দ্রব্যের ধর্ম্ম; প্রত্যেক দ্রব্যের স্বতন্ত্র ধর্ম্ম থাকায় তাহার বিশেষত্ব এবং অন্য দ্রব্যের সহিত সাধারণ ধর্ম্ম থাকায়, তাহার জাতিত্ব—সামান্যত্ব। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার

দ্বারা বস্তু বিশেষের জাতি বা সামান্য ও বিশেষ বা ব্যক্তিত্ব স্থির করা হয়। অতএব এই ধর্ম্ম দ্বারা জগৎ বা জগতের সমুদায় দ্রব্য বিধৃত হয়। সূর্য্য যদি উত্তাপ ও আলোক দান না করে, অগ্নি যদি শীতল হয়, এইরূপে সকলে যদি 'স্ব' ধর্ম্ম ত্যাগ করে ও অপরের ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে জগৎ থাকে না। মানুষ যদি ধর্ম্মহীন হইয়া মনুষ্যত্ব হারায়, তবে সে পশুত্বে পরিণত হয়। সমাজে যদি সকলে নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্ম পালন না করে, তবে সমাজ থাকে না। তাই ভগবান্ মনুষ্য-সমাজের ধর্ম্ম-রক্ষার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এ সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

অতএব যে ধর্ম্ম দ্বারা এইরূপে জগৎ বিধৃত হয়, তাহাই শাশ্বত ধর্ম্ম। তাহাকে 'যম' বা নিয়ম (law) বলা যায়। বেদে ইহার নাম "ঋত"। এই শাশ্বত ধর্ম্ম বা এই নিয়ম (uniformity of Nature) আছে বলিয়া অগ্নি আজ যেমন দাহিকা শক্তিযুক্ত আছে, চিরকাল সেইরূপই ছিল, এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে, ইহা আমাদের জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা। যে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন নাই, যাহার ব্যতিক্রম নাই, সে শাশ্বত ধর্ম্মই সত্য।

"যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১৪)।

আমাদের এই ধর্ম্ম শ্রেয়ো রূপ। 'তচ্ছ্রেয়োরূপমসৃজত ধর্ম্মম্।" (বৃহদারণ্যক ১।৪।১৪)। এই ধর্ম্ম হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। "ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।" (ঐ)। কেন না ইহা হইতে আমাদের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। এই ধর্ম্মরূপ সত্যই ব্রহ্মনির্দ্দেশক। যথা—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" (তৈত্তিরীয়, ২।১।১)।

"সত্যং ব্রহ্ম…সত্যং ব্রহ্মেতি সত্যং হ্যেব ব্রহ্ম।"

(বৃহদারণ্যক, ৫।৪।১)।

"এতদমৃতং সত্যেন ছন্নম্।" (বৃহদারণ্যক, ১।৬।৩)।

"তৎ সত্যং স আত্মা।" (ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭ ইত্যাদি)।

অতএব ব্রহ্মই এই শাশ্বত ধর্ম্ম। তাই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই প্রত্যে-

কের স্ব স্ব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রহ্ম, সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি বহু হইব এই ঈক্ষণ বা কল্পনাপূর্ব্বক, সেই বহুর সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে আত্মা-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে এই ধর্ম্মরূপে বিধৃত করেন, এবং সেই ধর্ম্মের ক্রম-আপূরণ বা পরিণতি দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সেই কল্পিত আদর্শের অভিমুখে লইয়া যান। তাই ধর্ম্মের দ্বারা আমাদের অভ্যুদয় ও নিশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। শ্রুতিতে আছে, ব্রহ্মের ভয়ে তাঁহার প্রশাসনে সকলে স্বধর্ম্ম পালন করে; ব্রহ্মই—"মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্।" (কঠ, ৬।২,। তাঁহারই ভয়ে অগ্নি তাপ দান করে, সূর্য্য আলোক দান করে—কেহই স্বধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত হয় না।

অতএব ধর্ম্ম অর্থে বিশ্বের শাসন ও নিয়মন। মানুষের মনুষ্যত্ব এই নিত্যধর্ম্ম দ্বারা বিধৃত হয়। মনু বলিয়াছেন, 'ধারণাৎ ধর্ম্ম উচ্যতে"। শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন,—অবিদ্যা জন্মমরণাদি দুঃখ প্রবাহে পতিত পুরুষ যাহার দ্বারা বিধৃত হয় তাহাই ধর্ম্ম, তাহাই নিত্য জ্ঞান"। ভগবান্ এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্ম দুইরূপ। প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম (শঙ্করের গীতা-ভাষ্য-ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। গীতা হইতেও পাওয়া যায় যে, জগতের স্থিতির নিমিত্ত সর্ব্বভূতের স্থিতির ও উন্নতির নিমিত্ত লোক-সংগ্রহার্থ, মানবের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির জন্য ভগবান্ এই ধর্ম্ম রক্ষা করেন। তিনি শাশ্বত-ধর্ম্ম-গোপ্তা—গীতা ১১।১৮ শ্লোক। তিনি ধর্ম্ম গ্লানিকালে ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ হন। (গীতা ৪।৭)। এইরূপে ভগবান্ শাশ্বত বা সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। শাশ্বত ধর্ম্মের স্বরূপ ব্রহ্ম। তিনি সগুণরূপে পরমেশ্বররূপে সেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা: ভগবান্ অতন্দ্রিত ভাবে কর্ম্ম করেন,—নিয়ত জগতের সনাতন ধর্ম্ম চক্র (wheel of law) প্রবর্ত্তন করেন।

ঐকান্তিক সুখ—ভগবান্ এই ঐকান্তিক সুখেরও প্রতিষ্ঠাতা। এই ঐকান্তিক সুখ কি? পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মসংস্পর্শরূপমত্যন্ত

সুখম্।" (৬।২৮)। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সুখ—সুখের পরাকাষ্ঠা। শ্রুতি অনুসারে ইহা ভূমাসুখ।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

(ছান্দোগ্য ৭।২৩।১)

এই সুখ শাশ্বত (কঠ,৫।১২)। ইহা অনির্দ্দেশ্য পরম (কঠ, ৫।১৪)। ইহা অক্ষর, অনাময় (মৈত্রায়ণী, ৪।৪)। ইহা অব্যয় (মৈত্রায়ণী, ৬ ২০)। ইহা অপরিমিত (মৈত্রায়ণী, ৬।৩০)। এই ভূমা সুখই ব্রহ্ম। ইহা চিত্তের সাত্ত্বিক সুখ নহে। ইহা ব্রহ্মস্বরূপ—ব্রহ্মের আনন্দরূপ। শ্রুতিতে আছে—"বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮)।

অতএব এই ঐকান্তিক সুখই আনন্দ; ইহা ব্রহ্মেরই স্বরূপ। সগুণ ব্রহ্মের দ্বারা এই আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। সগুণ ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপ হইতে আমরা নির্গুণ ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপত্ব জানিতে পারি! ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দঘন তাহা ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে জানা যায়। এইরূপেই ভগবান্ এই আনন্দের প্রতিষ্ঠা।

হয় ব্রহ্মভূত।—পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তি যোগে ভগবানের সেবা করেন, তিনি গুণাতীত হওয়ায় ব্রহ্মভূত হইবার যোগ্য হন। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ ব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা। ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন যে, জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম। জীব প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ লাভ করিয়া ভগবানেই প্রতিষ্ঠিত হন।

এ কথার অর্থ এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। গীতায় নানা স্থানে ব্রহ্মভূত হইবার কথা—ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা, উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, তাঁহারা ক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মে গমন করেন—বা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। যথা—

"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।" (৪।২৪)

"যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।" (৪।৩০)

"যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।" (৫।৬)

'ইহৈব তৈ জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥ (৫।১৯)

যাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, তাঁহাদের ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ হয়। ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ হয় (২।৭২)। মৃত্যুর পর যাঁহাদের দেবযানে গতি হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, তাঁহারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

"তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।" (৮।২৪)

সেইরূপ যাঁহারা যোগী, তাঁহারা ব্রহ্মে স্থিত হন (৫।২০) এবং ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন (৫।২৪-২৬)। তাঁহারা ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা হন (৮।২১); এবং ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখ ভোগ করেন (৬।২৮)।

অতএব কি কর্ম্মযোগী, কি ধ্যানযোগী, কি জ্ঞানযোগী, কি ভক্তিযোগী সকলেই সাধনা সিদ্ধির ফলে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মভূত হইতে পারেন ও পরিণামে ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন। পরে (১৮।৪৯-৫৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে,—

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥

* * * *

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।"

ইহা হইতে ব্রহ্মভূত হইবার অর্থ আমরা কতক বুঝিতে পারি। যখন কাম ক্রোধাদি সমুদায় ত্যাগ করা যায়, নিস্পৃহ, নিরভিমান ভাব হয়,

আপনাকে অকর্ত্তা বা প্রকৃতিজ গুণকর্ম্মে নিজের অকর্ত্তৃত্বে ধারণা হয়, যখন পরমশান্তি লাভ হয়, সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান হয়, জ্ঞানের পরানিষ্ঠা বা জ্ঞানে স্থিতি হয়,—তখন ব্রহ্মভূত হওয়া যায় অর্থাৎ তখনই কিয়ৎ-পরিমাণে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন ব্রহ্মভাব লাভ হয়। তখন ত্রিগুণাতীত হইয়া প্রপঞ্চোপশম ব্রহ্মের যে তুরীয় বা চতুর্থ পদ তাহাতে গতি হয়।

অতএব এই ব্রহ্মভাব নির্গুণ ব্রহ্মভাব। এই নির্গুণ ব্রহ্মভাব লাভ হইলে, ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে। যখন সর্ব্ববিধ পরিচ্ছেদ দূর হয়, প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ব্যক্তিত্ব ঘুচিয়া যায়, সর্ব্বোপাধি দূর হয়, তখন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মভূত হইয়া এই ব্রহ্মে নির্ব্বাণ লাভ করেন। ব্রহ্মভূত হইবার মূল সূত্র গীতাতেই উক্ত হইয়াছে—

"যদাভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥" (১৩।১০)

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মভূত হইলে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।
"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৪।৬)।
"অভয়ং ব্রহ্ম…য এবং বেদ ব্রহ্ম ভবতি!" (ঐ ৫।৪।২৫)।
"তদ্ ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি।" (তৈত্তিরীয়, ৩।১৩।৪)।

অতএব ব্রহ্মভূত হওয়া অর্থ—ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি অর্থাৎ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি।

কিন্তু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইহাই যথেষ্ট নহে। ব্রহ্মের দুই ভাব। এক নির্গুণ ব্রহ্মভাব—যাহাকে এ স্থলে 'ব্রহ্মভাব' বলা হইয়াছে, আর এক সগুণ ব্রহ্ম ভাব—যাহাকে ঈশ্বরভাব বলা হইয়াছে। এজন্য প্রকৃত পরব্রহ্মের ভাব লাভ করিতে হইলে, এই ব্রহ্মভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই লাভ করিতে হয়।

আরও এক কথা এস্থলে বুঝিতে হইবে। ত্রিগুণাতীত হইলে যে ব্রহ্মভূত হওয়া যায়, সেই ব্রহ্মের অর্থ শঙ্করের মতে দুইরূপ হইতে

পারে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার এক অর্থ পরমাত্মা। আমি অর্থাৎ প্রত্যগাত্মা এই পরমাত্মার প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মস্বরূপ নিশ্চয় হয়। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন যে, "প্রত্যগাত্মারই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়। অহং প্রত্যগাত্মা, আর ব্রহ্ম, নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। আমি প্রত্যগাত্মা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। আমি বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে স্থিত হইলেও পরম ব্রহ্ম। জ্ঞাতা আত্মার উপাধি রহিত হইলে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়। নির্ব্বিশেষ পরম ব্রহ্মের আমি অর্থাৎ আত্মাই প্রতিষ্ঠা বা স্বভাবস্থিতি হেতু। বুদ্ধি উপাধিযুক্ত আত্মার চৈতন্য দ্বারাই নিরুপাধিক ব্রহ্মের সিদ্ধি হয়"। সুতরাং আমি সাধনা দ্বারা ত্রিগুণাতীত হইয়াও একান্ত ভক্তিযোগ সিদ্ধিতে ঈশ্বরভাব লাভ করিয়া আমার প্রত্যগাত্মস্বরূপ—ব্রহ্মত্ব, অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, অথবা শাশ্বত ধর্ম্মত্ব, নিত্য সুখত্ব লাভ করিতে পারি। এ অর্থও এস্থলে বুঝিতে হইবে।

গীতায় পরে (১৮।৫৪-৫৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে যে, এই ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ঈশ্বরে পরানুরক্তি লাভ দ্বারা বা অনন্যভক্তি-বলে ঈশ্বরকে তত্বতঃ জানিয়া সেই ব্রহ্মভূত সাধক ঈশ্বরেই প্রবেশ করেন এবং ঈশ্বর-প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। অতএব গীতা অনুসারে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির সহিত ঈশ্বরের ভাব লাভ করিতে হয়, তবে পরম অব্যয় পদ লাভ করা যায়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্বতঃ।
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥

এইরূপে ব্রহ্মভাব ও ঈশ্বর ভাব উভয়ই লাভ করিয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে হয়। গীতায় এই ঈশ্বরে প্রবেশ, ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্তি,

ঈশ্বরে নির্ব্বাণ লাভ নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন, (·র্থ শ্লোক) যাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসক, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। যোগীদের সম্বন্ধেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি যোগযুক্তাত্মা, তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ দেখেন, এবং আত্মাতেই সর্ব্বভূত দেখেন (৭।২৯)। তিনি সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করেন (৭।৩০)। তিনি অনন্যভাবে, একত্বে স্থিত হইয়া, সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বরকে ভজনা করেন, এবং ঈশ্বরেই অবস্থিত থাকেন (৭ ৩১)। সেই শ্রেষ্ঠ যোগী ঈশ্বরে স্থাপিতান্তরাত্মা হইয়া শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরকেই ভজনা করেন (·।৭)। এবং ভক্তিযোগে ভগবানের স্বরূপ সমগ্র জানিয়া, তদনন্তর তাঁহাতেই প্রবেশ করেন (১৮।৫৫)। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ভাব প্রাপ্ত হন (১৩।১৮)। এইরূপে যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগী, তাঁহারাও ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া অব্যয়পদ লাভ করেন।

"সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ (১৮।৫৬)।

অতএব কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী, ধ্যানযোগী, ভক্তিযোগী সকলেই কাম রাগ দ্বেষ প্রভৃতির অতীত হইয়া ত্রিগুণ মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র একত্ব দর্শন করিয়া ব্রহ্মভূত হন; তাঁহারা ভক্তিযোগে ঈশ্বরের স্বরূপ জানিয়া ঈশ্বরভাব লাভ করেন। এইরূপে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া তবে তাঁহারা অব্যয় শাশ্বতপদে প্রবেশ করেন; ইহাই পরমগতি। ইহাই গীতার উপদেশ। এইরূপে সাধনাসিদ্ধিতে সাধকের যে ব্রহ্মভাব হয়, তাহা যে পরমেশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত, আমরা একথা বলিতে পারি। তাহাতে পূর্ব্বাপের অসঙ্গতি হয় না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। এই অধ্যায়ের নাম গুণত্রয়-বিভাগ-যোগ। এই অধ্যায়ে ত্রিগুণতত্ত্বই প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে তত্ত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে সমুদায় সত্তার উৎপত্তি তত্ত্ব, এবং পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণের সহিত সঙ্গ হেতু যে সংসার ভোগ করেন, তাহার তত্ত্ব এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে এবং কিরূপে সেই ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, ও গুণাতীতের লক্ষণ কি, তাহাও এই অধ্যায়ের বিবৃত বিষয়। গিরি বলিয়াছেন যে, এই অধ্যায়ে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগের সংসার-কারণত্ব সম্বন্ধে পঞ্চ প্রশ্ন নিরূপণ পূর্ব্বক ও সম্যক্ জ্ঞানের সংসার-নিবর্ত্তকত্ব উপপাদন পূর্ব্বক মুমুক্ষুর যত্ন সাধ্য গুণদ্বারা অবিচলিত-ভাবের ও মুক্তের অযত্ন সিদ্ধ গুণাতীত ভাবের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

উত্তম জ্ঞান—এই অধ্যায়ে প্রথমে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহা সর্ব্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান অর্থাৎ যাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত বিংশতি প্রকার জ্ঞানের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শনরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান তাহা তোমায় পুনর্ব্বার কহিতেছি। এই জ্ঞান সর্ব্ব জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; কেন না; এই জ্ঞান আশ্রয় করিতে পারিলে, ভগবানের সাধর্ম্ম্য বা ঈশ্বর ভাব লাভ হয়। তাহার ফল এই যে, সৃষ্টিতে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না, এবং প্রলয়ে আর ব্যথিত হইতে হয় না। ইহার অর্থ এই যে, এই জ্ঞানের সিদ্ধি হইলে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না; সংসারকে অতিক্রম পূর্ব্বক, ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের যাহা পরম ধাম, তাহা লাভ করা যায়। ভগবান্ এই 'জ্ঞান'—যে সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে উত্তম, তাহা পুনর্ব্বার উপদেশ দিতেছেন। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে; এ জন্য ইহা 'পুনর্ব্বার' কহিবেন বলিয়াছেন। এ কথা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। এক্ষণে সেই জ্ঞান যে পুনর্ব্বার কহিতেছেন, তাহা এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে মাত্র উক্ত হয়

নাই। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, ইহাই গুহ্যতম শাস্ত্র। ইহা জানিলে বুদ্ধিমান্ হইয়া কৃতকৃত্য হওয়া যায় (১৫।২০)। কেন না, এই জ্ঞান লাভ করিলে, সংসার হইতে মুক্তি হয়; আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। যাহা হউক এই অধ্যায়ে আলোচ্য বিষয় তিনটি। প্রথম, আমাদের উৎপত্তি-তত্ত্ব; দ্বিতীয়, ত্রিগুণ দ্বারা আমাদের সংসারবন্ধন-তত্ত্ব; এবং তৃতীয়, ত্রিগুণ হইতে মুক্তির দ্বারা আমাদের সংসারমুক্তি-তত্ত্ব। এই তিন তত্ত্ব আমাদের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

ভূতগণের উৎপত্তি—ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে যে সর্ব্বসত্তার উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে (১৩।২৬) শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। সে স্থলে উক্ত হইয়াছে যে, মহদ্ ব্রহ্ম ভগবানের মহদ্ যোনি; তাহাতে তিনি গর্ভ-নিষেক করেন; তাহা হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। আর যে কোন যোনিতে যে কোন মূর্ত্তির সম্ভব বা উৎপত্তি হয়, সেই মূর্ত্তির বা সত্তার যোনি 'মহদ্ ব্রহ্ম' ও তাহার 'বীজ' তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট ভগবানের আত্মা-রূপ ভাব (১৫।৬)। এ জন্য ভগবান্ তাঁহার বীজপ্রদ পিতা। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সামান্যভাবে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ অনাদি ভাবের সংযোগ বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে সমুদায় সত্তার উৎপত্তি-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। (১৩।২১-২৬)। এই সংযোগ কিরূপে হয়, তাহাই এস্থলে উক্ত হইল। এই সংযোগের কারণ ঈশ্বর। আমরা পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে দেখিয়াছি যে, পরম ব্রহ্ম, পরম জ্ঞাতা পরমেশ্বররূপে মায়াশক্তি যোগে বহু হইবার কল্পনা করিয়া পরম ব্রহ্মকেই জ্ঞেয় রূপে ঈক্ষণ করেন; সেই ঈক্ষণ হেতু পরমব্রহ্ম পরমেশ্বরের নিকট মহদ্ ব্রহ্ম বা অব্যক্ত রূপ্ হন এবং মায়াশক্তি যোগে তাহার কর্য্যোন্মুখরূপ প্রকৃতি হন। ব্রহ্মের সেই প্রকৃতি রূপকে পরমেশ্বর আপনার করিয়া, তাহাতে তাঁহার সেই বহু কল্পনার বীজ নিষিক্ত করেন এবং তাহা হইতেই

সেই ব্রহ্মরূপা প্রকৃতির গর্ভে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়; ভগবানের অধ্যক্ষতায়ই এই প্রকৃতি স-চরাচর জগৎ প্রসব করেন। এই তত্ত্ব এই দুই শ্লোক হইতে বুঝা যায়। ভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে গীতায় পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে দেখিতে হইবে। পূর্ব্বে ৭ম অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহার দুই রূপ প্রকৃতি—অষ্টধা অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি। এই পরা প্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই পরা প্রকৃতিই উপনিষদুক্ত মুখ্য প্রাণ, আর অপরা প্রকৃতি বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও আকাশাদি পঞ্চ মূলভূত। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই দুই প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি আর ভগবান্ই সর্ব্বভূতের প্রভব ও প্রলয় কারণ।

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৭।৬

ভগবান্ পুনর্ব্বার ৯ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, তাঁহার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি স-চরাচর জগৎ সৃষ্টি করে—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে ॥৯।১০

এই প্রকৃতিই সাংখ্যোক্ত মূল প্রকৃতি বা প্রধান; ইহাকেই অব্যক্ত বলে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥৮।১৮

এই মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে, তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে, মূল প্রকৃতি বা অব্যক্ত সর্ব্বভূতযোনি, তাহাই মহদ্ ব্রহ্ম এবং ভগবান্ই এই মহদ্ ব্রহ্মরূপ যোনিতে তাঁহার সর্ব্বভূত-কল্পনাবীজ নিষেক করেন। ইহাই এ অধ্যায়ে ৩য় শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত জগতের স্থিতিকালে যে ভূতগণের বার বার জন্ম ও মৃত্যু হয়, বার বার বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হয়, ইহার কারণ যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ, তাহাও পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ হন ও প্রকৃতি হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি হয়। এই প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইতেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হয়। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করেন বলিয়া তাঁহার সদসৎ যোনিতে বার বার জন্ম হয় (১৩।২১)। এই অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এইরূপ বিভিন্ন যোনিতে পুরুষের জন্মের কারণ বীজপদ পিতা পরমেশ্বর; আর সর্ব্বভূতযোনি মহৎ ব্রহ্ম। পূর্ব্বে (৭।৬) উক্ত হইয়াছে যে, পরা ও অপরা প্রকৃতি ভূতগণের যোনি। তাহাও যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, তাহাই এস্থলে দেখান হইয়াছে। আমরা এই ভূতোৎপত্তি-তত্ত্ব এই অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভূতগণের সংসার-বন্ধন ও মুক্তিতত্ত্ব—এই অধ্যায়ে উপদিষ্ট উত্তমজ্ঞান প্রধানতঃ এই প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ হইতে যে জীবভাব উৎপন্ন হয়, তাহার সংসার-বন্ধন-তত্ত্ব। ভগবান্ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি হইতে সর্ব্ববিকার ও ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতিই কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বের হেতু। এই প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ সুখ দুঃখের ভোক্তা মাত্র। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া এই প্রকৃতিজ ত্রিগুণের ভোক্তা হয়, অর্থাৎ সত্ত্বগুণের ভাব যে সুখ জ্ঞান ও প্রকাশ, রজোগুণের ভাব যে দুঃখ প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম এবং তমোগুণের ভাব যে মোহ, অজ্ঞান ও প্রমাদ—তাহার ভোক্তা হন, এবং এই গুণে বা এই গুণ দ্বারা বদ্ধ হইয়া সংসার ভোগ করেন,—সদসৎ যোনিতে গতায়াত করে। ইহাই তাঁহার সংসার-বন্ধন। এইরূপে বদ্ধ হইয়া বা এই ত্রিগুণ ভাবের

দ্বারা মোহিত হইয়া, তিনি আপনার পরম ভাব জানিতে পারেন না। এই প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগ হেতু জীব-ভাবের উৎপত্তি-তত্ত্ব ও এই গুণ দ্বারা বন্ধন-তত্ত্বের জ্ঞান হইলে, আর জন্ম হয় না ; সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না। এই তত্ত্বজ্ঞান বা উত্তমজ্ঞান হইতে পুরুষপ্রকৃতি স্বরূপ জানিতে পারা যায় ; এ জন্য এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান দ্বারা পুরুষ সংসার-মুক্ত হইতে পারেন,— আর তাঁহাকে প্রকৃতিজ গুণে বদ্ধ থাকিতে হয় না—গুণাতীত হইতে পারেন। তিনি সর্ব্বভূতে পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া, সর্ব্বত্র নিষ্ক্রিয় আত্মাকে দর্শন করিয়া, সেই পরমেশ্বর স্বরূপে বা পরমাত্ম-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন।]

এই প্রকৃতিজ গুণ কি, তাহা উক্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হয় নাই। পূর্ব্বে ৭।১২ শ্লোকে) ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভাব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয় এবং এই তিন গুণময় ভাবদ্বারা সমুদায় জগৎ মোহিত হয়। ইহা হইতে এই প্রকৃতিজ ত্রিগুণ তত্ত্ব বুঝা যায় না। এই জন্য ভগবান্ এই অধ্যায়ে ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোকে এই ত্রিবিধ গুণের স্বরূপ ভাব ও কার্য্য—এবং তাহারা কিরূপে জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, তাহা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এই ত্রিগুণতত্ত্ব-জ্ঞান মোক্ষপ্রদ—ইহাও উত্তম জ্ঞান। এই ত্রিগুণ তত্ত্ব জানিলে, ত্রিগুণাতীত আত্ম র স্বরূপ জানা যায়। ভগবান্ এই ত্রিগুণ তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, যখন দ্রষ্টা পুরুষ এই গুণদ্বারাই যে সর্ব্ব কর্ম্ম হয়—তিনি স্বয়ং যে অকর্ম্ম স্বরূপ তাহা বুঝিতে পারেন এবং স্বীয় গুণাতীত স্বরূপ জানিতে পারেন, তখন তিনি গুণাতীত হইয়া ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া সংসার অতিক্রম করেন—ও অমৃতত্ব লাভ করে। ভগবান্ আরও অর্জ্জুনের প্রশ্নে এই গুণাতীতের লক্ষণ আচার প্রভৃতি. এবং এই গুণাতীত হইবার প্রধান উপায় উপদেশ (১৯শ হইতে ২৬শ শ্লোকে) দিয়াছেন। আমরা তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি। পরে ইহা বিশেষভাবে বিবৃত হইবে। এই

অধ্যায় শেষে (২৭শ শ্লোকে) ভগবান্ তাঁহার সহিত ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তাহাও ইঙ্গিত করিয়াছেন। পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যিনি ঈশ্বরকে অব্যভিচারিণী ভক্তি যোগে সেবা করেন সেই ভক্ত জ্ঞানপ্রসাদে ত্রিগুণাতীত হন, ও ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। অতএব ঈশ্বরে অনন্যভক্তির ফলে ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এই ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহা এই শেষ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ইহার তত্ত্ব আমরা যথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে তাহারও পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়ো-জন। এক্ষণে কেবল ত্রিগুণতত্ত্বই আমরা বিশেষ ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ত্রিগুণতত্ত্ব—এই অধ্যায়ে এই ত্রিগুণতত্ত্ব প্রধানতঃ বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে ৫ম হইতে ১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই ত্রিগুণের ভাব,বৃত্তি ও কার্য্য সম্বন্ধে যাহা গীতায় উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু ত্রিগুণের স্বরূপ কি, তাহা ব্যাখ্যাত হয় নাই। প্রকৃত ত্রিগুণতত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করি নাই। আমরা কেবল উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই ত্রিগুণের ভাব বৃত্তি কার্য্য উক্ত শ্লোক হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র।

এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য গীতায় এ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ প্রকৃতিসম্ভব। ইহারা প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত। ভগবান্ (৭।১২ শ্লোকে) পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ তাঁহা হইতেই সমুদ্ভূত। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পরমেশ্বর হইতে পরমা প্রকৃতির গর্ভে এই তিন গুণের উদ্ভব হয়। পরমেশ্বর ইহাদের বীজপ্রদ পিতা। ইহাদের মূল বা বীজ (মূলভাব) পরমেশ্বরেরই ভাব। সাংখ্যদর্শন অনুসারে এই ত্রিগুণ মূলপ্রকৃতিরই স্বরূপ। প্রকৃতি বা প্রধান এই ত্রিগুণেরই

সমষ্টি। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই মূল প্রকৃতি ও ত্রিগুণের বৈষম্য হইতে প্রকৃতি বিকৃতি সমুদায় উদ্ভূত হয়। এই ত্রিগুণের সহিত পুরুষের কোন সম্বন্ধ নাই। সাংখ্যদর্শনে পরমেশ্বর পরম পুরুষ-রূপে স্বীকৃত হন নাই। সুতরাং পরমেশ্বর হইতে যে এই ত্রিগুণজ ভাবের উৎপত্তি, তাহা সাংখ্য দর্শন হইতে পাওয়া যায় না এবং এই ত্রিগুণ যে প্রকৃতি-সম্ভব তাহাও সাংখ্যদর্শন হইতে জানা যায় না। আমরা পরে সাংখ্য দর্শন হইতে এই ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই ত্রিগুণই অব্যয় দেহীকে দেহবদ্ধ করে। দেহী যে অব্যয়,অবিকারী এবং দেহ নাশে তাহার যে নাশ হয় না এই তত্ত্ব পূর্ব্বে ২য় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই দেহী প্রকৃতিস্থ পুরুষ, প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত দেহ বা ক্ষেত্র সংযোগে ক্ষেত্রজ্ঞ হন; এবং এই ক্ষেত্রের ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্ষর পুরুষ হন, ইহা পরে ১৫শ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুরুষ যে স্বরূপতঃ দেহ হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ এবং তাহার স্বরূপ যে পরমাত্মা মহেশ্বর, তাহা পূর্ব্বে (১৩।২২ শ্লোকে) বলা হইয়াছে। এই পুরুষ যে দেহে বদ্ধ হন এবং এক দেহ নাশে আর এক দেহ গ্রহণ করেন, সদসদ্ যোনিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কারণ গুণসঙ্গ। "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু"। (১৩।২১)। অতএব এই গুণসঙ্গ বা গুণে আসক্তি হেতুই ত্রিগুণের দ্বারা তাঁহার বন্ধন হয়। এই আসক্তি বেদান্তমতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। শঙ্করের মতে ইহাই অধ্যাস। ইহা অনাত্মবিষয়ে আত্মবোধ বা আত্মানাত্ম বিষয়ে অবিবেক। ইহাকে দেহে আত্মাধ্যাস বলে। ইহার ফলে নিত্য অব্যয় সর্ব্বগত দেহী আপনাকে দেশ কাল ও নিমিত্তের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, দেহের ধর্ম্ম সুখদুঃখমোহাদিতে আপনাকে সুখী, দুঃখী বা মোহিত মনে করেন। ইহাই ত্রিগুণদ্বারা দেহে দেহীর বন্ধন। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ (১৩।৭)।

এই ত্রিগুণ কিরূপে দেহীকে বদ্ধ করে, তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে, সত্ত্বগুণ নির্ম্মল; এজন্য ইহা প্রকাশক এবং অনাময়। ইহা দেহীকে সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে বদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ত্ব-গুণজ জ্ঞানে ও সুখে তাহার আসক্তি হয়। রজঃ রাগাত্মক; তৃষ্ণা, কাম বা বাসনায় আসক্তি হেতু এই রাগাত্মক রজোগুণ সমুদ্ভূত হয়। এজন্য ইহা দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে নিবদ্ধ করে বা কর্ম্মে তাহার আসক্তি জন্মায়। আর তমোগুণ অজ্ঞানজ; ইহা সর্ব্ব দেহীর মোহোৎপাদক; ইহা দেহিগণকে প্রমাদ আলস্য, নিদ্রাতে বদ্ধ করে।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক ও সুখস্বরূপ। এই প্রকাশ ও সুখ তাহার স্বভাব। রজঃ রাগাত্মক, তৃষ্ণা কামনা প্রভৃতি ইহা হইতে উদ্ভূত হয়। আর তমোগুণের মূল অজ্ঞান, ইহা মোহ উৎপাদন করে। সত্ত্বগুণের স্বরূপ—প্রকাশ, রজো গুণের স্বরূপ রাগ, আর তমোগুণের স্বরূপ মোহ। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে কর্ম্ম, আর তমঃ হইতে মোহ বা জ্ঞানের ও কর্ম্মের আবরণ উৎপন্ন হয়। আমরা আরও বলিতে পারি যে, সত্ত্বগুণ হইতে আমরা জ্ঞাতা হই। রজঃ হইতে কর্ত্তা হই। আর তমঃ হইতে ভোক্তা হই। সত্ত্বগুণ আমাদের সুখে সংযুক্ত করে, অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রকাশ-জনিত নির্ম্মল সুখে সংযুক্ত করে। রজো গুণ কর্ম্মে সংযুক্ত করে। আর তমোগুণের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া আমাদের প্রমাদ ঘটায়।

যাহা হউক, এই ত্রিগুণের মধ্যে কোন্ গুণের কি স্বভাব, কি ধর্ম্ম, কিরূপ ক্রিয়া ইত্যাদির বিষয়ে জানিতে হইলে কয়েকটি কথা আরও জানিতে হইবে। এই তিন গুণ কখনও পৃথকভাবে থাকিতে পারে না; তাহারা একত্র পরস্পর মিথুনভাবে থাকে; কিন্তু তাহারা পরস্পর পরস্পরকে

অভিভূত করিয়া নিজ নিজ ভাব ও কর্ম্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। ভগবান্ বলিয়াছেন, রজোগুণ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রকাশিত হয়। সেইরূপ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ অভিব্যক্ত হয় এবং সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণ প্রকাশিত হয়। এজন্য কোন্ গুণের কি ধর্ম্ম ও ক্রিয়া স্বভাব,তাহা আমরা পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারি। যেস্থলে সত্ত্বগুণের বিবৃদ্ধি হয়, সেস্থলে রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত থাকে ; সুতরাং তখন আমরা সত্ত্বগুণের স্বভাব ও ধর্ম্ম কিরূপ তাহা বুঝিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই দেহে সর্ব্ব-ইন্দ্রিয়দ্বারে যখন জ্ঞান-প্রকাশ আরম্ভ হয়, তখন রজঃ ও তমঃ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। সেইরূপ যখন আমাদের লোভ, কর্ম্মে প্রবৃত্তি, কর্ম্মে উদ্যম এবং নানাবিধ কর্ম্মে অসংযত স্পৃহা চিত্তকে বিচলিত করে,তখন সত্ত্ব ও তমঃ অভিভূত হইয়া রজোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। আর যখন আমাদের প্রমাদ বা ভ্রম, অপ্রকাশ বা জ্ঞানের আবরিত ভাব, কর্ম্মের অপ্রবৃত্তি ও মোহ অর্থাৎ অবসাদ বা জড়ভাব উপস্থিত হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া তমোগুণের বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। (ইহার বিশেষ বিবরণ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় যেরূপ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে ১১,১২ ও ১৩শ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে)।

এ সম্বন্ধে আমাদের এস্থলে আরও দুই এক কথা বুঝিতে হইবে। এই ত্রিগুণ তত্ত্ব জানিতে হইলে, আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। আমরা আমাদের চিত্তবৃত্তির গতি ও ক্রিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে, যখন আমরা কোনও বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহার স্বরূপ জানিতে চাই, তখন আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বহির্ম্মুখ হইয়া সেই

বিষয়ে নিয়োজিত হয় এবং জ্ঞান সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বাহিরে গিয়া সেই বিষয়ের আকারে আকারিত হয়, তখন প্রথমে ইন্দ্রিয়দ্বারে সেই বিষয়ের রূপ রস শব্দাদি অনুভব করি এবং সেই অনুভূতি পরম্পর লত হইয়া তাহার বাহ্য কারণ যে বিষয় তাহার সম্বন্ধে প্রথম নির্ব্বিশেষ জ্ঞান হয়। পরে মন তাহাতে আকৃষ্ট হয় এবং বুদ্ধি সেই বিষয় কি, তাহা সবিশেষ ভাবে নিশ্চয়ই জানিতে যত্ন করে,—সেই বিষয়ের সহিত পূর্ব্বানুভূত তদনুরূপ বিষয় স্মরণ করিয়া ইহাদের মধ্যে সাধর্ম্ম্য, বৈধর্ম্ম্য, মনন বা বিচার করিয়া সেই অনুভূত বিষয়ের স্বরূপ নির্ণয় করে। এইরূপে ইন্দ্রিয় দ্বারে যে বাহ্য বিষয় প্রকাশিত হইয়া আমাদের বাহ্য বিষয়-জ্ঞান উৎপাদন হয়, তাহা সত্ত্বগুণের কার্য্য; ইহাকে চিত্তের সাত্ত্বিক বৃত্তি বলে। এই জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ে আমাদের কোনও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি থাকে না; কোন মোহ বা জড়তা থাকে না। সে সময়ে যদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তবে সেই জ্ঞান-ক্রিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায় এবং পরিণামে তাহা বন্ধ হয়। সেইরূপ যদি মোহ বা অপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও এই জ্ঞানক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া ক্রমে বন্ধ হয়। ইন্দ্রিয়দ্বারে কোনও বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান অথবা কোনও আন্তর বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ কালে তাহাতে আমাদের তন্ময়তার প্রয়োজন; সে সময় যদি মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আমরা অন্য বিষয় জানিবার জন্য প্রবৃত্ত হই বা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই অথবা যদি আলস্য ও মোহ আসিয়া আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়াকে বাধা দেয়, তবে আমরা সে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে পারি না; তজ্জন্য আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের চিত্তের চাঞ্চল্য বা বিক্ষেপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও মোহ বা অবসাদ আমাদের জ্ঞানের বিরোধী। আমাদের আন্তরিক ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, ামাদের জ্ঞানবৃত্তি বিকাশকালে আমাদের কর্ম্মবৃত্তি ও অবসাদ বা মোহভাব সংযত থাকে। সেইরূপ লোভাদিবশে আমাদের কর্ম্মবৃত্তির

বিশেষ উদ্রেক হইলে আমাদের জ্ঞানের প্রকাশ-ভাব ও মোহভাব সংযত থাকে এবং যখন মোহ বা অবসাদ আসিয়া আমাদিগকে অভিভূত করে, তখন আমাদের জ্ঞানের প্রকাশ ও কর্ম্মের প্রবৃত্তি সমুদয় ক্ষীণ হইয়া যায়; অতএব আমাদের অন্তরে তিনটি পরস্পর বিরোধী ভাবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জানিতে পারি। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশের ভাবকে সত্ত্বগুণের ভাব, কর্ম্মে প্রবৃত্তির ভাবকে রজোগুণের ভাব, এবং এই উভয় ভাবের বিরোধী অবসাদ ও মোহ-ভাবকে আমরা তমোগুণের ভাব বলিতে পারি। আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, যখন রজঃ ও তমোভাব অভিভূত হইয়া সত্ত্বের বিবৃদ্ধি হয় ও জ্ঞানের প্রকাশ হয়, তখন আমরা একরূপ অনাবিল সুখ অনুভব করি। সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান প্রকাশকালে এই সুখের উপভোগ হয়। সেইরূপ রাজসিক লোভাদির দ্বারা পরিচালিত হইলে ও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের দুঃখভোগ করিতে হয়। আর তামসিক অজ্ঞান মোহে মোহিত হইলে, আমাদের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি বড় থাকে না; তখন অবসাদ বা জড়তা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে।

আমাদের অন্তরে বৃত্তিজ্ঞানের প্রকাশ কালে যে ক্রিয়া হয়, তাহা সাত্ত্বিক। তাহা লোভাদি-প্রবৃত্তি-চালিত রাজসিক ক্রিয়া হইতে ভিন্ন। জ্ঞানার্জ্জনচেষ্টাজনিত ক্রিয়া যেমন সাত্ত্বিক, সেইরূপ শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম বা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি-জনিত এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মে নিবৃত্তিজনিত জ্ঞানপূর্ব্বক যে কর্ম্ম, তাহাও সাত্ত্বিক। বিশুদ্ধ জ্ঞান যেমন সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, সেইরূপ সেই বিশুদ্ধ জ্ঞানের দ্বারায় চালিত হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্মাচরণও সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম; অথবা সত্ত্বপরিচালিত রজোগুণের ধর্ম্ম। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন, সুকৃত কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সাত্ত্বিক, লোভাদি প্রবৃত্তি চালিত রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ। আর তমোগুণের ফল অজ্ঞান। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের সম্যক্ প্রকাশ

হয়; রজোগুণ হইতে লোভ অর্থাৎ ত্রিবিধ নরকদ্বার কাম ক্রোধ ও লোভ সমুৎপন্ন হয়, আর তমোগুণ হইতে প্রমাদ মোহ ও অজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়। এইরূপে আমরা গীতা হইতে ত্রিগুণের ভাব ও কর্ম্ম এবং কিরূপে তাহারা আমাদিগকে বদ্ধ করে এবং কি ফল উৎপাদন করে, তাহা সংক্ষেপে জানিতে পারি।

ভগবান্ এস্থলে ত্রিগুণ সম্বন্ধে আরও যে এক কথা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যদি কাহারও সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধিকালে প্রলয় বা মৃত্যু হয়, তবে সে উত্তমবিদ্‌গণের বা জ্ঞানিগণের অমললোক অর্থাৎ স্বর্গলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কোনও উপযুক্ত লোক প্রাপ্ত হয়। যদি রজঃপ্রবৃদ্ধিকালে কাহারও মৃত্যু হয়, তবে সে কর্ম্মসঙ্গিলোকে বা এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে; আর যদি কাহারও তমঃপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হয়, তবে সে পরে মূঢ়যোনিতে বা পশু বা তদপেক্ষা নিম্নযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, যাহাদের রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হওয়ায় সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ হইয়াছে, তাহারা উর্দ্ধে গমন করে। সেইরূপ যাহারা রজোগুণে স্থিত, তাহারা মধ্যে বা এই ভূলোকে বা মনুষ্যলোকে থাকে। আর যাহারা জঘন্য তমোগুণে স্থিত, তাহারা ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এই কথা আমাদের আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের মধ্যে অনেকের মূঢ়তা, জড়তা ও অজ্ঞান এতই প্রবল যে তাহারা কদাচিৎ কর্ম্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারে এবং জ্ঞানার্জ্জন-চেষ্টায় রত হইতে পারে। তাহাদের মধ্যে সত্ত্ব ও রজোগুণ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। ইহারা সাধারণতঃ জঘন্য তমোগুণবৃত্তিস্থ। ইহাদের মধ্যে তমোগুণ অত্যন্ত বলবান্। সত্ত্ব বা রজোগুণ কদাচিৎ তমোগুণকে অভিভূত করিয়া অভিব্যক্ত হয়; ইহারা এ জীবনে ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ক্রমশঃ জড়ভাবাপন্ন হয়। ইহারা মূঢ়চিত্ত; মৃত্যুর পরে ইহাদের কোনও গতি

হয় না। এই ভূলোকেই ইহারা ইহাদের সংস্কারানুযায়ী নিম্নযোনি প্রাপ্ত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানবই রজোগুণ প্রধান। তাহারা প্রবৃত্তিবশে কাম ক্রোধ বা লোভবশে রাগ দ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহারা জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে না বা কর্ত্তব্য সাধনে চেষ্টা করে না; তাহারা ধর্ম্ম কর্ম্ম বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারে না; আবার অলস হইয়াও থাকিতে পারে না। এই সকল রাজসিকলোক প্রায়ই লোভাদি প্রবৃত্তিবশে চালিত হয় ও দুঃখ পায়। এই সকল লোকের ইহকালে কোনও প্রকার উন্নতি হয় না; মৃত্যুর পরেও ইহাদের ঊর্দ্ধগতি হয় না; মৃত্যুর পরে ইহারা প্রেতলোকে উপযুক্তকাল বাস করিয়া, পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এখানে আবার সংস্কার বা প্রবৃত্তিবশে কর্ম্ম করে; আবার মৃত্যুর পরে এই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে এবং বার বার এই মনুষ্যলোকে গতায়াত করে। এ সংসারে অতি অল্প লোকই প্রকৃত সত্ত্বস্থ বা সত্ত্বগুণপ্রধান। বহুকালের বা বহু জন্মের সাধনায় ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের রাগ দ্বেষ, কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ক্ষীণ হইয়া যায়, যাঁহাদের প্রবৃত্তি সংযত, যাঁহারা অজ্ঞান-মোহজনিত অবসাদে আর অভিভূত হন না, সেই পুণ্যকারী জ্ঞানী লোকই সত্ত্বস্থ থাকেন। তাঁহারাই এ জীবনে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও বৈরাগ্য সাধন দ্বারা ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া নির্ম্মল সুখ উপভোগ করেন এবং মৃত্যুর পরে পিতৃযানে বা দেবযানে গমন করিয়া স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হন। (দেবযানে ও পিতৃযানে গতির তত্ত্ব পূর্ব্বে ৮ম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে)।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমাদের মধ্যে কাহারও সত্ত্বগুণ কাহারও রজোগুণ এবং কাহারও তমোগুণ প্রবল থাকে; সকলের মধ্যেই এই তিন গুণ থাকে এবং সময়ে ও অবসর মত একটি গুণ অপর দুইটি গুণকে অভিভূত করিয়া প্রকাশ পাইতে চেষ্টা করে। কোনও একটি গুণ একেবারে অভিভূত হইয়া বরাবর থাকে না। আমাদের মধ্যে এই

ত্রিগুণের পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত বা পরাজিত করিবার যে চেষ্টা নিয়ত চলিতে থাকে, তাহাকেই শাস্ত্রে দেবাসুর-সংগ্রাম বলে; ইহার তত্ত্ব পরে ষোড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইবে। এই দেবাসুর সংগ্রামে বা ত্রিগুণের পরস্পর সংগ্রামে যে মনুষ্যের মধ্যে সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমো গুণকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিতে পারে, তিনি সত্ত্বস্থ, তিনি দৈবী সম্পদ্‌যুক্ত; আর যাহার মধ্যে রজঃ ও তমো গুণের দ্বারা এই সত্ত্বগুণ সম্পূর্ণ অভিভূত, সে রজস্থ বা তমস্থ; সে আসুরী সম্পদ্ যুক্ত। ষোড়শ অধ্যায়ে এই দৈবাসুর সম্পদ্ বিবৃত হইয়াছে; এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এ স্থলে আমরা আর এক কথা বলিব। আমাদের মধ্যে এই যে সত্ত্বগুণের সহিত রজঃ ও তমো গুণের সংগ্রাম বা দেবাসুর সংগ্রাম, ইহা অনাদিকাল প্রবৃত্ত। *

আমাদের এ জীবনে সেজন্য কখনও সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধি হয়, কখনও বা রজোগুণের কখনও বা তমোগুণের বৃদ্ধি হয়; যে সাধারণতঃ সত্ত্বস্থ, তাহারও কখনও রজোগুণের কখনও বা তমোগুণের অভিব্যক্তি হইতে পারে। তজ্জন্য মৃত্যুকালে আমাদের কোন্ গুণ প্রবৃদ্ধ থাকিবে, তাহা স্থির করা যায় না। পূর্ব্বে ৮।৬ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন জীবনে যে ভাবে সতত ভাবিত হওয়া যায়, সেই ভাবই মৃত্যুকালে অভিব্যক্ত হয় বা সেই ভাবেরই স্মরণ হয়; অতএব যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সত্ত্বস্থ থাকিতে পারেন অর্থাৎ যাঁহার রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া সাধারণতঃ

* শঙ্করাচার্য্য এই দেবাসুর সংগ্রাম সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদ্-ভাষ্যে বলিয়াছেন,— দেবাঃ......শাস্ত্রোদ্ভাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্তদ্-বিপরীতাঃ। হ বৈ......যত্র...... সংযেতিরে। ....স্বাভাবিক্যস্তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ অসুরাঃ। তথা তদ্‌বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়-বিবেকজ্যোতিরাত্মানো দেবাঃ স্বাভাবিক-তমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইতি অন্যোন্যাভিভবোদ্ভবরূপাঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুর-সংগ্রামঃ অনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ।

সত্ত্বগুণই প্রবল থাকে, তিনিই মৃত্যুকালে সত্ত্ববৃদ্ধি অবস্থায় প্রয়াণ করিতে পারেন এবং তিনিই উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া উত্তমবিদ্‌গণের অমল লোক প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে রজো বৃদ্ধি ও তমো বৃদ্ধি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এইরূপে গীতায় এই অধ্যায়ে পঞ্চম হইতে অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত যে ত্রিগুণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এক্ষণে আমরা অন্য শাস্ত্রে এই ত্রিগুণতত্ত্ব কিরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিব।

অন্য শাস্ত্রোক্ত ত্রিগুণ-তত্ত্ব।—এই ত্রিগুণতত্ত্ব বুঝা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এই তত্ত্বের উপর সমুদয় জগৎ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এই ত্রিগুণের ব্যাপার ও ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। সামান্য বালুকা হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সে সকলই এই প্রকৃতিজ ত্রিগুণের অধীন। কপিল প্রমুখ মহর্ষিগণ এই ত্রিগুণের তত্ত্ব হইতে সংসারের যাবতীয় তত্ত্ব নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র বুঝিতে হইলে, এই ত্রিগুণতত্ত্ব প্রথমে বুঝিতে হয়। বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিতে হইলে, ত্রিগুণতত্ত্ব জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই ত্রিগুণতত্ত্বের উপরে জীবতত্ত্ব মানুষের বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব, সাধনাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, পরকালতত্ত্ব, পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, জীবের অভ্যুদয় বিকাশ ও পরিণতিতত্ত্ব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিণতি তত্ত্ব প্রভৃতিও এই ত্রিগুণতত্ত্ব হইতেই বুঝিতে হয়। ইহার উপর সমাজতত্ত্ব, সমাজের বর্ণ-বিভাগতত্ত্ব, কর্ম্ম-বিভাগতত্ত্ব স্থাপিত। দর্শনশাস্ত্রের যে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় জীবতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব তাহাও ত্রিগুণ-তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বুঝিতে পারা যায় না। এই ত্রিগুণতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা এস্থলে আলোচনা করিব মাত্র।

ত্রিগুণ-তত্ত্বের মূল কোথায়, এবং কোন্ শাস্ত্রে কাহার দ্বারা ইহা প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। আমরা বলিতে

বাধ্য যে, ঋষি কপিলের প্রচারিত সাংখ্যশাস্ত্রেই প্রথমে এই ত্রিগুণতত্ত্ব প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্বের সহিত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহা হইতে এই তত্ত্ব পরবর্ত্তী সমুদায় শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। এই জন্যই ভগবান্, ঋষি কপিলকে সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহাদের মধ্যে কপিলকে তাঁহারই বিভূতি বলিয়াছেন (১০।২৬)। শ্রীভাগবতে কপিলকে ভগবানের ষোড়শ অবতারের মধ্যে এক অবতার বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

... "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে" । । (৫।২)।

অর্থাৎ কপিল ঋষিকে ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। পুরাণে ঋষি কপিলকে ব্রহ্মার মানস-পুত্র বলা হইয়াছে—

'সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
অসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥

এবং কপিলের সহিত ধর্ম্মজ্ঞান ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়াছিল; ইহাও উক্ত হইয়াছে।

শ্রুতিতে ত্রিগুণের উল্লেখ—সে যাহা হউক, শ্রুতিই যে এই ত্রিগুণের মূল প্রমাণ তাহা বলা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যেমন প্রকৃতি ও মায়ার কথা আছে, সেইরূপ ত্রিগুণেরও ইঙ্গিত আছে। যে একটি মাত্র মন্ত্রে (৪।৫) এই ত্রিগুণের উল্লেখ আছে, তাহা এই—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাম্।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগ্যামজোঽন্যঃ॥"

যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঋষি কপিলের নাম পাওয়া যায় ("সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্"—৬।১৩) তখন সন্দেহ হইতে পারে যে, ঋষি কপিল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বক্তা ঋষির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ঋষি কপিলের প্রবর্ত্তিত সাংখ্যশাস্ত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত। শ্বেতাশ্বতর

উপনিষদে সাংখ্য ও বেদান্তশাস্ত্রের সমন্বয় হইয়া ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। আমরা পূর্ব্বে আরও দেখিয়াছি যে, কঠোপনিষদে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। তাহাতে যাহা ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি ও অব্যক্ত তত্ত্বের অতীত পুরুষ এবং বুদ্ধিপ্রভৃতি তত্ত্বের মূল অব্যক্ত, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। কঠোপনিষদ অপেক্ষা সাংখ্যদর্শন যে প্রাচীন, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। অতএব মূল সাংখ্যশাস্ত্র অবশ্য শ্রুতিসম্মত এবং শ্রুতি-প্রমাণ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বে ১৩শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, উপনিষদে এই ত্রিগুণের যে ইঙ্গিত আছে, তাহা অতি সামান্য বলিতে হইবে। উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ গুণসকলকে বিনিযুক্ত করেন বা স্ব স্ব কর্ম্মে যোজনা করেন। "গুণাংশ্চ সর্ব্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ"। আরও উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ বদ্ধ হইয়া লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণের মিশ্রণে বিভিন্নরূপ হয়। এতদনুসারে মানুষেরও বর্ণভেদ হয়। এই ত্রিবর্ণ যে ত্রিগুণ, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, উক্ত ত্রিগুণ যে ত্রিবর্ণাত্মক, এই মাত্র জানিলে ত্রিগুণতত্ত্ব জানা যায় না। অতএব ত্রিগুণসম্বন্ধে এই শ্রুতিপ্রমাণ যথেষ্ট নহে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ব্যতীত মৈত্রায়ণী উপনিষদেও ত্রিগুণের উল্লেখ আছে। যথা—

"তম এবেদমগ্র আস, তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতত্বৈ রজসোরূপং তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্য রূপম্ ইতি॥

(মৈত্রায়ণী উপঃ, ৫।২)।

এই মৈত্রায়ণী উপনিষদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বিশেষতঃ ইহাতে তমঃ যে মূলতত্ত্ব, এবং তাহা হইতে বৈষম্য হেতু যে রজোগুণের

উৎপত্তি, আর রজঃ হইতে যে সত্ত্বের উদ্ভব উক্ত হইয়াছে, তাহা সাংখ্য-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হইতে ভিন্ন। ঋগ্বেদে 'তম'ই সৃষ্টির অগ্রে বিদ্যমান ছিল, ইহা উক্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই 'তমঃ' উক্ত হইয়াছে। "তমসো মা জ্যোতির্গময়" ইত্যাদি শ্রুতি দ্রষ্টব্য। কিন্তু এস্থলে তমঃ এক অর্থে সাংখ্যের মূলপ্রকৃতি হইলেও ইহাতে ত্রিগুণের কোন আভাস পাওয়া যায় না। অতএব সাংখ্য শাস্ত্রেই এই ত্রিগুণতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সাংখ্যশাস্ত্র—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মূল সাংখ্যশাস্ত্র একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যসূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, তিনি কালে নষ্ট সাংখ্যশাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি যে সমগ্র সাংখ্যশাস্ত্র উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা বলা যায় না। গীতায় পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে 'সাংখ্যে কৃতান্তে' ও 'গুণসংখ্যানে প্রোক্ত' সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধির পঞ্চ কারণ ও ত্রিবিধ কর্ম্মচোদনার কথা উক্ত হইয়াছে, (১৩, ১৮, ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তাহা বর্ত্তমান কালে প্রচলিত কোন সাংখ্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

সাংখ্যতত্ত্ব সমাস—সাংখ্যশাস্ত্র সম্বন্ধে তিন খানি মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 'তত্ত্বসমাসকে' ঋষি কপিলের মূল গ্রন্থ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে গ্রন্থে পঁচিশটি মাত্র সূত্র আছে। তাহা এত সংক্ষিপ্ত, যে কোন পুস্তকের 'সূচী' স্বরূপেও তাহা গ্রহণ করা যায় না। তাহার এক ভাষ্যও প্রচলিত আছে, অনেকে তাহা আসুরি-প্রণীত বলেন। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। এই সাংখ্যতত্ত্বসমাসে ত্রিগুণ সম্বন্ধে একটি মাত্র সূত্র আছে—

"ত্রৈগুণ্যঃ।" ইহার উক্ত ভাষ্য এইরূপ—

ত্রিগুণ কি? সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ। ত্রিগুণের ভাবকেই ত্রৈগুণ্য বলে।

"সত্ত্ব—প্রসাদ লাঘব, প্রসন্নতা, অভীষ্ট গতি, তুষ্টি, তিতিক্ষা, সন্তোষ ইত্যাদি লক্ষণ দ্বারা অনন্ত ভেদযুক্ত। এই সত্ত্বগুণকে সংক্ষেপতঃ সুখাত্মক বলা যায়।

"রজঃ—শোক, তাপ, ভেদ, উদ্বেগ, দোষ, গমনাদি লক্ষণ দ্বারা অসংখ্য ভেদযুক্ত। এই রজোগুণ সংক্ষেপে দুঃখাত্মক।

"তমঃ—আচ্ছাদক, অজ্ঞান, বীভৎস, গৌরব (পরুষত্ব), আলস্য, নিদ্রা, প্রমাদ ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা অসংখ্যরূপে বিভক্ত। এই তমোগুণকে সংক্ষেপতঃ মোহাত্মক বলা যায়।

এইরূপে ত্রৈগুণ্য ব্যাখ্যাত হইল।

"সত্ত্বং প্রকাশকং বিদ্যাৎ রজো বিদ্যাৎ প্রবর্ত্তকম্।
তম আবরকং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম সংজ্ঞিতম্॥"

সাংখ্য সূত্র—তৎপরে সাংখ্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রামাণিক গ্রন্থ সাংখ্যদর্শন। ইহাকে সাংখ্য প্রবচন বা সাংখ্যসূত্র বলে। অনেকে ইহাকে আধুনিক গ্রন্থ ও বিজ্ঞানভিক্ষু প্রণীত বলেন। কিন্তু একথা সঙ্গত নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু যেরূপ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন, সেইরূপ অনিরুদ্ধও ইহার এক বৃত্তি করিয়াছেন। তাহা বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয় এবং অনিরুদ্ধ বৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর উল্লিখিত কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায় না; আবার কয়েকটি নূতন সূত্রও পাওয়া যায় এবং অনেক পাঠান্তরও দেখা যায়। ইহা ব্যতীত সাংখ্যসূত্র যে প্রাচীন গ্রন্থ, তাহা অনুমান করিবার অন্য কারণ আছে। তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এই সাংখ্যসূত্রে ত্রিগুণ সম্বন্ধে কি আছে, তাহা এক্ষণে দেখিতে হইবে।

সাংখ্যদর্শনে এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র সূত্র আছে। যথা,—

(১) "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"। (১।৫৯)।

অর্থাৎ সাংখ্যের যে মূল তত্ত্ব প্রকৃতি, তাহা এই সত্ত্ব রজঃ ও তমো-

গুণের সাম্যাবস্থা মাত্র। এই ত্রিগুণের স্বরূপ (অথবা ধর্ম্ম) সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

(২) "প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈর্গুণানামন্যোন্যং বৈধর্ম্ম্যম্"। (১।১২৭)

অর্থাৎ প্রীতি অপ্রীতি ও বিষাদাদি এই গুণত্রয়ের দ্বারা এই ত্রিগুণের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য। ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, প্রীতি কেবল সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, অপ্রীতি কেবল রজোগুণের ধর্ম্ম, আর বিষাদ কেবল তমোগুণের ধর্ম্ম।

(৩) 'লঘ্বাদি ধর্ম্মৈরন্যোন্যং সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যমিতরেষাম্।' (১।১২৮)

অর্থাৎ লঘুত্বাদি স্বধর্ম্মের দ্বারা সাধর্ম্ম্য ও তাহার বৈপরীত্যের দ্বারা বৈধর্ম্ম্য নির্ণীত হয়। এই দুই সূত্র হইতে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে, সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম প্রীতি বা সুখ ও লঘুত্ব, রজোগুণের ধর্ম্ম অপ্রীতি বা দুঃখ ও চলনত্ব আর তমোগুণের ধর্ম্ম বিষাদ ও গুরুত্ব।

গীতায় যে উক্ত হইয়াছে—"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ...অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ" (১৪।১৮ শ্লোক), সে সম্বন্ধে সাংখ্য-দর্শনের সূত্র যথা

(৪) "ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালা" (৩।৪৮)।

"তমো বিশালা মূলতঃ।" (৩।৪৯)।

"মধ্যে রজোবিশালা।" (৩।৫০)।

ত্রিগুণসম্বন্ধে আর একটি মাত্র সূত্র সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায় তাহা এই—

(৫) "সত্ত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ" (৬।৩৯)।

অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম্ম নহে। ইহারা প্রকৃতির রূপ বা স্বরূপ। ইহার অর্থ এই যে, যদিও সত্ত্বাদিকে গুণ বলে, কিন্তু বাস্তবিক ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম্ম নহে। গুণ বা রজ্জু যেমন বন্ধনের কারণ, এই সত্ত্বাদিও সেইরূপ পুরুষের বন্ধনের কারণ বলিয়া ইহাদিগকে 'গুণ' বলেন। গুণ এস্থলে এই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। তত্ত্বকৌমুদীকার বলিয়াছেন—'ত্রয়োগুণাঃ সুখদুঃখমোহা অন্যেতি ত্রিগুণম্'

অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহরূপ তিনগুণ যাহার আছে, তাহা ত্রিগুণ। অর্থাৎ সুখাদিগুণ বিশেষের আধার বা অধিকরণ বলিয়া ইহাদিগকেও গুণ বলে। সত্বাদি প্রকৃতিরই স্বরূপ। সত্ব রজঃ তম মিলিয়াই প্রকৃতি। প্রকৃতি যদি 'দ্রব্য' হয়, তবে সত্বাদি দ্রব্য। প্রকৃতি যদি শক্তি হয়, তবে এই সত্বাদিও শক্তি বিশেষ। একথা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই প্রকার সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণের যে উল্লেখ আছে, তাহাও অতি সংক্ষিপ্ত।

সাংখ্যকারিকা—সাংখ্যদর্শনের তৃতীয় প্রামাণ্য গ্রন্থ—কারিকা। ইহা ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত। শঙ্করাচার্য্যের গুরুর গুরু গৌড়পাদ ইহার ভাষ্য করিয়াছেন। এ গ্রন্থ যে প্রাচীন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই কারিকায় ত্রিগুণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা দেখিতে হইবে। প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে, যাহা কিছু ব্যক্ত (manifest) তাহা ত্রিগুণ। এই ব্যক্তের কারণ যে অব্যক্ত বা প্রধান (অর্থাৎ মূল প্রকৃতি) তাহাও ত্রিগুণ। কেন না যাহা কারণে নাই, তাহা সৎকার্য্যবাদ অনুসারে কার্য্যে থাকিতে পারে না। ব্যক্ত ও অব্যক্ত 'ত্রিগুণ' হইলেও পুরুষ তাহার বিপরীত—পুরুষ ত্রিগুণাতীত। এই ত্রিগুণ ব্যতীত ব্যক্ত ও অব্যক্তের অন্য লক্ষণ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কারিকার শ্লোক এই—

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত স্তথা চ পুমান্" ॥ (১১)

এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

"প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোহন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ ॥" (১২)।

অর্থাৎ সত্বগুণ প্রীতি-আত্মক বা সুখাত্মক এবং প্রকাশ সমর্থ, রজোগুণ অপ্রীতি বা দুঃখাত্মক এবং প্রবৃত্তি সমর্থ, আর তমোগুণ বিষাদাত্মক ও

নিয়ম বা স্থিতি সমর্থ। সত্ত্ব—সুখরূপ, রজঃ—দুঃখরূপ, ও তমঃ—বিষাদরূপ। সত্ত্ব—প্রকাশরূপ, রজঃ—প্রবৃত্তিরূপ বা ক্রিয়ারূপ, আর তমঃ—স্থিতিরূপ। ইহাই প্রত্যেক গুণের বিশেষ ধর্ম্ম। ইহাদের সাধারণ ধর্ম্মও আছে। এই তিন গুণ, অন্যোন্যাভিভব, অন্যোন্যাশ্রয়, অন্যোন্যজনন, অন্যোন্যমিথুন ও অন্যোন্য বৃত্তিযুক্ত।

অন্যোন্যাভিভব,—অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকে অপর দুইটিকে অভিভূত করিয়া অভিব্যক্ত হয়। যখন সত্ত্বগুণ প্রবল হয়, তখন রজঃ ও তমোগুণ আপনাপন বৃত্তিসহ অভিভূত হওয়া প্রীতি ও প্রকাশ স্বভাবে অবস্থিতি করে। যখন রজোগুণ প্রবল হয়, তখন সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত হওয়ায় অপ্রীতি ও প্রবৃত্তি ধর্ম্মে অবস্থিতি করে। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হওয়ায় বিষাদ ও স্থিতি ভাবে অবস্থিতি করে।

অন্যোন্যাশ্রয়,—অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত, পরস্পর সম্বন্ধ বা সংযুক্ত। কোন গুণই স্বতঃ কার্য্যকারী হয় না কোন গুণই ভিন্নভাবে থাকিতে পারে না।

অন্যোন্য-জনন,—অর্থাৎ একটি হইতে আর একটি উৎপন্ন হইতে পারে। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে, অগ্রে 'তমঃ' ছিল, তাহা হইতে রজঃ উৎপন্ন হইয়াছিল, ও রজঃ হইতে সত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এক গুণ হইতে আর এক গুণ উৎপন্ন হইতে পারে। সত্ত্ব গুণের নিম্ন পরিণামে রজঃ ও রজো গুণের নিম্ন পরিণামে তমঃ উৎপন্ন হইতে পারে এবং তমোগুণও ক্রমে ঊর্দ্ধ পরিণাম হেতু রজঃ এবং রজঃ হইতে সত্ত্বেরও উদ্ভব হইতে পারে। এইজন্য যাহার প্রকৃতি তমঃপ্রধান, সে ক্রমে রজঃপ্রধান হইতে পারে, এবং পরিণামে সত্ত্বপ্রধানও হইতে পারে। সেইরূপ যে সত্ত্বপ্রধান সে নিম্নপরিণাম হেতু রজঃপ্রধান এমন কি তমঃপ্রধানও হইতে পারে।

অন্যোন্য মিথুন—অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধ, যেমন স্ত্রী পুরুষ। এই জন্য উক্ত হইয়াছে যে,

"রজসো মিথুনং সত্বং সত্বস্য মিথুনং রজঃ।
উভয়োঃ সত্বরজসো মিথুনং তম উচ্যতে॥"

অন্যোন্যবৃত্তিক,—অর্থাৎ সকল গুণ সকল গুণেতেই বর্ত্তমান। গৌড়পাদ ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন এক সুরূপা সুশীলা স্ত্রী, তাহার স্বামীর পক্ষে সুখহেতু, সপত্নীর পক্ষে দুঃখহেতু, ও লম্পটের পক্ষে মোহ-হেতু, অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ তিনটি গুণেরই হেতু, সেইরূপ রজোগুণ সত্ব ও তমোগুণকে উৎপন্ন করে, বা জনন হেতু হয়। তমঃ আবরণস্বভাব হইয়াও সত্ব ও রজোবৃত্তিকে উৎপন্ন করে। অতএব গুণ সকল পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বর্ত্তমান।

ইহাই ত্রিগুণের সাধারণ ধর্ম্ম। ত্রিগুণের অন্য বিশেষ ধর্ম্মও আছে। যথা—

সত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্, উপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ, প্রদীপবর্চ্চার্থতো বৃত্তিঃ॥

(কারিকা, ১৩)।

ইহার ব্যাখ্যায় গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—

সত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক,—যখন সত্বগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি লঘু, বুদ্ধি প্রকাশক ও ইন্দ্রিয় সকল প্রসন্ন হয়। রজোগুণ উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল,—উপষ্টম্ভক অর্থাৎ উদ্যোতক এবং চঞ্চলকারী। তমোগুণ,—গুরু ও আবরণক। যখন তমোগুণ উৎকট হয়, তখন অঙ্গাদি গুরু হয় বা ভার বিশিষ্ট হয়, ও ইন্দ্রিয়সকল আচ্ছন্ন বা স্বকর্ম্মে অসমর্থ হয়।

ইহারা প্রদীপবৎ অর্থাৎ প্রদীপের তুল্য প্রয়োজন-সাধন-বৃত্তি-বিশিষ্ট। যেমন প্রদীপে তৈল, অগ্নি ও বর্ত্তি (বাতি) তিনটি বিরুদ্ধ স্বভাব, অথচ ইহাদের একত্র সংযোগে যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য পদার্থকে

প্রকাশ করে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও পরস্পর মিলিত হইয়া স্বার্থ সাধনক্ষম হয়।

ইহাই ত্রিগুণের লক্ষণ ও ধর্ম্ম। পূর্ব্বে (একাদশ কারিকায়) ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা প্রধান উভয়কেই ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য অচেতন ও প্রসবধর্ম্মী বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অবিবেকী প্রভৃতি ত্রৈগুণ্য হইতেই সিদ্ধ হয়। ব্যক্তের (অর্থাৎ মহৎ হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র) এই ত্রিগুণাদি ধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হয়। অব্যক্তে তাহা হয় না। কিন্তু কার্য্য কারণ গুণাত্মক। এজন্য ব্যক্তের যে অব্যক্ত কারণ, তাহাও ত্রিগুণ অবিবেকী প্রভৃতি 'ধর্ম্ম'-যুক্ত ইহা বলা যায়। ত্রিগুণ হইতে যেমন ব্যক্তে অবিবেকী প্রভৃতি ধর্ম্ম সিদ্ধ হয়, অব্যক্তেও সেইরূপ হয়। 'ব্যক্তে' এই গুণের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু অব্যক্তে তাহা দৃষ্ট হয় না বিপর্য্যয় এক অর্থে বৈষম্য। ব্যক্তে ত্রিগুণের বৈষম্য আছে। অব্যক্তে তাহাদের বৈষম্য নাই। এই জন্য সাংখ্যদর্শনে স্থূল প্রকৃতিকে বা অব্যক্তকে ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কারিকার সূত্র এই,—

"অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধি স্ত্রৈগুণ্যাৎ তদ্বিপর্য্যয়েঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য অব্যক্তমপি সিদ্ধম্॥" (১৪)

ব্যক্ত হইতে ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত মূল প্রকৃতির অনুমান করিবার ইহাই কারণ। এই অনুমানের অন্য কারণও কারিকায় উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্য বিভাগাৎ অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য" ॥ (১৫)।

এই দুই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয়ের অভাব হেতু, কার্য্যের কারণ গুণাত্মকত্ব হেতু, ভেদের পরিণাম হেতু, সমন্বয় হেতু, শক্তি অনুসারে প্রবৃত্তিহেতু কারণ কার্য্যের বিভাগ হেতু ও বিশ্বরূপের অবিভাগ হেতু—এই সব কারণে অর্থাৎ এই ভিত্তির উপর অনুমান

প্রমাণ দ্বারা অব্যক্তের অর্থাৎ মূল কারণ প্রকৃতির সিদ্ধি হয়। কিরূপ যুক্তি দ্বারা এই অনুমান সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝা কঠিন। এস্থলে তাহা বুঝিবারও আবশ্যক নাই। তবে এই 'অব্যক্ত' বা মূল প্রকৃতি যে ত্রিগুণাত্মিকা, তাহা কিরূপে অনুমান হইতে পারে, তাহা বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত—যাহা ব্যক্ত, বা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর, তাহার মধ্যে ত্রিগুণের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে এই ব্যক্তের যে অব্যক্ত কারণ, তাহা অবশ্য এই ত্রিগুণ—এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা বা অবিশেষ অবস্থা, তাহা অনুমান করিতে হয়। কারিকায় আছে,—

"কারণমস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্ততে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াচ্চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ॥" (১৬)।

অর্থাৎ অব্যক্ত কারণ বটে, কিন্তু ত্রিগুণ হইতেই তাহার সমবায় পরিণাম ও সলিলের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন গুণের আশ্রয়ের ভিন্নত্ব হইতেই সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। এই ব্যক্ত মহদাদি স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমুদায়ের মূল কারণ অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতি এই অনুমান সিদ্ধ হয়, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই মূল প্রকৃতি যে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অবিপর্য্যয় বা সাম্যাবস্থা, তাহাও উক্ত হইয়াছে। এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্তই সমুদায় ব্যক্তকে উৎপন্ন করে। কিরূপে এই ত্রিগুণ হইতে এই অনন্ত ভেদ যুক্ত ব্যক্তের উৎপত্তি হয়? ইহার এক উত্তর—সমবায় হইতে। ইহার অর্থ এই যে প্রত্যেক গুণ অনন্ত, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের কতকগুলি সমবেত বা সম্মিলিত হইয়া এক একটি বস্তু উৎপাদন করে। যেমন কতকগুলি সূত্র সমষ্টিতে বস্ত্র হয়, সেইরূপ অব্যক্ত গুণ সমুদায় হইতে মহত্তত্ত্বাদি উৎপন্ন হয়। এই রূপে ত্রিগুণ হইতে ও তাহাদের সমবায় হইতে ব্যক্তরূপ জগৎ প্রকাশিত হয়। এই সমুদায় ব্যক্তরূপ যে এক প্রকার হয় না, ইহার কারণ গুণের পরিণাম। পরিণাম হেতু ভিন্ন ভিন্ন গুণের আধারের

বৈলক্ষণ্য হইতে এই বৈচিত্র হয়। আবার বৈলক্ষণ্য হেতু জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হয়, সেই রূপ এই বৈচিত্র্য হয়। গুণের আধার বা আশ্রয়ের বৈচিত্র্য আছে। গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—দেবতারা প্রধানতঃ সত্ত্বগুণের আশ্রয়, মানুষ প্রধানতঃ রজোগুণের আশ্রয়, পশু প্রভৃতি প্রধানতঃ তমোগুণের আশ্রয়। এই আশ্রয় বৈচিত্র্য হেতু গুণবৈচিত্র্য হয় অর্থাৎ গুণের ভিন্ন ভিন্ন আধারে অবস্থিতি, ও তন্নিবন্ধন পরিণাম হেতু ব্যক্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। এক অর্থে গুণের আধারই 'পুরুষ'। পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নাই সত্য, কিন্তু বদ্ধ হওয়ায়, পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হয়। সকলে সমান বদ্ধ নহে। দেবতারা যেরূপ বদ্ধ, মনুষ্য তাহা অপেক্ষা অধিক বদ্ধ। মানুষের মধ্যেও এই বন্ধনের তারতম্য অনুসারে পার্থক্য আছে। সে যেমন বদ্ধ, তাহার আশ্রয়ে ত্রিগুণ সেইরূপে পরিণত হয়। ইহাই সংসার-বৈচিত্র্যের কারণ।

তত্ত্বকৌমুদীকার বলেন যে, এই তিন গুণ নিয়ত পরিণামশীল। ইহারা ক্ষণকালও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। তবে প্রলয় অবস্থায় ইহাদের 'সদৃশ' পরিণাম হয়, আর সৃষ্টি অবস্থায় বিসদৃশ পরিণাম হয়। প্রলয়কালে সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে ও তমঃ তমোরূপে পরিণত হইতে থাকে। এই শ্লোকে 'ত্রিগুণতঃ' শব্দের ইহাই অর্থ। সৃষ্টিকালে এই তিন গুণ পরস্পর মিলিত হইয়া মহদাদি এক একটি কার্য্য জন্মায়। এইরূপ মিলিত হইয়া প্রকাশের নাম সমবায়। এই সমবায় কালে একটি গুণ প্রধান হয়, অপর দুইটি অপ্রধান হইয়া তাহার অনুবর্ত্তী হয়। ইহাই সাম্য হইতে বৈষম্যের অবস্থা। গীতায় এই তত্ত্ব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সত্ত্ব প্রবল হয়, রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়, আর তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজঃকে পরাভূত করিয়া প্রকটিত হয়। এইরূপে একই কারণ হইতে কার্য্যবৈচিত্র উৎপন্ন হয়। একটি গুণ যখন এইরূপে

কার্য্য বস্তুতে প্রাধান্য লাভ করে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া অপ্রধান গুণ সকল নানাবিধ পরিণাম উৎপাদন করে। ইহাই 'প্রতি প্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ' পদের অর্থ।

যাহা হউক এই বিভিন্ন অর্থ এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই; একই কারণ অনুমান করিয়া, তাহা হইতে কার্য্য বৈচিত্র্য সিদ্ধান্ত করা কঠিন। এজন্য সেই এক কারণকে প্রধানতঃ তিনটি উপাদানের সাম্যাবস্থা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও এই বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা যায় না। এজন্য প্রকৃতির মূল উপাদান সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রত্যেককে কোন কোন ব্যাখ্যা-কার অসংখ্য কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং যদি মূলে অসংখ্য সত্ত্ব, অসংখ্য রজঃ ও অসংখ্য তমোরূপ দ্রব্য কল্পনা করা যায়, তবে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির সম্মিলনে উৎপন্ন কার্য্যও অবশ্য অসংখ্য হয়। ইহাতে কল্পনা বাহুল্য হয়। প্রকৃতি ও তাহার উপাদান তিনগুণকে 'দ্রব্য' (Substance) বলিয়া অনুমান করিলে, এই গোলযোগ হয়, কিন্তু প্রকৃতিকে যদি শক্তি বলা যায়, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই শক্তির মূল ত্রিবিধ ভাব মাত্র বলা যায়, তবে আর এই কল্পনা বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। আমরা একথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই ত্রিগুণ নিয়ত পরিণামী, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ বিপর্য্যয়যুক্ত। ইহা হইতে অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয়, অবিকৃত নিত্য পুরুষের অস্তিত্বের অনুমান হয়, ইহা পুরুষের অস্তিত্ব অনুমানের এক কারণ—

...ত্রিগুণাদি-বিপর্য্যয়াৎ অধিষ্ঠানাৎ পুরুষোঽস্তি ...। (সাংখ্য কারিকা ১৭)

সেই পুরুষ সুতরাং ত্রিগুণাতীত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সাংখ্য-দর্শনানুসারে এই পুরুষ বহু।

এই পুরুষের সন্নিধি বা অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির গুণক্ষোভ হয়। তাহা হইতে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তি হয় যথা—

"প্রকৃতের্মহানৃততোঽহঙ্কারঃ তস্মাদ্ গণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি ॥" (কারিকা ২২)

প্রকৃতি হইতে মহান্ বা বুদ্ধিতত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, বৈকৃত সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও দশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়; তামস অহঙ্কার, যাহাকে ভূত সকলের আদি বলে, তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয়; এবং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। (কারিকা ২২)

প্রকৃতির সহিত পুরুষের যোগ বা অধিষ্ঠান হইলে, প্রকৃতিতে যে গুণক্ষোভ হয়, তাহাতে প্রকৃতির যে প্রথম কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব। ইহা সত্ত্বপ্রধান। ইহা হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়। যখন এই অহঙ্কার সত্ত্বপ্রধান হয়, তাহাতে রজস্তম অভিভূত থাকে, তখন তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক মন ও পঞ্চ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। রজঃ গুণ দ্বারা এই সাত্ত্বিক অহঙ্কার প্রবর্ত্তিত হইলে বা পরিচালিত হইলে তাহা হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক মন পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি ও প্রবৃত্তি হয়। সেইরূপ তামসিক অহঙ্কার (অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্ব ও রজঃ অভিভূত থাকে) রজঃ দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহা হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। রাজসিক অহঙ্কারকে তৈজস্ বলে।—

"সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্ততে বৈকৃতাৎ অহঙ্কারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামস স্তৈজসাদুভয়ম্ ॥" (কারিকা ২৫)

এইরূপে সৃষ্টিকালে পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হইয়া বুদ্ধি অহঙ্কার মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র প্রথমে উৎপন্ন হয়। ইহারা মিলিত হইয়া লিঙ্গ হয়। প্রকৃতি পুরুষের সংসৃষ্ট এই লিঙ্গ, তাহার লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর। পুরুষ সংযোগ হেতু এই লিঙ্গ চেতনবৎ হয়,—

"তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।" (কারিকা ২০)

সাংখ্যমতে পুরুষের স্বার্থসাধন জন্য বুদ্ধি অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয় ইহারা যুগপৎ বা এককালে দৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত হয়। অদৃষ্ট

বিষয় সম্বন্ধে (স্মরণকালে) বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন প্রবর্ত্তিত হয় (কারিকা ৩০) এই বুদ্ধি অহঙ্কার ও মনকে অন্তঃকরণ বলে। বেদান্তদর্শন মতে ইহার নাম চিত্ত। কোন মতে চিত্ত স্বতন্ত্র। শ্রুতিতে ইহাদিগকে সমষ্টি ভাবে মন বলে। দশ ইন্দ্রিয়কে বহিঃকরণ বলে (কারিকা ৩২)।

পূর্ব্বে যে তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারা অবিশেষ বিষয়। আর এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে যে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা বিশেষ বিষয়। আমাদের প্রত্যেকের লিঙ্গ শরীর অনুযায়ী স্থূল শরীর বা সঙ্ঘাত এই পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হয়। এই পঞ্চস্থূল ভূত আমাদের সম্বন্ধে শান্ত বা সুখ লক্ষণ বিশিষ্ট, ঘোর বা দুঃখ লক্ষণ বিশিষ্ট অথবা মূঢ় বা মোহজনক।

"তন্মাত্রাণ্যবিশেষা স্তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।
এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা, ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ" ॥ (কারিকা ৩৮)

অতএব এই স্থূল ভূত মধ্যে যাহা আমাদের নিকট প্রকাশ-স্বভাব বা সুখ-স্বভাব তাহা সত্ত্বপ্রধান, যাহা চঞ্চল ও দুঃখ স্বভাব তাহা রজঃ-প্রধান আর যাহা মূঢ়-স্বভাব মোহকর তাহা তমঃপ্রধান। প্রত্যেক স্থূলবিষয় বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্নভাবে প্রতীত হয়। ঘর্ম্মাক্ত ব্যক্তির নিকট বায়ু শান্ত বা সুখকর; শীতার্ত্ত ব্যক্তির নিকট বায়ু ঘোর বা দুঃখকর আর পীড়াচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে বায়ু মোহকর। *

সাংখ্যকারিকায় ত্রিগুণতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এই তত্ত্ব গীতায় আরও বিশদভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। গীতায়—আমাদের মৃত্যুকালে কোনও বিশেষ গুণের প্রবৃদ্ধি হেতু বিশেষ গতিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। দেবযানে ও পিতৃযানে যে জ্ঞানীদের ও যোগীদের গতি হয়, তাহা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে

---

* এইরূপে ত্রিগুণ হইতে মহদাদি ক্রমে পঞ্চভূতের ও বিশ্বের উৎপত্তি তত্ত্ব আমরা সাংখ্যকারিকা হইতে বুঝিতে পারি। এস্থলে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিবৃত হইয়াছে। বিশের বিশেষ গুণের বিবৃদ্ধিসময়ে মৃত্যু হইলে যে গতি হয়, তাহা এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সত্ত্বপ্রবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে উৎকৃষ্ট গতি হয়, অর্থাৎ দেবযানে ও পিতৃযানে গতি হয়। (১৪।১৫); রজো-বিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্ম্মসঙ্গিলোকে জন্ম হয় (১৪।১৫); আর তমোবিবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে মূঢ় যোনিতে জন্ম হয় (১৪।১৮)। সত্ত্বস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধে গমন করে, রাজস ব্যক্তি মধ্যে অবস্থান করে, ও তামস ব্যক্তি অধোগতি লাভ করে (১৪।১৮)। ইহার কারণ গীতায় উক্ত হয় নাই। কারিকায় তাহার হেতু বিবৃত হইয়াছে। কারিকায় আছে—

"ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।

মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ" ॥ (কারিকা ৫৪)

সাংখ্যদর্শনেও এ তত্ত্ব উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। কারিকায় আরও আছে—

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।

জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥" (কারিকা ৪৪)

এই ঊর্দ্ধলোক—দেবলোক বা স্বর্গাদিলোক ও ভুবর্লোক, মধ্যলোক ভূলোক বা মনুষ্যলোক এবং অধঃ—ভূতল—বা পাতাললোক (অর্থাৎ ভূলোকের নিম্নজাতীয় জীবলোক)। ঊর্দ্ধে বা স্বর্গে অষ্টপ্রকার দেবযোনি বাস করেন। যথা—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, সৌম্য, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। আর মধ্য পৃথিবীতে মনুষ্য ও অধোলোকে পঞ্চবিধ তির্য্যগ্‌ যোনি—অর্থাৎ পশু মৃগ পক্ষী সরীসৃপ ও স্থাবর ভূত—বাস করে।

"অষ্টবিকল্পো দৈব স্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।

মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥" (কারিকা ৫৩)

ইহা হইতে জানা যায় যে, যাঁহাদের সত্ত্ববিবৃদ্ধিকালে সত্ত্বস্থ হইয়া মৃত্যু হয়, তাঁহারা ধর্ম্ম দ্বারা ঊর্দ্ধে দেবলোকে ও পিতৃলোকে বা স্বর্গে গমন করেন; যাহাদের রজোবিবৃদ্ধিকালে রজস্থ হইয়া মৃত্যু হয়, তাহারা

ধর্ম্ম হেতু মধ্যে—মনুষ্যলোকে স্থিত হয়। আর যাহাদের তমোবিবৃদ্ধি-কালে মৃত্যু হয়, তাহারা মোহহেতু মূঢ় যোনিতে বা তির্য্যগ্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

অতএব গীতায় যে ত্রিগুণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা আমরা সমুদায়ই কারিকা হইতে বুঝিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে গীতোক্ত ত্রিগুণ তত্ত্বই কারিকায় বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। কারিকা হইতেই গীতার এই ত্রিগুণ তত্ত্ব আরও স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়।

পাতঞ্জল দর্শন।—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পাতঞ্জল দর্শনও এক অর্থে সাংখ্যগ্রন্থ। ইহাতে ত্রিগুণের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে উল্লেখ অতি সামান্য। দুইটিমাত্র সূত্রে এই ত্রিগুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দুই সূত্র বুঝাইবার জন্য ব্যাসভাষ্যে সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত সমুদায় ত্রিগুণ-তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা দুর্ব্বোধ হইলেও আমরা এস্থলে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিব।

পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম সূত্র এই,—

"প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।"(২।১৮)

ইহার অর্থ এই যে,—দৃশ্য (এই পরিদৃশ্যমান জগৎ) প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল, ভূতেন্দ্রিয়াত্মক ও ভোগাপবর্গার্থ।

এই সূত্রের ব্যাস ভাষ্যের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"দৃশ্যের স্বরূপ বলা যাইতেছে, সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ (জ্ঞান) রজোগুণের স্বভাব ক্রিয়া (প্রবৃত্তি), তমোগুণের স্বভাব স্থিতি অর্থাৎ প্রকাশ ও ক্রিয়া প্রভৃতিকে হইতে না দেওয়া, ইহাদের প্রত্যেকের অংশ এক অপরের সহিত অনুরক্ত হয় অর্থাৎ সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ হইতে গেলে তামস ও রাজসের মিশ্রণ তাহাতে থাকিয়া যায়, তমঃ ও রজো গুণের কার্য্যও এইরূপ জানিবে; উহারা এই ভাবেই (এক অপরের সাহায্য লইয়াই) পরিণত হয়। ইহারা পুরুষের সহিত সংযুক্ত ও বিযুক্ত

হইয়া থাকে অর্থাৎ বদ্ধ পুরুষের সহিত সংযুক্ত এবং মুক্ত পুরুষের সহিত বিযুক্ত হইয়া থাকে, ইতর গুণ ইতর গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মূর্ত্তি (পৃথিব্যাদি পরিণাম) লাভ করে; ইহাদের পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাব অর্থাৎ প্রধান অপ্রধান ভাব থাকিলেও শক্তির সঙ্কর হয় না; সত্ত্বগুণের প্রাধান্য অবস্থায় রজঃ ও তমোগুণ তাহার অঙ্গভাবে সাহায্য করে বলিয়া ঐ সত্ত্বের কার্য্য প্রকাশ সুখ প্রভৃতিতে রাজস তামসের (দুঃখমোহের) সঙ্কর হয় না। ইহারা সমানজাতীয় রূপে অসমবায়ী কারণ হয়, অসমান-জাতীয় রূপে নিমিত্ত কারণ হয়, (তুল্যজাতীয় কারণই মিলিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাতে ভিন্ন জাতীয়ের সংস্রব থাকে না, এরূপ নিয়ম নহে; বিশেষ এই তুল্যজাতীয়ই সমবায়ী কারণ হয়, ভিন্নজাতীয় তাহার সহায়রূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া থাকে)। একটি গুণের প্রাধান্য সময়ে (প্রধানবেলায়াং ইহার অর্থ প্রধানত্ববেলায়াং, ভাব প্রধান নির্দ্দেশ) অপর দুইটি গুণ অপ্রধান হইলেও সহকারিরূপে ঐ প্রধানে তাহাদের অস্তিতার (সত্তার) অনুমান হয়। ভোগ ও অপবর্গ স্বরূপ পুরুষার্থ করিবে বলিয়াই ইহাদের শক্তির (কার্য্যজনন) বিনিয়োগ অর্থাৎ চালনা হয়। অয়স্কান্ত মণি যেরূপ সন্নিধানে থাকিয়াই লৌহের উপকার করে, ইহারা প্রত্যয় অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিমিত্ত ব্যতিরেকেই একটি বৃত্তির (পরিণামের) অনুগমন অপর দুইটি করে। এই গুণত্রয়ই উক্ত-রূপে প্রধান অর্থাৎ যাহা হইতে সমস্ত কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে লয় পায় এই অর্থে প্রধান শব্দে অভিহিত হয়। পরিণামের সহিত এই গুণত্রয়কেই দৃশ্য বলে। এই দৃশ্য গুণত্রয় ভূত ও ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হয়, সূক্ষ্ম (তন্মাত্র) ও স্থূল (মহাভূত) এই দ্বিবিধ ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত, এবং স্থূল সূক্ষ্ম অর্থাৎ অহঙ্কার ও চক্ষুরাদি দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় রূপে পরিণত হয়। এই পরিণাম নিরর্থক নহে, কিন্তু কোনও একটি প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে, এই দৃশ্য—পুরুষের ভোগ (সুখ দুঃখের সাক্ষাৎকার) ও

মুক্তির নিমিত্ত পরিণত হয়। ইষ্টানিষ্ট (সুখ দুঃখ) রূপ গুণস্বরূপের অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধিপরিণামের স্বরূপ নিশ্চয় বস্তুতঃ বুদ্ধিরই ধর্ম্ম হইলেও অবিভাগাপন্ন অর্থাৎ পুরুষে আরোপিত হইলে উহাকে ভোগ বলা যায়, এবং পুরুষের স্বরূপবোধকে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তির কারণ বলা যায়। এই ভোগ ও অপবর্গ রূপ উভয়ের অতিরিক্ত আর কোন দর্শন (প্রয়োজন) নাই।

পঞ্চশিখাচার্য্য বলিয়াছেন, গুণত্রয় কর্ত্তা, পুরুষ কর্ত্তা নহে; গুণত্রয়কে অপেক্ষা করিয়া চতুর্থ স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম বলিয়া গুণত্রয়ের তুল্য-জাতীয় এবং চেতন বলিয়া জড়গুণে ত্রয়ের অতুল্যজাতীয় ঐ পুরুষ গুণত্রয়ের ক্রিয়ার অর্থাৎ পরিণামের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা, গুণত্রয়ের (বুদ্ধির) ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি পুরুষে প্রতীয়মান হয় বলিয়া যেন বস্তুতঃই পুরুষের ধর্ম্ম এইরূপে সাধারণতঃ অজ্ঞ লোকেরা মনে করে; পুরুষের উক্তরূপে প্রতীয়মান সুখ দুঃখাদি বিশিষ্ট রূপ হইতে পৃথক্ যে একটি কূটস্থ নির্গুণ স্বরূপ আছে, তাহার শঙ্কাও করে না। ভোগ ও অপবর্গ এই দুইটি বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা যাইতেছে; যেমন জয় ও পরাজয় উভয়ই সৈনিক পুরুষের ধর্ম্ম, তথাপি তাহা স্বামীর বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ("অমুক রাজা জয়লাভ করিয়াছেন," "অমুক পরাজিত হইয়াছেন" হয়ত উভয় রাজাই সংগ্রামক্ষেত্রে পদার্পণও করেন নাই), ঐরূপ ব্যবহারের কারণ জয় ও পরাজয়ের ফলভোগ (রাজ্যলাভ, রাজ্যনাশ) স্বামীরই হইয়া থাকে; তদ্রূপ বন্ধ ও মোক্ষ বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই থাকে, পুরুষে ফলভোগ করে বলিয়া তাহার বলিয়া মিথ্যা ব্যবহার হইয়া থাকে। ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থ সম্পাদন করা শেষ না হওয়াই বুদ্ধির বন্ধ, উহার পরিসমাপ্তিই মোক্ষ। এইরূপে বুদ্ধিতে বর্ত্তমান গ্রহণাদি ধর্ম্মও পুরুষে আরোপিত হইয়া থাকে; কারণ পুরুষ উহার ফলভোগ করে। স্বরূপতঃ অর্থজ্ঞানকে গ্রহণ বলে, স্মৃতির নাম ধারণ, পদার্থ সকলের

বিশেষ তর্কের নাম উহ, পদার্থে সমারোপিত (ভ্রান্তি কল্পিত) ধর্মের নিরাস করাকে অপোহ বলে, উক্ত উহ ও অপোহ দ্বারা পদার্থের অবধারণকে তত্ত্বজ্ঞান বলে, উক্ত তত্ত্বজ্ঞান হইলে এইটি করিব কি না, ইহার স্থিরতার নাম অভিনিবেশ"। (পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্ত চুঞ্চুর অনুবাদ হইতে গৃহীত)।

পাতঞ্জল দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র এই:—

"বিশেষাবিশেষ লিঙ্গমাত্রলিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।" (২।১৯)।

অর্থাৎ বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই সকল গুণপর্ব্ব। ইহার ব্যাস ভাষ্যের অনুবাদ এইরূপ:—

"আকাশ বায়ু অগ্নি জল ও ভূমি—এই পঞ্চ ভূত—বিশেষ।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পঞ্চ তন্মাত্রা—অবিশেষ। পঞ্চভূত ইহাদেরই বিশেষ।

"সেইরূপ মন ও দশ ইন্দ্রিয়—ইহারা বিশেষ। আর ইহাদের কারণ অস্মিতা লক্ষণ অহঙ্কার—অবিশেষ।

"অতএব অবিশেষ ছয়টি, পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা (অহঙ্কার)। অতএব গুণ সকলের এই ছয়টি অবিশেষ পরিণাম। আর উক্ত দশ ইন্দ্রিয় মন ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ বিশেষ পরিণাম।

"মহৎ বা বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে উক্ত ছয় অবিশেষের পরিণাম হয়।

"এই অবিশেষ সকলের পর যে মহত্তত্ত্ব—তাহা লিঙ্গ মাত্র। উক্ত অবিশেষ এই লিঙ্গ মাত্র বুদ্ধি তত্ত্বে অবস্থান পূর্ব্বক বিবৃদ্ধির চরমসীমা প্রাপ্ত হয়। ইহারা সত্ত্বমাত্রাত্মক মহত্তত্ত্বে লীয়মান হইলে তাহাতেই অবস্থান করে। তদাত্মকত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় তাহারা নিঃসত্ত্বাসত্ত্ব, নিঃসদসৎ, নিরসৎ হইয়া প্রধান বা অব্যক্তে প্রলীন হয়। অবিশেষ সকলের মহত্তত্ত্বে যে পরিণাম তাহা লিঙ্গ মাত্র পরিণাম। আর নিঃসত্ত্বাসৎ যে পরিণাম—অব্যক্তে লীন অবস্থায় তাহা অলিঙ্গ পরিণাম।

এই অলিঙ্গ অবস্থা নিত্য, তাহা পুরুষার্থের হেতু নহে। আর বিশেষ অবিশেষ ও লিঙ্গ অবস্থা অনিত্য, তাহাই পুরুষার্থের হেতুভূত”।

“গুণ সকল সর্ব্বধর্ম্মানুপাতী, তাহারা প্রত্যস্তমিত বা উপজাত হয় না। গুণাত্যয়ী, আগমাপায়ী, অতীত ও অনাগত ব্যক্তির দ্বারা গুণত্রয় উৎপত্তি-বিনাশশীলের ন্যায় প্রত্যবভাসিত হয়। গুণত্রয় লিঙ্গ (মহৎ) অবস্থায় অলিঙ্গের প্রত্যাসন (কার্য্য)। অলিঙ্গাবস্থায় তাহা সংসৃষ্ট থাকিয়া ব্যক্তাবস্থায় ক্রমাগতক্রম হেতু বিবিক্ত বা ভিন্ন হয়। সেইরূপ অবিশেষ লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্ট থাকিয়া ভিন্ন হয়। এই পরিণাম ক্রম নিয়ম হইতেই বিশেষ সকল অবিশেষ সংসৃষ্ট বলিয়া বিভক্ত বা ব্যক্ত হয়। বিশেষের পর আর কোন পরিণাম নাই।” (সাংখ্য সূত্র “অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ” এ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য)।

ইহার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, মূল প্রকৃতি ত্রিগুণের অলিঙ্গাবস্থা। মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব তাহাদের লিঙ্গ মাত্র অবস্থা, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অভিব্যক্ত অহঙ্কার ও অহঙ্কার হইতে অভিব্যক্ত পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টি অবিশেষ অবস্থা। আর মন দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই প্রকৃতির ষোড়শ বিকার তাহাদের বিশেষাবস্থা। ইহারা এক অর্থে পরস্পর কার্য্যকারণরূপে সম্বন্ধ। ত্রিগুণের অলিঙ্গাবস্থা—মূলকারণাবস্থা; তাহার কারণান্তর নাই। তাহা লিঙ্গের কারণ। লিঙ্গ তাহার কার্য্য। সেইরূপ ত্রিগুণের অবিশেষ অবস্থার কারণ এই লিঙ্গাবস্থা, আর তাহার কার্য্য ত্রিগুণের বিশেষ বা ব্যক্তাবস্থা। এই বিশেষ বা ব্যক্তাবস্থা কার্য্য আর কাহারও কারণ নহে।

এইরূপে মূল সাংখ্য গ্রন্থে ত্রিগুণের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই সাংখ্য শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রে এই ত্রিগুণ তত্ত্বের উল্লেখ আছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা কেবল মহাভারতের অনুগীতায় ও মনুসংহিতায় ত্রিগুণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য কিছু উদ্ধৃত করিব না। অনুগীতায় আছে—

"তমো রজ স্তথা সত্ত্বং গুণানেতান্ প্রচক্ষতে।
অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে তথাঽন্যোন্যানুজীবিনঃ॥
অন্যোন্যাপাশ্রয়াশ্চাপি তথান্যোঽন্যানুবর্ত্তনাঃ।
অন্যোঽন্যব্যতিষক্তাশ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চধাতবঃ॥
তমসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ।
রজসশ্চাপি সত্ত্বং স্যাৎ সত্ত্বস্য মিথুনং তমঃ॥
নিয়ম্যতে তমো যত্র রজস্তত্র প্রবর্ত্ততে।
নিয়ম্যতে রজো যত্র সত্ত্বং তত্র প্রবর্ত্ততে॥
নিশাত্মকং তমো বিদ্যাৎ ত্রিগুণং মোহসংজ্ঞিতম্।
অধর্ম্মলক্ষণঞ্চৈব নিয়তং পাপকর্ম্মসু॥
প্রকৃত্যাত্মকমেবাহ রজঃপর্য্যায়কারণম্।
প্রবৃত্তং সর্ব্বভূতেষু দৃশ্যমুৎপত্তিলক্ষণম্॥
প্রকাশং সর্ব্বভূতেষু লাঘবং শ্রদ্দধানতা।
সাত্ত্বিকং রূপমেবন্তু লাঘবং সুখসম্মিতম্॥
এতেষাং গুণতত্ত্বানি বক্ষ্যন্তে তত্ত্বহেতুভিঃ।"

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্।
যৈ র্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্ মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥
যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্॥
সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥
তত্র যৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মনি লক্ষয়েৎ।
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥
যৎ তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।

তদ্রজোঽপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারি দেহিনাম্ ॥
যৎ তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ ॥”
ত্রয়াণামপিচৈতেষাং গুণানাং যঃ ফলোদয়ঃ।
অগ্র্যো মধ্যো জঘন্যশ্চ তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥
বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধর্ম্মক্রিয়াত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণলক্ষণম্ ॥
আরম্ভরুচিতাধৈর্য্যম অসৎকার্য্যপরিগ্রহঃ।
বিষয়োপসেবাচাজস্রং রাজসং গুণলক্ষণম্ ॥
লোভঃ স্বপ্নোঽধৃতিঃ ক্রৌর্য্যং নাস্তিক্যং ভিন্নবৃত্তিতা।
যাচিষ্ণুতা প্রমাদশ্চ তামসং গুণলক্ষণম্ ॥

* * * *

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্ ॥
দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ ॥”

মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়, ২৪—৪০ শ্লোক।

এই ত্রিগুণের কার্য্য সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার বিবেক চূড়ামণিগ্রন্থে (১১২—১২২ শ্লোকে) যাহা বলিয়াছেন তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্য্যৈঃ ॥ ১১২
বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ ॥১১৩
কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাভ্যসূয়াঽহঙ্কারের্ষ্যামৎসরাস্তাস্তু ঘোরাঃ।
ধর্ম্মাএতে রাজসাঃ পুংপ্রবৃত্তি র্যস্মাদেতৎ তদ্রজো বন্ধহেতুঃ ॥ ১১৪

এষাবৃতির্নাম তমোগুণস্য শক্তির্যয়া বস্ত্বভাসতেঽন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতের্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রসরস্য হেতুঃ॥ ১১৫
প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্তসূক্ষ্মাত্মদৃক্
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ॥ ১১৬
অভাবনা বা বিপরীতভাবনা সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।
সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্॥ ১১৭
অজ্ঞানমালস্যজড়ত্বনিদ্রা প্রমাদমূঢ়ত্বমুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চিন্নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি॥ ১১৮
সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি, তাভ্যাং মিলিত্বা সরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্ প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্॥ ১১৯
মিশ্রস্য সত্ত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাস্ত্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ, দৈবী চ সম্পত্তি রসন্নিবৃত্তিঃ॥ ১২০
বিশুদ্ধসত্ত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা, যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥ ১২১
অব্যক্তমেতত্ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য বিভক্ত্যবস্থা প্রলীনসর্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ॥ ১২২

'ত্রিগুণ তত্ত্ব জ্ঞান—এইরূপে ত্রিগুণদ্বারা জীবের বন্ধন-তত্ত্ব আমরা এই সকল শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। গীতায় কোন্ গুণ কি ভাবে জীবকে আবদ্ধ করে, কোন্ গুণ কিরূপে প্রবল হয় এবং কোন্ গুণের প্রবৃদ্ধিকালে কিরূপ গতি হয় ও পরে কিরূপ জীব যোনিতে জন্মগ্রহণ হয়, তাহা গীতায় যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ সাংখ্যদর্শনে এবং পুরাণাদি অন্যান্য শাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। কিন্তু এই তিনগুণের প্রকৃত স্বরূপ কি? এবং তাহাদের মূল কারণ কি?

সে সমুদায় তত্ত্ব আমরা ইহা হইতে ঠিক জানিতে পারি না। ত্রিগুণ হইতে কিরূপে সৃষ্টি অভিব্যক্ত হয় ও কিরূপে নিয়মিত হয়, তাহা বুঝিতে হইলে এবং এই ত্রিগুণদ্বারা আমরা কেন বদ্ধ হই, তাহা বুঝিতে হইলে, ত্রিগুণের মূল তত্ত্ব জানিতে হয়।

বলিয়াছি ত, সাংখ্য শাস্ত্রে এই ত্রিগুণতত্ত্ব প্রথমে সূত্রিত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রে এই ত্রিগুণের স্বরূপ কি, তাহা নির্ণীত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্র প্রধানতঃ অনুমানমূলক। অনুমান-প্রমাণের উপরই সাংখ্যদর্শনে ত্রিগুণ প্রভৃতির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনুমান-প্রমাণ দ্বারাই সাংখ্যশাস্ত্রে ত্রিগুণের স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই জগতে বিশেষতঃ আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বত্র তিনপ্রকার বিভিন্নভাবের অভিব্যক্তির অনুভব হইতে তাহাদের মূল কারণ রূপে এই ত্রিগুণের স্বরূপ অনুমিত হইয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যেমন প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাদ্বারা নানারূপ বাহ্যঘটনা (phenomena) আলোচনা পূর্ব্বক, তাহাদের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার পূর্ব্বক তাহাদের সামান্য ও বিশেষ স্থির করিয়া শ্রেণীবিভাগ করেন এবং তাহাদের কারণ বিভিন্নরূপ শক্তির অনুমান করেন, সেইরূপ সাংখ্যশাস্ত্রও আমাদের বাহিরের ও অন্তরের বিভিন্ন ভাব সকলকে বা দৃশ্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, কতকগুলিভাবকে (phenomena) সাত্ত্বিক ভাব, কতকগুলিকে রাজসিকভাব ও কতকগুলিকে তামসিকভাব এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। সাংখ্যদর্শনের সৎকার্য্যবাদ অনুসারে কার্য্য কারণে বীজভাবে থাকে এবং কার্য্যের সহিত কারণ নিয়ত সংশ্লিষ্ট থাকে। যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে অভিব্যক্ত হইতে পারে না। উপযুক্ত কার্য্যের অবশ্য উপযুক্ত কারণ থাকে। এই জন্য এই ত্রিবিধ ভাবের অবশ্য তিনটি উপযুক্ত মূল কারণ আছে, আর একই মূল কারণে এই ত্রিবিধ ভাবের মূল আছে, ইহা সাংখ্যশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করেন। আমরা এই মূল কারণকে প্রত্যক্ষ করিতে

না পারিলেও এইরূপে তাহা অনুমান করিতে পারি। সাংখ্যাচার্য্যগণ জগতের মূলকারণ যে ত্রিগুণ তাহা অনুমান দ্বারাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল আমাদের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি অনুভূত হয়, তাহাদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মূলকারণরূপে এই ত্রিগুণ অনুমান করেন নাই। তাঁহারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপার এবং তাহার যে অসংখ্যভাব তাহাও এইরূপে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মূল কারণ রূপে এই ত্রিগুণ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান যথেষ্ট নহে এবং ইহা হইতে এই ত্রিগুণের স্বরূপ ঠিক বুঝা যায় না। সাংখ্যাচার্য্যগণও যে ত্রিগুণ সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ইহা আমরা দেখিয়াছি।

কোন কোন সাংখ্যাচার্য্য এই অনুমান ব্যতীত যোগজ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া এই ত্রিগুণের স্বরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিশেষ সাংখ্য যোগশাস্ত্র পাতঞ্জল দর্শন যোগাবস্থায় চিত্তের প্রমাণাদি বৃত্তি নিরোধ করিয়া দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক এই দৃশ্য জগতের বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গ ও অলিঙ্গ এই চারি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই অলিঙ্গ অবস্থা বা মূল কারণ অবস্থা যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাহার ও স্বরূপ যোগ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিবার কথা বলিয়াছেন বেদান্ত দর্শনেও নিদিধ্যাসন-তত্ত্ব দর্শনের প্রধান উপায় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক সে কথা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

সাংখ্য ও বেদান্ত সমন্বয়—সাংখ্যশাস্ত্র শব্দ প্রমাণ গ্রহণ করিলেও সেই শ্রুতি প্রমাণের উপর যে এই-ত্রিগুণ তত্ত্ব স্থাপন করেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি। শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বন করিলে এই ত্রিগুণের স্বরূপ অন্যরূপে বুঝা যাইতে পারে। শ্রুতি প্রমাণের উপর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্য বেদান্ত সমন্বয় করিলে এই ত্রিগুণ তত্ত্ব যেরূপ জানা যায়, তাহা গীতা হইতে আমরা বুঝিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি

যে গীতায় সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব এই সমন্বয় ও ভিত্তির উপর স্থাপিত। সাংখ্যের অনাদি প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব যে পরম ব্রহ্ম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পুরুষ সাংখ্যোক্ত বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ ব্যতীত যে পরমপুরুষ বা নিত্য পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়, আরও প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব যে স্বতন্ত্র নহে প্রকৃতি পরম পুরুষেরই এবং তাঁহার দ্বারা নিয়মিত, ইহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। সেইরূপ এই ত্রিগুণ যে প্রকৃতির তিনটি বিভিন্ন উপাদান (component part) নহে, এই ত্রিগুণ যে দ্রব্য নহে এই তিনের সমবায়ে যে প্রকৃতি নহে এবং এই ত্রিগুণ যে পরমেশ্বর হইতে মূল উদ্ভূত তিনটি বিভিন্ন ভাব তাঁহা হইতে বীজরূপে তাঁহারই প্রকৃতি গর্ভে নিষিক্ত হইয়া তাহারা সমুদ্ভূত হয়, সুতরাং এই তিনগুণ যে প্রকৃতিসম্ভব তাহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। চণ্ডীতেও প্রকৃতিকে গুণত্রয়-বিভাবিনী বলা হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় করিলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। গীতার ন্যায় অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ সমন্বয় করিয়া ত্রিগুণ তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রবচন হইতে আমরা ইহার কতক আভাষ পাই। শ্রীভাগবতে কপিল দেব-হূতি সংবাদে সাংখ্যশাস্ত্র এই ভাবেই গৃহীত হইয়াছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে শ্রীভাগবতে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ব্যতীত পরমেশ্বরকে ষড়বিংশ তত্ত্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, ইহাই প্রাচীন কাপিল দর্শনেরও সিদ্ধান্ত। আধুনিক সাংখ্যশাস্ত্রে সম্ভবতঃ কোন কারণে ঈশ্বরবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমরা এস্থলে সাংখ্য বেদান্তের সমন্বয় পূর্ব্বক এই ত্রিগুণের মূল তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

ত্রিগুণের উৎপত্তি।—মূল প্রকৃতিকে আদি শক্তিরূপে বা জগতের আদি উপাদান কারণ দ্রব্যরূপে গ্রহণ করিলেও তাহা যে এক অবিভক্ত ইহা বেদান্ত মতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই মূল প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান থাকা স্বীকার করা যায় না। এজন্ত গীতায়

এই ত্রিগুণকে প্রকৃতিজ গুণ বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। (গীতা ১৩।২১)। প্রকৃতিকে ভগবানেরই পরাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিলে, এই ত্রিগুণকে সেই শক্তির ত্রিবিধ বিকাশ এবং ত্রিগুণ যে ত্রিবিধ শক্তি বা শক্তির পরিণাম তাহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। গীতায় ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে তাঁহা হইতেই এই ত্রিবিধ ভাবের উদ্ভব হয়:—

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥"

(গীতা ৭।১২)

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, এই তিন গুণ প্রকৃতিজ। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার দৈবী মায়া এই ত্রিগুণময়ী (গীতা ৭।১৪)। সুতরাং গীতা হইতে আমরা বলিতে পারি যে ভগবান্ তাঁহার মায়া-শক্তি বলে সৃষ্টির আরম্ভে এই মায়া হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতির গর্ভে এই ত্রিগুণময়ী ভাব বীজ নিষেক করেন, (গীতা ১৪।৩) এবং তাহা হইতে প্রকৃতিতে এই তিন গুণের সম্ভব হয় ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভগবানের পরাশক্তি,—বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে তাঁহার স্বরূপ শক্তি—ত্রিবিধ। তাহা সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি। তাঁহাদের মতে এই ত্রিবিধ শক্তি হইতেই তাঁহার প্রকৃতিতে এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়। ভগবানের যাহা শুদ্ধা প্রকৃতি তাহাতে অলৌকিক সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের অভিব্যক্তি হয়। আর যাহা আমাদের মলিন প্রকৃতি তাহাতে লৌকিক সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণের বিকাশ হয়, তাহা মলিন, অশুদ্ধ তাহাই জীবকে বদ্ধ করে। (বল্লভাচার্য্য কৃত গীতা ১৪।৫ শ্লোক ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

বেদান্ত মতে ত্রিগুণের স্বরূপ।—আমরা, পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সাংখ্যের মূল প্রকৃতি-পুরুষ বাদও এইরূপ বেদান্তের সহিত সমন্বয়

করিয়া গীতায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। সেইরূপ ত্রিগুণতত্ত্ব এবং সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয় পূর্ব্বক গীতায় ও অন্যান্য শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। ইহা আমরা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব ও এই ত্রিগুণের স্বরূপ কি, এক্ষণে তাহা দেখিব। সাংখ্য মতে মূল প্রকৃতি দ্রব্য বা বস্তু। সুতরাং প্রকৃতির মূল উপাদান এই তিন গুণ ও বস্তু। আমরা যাহাকে সাধারণতঃ গুণ (attribute বা quality) বলি, এ ত্রিগুণ যে সেরূপ গুণ নহে, ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। বেদান্ত মতে প্রকৃতিই মায়া, তাহা ব্রহ্মের পরাশক্তি—সেই পরম দেবের স্বগুণে নিগূঢ় পরম আত্মশক্তি। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১।৩, ৪।১০ ও ৬।৮ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মের এই মায়ার পরাশক্তির বা প্রকৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহা বস্তু বা দ্রব্য নহে। অতএব বেদান্ত অনুসারে সাংখ্যের মূল প্রকৃতিকে জগৎকারণ-রূপে স্বীকার করিতে হইলে, তাহাকে ব্রহ্মের মায়াখ্য পরাশক্তি বলিতে হয়। গীতায়ও সাংখ্যের এই অব্যক্ত বা মূল প্রকৃতিকে ভগবানেরই প্রকৃতি বলা হইয়াছে। (গীতা ৭।৪—৫)। প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। তাহা ব্রহ্মেরই এক ভাব—তাহা মহদ্‌ব্রহ্ম। অতএব এই তিনগুণ প্রকৃতির উপাদান হইলেও বেদান্ত বা গীতা অনুসারে তাহারা দ্রব্য বা বস্তু হইতে পারে না। তাহাদিগকে একই মূল শক্তির ত্রিবিধ ভাব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহারা শক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই ত্রিগুণকে দ্রব্যগুণ বা ক্রিয়া এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে কোন এক রূপ পদার্থ বলিতে পারেন। আমরা এস্থলে সে মতের আলোচনা করিব না। যাহা হউক, এ সকল কথা আর এস্থলে বিস্তারিত ভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। গীতা অনুসারে ত্রিগুণের অর্থ কি, তাহা আমরা ইহা হইতে সংক্ষেপে বুঝিতে পারি। এক্ষণে এই ত্রিগুণের স্বরূপ কি, তাহা আমরা সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

ত্রিগুণ—শ্রুত্যুক্ত ত্রিবর্ণ।—আমরা প্রধানতঃ শ্রুতি হইতে ত্রিগুণের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্যের যাহা অনাদি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি অনুসারে তাহা ত্রিবর্ণাত্মিকা অজা। তাহাই বহু প্রজা উৎপাদন করে। এই ত্রিবর্ণ—লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ। যাহা সাংখ্যের সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ, তাহাই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত শুক্ল লোহিত।কৃষ্ণ এই ত্রিবর্ণ। এই ত্রিবর্ণ হইতে ত্রিগুণের স্বরূপের যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, তাহা আমরা এক্ষণে শ্রুতি হইতে দেখিব। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্রহ্ম সৃষ্টির প্রথমে "বহু হইব" এই কল্পনা বা কামনা করিয়া নাম ও রূপ দ্বারা তাহা ব্যাকৃত করেন। ব্রহ্মই প্রথমে মূল শব্দ বা শব্দব্রহ্ম রূপে এই নামের প্রকাশ করেন,—তাঁহার বহু কল্পনাকে বহু নামে অভিব্যক্ত করেন। ব্রহ্মের এই মূল নাম প্রণব—ওঁঙ্কার। তাহা অ—উ—ম এই তিন মূল অক্ষরাত্মক বা বর্ণাত্মক। আমরা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের শেষে প্রণবের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে, এই ওঁঙ্কারের অ-কারের সহিত শুক্ল বর্ণের ও সত্ত্ব গুণের, উ-কারের সহিত লোহিত বর্ণের ও রজোগুণের এবং ম-কারেরসহিত কৃষ্ণবর্ণের ও তমো গুণের যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে,তাহার আভাস দিয়াছি। এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাহা হউক, সৃষ্টিসম্বন্ধে অগ্রে ব্রহ্ম যেমন প্রণবরূপ হন, তেমনি জ্যোতীরূপ হন। ইহা হইতে বহু রূপের অভিব্যক্তি হয়। ইহাদের মধ্যে তিনটি মূলরূপ—শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ। শুক্ল জ্যোতিঃ নির্ম্মল-শুভ্র-শুদ্ধ-স্বচ্ছ। তাহাতে কোন মলিনতা নাই, কোন বর্ণবৈচিত্র্য নাই, কোন ছায়া বা আবরণ নাই। যাহা কৃষ্ণরূপ তাহা আলোকহীন অতি মলিন তমোময়। এই শুভ্র শুক্লবর্ণ ও মসীমলিন কৃষ্ণবর্ণ মধ্যে নীল পীত লোহিতাদি রামধনুর সপ্ত বর্ণের সমাবেশ থাকে। ইহাদের মধ্যে লোহিতই প্রধান। লোহিত বর্ণই এই সকল বর্ণকে এক অর্থে নির্দ্দেশ করে—ইহা এই সকল বর্ণের

পরিচায়ক। অতএব এই আদি শুক্ল-লোহিত-কৃষ্ণ বিশ্বের সমুদয় বর্ণের মূল উপাদান। ইহাদের বিভিন্নরূপ সংমিশ্রণবৈচিত্র্যে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুর বর্ণবৈচিত্র্য হয়। বলিয়াছি ত ব্রহ্ম সৃষ্টিসঙ্কল্প করিয়া যখন ব্যক্ত বা মূর্ত্ত হন, তখন প্রণব ও জ্যোতীরূপে অভিব্যক্ত হন। * তখন তিনি এক ভাবে অ উ ও মকারাত্মক ওঁঙ্কার রূপ হন, এবং অন্য ভাবে শুক্ল লোহিত কৃষ্ণ বর্ণাত্মক জ্যোতীরূপ হন। এই বর্ণাত্মক জ্যোতিই তাঁহার ভর্গ। ইহার মধ্যে শুক্ল সর্ব্ব-প্রকাশক, লোহিত সর্ব্ব-রঞ্জক আর কৃষ্ণ সর্ব্বাবরক। অন্য দিকে ইহাই ব্রহ্মের তিন মূর্ত্ত মহাভূত অপ্ তেজঃ ও অন্ন—এই তিন দেবতা রূপ, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে জানা যায়। অপ্ শুক্লরূপ—তেজঃ বা অগ্নি লোহিতরূপ আর অন্ন বা পৃথিবী কৃষ্ণ রূপ। ইহাদের মিশ্রণে বা ত্রিবৃৎ-করণ দ্বারা সর্ব্ব মূর্ত্ত সত্তার উৎপত্তি হয়, এবং ব্রহ্ম আত্মা রূপে তাহাদিগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সমুদয়কে ধারণ করেন। এস্থলে এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাংখ্যের ত্রিগুণতত্ত্বের সহিত শ্রুতির এই ত্রিবর্ণ-তত্ত্ব ও প্রণব-তত্ত্ব ঠিক তুলনা করিয়া কিরূপে এই ত্রিগুণের স্বরূপ জানা যাইতে পারে, তাহার আভাসমাত্র এস্থলে দেওয়া হইল।

ত্রিগুণের সত্ত্ব রজঃ তমো নামের ধাতুগত অর্থ।—আমরা এক্ষণে সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের এই নাম হইতে ইহাদের স্বরূপের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সৎ হইতে সত্ত্ব ও সত্তা শব্দের উৎপত্তি। 'অস্' ধাতু হইতে—'সৎ'। অতএব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সত্তা আছে, তাহাদের মধ্যে সদ্ ভাব (Essence) যাহা দ্বারা তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিধৃত হয়, তাহাই এক অর্থে

* এই জন্য সপ্ত স্বরের সহিত সপ্ত বর্ণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা এস্থলে বুঝিবার আবশ্যক নাই।

সত্ত্ব। 'রন্‌জ' ধাতু হইতে 'রজঃ'। যাহা দ্বারা সত্তার সত্ত্ব রঞ্জিত হয়, পরিবর্ত্তিত হয় ও পরিচালিত হয়; সুতরাং ক্রিয়াযুক্ত হয়—তাহা রজঃ (Energy, activity)। তমঃ অর্থে অন্ধকার; যাহা আবরণ করে তাহাই তমঃ। যাহা দ্বারা কোন সত্তার সত্ত্বভাব (এবং ক্রিয়া শক্তি) আবরিত হয়—বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহা তমঃ (inertia)। প্রকাশ ও ক্রিয়া উভয় আবরিত হইয়া যে স্থিতি ভাব বা জড়ভাব হয় তাহার কারণ তমঃ। এইরূপে এই ত্রিগুণের এই সত্ত্ব রজঃ তমো নাম হইতে আমরা ইহাদের স্বরূপের কতকটা আভাস পাই।

সত্ত্বগুণের স্বরূপ—তাহা প্রকাশ ও সুখাত্মক কেন?—আমরা আরও দেখিয়াছি যে, গীতায় সত্ত্বগুণকে প্রকাশাত্মক ও সুখাত্মক এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশে যে জ্ঞানের প্রকাশ হয়, ইহা বলা হইয়াছে। এই কথার অর্থ আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সতের ভাবকে সত্ত্ব বলে। 'অস' ধাতু হইতে সৎ, যাহা আছে, তাহাই সৎ; 'ভূ' ধাতু হইতে ভাব 'ভূ' ধাতুর অর্থ হওয়া। 'সৎ' যাহা হয় বা হইয়া থাকে বা যাহা হইয়া তাহার অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তাহাই তাহার ভাব। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, অসতের ভাব থাকে না এবং সতেরও অভাব হয় না—"না সতো বিদ্যতে ভাবঃ, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"। ইহা হইতে জানা যায় যে, যাহা সৎ বা যাহা আছে, তাহা কিছু হইয়াই থাকে, কিছু না হইয়া থাকিতে পারে না। সৎ যাহা হইয়া অভিব্যক্ত হয় বা প্রকাশিত হয়, তাহাই তাহার ভাব বা সত্ত্ব। সতের এই যে আপনাকে প্রকাশ করা, তাহাই তাহার সত্ত্বশক্তি। আমরা বেদান্ত হইতে আরও জানিতে পারি যে, যাহা সৎ তাহাই চিদানন্দস্বরূপ। যাহা আছে, তাহার মধ্যে থাকার জ্ঞান নিত্য অভিব্যক্ত থাকে, এবং সেই জ্ঞানের সহিত নির্ব্বিশেষ আনন্দভাব থাকায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা আনন্দেরও অনুভূতি থাকে। এজন্য শুদ্ধ সত্ত্বে অর্থাৎ সৎএর অবাধিত ভাবে আত্মজ্ঞান ও

আনন্দ নিত্য অভিব্যক্ত থাকে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত অপরোক্ষ অনুভব সিদ্ধ। ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি যে, যখন আমাদের সৎ ভাবের বা সত্বের অভিব্যক্তি হয়, তখন সেই প্রকাশের সহিত জ্ঞান এবং সুখেরও অভিব্যক্তি হয়। এই জ্ঞানের ধর্ম্ম এই যে, তাহা আপনাকে প্রকাশ করিয়া অপরকেও প্রকাশ করে। এজন্য তখন সর্ব্বে-ন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, এবং সেই প্রকাশে সুখ অনুভব হয়।

শুদ্ধসত্ব ও মলিনসত্ব।—বেদান্ত শাস্ত্র হইতে এই সৎ-সম্বন্ধে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। সাংখ্য মতে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই সৎ, পুরুষও বহু। সুতরাং সৎ বস্তু অসংখ্য। আরও, পুরুষের কোন ভাব নাই, প্রকৃতিরই ভাব আছে। জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রকৃতিজ সাত্ত্বিক বুদ্ধির ভাব। প্রকৃতি-সংযোগ হেতু পুরুষ আপনাতে এই সকল ভাব আরোপ করে। সুতরাং সতের ভাব যে সত্ব, তাহা পুরুষের নাই। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সৎ এক—অদ্বিতীয়, তাহা অবিভক্ত, তাহা ব্রহ্ম, তাহা পরমাত্মা। ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। বেদান্ত মতে জীবও ব্রহ্ম, সুতরাং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। মায়া উপাধিযুক্ত হইয়া বা প্রকৃতিযুক্ত হইয়া জীবে ব্রহ্মভাব পরিচ্ছিন্ন হয়। তাহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন মলিন ও আবরিত হয়। তাই জীবভাবে তাহার সত্ব মলিন হয়, তাহার জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার সুখ, দুঃখ-মিশ্রিত ও অপূর্ণ হয়, তাহার প্রকাশও আবরিত হয়। বেদান্ত মতে অবিদ্যা বা মলিন মায়ার শক্তি দুইরূপ,—বিক্ষেপ-শক্তি ও আবরণ-শক্তি। এক অর্থে বিক্ষেপ-শক্তি রজঃ আর আবরণ-শক্তি তমঃ। এই উভয়রূপ শক্তি দ্বারায় সত্বের প্রকাশ ও সুখভাব বাধা পায়—পরিচ্ছিন্ন হয়—মলিন হয়, সত্বও মলিন হয়। নির্ম্মল সত্ব অবিদ্যা দ্বারা এরূপ পরিচ্ছিন্ন নহে। নির্ম্মল সত্ব সর্ব্বপরিচ্ছেদ-রহিত, একরস, অখণ্ড ও অবিভক্ত। জীবভেদে তাহার ভেদ হয় না। সত্তা বহু হইলেও সত্ব একই।

সৎএর বহুভাব।—গীতা হইতে জানা যায় যে,সতের যে ভাব হয়, বা সৎ যে বহুপ্রকারে হইয়া থাকে, সেই ভাব দুই প্রকার। এক নিত্য, অবিনাশী, অপরিচ্ছিন্ন ভাব আর এক ক্ষর বা বিনাশী পরিচ্ছিন্ন ভাব। সৎস্বরূপ ব্রহ্মের নিত্যভাব দুইরূপ ; এক পরম অক্ষর অব্যক্তভাব ; তাহা নির্গুণ ব্রহ্ম আর এক পরম পুরুষভাব তাহা সগুণ ব্রহ্ম (গীতা ৮।২০)। আর বিনাশীভাব অসংখ্য। এই ক্ষরপরিচ্ছিন্নভাব—জীবভাব বা ভূত-ভাব। নিত্য ভাবই বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব, আর বিনাশী ক্ষর জীবভাবই মলিন সত্ত্বভাব। ব্রহ্ম সৃষ্টির অগ্রে, ' আমি বহু হইব" এইরূপ কল্পনা বা ঈক্ষণ পূর্ব্বক নাম ও রূপ দ্বারাই সেই বহু ভাবের প্রকাশ করেন এবং স্বীয় প্রকৃতিগর্ভে স্বয়ং সেই ভাব-বীজরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং সেই সকল ভাবকে বিকাশ করেন,—বিধৃত করেন, ইহা বলিয়াছি। এই জন্য এই সকল বিভিন্ন ভূতভাবে ব্রহ্মেরই সচ্চিদানন্দভাব পরিচ্ছিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়। অতএব বেদান্ত হইতে আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্মেরই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে প্রতি জীবে প্রকৃতি সহায়ে এই সতের যে ভাব, সত্ত্ব বা প্রকাশ ও তাহার সহিত নিত্য অনুস্যূত যে জ্ঞান ও সুখ, তাহা অভিব্যক্ত হয়। আর সেই প্রকৃতির যে মলিনতা বা আবরণ ও বিক্ষেপাত্মক অবিদ্যা বা তমঃ ও রজঃ তাহা দ্বারা এই সত্ত্বের প্রকাশ আবরিত, পরিচ্ছিন্ন ও বাধাপ্রাপ্ত হয়।

সদ্ব্রহ্ম হইতে সত্ত্ব ও মায়া হইতে রজস্তমঃ।—আমরা বেদান্ত হইতে এই অর্থে বলিতে পারি যে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে আমাদের প্রকৃতিতে সত্ত্বের অভিব্যক্তি হয়,আর মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তি হইতে আমাদের প্রকৃতিতে রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। অদ্বৈতবাদ অনুসারে মায়া স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। কিন্তু দ্বৈতবাদ অনুসারে তত্ত্ব দুই ; ব্রহ্ম ও তমঃ। ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ "নাসদাদীয়" সূক্তে উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির অগ্রে, তমঃ বিদ্যমান ছিল, এবং তাহার মধ্যে স্বধার সহিত অভিন্ন

ভাবে সেই 'এক' বিদ্যমান ছিলেন। ভাষ্যকার মতে এই স্বধাই মায়া, আর সেই 'একই'-ব্রহ্ম (ইহা পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে ঋগ্বেদীয় সৃষ্টি বিবরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে।) কোন কোন শ্রুতি মতে তমঃই প্রকৃতির মূল রূপ। এই তমঃ হইতে রজঃ ও রজঃ হইতে সত্ত্বের উদ্ভব হয়। মৈত্রায়ণী শ্রুতিতে আছে—"তম এবেদমগ্র আস...তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ রজসো রূপং, তৎখল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ ...সত্ত্বস্য রূপমিতি" (মৈত্রায়ণীউপনিষদ ৪.৫)।

ইহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদনুসারে এই সত্ত্ব রজঃ তমঃ মূল তমঃ হইতে অভিব্যক্ত। সাংখ্যদর্শনে এই তত্ত্বই গৃহীত হইয়াছে বলা যায়। তবে সাংখ্যদর্শনের যে মূল প্রকৃতি তাহা আদি তমঃ হইতে অভিব্যক্ত এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা বা সমপরিণামাবস্থা, এই মাত্র প্রভেদ।

সে যাহা হউক, এই সাংখ্যোক্ত দ্বৈতবাদ উপনিষদে গৃহীত হয় নাই। শ্রুতি অনুসারে তত্ত্ব একই। তাহা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় তত্ত্ব নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,"যস্তমসি তিষ্ঠংস্তমসোঽন্তরো যং তমো ন বেদ যস্য তমঃ শরীরং, যস্তমোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।" (৩।৭।১৩) অর্থাৎ যিনি তমঃতে অধিষ্ঠিত, তমোঽন্তবর্ত্তী, তমঃ যাঁহাকে জানে না, তমঃ যাহার শরীর, যিনি তমঃ'র অন্তরে থাকিয়া তাহাকে পরিচালিত বা নিয়মিত করেন তিনিই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা। অতএব যে তমঃ স্বধা মায়া অবিদ্যা বা প্রকৃতির কথা শ্রুতিতে পাওয়া যায়, তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। বেদান্তাচার্য্যগণের মতে তাহা ব্রহ্মেরই আত্মশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। আরও এক কথা, শ্রুতিতে যে তমঃ উক্ত হইয়াছে, তাহা সৎ নহে। এক অর্থে তাহা অসৎ। তাহার কোন ভাব হয় না। তাহা অবস্তু, তাহা শূন্য। এই অসৎ বা অভাব যে, জগতে নিমিত্ত বা

উপাদান কোনরূপ কারণ হইতে পারে, তাহা উপনিষদে স্বীকৃত হয় নাই। অসৎ হইতে যে সৎ-এর উৎপত্তি হয়, এই মত ছান্দোগ্য উপনিষদে নিরাকৃত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, মূল তমঃ ব্রহ্ম শক্তির অপ্রকট বা বিরাম অবস্থা মাত্র। ব্রহ্ম শক্তির বিকাশ বা কার্য্যোন্মুখ অবস্থায় এ জগৎ প্রকাশিত হয়। আর বিরাম বা কার্য্য-নিবৃত্তির অবস্থায় এজগৎ সেই শক্তিতে বীজভাবে লীন থাকে। সৎএর যে ভাব হয়, তাহা এই শক্তিরই কার্য্য। কার্য্যের পূর্ণ বিরাম অবস্থায় সর্ব্ব ভাবের নিবৃত্তি হয়, এক অর্থে তাহার অভাব হয়। তমঃ সেই অভাবের পরিচায়ক। সৎ (essence) নিয়ত নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন নিত্যভাব-যুক্ত থাকে (গীতা ৮।২০।২২)। তাহার পরিবর্ত্তন কি বিনাশ হয় না, তাহার 'অভাব' হয় না। সর্ব্ববিকারি-ভাব-বিনাশে যে তমঃ থাকে, তাহার মধ্যে সেই নিত্য ভাব—সেই 'এক' স্বধা যুক্ত হইয়া অধিষ্ঠিত থাকেন। সৃষ্টির অবস্থায় সমুদয় বিকারিভাব—(all becoming), এই নিত্য ভাব (being) ও উক্ত তমো রূপ অভাব (Naught) ইহাদের মধ্যে—ইহাদের একরূপ সম্বন্ধ হইতে অভিব্যক্ত হয়, পরিচালিত হয়, পরিবর্ত্তিত হয়, ভাবান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। (জর্ম্মান দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হেগেলের কথায়,—*becoming* is the synthesis between the thesis *being* and the antethesis *naught* বা *non being*.) এক অর্থে এই যে সৎ এর নিত্য ভাব (being)—তাহাই শুদ্ধ সত্ত্ব, আর এই ভাবের যে নিয়ত পরিবর্ত্তন বা বিকার (becoming) ইহাই রজঃ, আর এই যে সর্ব্বরূপ ভাবের নিবৃত্তি (naught) ইহাই তমঃ।

অথবা সৎ-চিৎ ও আনন্দ হইতে সত্ত্ব রজঃ তমঃ।—বেদান্ত হইতে অন্য ভাবেও এই ত্রিগুণের স্বরূপ জানা যাইতে পারে। বেদান্ত মতে মূল তত্ত্ব যে একই তাহা বার বার উক্ত হইয়াছে। সেই তত্ত্ব

ব্রহ্ম; তাঁহারই পরাশক্তি মায়া। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার পরাশক্তিও সুতরাং সচ্চিদানন্দময়ী। শাক্ত পণ্ডিতগণের ইহাই সিদ্ধান্ত। সৃষ্টি প্রসঙ্গে মায়াই প্রকৃতিরূপা হন। এজন্য প্রকৃতিতে যে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি হয়, তাহার কারণ সচ্চিদানন্দরূপিণী মায়া। এ জন্য আমরা বলিতে পারি যে, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের পরাশক্তি সচ্চিদানন্দময়ী মায়ার প্রতিবিম্ব মূল প্রকৃতিতে পতিত হইয়া তাহাতে এই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। "সৎ" হইতে সত্ত্ব, 'চিৎ' হইতে রজঃ ও আনন্দ হইতে তমঃ। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কথায় বলা যায় যে, পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বরের সন্ধিনী শক্তি হইতে সত্ত্ব, সম্বিৎ শক্তি হইতে রজঃ ও হ্লাদিনী শক্তি হইতে তমঃ। আমরা আরও বলিতে পারি যে, পরম ব্রহ্ম নির্গুণ নির্ব্বিশেষ নিরুপাধি অনির্দ্দেশ্য। মায়া-যুক্ত হইয়াই তিনি সগুণ সোপাধিক সবিশেষ হন। মায়াশক্তি-যোগে ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দময় হন, সেইরূপ তাঁহার প্রকৃতিও সত্ত্ব, রজঃ, তমোময়ী হয়। এজন্য বলিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দ ভাবই প্রকৃতির ত্রিগুণ ভাবের মূল কারণ প্রকৃতিতে তাহার অভিব্যক্ত ভাব মাত্র। 'সৎ হইতে সত্ত্ব। একথা পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সৎএর ভাব যে সত্ত্ব, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। একই সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক বহু সত্তার অভিব্যক্তি করেন তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই সকল সত্তার মধ্যে যে সৎ এর ভাব বা সত্ত্ব প্রকৃতি সংযোগে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই তাহাদের সত্ত্ব গুণ। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আমরা সে স্থলে বলিয়াছি যে, সৎ চিৎ ও আনন্দ পরস্পর-সম্বদ্ধ বলিয়া সৎ ভাবের সহিত চিৎ ভাব ও আনন্দ ভাব একত্র অভিব্যক্ত হয়, এজন্য সত্ত্ব জ্ঞানাত্মক ও সুখাত্মক। ইহা হইতে অবশ্য বলিতে হয় যে, চিৎ রজোগুণের কারণ নহে এবং

আনন্দও তমোগুণের কারণ নহে। অর্থাৎ চিৎ-এর প্রতিবিম্ব প্রকৃতির রজোগুণ নহে, আনন্দেরও প্রতিবিম্ব প্রকৃতির তমোগুণ নহে; সুতরাং রজঃ ও তমোগুণের মূল অন্যত্র সন্ধান করিতে হয়। কিন্তু এস্থলে যে সিদ্ধান্ত উল্লিখিত হইল, তদনুসারে রজোগুণের কারণ চিৎ ও সত্ত্বগুণের কারণ আনন্দ ইহা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু এই আপাত-বিরোধের মীমাংসা করা যায়। ব্রহ্ম ও মায়া যে ভিন্ন তত্ত্ব নহে, ইহা স্বীকার করিলে এ বিরোধ থাকে না। মায়া ব্রহ্মেরই শক্তি, সুতরাং মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ ভাব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। অতএব তাহাদের মূলও, ব্রহ্মের বা তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। তাহা হইলে এই আবরণ ও বিক্ষেপ ভাবের মূল যে ব্রহ্মের চিদানন্দ স্বরূপের মধ্যে নিহিত তাহারও সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে যেমন সৎ হইতে সত্ত্ব সেইরূপ চিৎ হইতে রজঃ ও আনন্দ হইতে তমঃ অভিব্যক্ত হয়।

চিৎ হইতে রজঃ। চিৎ-এর সহিত চেতনের ও চিত্তের সম্বন্ধ মনে রাখিয়া এই কথা বুঝিতে হইবে। চিৎ হইতে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ, এজন্য তিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে কল্পনা করেন, ঈক্ষণ করেন, কামনা করেন 'আমি বহু হইব।' এই কল্পনা বা কামনার ফলে স্থির অচল ব্রহ্ম-সাগরে চাঞ্চল্য 'এজৎ' বা অনুকম্পন উপস্থিত হয় এবং শাস্ত্রমতে তাহা হইতেই কালের এবং প্রাণের অভিব্যক্তি হয়। তাহাই সৃষ্টির মূল। এই সৃষ্টির মূল 'কাম'; তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"কামঃ এবেদং সমবর্ত্ততাগ্রে অধিমনসো রেতঃ যদাসীৎ।"

(ঋগ্বেদ, নাসদাদীয় সূক্ত)।

অতএব চিৎ কেবল জ্ঞানের হেতু নহে; ইহার সহিত কাম ও চাঞ্চল্য

িত্য অনুস্যূত থাকে। সুতরাং 'চিৎ'ই রজোগুণের মূল। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতে জানিতে পারি যে, ভগবানের বিবিধ পরা-শক্তি—'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা" । (শ্বেতঃ উপঃ, ৬।৮)। এই জ্ঞান বল-ক্রিয়া মূল পরাশক্তির চিৎ-ভাব বলা যায়। আমরা দেখিয়াছি যে, রজোগুণ রাগাত্মক; ইহা হইতে আমরা তৃষ্ণা, রাগ, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ,লোভাদির বশে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই এবং দুঃখ ভোগ করি। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্মের এই চিৎ-ভাবের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, প্রকৃতি এই রজোগুণ যুক্ত হয় এবং তাহার দ্বারা আমরা রঞ্জিত হই। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন পূর্ব্ব সৃষ্টি অনুসারে ব্রহ্ম কল্পনা করেন—আমি বহু হইয়া উদ্ভূত হইব, এবং যখন তিনি বহুর কল্পনা-বীজ স্ব-প্রকৃতিতে নিষেক করেন, তখন সেই কল্পনাবীজের অভিব্যক্তির জন্য সেই বহু ভাবের বিকাশ জন্য প্রকৃতির যে ক্রিয়া ভাব. যে চাঞ্চল্য তাহাই এক অর্থে রজঃ। অতএব চিৎ হইতে রজঃ, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়। আমরা আরও বলিতে পারি যে, যেমন সমষ্টি ভাবে ব্রহ্মের চিৎ-স্বরূপ হইতে মূল প্রকৃতিতে রজোগুণের প্রকাশ হয়; সেইরূপ, ব্যষ্টিভাবে আমাদের প্রকৃতিতেও এই রজোগুণের প্রকাশ হয়। আমাদের মধ্যে যে বিশিষ্ট সৎভাব—যে সত্তা প্রকৃতি সংযোগে অভিব্যক্ত হয়—যাহা আমাদের বিশেষ সত্তা, যাহা প্রকৃতির সত্ত্ব গুণ দ্বারা বিধৃত হয়,—আমাদের সেই প্রকৃতিজ রজোগুণ তাহাকে যে রঞ্জিত করে, পরিচালিত করে, পরিবর্ত্তিত করে, বিক্ষিপ্ত করে, এক ভাব হইতে ভাবান্তরে লইয়া যায়, তাহার মূলে আমাদের জ্ঞান ও কাম বা বাসনা নিত্য নিহিত থাকে। কাম এই রজোগুণের পরিচালক, প্রবর্ত্তক ও মূল কারণ, সেই জ্ঞান (বৃত্তিজ্ঞান) ও কাম যে চিৎ-রূপের বিকাশ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব চিৎ হইতে রজঃ।

সেইরূপ আনন্দ হইতে তমঃ। আনন্দ—ব্রহ্ম, আনন্দ ব্রহ্মের

হ্লাদিনী শক্তি। এই আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ বুঝিলে, তাহা হইতে কিরূপে তমোগুণের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব যে, আনন্দ সুখ,—দুঃখ এই দ্বন্দ্বাতীত পরম ভাব; ইহা আত্মার নির্ব্বিশেষ রসানুভূতি,—ইহা অনির্ব্বচনীয়। এই আনন্দ জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না, কর্ম্মের অপেক্ষা রাখে না,—কোন বাহ্য বিষয়েরই অপেক্ষা রাখে না। আমরা আনন্দের স্বরূপ ঠিক অনুভব করিতে পারি না। আমরা যে পরিচ্ছিন্ন আনন্দের রসাস্বাদন করি, তাহা উদ্দীপনাদির জন্য বাহ্য বিষয়ের ও জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কদাচিৎ আমরা এই অনপেক্ষ আনন্দ-রসাস্বাদের সামান্য অবসর পাই। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, এই আনন্দের অভিব্যক্তিতে আমাদের ভোক্তৃ-ভাব হয়, তাহাতে আমাদের জ্ঞাতৃ-ভাব বা কর্ত্তৃ-ভাব ডুবিয়া যায়। তখন আমাদের সাত্ত্বিক প্রকাশ জ্ঞান ও সুখের ভাব যেন আবরিত হয়। তখন, আমাদের রাজসিক দুঃখ-ভাব ও কর্ম্মে প্রবৃত্তি-ভাব ও রাগ-দ্বেষাদি সমুদয় রজোগুণজ ভাব অন্তর্হিত হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, তমোগুণ হইতেও জ্ঞান আবরিত হয়।—অপ্রকাশ, মোহ হয়, নিদ্রা আলস্য প্রভৃতি অবসাদ উপস্থিত হয়। নিদ্রাই তমো-গুণের বিশেষ বিকাশের অবস্থা। নিদ্রায় আমাদের সমুদয় জ্ঞানবৃত্তির ও কর্ম্মবৃত্তির বিরাম হয়, বেদান্ত মতে তখন আত্মা আনন্দময় কোষে অবস্থান করেন। সাংখ্য-সূত্রে আছে যে, সমাধি ও মোক্ষাবস্থার ন্যায় নিদ্রাবস্থায় ব্রহ্মরূপত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহা হইতে আমরা এই আনন্দের সহিত তমোগুণের যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা বুঝিতে পারি। *

---

* এই নিদ্রাবস্থার স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ আমরা কতকটা বুঝিতে পারিব। নিদ্রাবস্থায় আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ঘোরতমো-

ব্রহ্মের এই আনন্দ মূলপ্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়া তমোরূপে অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃতিতে তামসিক ভাব

ভাবের দ্বারা অভিভূত হয়। কিন্তু তখন আমাদের আত্মা আনন্দময় কোষে থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন—ব্রহ্মরূপ হন, তাহা বলিয়াছি। জাগ্রদবস্থায় আমাদের আত্মা আমাদের ক্ষেত্রে বা প্রকৃতিস্থ শরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া, তাহার অধিষ্ঠাতা হন। তখন আত্মার চিৎস্বরূপ আমাদের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় এবং চিত্ত চেতনবৎ হয়। সে চৈতন্য সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া বাহ্য বিষয়ে ব্যাপ্ত হইয়া তাহা প্রকাশ করে। বেদান্তের ভাষায় তখন প্রমাতৃচৈতন্য বহির্ম্মুখ হইয়া প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমেয়-চৈতন্যরূপ হন। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় চৈতন্য বাহ্য বিষয় হইতে ক্রমে অন্তর্ম্মুখ হয় ও শেষে সর্ব্বশরীর হইতে আপনাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আত্মস্থ হয়। আমাদের যখন নিদ্রাকর্ষণ হয়, যখন আমরা জাগ্রদবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হই, তখন সেই অবস্থার প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি, সেই অবস্থায় হস্ত পদাদি শরীর ও মন কিরূপে ক্রমে ক্রমে অবশ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া আইসে, তাহা জানিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আত্মার আনন্দের সহিত প্রকৃতিজ তমোগুণের যে কি সম্বন্ধ, তাহা কতকটা অনুভব করিতে পারি। আত্মা বা পুরুষকে আনন্দানুভব করাইবার জন্য যেন প্রকৃতি তাঁহার তমোগুণের দ্বারা তাহার রজোগুণজ ক্রিয়া-শক্তি ও সত্ত্ব-গুণজ জ্ঞান-শক্তি অভিভূত করিয়া দেন। তখন যেন প্রকৃতি আপনাকে তম-আবরণে আবৃত করিয়া পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত হন। নিদ্রার ন্যায় আলস্য, অবসাদ, মোহ প্রভৃতি তামসিক ভাবের কথা চিন্তা করিলেও আমরা এই তত্ত্ব বুঝিতে পারি। আমাদের সাত্ত্বিক জ্ঞানক্রিয়া ও রাজসিক বলক্রিয়া হইতে যখন আমাদের শ্রান্তি বা ক্লান্তি অনুভূত হয়, যখন আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, তখন সেই ক্রিয়ার প্রতিরোধক তামসিক আলস্য ও অবসাদাদি উপস্থিত হয় এবং একেবারে বিরামের প্রয়োজন হইলে আমরা নিদ্রিত হই। আমাদিগকে এই বিরামের আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য আমাদের বিশ্রামেচ্ছার (Longing for rest) চরিতার্থ করিবার জন্য যেন প্রকৃতি তখন আপনার সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাব তামসিক ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন করেন। ইহা হইতে আমাদের আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ অনুমিত হইতে পারে।

ব্যষ্টিভাবে আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে নিয়ম, এই বিশ্ব সম্বন্ধেও সেই নিয়ম, ইহা সিদ্ধান্ত করিলে আনন্দ স্বরূপ পুরুষের সন্নিধি হেতু কিরূপে প্রকৃতিতে তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্রে আছে যে, ভগবানের জাগ্রদবস্থায় এই সৃষ্টি বিধৃত হয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের পরা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ তমোময়ী হইয়া এই জগৎ অভিব্যক্ত করেন ও ধারণ করেন। আর ভগবানের নিদ্রাবস্থায় এ জগতের লয় হয়। তখন তিনি আনন্দ স্বরূপে তমোভূত প্রকৃতিতে স্থিত হইয়া নিদ্রিত থাকেন। অতএব এই তমোগুণ প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত ভগবানের এই আনন্দভাব ইহা বলা যাইতে পারে।

সকল মলিন হইয়া প্রকাশিত হয়। আমরা আরও বলিতে পারি যে, এই আনন্দেরই অবিদ্যাযুক্ত ভাব তমঃ। অবিদ্যা হেতু আনন্দ তাহার বিপরীত নিরানন্দ ভাব যুক্ত হইয়া প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হয়। তাহাই এক অর্থে তমঃ। সত্ত্ব ও রজোগুণ যেমন আমাদিগকে বাহ্য বিষয়ে প্রেরণ করিয়া তাহা প্রকাশ ও গ্রহণ করায় এবং কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ তমোগুণ আমাদিগকে বাহ্য বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে লইয়া আইসে এবং অন্তরে আত্মানন্দের ছায়া উপভোগ করিবার অবসর দেয়। এইরূপে আনন্দের সহিত তমোগুণের সম্বন্ধ আমরা বুঝিতে পারি।

প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগে আমাদের যে জীব ভাব হয়, সেই পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় পরম ব্রহ্ম বা পরম পুরুষ, আর সেই প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ক্ষেত্র স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরাশক্তি সচ্চিদানন্দময়ী মায়া তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি--অতএব জীব—আমাদের এক দিকে সচ্চিদান্দময় পুরুষ, আর অন্য দিকে সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই ত্রিগুণজ ভাবযুক্ত দেহ বা ক্ষেত্র। আমাদের সৎ' ভাবের যখন বিকাশ হয়, তখন প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণ অন্য দুই গুণকে অভিভূত করিয়া প্রকাশিত হয়, যখন 'চিৎ' ভাবের বিকাশ হয়, তখন ক্ষেত্রেও তাহার আকর্ষণে বা তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণে রজোগুণের প্রকাশ হয়। আর আমাদের যখন 'আনন্দ'ভাবের বিকাশ হয়, তখন আমাদের ক্ষেত্রেও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়। আমাদের ক্ষেত্রে যখন সে গুণের এইরূপে বিকাশ হয়, তখন জীব—আমরা সেই গুণজভাবে ভাবিত হই— তাহা দ্বারা বদ্ধ হই। এইরূপে সচ্চিদানন্দের সহিত সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, আমরা আমাদের ত্রিগুণজভাবের কারণ কতকটা ধারণা করিতে পারি।

তন্ত্রোক্ত ত্রিগুণ তত্ত্ব।— এইরূপে ব্রহ্মের সৎ চিৎ ও আনন্দের সহিত

সত্ব রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ বেদান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি। তন্ত্র হইতে শাক্ত পণ্ডিতগণ যেরূপে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দময়ী পরম মায়া-শক্তি ধারণা করিয়াছেন, তাহা হইতেও প্রকৃতিজ ত্রিগুণের মূলকে মায়ার 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' ভাব তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। এস্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ তান্ত্রিক আচার্য্যগণ ব্রহ্মের বা পরমা মায়ার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত প্রকৃতিতে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি ও সম্বন্ধ নানা যন্ত্রে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তন্ত্রে যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাতে জগতের অভিব্যক্তি-তত্ত্ব সঙ্কেতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রায় সমুদয় যন্ত্রের মূল অংশ বিপরীত ভাবে স্থাপিত দুই সমকোণ ত্রিভুজ, তাহাদের মধ্য বা কেন্দ্রস্থলে শূন্য এবং এই দুই ত্রিভুজের বাহিরে গোল বেষ্টন। এই সঙ্কেতের অর্থ,—মধ্যস্থ বিশ্বরূপ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্ম হইতে সচ্চিদানন্দরূপ সগুণ ব্রহ্ম ও ত্রিগুণাত্মিকা পরমাপ্রকৃতি অভিব্যক্ত হইয়া সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশ ও ধারণ করিয়া আছেন। সচ্চিদানন্দরূপ পরমেশ্বরের সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী পরমা প্রকৃতির সংযোগ এই দুই ত্রিভুজের সম্মিলন দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে, আর সৎ চিৎ আনন্দের সহিত সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের সম্বন্ধ পরস্পর বিপরীতদিকে স্থাপন দ্বারা আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই মূল যন্ত্রের অবস্থান এইরূপ—



পুরাণোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব।—আমরা পুরাণ হইতেও পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত পরমা প্রকৃতির এই সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আভাস পাই। পুরাণমতে, এই ত্রিগুণ অনুসারে যিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া—তিনি মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। তমঃশক্তিরূপা মহাকালী,—তিনি তমঃশক্তি-অভিমানিনী দেবতা, তমোগুণ হেতু সর্ব্বসংহার-রূপিণী। আর তিনিই আনন্দময়ী মাতা। সত্ত্বশক্তিরূপা মহালক্ষ্মী,—তিনি সত্ত্বশক্তি-অভিমানিনী দেবতা, তিনি সত্ত্বগুণহেতু সর্ব্ব জগদ্ধাত্রী, সর্ব্বজগৎপালয়িত্রী, রক্ষাকর্ত্রী—পরমা শ্রীরূপিণী। তিনি এই কর্ম্মাত্মক জগতের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী সর্ব্বস্থিতিরূপা। আর রজঃশক্তিরূপা মহাসরস্বতী। তিনি মহাবিদ্যারূপা, শব্দাত্মিকা বা শব্দব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপা মাতা,—তিনি ভোগমোক্ষদাত্রী। অবিদ্যারূপে তিনিই বন্ধন করেন, আর প্রসন্ন হইয়া পরাবিদ্যারূপে তিনিই মোক্ষদান করেন। তিনি রজঃশক্তি-অভিমানিনী দেবতা—বিশ্ব-সৃষ্টিকারিণী। আর এই মহাশক্তির সহিত অভেদরূপ যে মহাশক্তিমান্ পরমেশ্বর, আনন্দস্বরূপ, তিনি তমঃশক্তির নিয়ন্তৃরূপে মহারুদ্র-সদাশিব। সৎ-স্বরূপ তিনিই সত্ত্বশক্তির নিয়ন্তৃরূপে মহাবিষ্ণু-নারায়ণ। আর চিৎস্বরূপ তিনি রজঃশক্তির নিয়ন্তৃরূপে মহাব্রহ্মা—কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ।

এস্থলে এসম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে ৮ম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে ওঁকার তত্ত্ব-বিবৃতি সময়ে ইহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। আমরা ১৩শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব আলোচনার সময়ে দেখিয়াছি যে, পরমাত্মা পরমপুরুষ হইতেই মূল প্রকৃতি পুরুষ-রূপে অভিব্যক্তি হয়। ব্রহ্ম বা পুরুষ যে আপনাকে পুং—স্ত্রীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন, তাহাও বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে আমরা জানিতে পারি। (১।৪।৩)। ব্রহ্ম আনন্দসম্ভোগার্থ বা রমণার্থ আপনার

দ্বিতীয় অভিলাষ করিয়া পুং-স্ত্রীভাবে আপনাকে প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহাই ব্রহ্মের অনাদি পুরুষ-প্রকৃতিরূপ। এই উভয় রূপই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপভেদে অথবা ক্রিয়া-ভেদে ত্রিধা বিভক্তের ন্যায় হয়। পুরুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব আর প্রকৃতি সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীরূপিণী হন। মহাকবি কালিদাস গাহিয়াছেন,

"নমস্ত্রি-মূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়-বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে॥"

বেদান্তানুযায়ী সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণতত্ত্ব।—এইরূপে সাংখ্য-বেদান্ত শাস্ত্র সমন্বয় পূর্ব্বক ও অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এই ত্রিগুণের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। কেবল সাংখ্য শাস্ত্র আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তের যে আভাস পাওয়া যায়, তাহাও এক্ষণে দেখিতে হইবে। আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, সাংখ্য ও বেদান্তে বিশেষ বিরোধ নাই। তবে সাংখ্যের যেখানে শেষ, এক অর্থে বেদান্তের সেইখানে আরম্ভ,—ইহা মনে রাখিতে হইবে। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান দ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় নির্দ্ধারণ করাই সাংখ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এজন্য প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা পুরুষের বন্ধন ও দুঃখভোগ এবং সেই বন্ধন-মুক্তিতে অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি জ্ঞান,—এই মাত্র সাংখ্যশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়; ইহাই এক অর্থে সাংখ্যজ্ঞান। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ কি, ত্রিগুণের মূল বা স্বরূপ কি, তাহা সাংখ্যশাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচনার প্রয়োজন হয় নাই। বেদান্ত হইতে সে সকল তত্ত্ব জানিতে হয়। বিজ্ঞান-ভিক্ষু (সাংখ্য-সূত্রের ভাষ্যের উপক্রমণিকায়) এইরূপে সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সাংখ্যশাস্ত্র হইতে এই ত্রিগুণের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যেটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা এস্থলে দেখিতে হইবে।

সাংখ্যমতে পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির পরিণাম হইয়া, এই জগৎ অভিব্যক্ত হয়। সাংখ্যসূত্রে আছে—"তৎসন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" (১।৯৬)। চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিহিত হইলে, তাহার অধিষ্ঠান হেতু চুম্বকের ধর্ম্ম লৌহে সংক্রমিত হয়, সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতির সন্নিহিত থাকিলে, প্রকৃতিও এক অর্থে পুরুষের ভাব প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি 'জ্ঞ'-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞান ও চৈতন্যের আভাস গ্রহণ করে। এজন্য প্রকৃতিতে প্রথমে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে 'জ্ঞ'-স্বরূপ পুরুষের জ্ঞানের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াই তাহাতে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি হয় ও বুদ্ধিতত্ত্বের উৎপত্তি হয়, এই বুদ্ধিতত্ত্বে পুরুষ সান্নিধ্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই জ্ঞানক্রিয়া, সেই ক্রিয়াহেতু বুদ্ধিতত্ত্বে 'অহং' (অহঙ্কার তত্ত্ব) ও 'ইদং' (তন্মাত্র) এই দুই ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া পরস্পর ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। এই ক্রিয়া দ্বারাই বুদ্ধি বা জ্ঞান রঞ্জিত বা চালিত হয় বলিয়া, ইহাকে রজোগুণ বলা যায়। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কারতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হয়, সেই কয়টি মিলিয়া লিঙ্গ শরীর সৃষ্টি করে, এবং পুরুষের ভোগমোক্ষার্থ তাহাকে সেই লিঙ্গ শরীরে বদ্ধ করে। এই হেতু পুরুষের চিদ্ভাব গ্রহণ করিয়া, লিঙ্গ শরীর চেতনবৎ হয় বা চেতনভাবযুক্ত হয়। অতএব পুরুষ হইতেই প্রকৃতি জ্ঞান বা বুদ্ধিতত্ত্ব ও চেতনভাব প্রাপ্ত হয়। ইহা হইতে বলা যায় যে, সত্ত্ব গুণের মূল ভাব এই জ্ঞান ও চৈতন্য, তাহা পুরুষ হইতেই প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হয়। এই জ্ঞান, বৃত্তিজ্ঞান—সাত্ত্বিক বুদ্ধির এক মূলভাব। সেইরূপ রজোগুণের যে মূল ভাব প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া, তাহাও প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য হেতু লাভ করে। আর তমোগুণের যে মূল ভাব স্থিতি ও জড়তা, তাহা পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রকৃতির জ্ঞান ও কর্ম্মবৃত্তি বিকাশে বাধা দান (বা প্রতিক্রিয়া) হেতু অভিব্যক্ত হয়। আমরা অন্যরূপেও একথা বুঝিতে পারি। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কার অভিব্যক্ত হইয়া

'অহং' ও 'ইদং' বা 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' এই দুই ভাবের অভিব্যক্তি হয়, অথবা বুদ্ধির মূল ভাব জ্ঞান ভিন্ন হইয়া 'জ্ঞাতা' ও 'জ্ঞেয়' এই দুই ভাবে বিকাশ হয়; সেই 'জ্ঞেয়'ই জড়রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। ইহারই সূক্ষ্মরূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পঞ্চতন্মাত্র ও স্থূলরূপ পঞ্চ স্থূল ভূত। 'জ্ঞেয়'রূপে ইহা জ্ঞাতার পরিচ্ছেদক বা আবরক, ইহাই জ্ঞান ও ক্রিয়ার অবরোধক। এজন্য ইহা তমোরূপ। অতএব 'আমরা বলিতে পারি যে পুরুষ-সংযোগে' প্রকৃতিতে যে সত্ত্ব গুণের উদ্ভব হয়,—বুদ্ধিতত্ত্ব তাহার ঘনীভূত সূক্ষ্মরূপ, যে রজো গুণ উদ্ভূত হয়, অহঙ্কার-তত্ত্ব তাহার ঘনীভূত সূক্ষ্মরূপ এবং মন ও দশ ইন্দ্রিয় তাহার ব্যাকৃত রূপ; আর যে তমোগুণ অভিব্যক্ত হয়, তন্মাত্র তাহার সূক্ষ্মরূপ ও স্থূলভূত তাহার স্থূলরূপ। অতএব সাংখ্য দর্শন হইতেও পুরুষের সান্নিধ্যজনিত অধিষ্ঠাতৃত্বে প্রকৃতিতে এই ত্রিগুণের উদ্ভব হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়। এই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগই সাংখ্যদর্শন অনুসারে যে এই প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণের উৎপত্তির মূল কারণ, তাহা সিদ্ধান্ত করা যায়। ত্রিগুণের কারণ কেবল প্রকৃতিতেই অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয় না এবং মূল প্রকৃতি যে এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা মাত্র এবং পুরুষের. সান্নিধ্যে গুণক্ষোভ হেতু বা বিষম পরিণাম হেতু ভিন্ন হইয়া এই ত্রিগুণের পৃথক অভিব্যক্তি হয়, তাহাও স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। অতএব, এই কথা স্বীকার করিলে, সাংখ্য বেদান্ত সমন্বয় পূর্ব্বক ত্রিগুণকে প্রকৃতিতে পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সংক্রমিত বা প্রতিবিম্বিত রূপ, ইহা সিদ্ধান্ত করা যায়।

জ্ঞাতা (ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞেয় (ক্ষেত্র) বিভাগ।—এইরূপে ত্রিগুণ-তত্ত্ব আমরা যতদূর সম্ভব, তাহা মননপূর্ব্বক বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে এই ত্রিগুণ সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বুঝিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সত্ত্বকে জ্ঞান বা প্রকাশ-শক্তি, রজঃকে ক্রিয়া-শক্তি ও

তমঃকে আবরণ শক্তি বলা যায়। সত্ত্ব যেমন জ্ঞানকে প্রকাশ করে, জ্ঞাতার স্বরূপকে জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন করিয়া অভিব্যক্ত করে, সেইরূপ রজঃ জ্ঞানকে প্রবৃত্তিবলে পরিচালিত করে,—জ্ঞাতাকে জ্ঞেয়ের সহিত সম্বদ্ধ করে, জ্ঞাতাকে বিক্ষিপ্ত করে,—আর তমঃ জ্ঞাতার স্বরূপ আবৃত করে এবং জ্ঞাতার যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহাকে অবসন্ন করে এবং 'জ্ঞেয়'রূপে 'জড়'রূপে জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, তাহার প্রকাশে ও প্রবৃত্তিতে বাধা দেয়। আমাদের প্রথম ও প্রধান 'জ্ঞেয়' আমাদের শরীর বা ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রজ্ঞান হেতু আমরা ক্ষেত্রজ্ঞ হই। এই জ্ঞেয় ক্ষেত্র জড়। আমাদের স্থূল শরীরই প্রধানতঃ জড় তমোময়। ইহা হইতে আমাদের তামসিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। আমাদের প্রাণময় কোষ ও মলিন মনোময় কোষরূপ যে সূক্ষ্ম শরীর, তাহা রজঃপ্রধান; তাহাতে আমাদের রাজসিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। আর শুদ্ধ মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষরূপ যে সূক্ষ্ম শরীর তাহা সত্ত্বপ্রধান। তাহাতে আমাদের সাত্ত্বিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়।

ত্রিগুণ হেতু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিভাগ, বাহ্য জ্ঞেয় বিষয়ের স্বরূপ।—আমরা বলিয়াছি যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান জ্ঞেয় আমাদের স্থূল শরীর, ইহা আমাদের আন্তর প্রত্যক্ষের বিষয়। বাহ্য বিষয় সকল আমাদের বাহ্য প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞেয় হয়, এই জ্ঞেয়রূপে তাহারা আমাদের জ্ঞানে স্থিত হয়। এই জ্ঞেয়ভাবে স্থিতির হেতু তমোগুণের স্থিতি রূপ। তমঃ দ্বারাই বাহ্য বিষয় সকল জ্ঞেয়রূপে জ্ঞানে স্থিত হয়। আমাদের জ্ঞান তমোরূপ অজ্ঞানের আবরণে আবৃত থাকায়, এই বাহ্য বস্তু সকলের স্বরূপ জানিতে পারা যায় না; আমাদের অজ্ঞান তাহাদিগকে তমঃ আবরণে আবৃত করিয়া রাখে। যাহা হউক আমাদের এই অজ্ঞান, আবরণ যথাসম্ভব উন্মুক্ত করিয়া, এই সকল জ্ঞেয় বিষয়ের তত্ত্ব—অথবা বাহ্য বস্তু সকলের স্বরূপ, তাহাদের মধ্যে এই ত্রিগুণের

কিরূপ অভিব্যক্তি হয়, তাহার তত্ত্ব এ স্থলে সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে। আমাদের প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, আমিই যে একমাত্র 'জ্ঞাতা' আর সকলেই আমার জ্ঞেয় তাহা নহে। আমি চেতন 'জ্ঞাতা' (subject) এবং তুমি যেমন আমার জ্ঞেয় (object), সেইরূপ তুমি তোমার কাছে 'জ্ঞাতা' এবং আমি তোমার জ্ঞেয়। জগতে যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্তা আছে, প্রত্যেকেই তাহার নিজের সম্বন্ধে 'জ্ঞাতা' ও পরের সম্বন্ধে 'জ্ঞেয়'।

ত্রিগুণ দ্বারা আপরমাণু সর্ব্বভূতশরীরের ক্রমবিকাশ।— ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক সত্তাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন। (১৩।২৬) আমরা সেস্থলে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, তদনুসারে সামান্য বালু-কণাটি, এমনকি যাহাকে আমরা পরমাণু বলি, তাহাও ভূত, তাহাও সত্তা, তাহাও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে উৎপন্ন; ইহা পূর্ব্বে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে আছে যে, পরমাণু ও অযুত-সিদ্ধ-অবয়ব (সংযত) তাহাও দ্রব্য তাহাও সত্তা। ইহারাই ভূতগণের সূক্ষ্মরূপ। অতএব ক্ষুদ্র পরমাণুটিও ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-যোগে উৎপন্ন। ভগবান্ গীতায় (১৩।৭-১১ শ্লোকে) এই ক্ষেত্রের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন বুদ্ধি

---

* যাহার অবয়ব পৃথক্ ভাবে থাকে না, পরস্পর মিলিতভাবে অবস্থান করে, তাহাকে অযুত-সিদ্ধাবয়ব বলে, যেমন শরীর বৃক্ষ পরমাণু প্রভৃতি। ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন,— অযুতসিদ্ধাবয়ব ভেদের অনুগত সমূহই দ্রব্য। উহার অবয়ব সকল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট নহে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে মিলিত। ভূতগণের স্বরূপ অবস্থা পরমাণু। ভূতগণের কারণ বা তাহাদের সূক্ষ্ম অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র, পরমাণু উহার এক পরিণাম বা অবয়ব-বিশেষ। পরমাণু বলিলে মূর্ত্তি প্রভৃতির (সামান্যের) ও শব্দাদি 'বিশেষে'র সমূহ বুঝায়। পরমাণুতে এই সামান্য ও বিশেষ অপৃথক ভাবে অবস্থিত। তন্মাত্র হইতে পরমাণুক্রমে স্থূল ভৌতিক ঘটাদি জন্মে। গুণত্রয় তন্মাত্রে, পরমাণুতে ও পঞ্চভূতে অনুগত আছে। ইহা ভূতগণের চতুর্থরূপ। (পাতঞ্জল সূত্র ৩।৪৪ ব্যাস-ভাষ্য)

অহঙ্কার বা অন্তঃকরণ ক্ষেত্রের উপাদান। অতএব পরমাণু প্রভৃতি সত্তার বা ভূতের সূক্ষ্মরূপে ও প্রচ্ছন্নভাবে অন্তঃকরণ আছে ; তাহাতেও সত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের ভাব—খ্যাতি বা প্রকাশ (সত্ব) ক্রিয়া (রজঃ) ও স্থিতি (তমঃ) ভাব—আছে।

"অথ ভূতানাং চতুর্থরূপং খ্যাতিক্রিয়া স্থিতিশীলা গুণাঃ কার্য্যস্বভাবানুপাতিনঃ (পাতঞ্জল ৩।৪৪ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)।

এই জন্য আমরা বলিতে পারি যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল সত্তাই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ যোগে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাদের মধ্যে চৈতন্য ও অন্তঃকরণ আছে। তবে আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহার মধ্যে এই চেতনা ও অন্তঃকরণ (লিঙ্গাদি) প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে—বীজভাবে থাকে। তাহাদের মধ্যে এই অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণ অবিকাশিত থাকে,—জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি থাকে না। তাহাদের জ্ঞানে জ্ঞাতৃত্বের ভাবের বিকাশ থাকে না,—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ অভিন্ন ভাবে থাকে, তাহাদের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে তমঃ দ্বারা অভিভূত থাকে। সে ক্ষেত্রজ্ঞ আপনার ক্ষেত্রমধ্যেই অভিভূতভাবে অবস্থান করে ; বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার বড় সম্বন্ধ রাখে না—বাহ্য বিষয়ের সম্পর্কে সে বড় সাড়া দেয় না। এই অবস্থা তাহাদের অসম্পূর্ণ তম-আবৃত অবস্থা। তখন ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সেই অবিকাশিত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে,—সেই অবস্থায় সে বদ্ধ তমোভাবে একরূপ আনন্দ ভোগ করে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয় ; স্থাবর বৃক্ষাদিরূপে তাহাতে প্রাণ শক্তির বিকাশ ও ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং আন্তরানুভূতির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। পরে সেই সত্তার আরও বিকাশ হইলে, তাহার অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ, যাহা বীজভাবে ক্ষেত্রে নিহিত ছিল, তাহার বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়,—ক্রমে সে সত্তা জঙ্গমজীবরূপে পরিণত হয়। তখন বাহ্য 'ইদং' এর সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়, তাহার সহিত আদান প্রদান চলিতে থাকে, বাহ্য বিষয়ের সহিত

সম্বন্ধ হইলে, তাহাতে সে সাড়া দেয়, এবং তদনুসারে প্রাণশক্তি দ্বারা * আপনার ধারণ, পোষণ ও রক্ষণ কার্য্যাদি পরিচালিত করে। ইহাই সে জীবের জীবত্ব ও বাহ্য বিষয়ের (ইদং, এর) সহিত সম্বন্ধ হেতু জৈব-ক্রিয়ার অবস্থা; ইহার ফলে তাহার ক্ষেত্রের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। পরে যখন এইরূপে বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিকাশে তাহার বৃত্তি-জ্ঞানের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তখন আবার সে বাহ্য বিষয়কে আপনার করিয়া লইয়া, সর্ব্বত্র আত্মদর্শন করিয়া, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে জ্ঞানে একীভূত করিয়া, ক্রমে সে ভূমার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। তখন তাহার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক অবস্থা হয়। আত্মার এই পূর্ণ অভিব্যক্তি অবস্থার পরে সে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ক্ষেত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, কেবল অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে; ইহাই জীবের সৃষ্টি হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত ক্রমাভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এস্থলে তাহার বিবৃতির প্রয়োজন নাই। স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জীবের এই ক্রমবিকাশ-নিয়ম মধ্যে,—এই প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে জাত্যন্তর পরিণতি (পাতঃ সূত্র ৪।২) হইতে

* এই প্রাণ সম্বন্ধে এ স্থলে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। বেদান্ত মতে মুখ্য প্রাণ শ্রেষ্ঠ, সমষ্টিভাবে তাহা হিরণ্যগর্ভ। তাহা হইতে সমুদায় ভূত-শরীর সৃষ্ট হয়। এই প্রাণ যে গীতোক্ত পরাপ্রকৃতি, তাহা পূর্ব্বে ৭।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রাণই জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। গীতা অনুসারে প্রকৃতি দুইরূপ—পরা ও অপরা। সুতরাং ত্রিগুণ যখন প্রকৃতি-সম্ভব, তখন ইহাদের কারণরূপে প্রাণকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমাদের সূক্ষ্ম শরীর প্রাণময় কোষের দ্বারা আবৃত থাকে এবং এই প্রাণময় কোষের সাহায্যেই সূক্ষ্ম শরীরের সংস্কারানুযায়ী আমাদের স্থূল শরীর গঠিত হয়। নিম্নশ্রেণী জীবে সূক্ষ্ম শরীর তম-আবৃত থাকিলে প্রাণময় কোষও তম-আবৃত থাকে; প্রাণ ক্রিয়া সংযত থাকে। সে জন্য স্থূল শরীর তম আচ্ছাদিত জড়-রূপে প্রকাশিত হয়। অপেক্ষাকৃত উন্নতজীবে তমঃ প্রভাবের কিছু হ্রাস হওয়ায় প্রাণ-ক্রিয়ার বিকাশ আরম্ভ হয়। তাই তাহাদের স্থূল শরীরে জীবভাবের অভিব্যক্তি স্পষ্টতর হয়। মানুষে এই প্রাণময় কোষ পূর্ণ অভিব্যক্ত হয়; এজন্য তাহার স্থূল শরীর পূর্ণপরিণত হয়। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা মৃচ্ছাবস্থার, ক্রিয়াবস্থার ও প্রকাশাবস্থার ক্রমবিকাশ হইতে এই ত্রিগুণের স্বরূপ কতকটা জানিতে পারি। *

আমরা উপরে প্রতি জীবের ক্ষেত্রের যে ক্রমবিকাশের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই ক্রমবিকাশ-তত্ত্বও এই ত্রিগুণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। সাংখ্যদর্শন অনুসারে আমাদের শরীর দুইরূপ—সূক্ষ্ম ও স্থূল—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রের বা শরীরের সূক্ষ্মাংশ বা লিঙ্গ যে বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, আর ইহাদের মধ্যে বুদ্ধি যে সত্ত্বগুণ হইতে অভিব্যক্ত, অহঙ্কার মন ও ইন্দ্রিয় যে প্রধানতঃ রজোগুণ হইতে অভিব্যক্ত, এবং তন্মাত্র যে তমোগুণ হইতে অভিব্যক্ত, তাহাও পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যতদিন জীবের জীবত্ব থাকে, ততদিন তাহার এই লিঙ্গ-শরীর থাকে। মৃত্যুতে তাহার নাশ হয় না। জীব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার লিঙ্গ-শরীরানুযায়ী স্থূল-শরীরের উৎপত্তি ও বিকাশ হয়। যে জীবের লিঙ্গ-শরীর যেরূপ পরিণত ও সংস্কার যুক্ত, তাহার স্থূল শরীরও তদনুরূপ হয়। তাহার লিঙ্গ শরীরে ত্রিগুণের যে ভাবে অভিব্যক্তি থাকে, স্থূল শরীরেও তাহাদের সেইরূপ বিকাশ হয় এবং সেই ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতে শরীরের অবয়ব অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সংস্থান হয়। নিম্নশ্রেণী জীবের অল্প অভিব্যক্ত সূক্ষ্ম শরীর অনুসারে তাহার যেরূপ স্থূল শরীর গঠিত হয়, তাহার কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল মানুষের বিশেষ বিকাশিত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীরের অভিব্যক্ত ত্রিগুণ ভাবের দ্বারা

---

* জার্ম্মান দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ হেগেল এইরূপে আত্মার ক্রমাভিব্যক্তির কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বুঝাইয়াছেন যে, 'Self' প্রথমে আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে। পরে Self goes out of itself to realize itself, শেষে 'Self comes back to itself, after realizing itself in and through its not-self। একঅর্থে ক্ষেত্রবদ্ধ জীবাত্মার এই তিন অবস্থাই তামসিক রাজসিক ও সাত্ত্বিক অবস্থা। সাত্ত্বিক অবস্থার পরে ত্রিগুণাতীত অবস্থায় পূর্ণ self-realized আত্মার coming back into itself অবস্থা।

কিরূপে তাহার স্থূল বাহ্য শরীর গঠিত হয়, আমাদেরও স্থূল শরীরে এই ত্রিগুণের ভাব ও ক্রিয়াদি কিরূপ হয়—তাহার আভাস দিব।

ত্রিগুণের দ্বারা মানুষের স্থূল শরীরের বিকাশ।—আমাদের লিঙ্গ শরীরস্থ বুদ্ধির প্রকাশজন্য ও জ্ঞানক্রিয়ার জন্য স্থূল-শরীরে নানারূপ যন্ত্রের বা অবয়বের বিকাশ হয়। আমাদের মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডস্থ নাড়ী প্রভৃতি গঠিত হয়। মন ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার জন্য বাহ্য বিষয়ের সহিত নানারূপ সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য নানারূপ শারীর যন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। সর্ব্বদ্বারে জ্ঞান প্রকাশের জন্য সত্ত্বগুণ দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মনাড়ী ও নাড়ী-কেন্দ্র (Sensory or Motor Nerves, Nerve-centres Ganglia) প্রভৃতির অভিব্যক্তি হয়; ক্রিয়ার জন্য, কর্ম্মবৃত্তির অভিব্যক্তির জন্য, রজো গুণের দ্বারা নানারূপ পেশী (Muscles) প্রভৃতি গঠিত হয়,—বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মজন্য চক্ষুর্গোলকাদি বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের অভিব্যক্তি হয়। তদনুসারে কর্ম্মশক্তিবাহী নাড়ীদ্বারা আমরা ইচ্ছামত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে শরীরস্থ পেশী শিরা প্রভৃতির (Muscle arteries) সহায়ে বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারি। আর জ্ঞানবাহী নাড়ী দ্বারা আমরা ইচ্ছা মত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ জন্য প্রেরণ করিতে পারি। আর যখন তমঃপ্রভাবে বা অশক্তিহেতু আমাদের জ্ঞানাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়, আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি অভিভূত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন আমরা বিষয় জ্ঞান উপযুক্তরূপে লাভ করিতে পারি না—কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হইতে পারি না। তখন সম্ভবতঃ ধমনীতে দূষিত রক্তের আধিক্য হয়। অথবা শরীরের অন্য কোনরূপ অবসাদ-উৎপাদক ক্রিয়া হয়। এইরূপে আমাদের স্থূল পাঞ্চভৌতিক মাতাপিতৃজ শরীরে জ্ঞান ও সুখের প্রকাশ জন্য যে নাড়ী প্রভৃতি যন্ত্রসকলের অভিব্যক্তি হয়, তাহাদিগকে সত্ত্বগুণজ বলা যায়। শরীরের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ-ক্রিয়া নিষ্পাদন জন্য এবং আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য যে সকল যন্ত্রের

অভিব্যক্তি হয়, তাহা রজোগুণজ বলা যায়। আর শরীরের যে সকল যন্ত্র জ্ঞান প্রকাশে ও কর্ম্মবৃত্তি পরিচালনে বাধা দেয়, তাহাদিগকে তমোগুণজ বলা যায়।

আমরা শাস্ত্র হইতে অন্যভাবেও আমাদের স্থূল দেহে ত্রিগুণের ক্রিয়া জানিতে পারি। দেহের নাড়ীর মধ্য দিয়াই ত্রিগুণের ক্রিয়া ও ভাবের অভিব্যক্তি হয়। ত্রিগুণ হইতে ত্রিবিধ নাড়ীর সৃষ্টি হয়। এই ত্রিবিধ নাড়ীর নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—

"অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্য ইতি। অসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ ॥" (৮।৬।১)।

অর্থাৎ পিঙ্গল বর্ণের হৃদয় স্থান হইতে পীত বর্ণের (পিত্তাখ্য), নীল বর্ণের (বাত-বহুল), শুক্লবর্ণের (কফ-বহুল) ও লোহিত বর্ণের (শোণিত-বহুল) বহু নাড়ী নিঃসৃত হইয়া শরীরের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়াছে। আদিত্যের রশ্মি যেমন চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ সেই আদিত্যরশ্মি এই সকল নাড়ী দিয়া দেহের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত আছে।

(এই নাড়ীতত্ত্ব পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের উৎক্রমণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহা দ্রষ্টব্য)।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে যাহা লোহিত (অথবা নীল-পীত-লোহিতাদি বর্ণবিশিষ্ট), তাহা রজঃ; যাহা শুক্ল তাহা সত্ত্ব; আর যাহা কৃষ্ণ, তাহা তমঃ। শরীর মধ্যে যে নাড়ী শুক্ল (Nerves, Brain &c.) তাহা সত্ত্বগুণজ; যে নাড়ী লোহিত (Arteries &c.) তাহা রজোগুণজ, আর যে নাড়ী কৃষ্ণাভ (Veins) তাহা তমো গুণজ। আবার সূক্ষ্মভাবে শুক্ল নাড়ী ত্রিবর্ণাত্মক; সুতরাং তাহা সত্ত্বপ্রধান হইলেও রজঃ ও তমঃ সম্পৃক্ত। এই নাড়ী, তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র মতে, ইড়া, পিঙ্গলা

ও সুষুম্না এই তিন মূল নাড়ী হইতে অভিব্যক্ত হইয়া অসংখ্য শাখায় বিভক্ত। ইড়া ঈষৎ লোহিত—রজোগুণজ, পিঙ্গলা ঈষৎ কৃষ্ণ—তমোগুণজ, আর সুষুম্না—শুক্ল সত্ত্বগুণজ। এই ত্রিবিধ নাড়ী ও নাড়ীচক্র দ্বারায় সমুদায় স্থূল শরীর বিধৃত ও পরিপুষ্ট হয়। এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মতে আমাদের স্থূল শরীর বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিবিধ ধাতুর দ্বারা বিধৃত। ইহাদের মধ্যে বায়ুকে সত্ত্বগুণজ, পিত্তকে রজোগুণজ ও কফকে তমোগুণজ বলা হয় এবং ইহাদের বৈষম্য বা দোষ হেতু আমাদের যে নানারূপ পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যাহাহউক, এ সকল কথা এস্থানে আর বুঝিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা ত্রিগুণ দ্বারা কিরূপে আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের উৎপত্তি এবং সেই শরীরের ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা—আমাদের দেহাত্মজ্ঞান হেতু আমরা কিরূপে বদ্ধ হই তাহাও কতকটা বুঝিতে পারি।

ত্রিগুণের আধিভৌতিক অর্থ—জড়শক্তিবাদ।—এইরূপে আমরা ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে বা জীবে পুরুষ-প্রকৃতির লীলা, এই ত্রিগুণের ক্রিয়া হইতে, জানিতে পারি। কিন্তু যখন অজ্ঞান বশে তমঃপ্রভাবে আমাদের জ্ঞান আবৃত থাকে, তখন আমরা এই বাহ্য বিষয়ের মধ্যে কেবল জড়ের ক্রিয়াই দেখিতে পাই। বাহ্য জগৎ আমাদের নিকট জড় জগৎ রূপেই প্রতিভাত হয়। তাহাতে জড় ও জড় শক্তির ব্যাপারমাত্র আমরা ধারণা করিতে পারি। জড়-বাদি পণ্ডিতগণ এই জড় ও জড়শক্তির ক্রিয়ার দ্বারাই বাহ্য প্রত্যক্ষের সাহায্যে এই জগত্তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এই জড়শক্তিবাদের মূলেও এই ত্রিগুণ-তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। জগতের এই মূল কারণরূপে যে এক অনন্ত, অক্ষয়, অবিনাশী অজ্ঞেয় মহাশক্তি আছে, তাহা অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক

ও দার্শনিক পণ্ডিত স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মতে এই শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নাই, উৎপত্তি ক্ষয় নাই, তবে ইহা নিয়ত-পরিণামী বা পরিবর্ত্তনশীল (ইহাই Law of conservation and transformation of Energy)। এই শক্তি কখন আলোকরূপে, কখন তড়িৎ-রূপে, কখন তাপরূপে, কখন চুম্বক-শক্তি ইত্যাদি-রূপে আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়। ইহা কখন তড়িৎরূপ হইতে রূপান্তরিত হইয়া, আলোকরূপ বা তাপরূপ হয়, কখন চুম্বকশক্তিরূপ হয়, কখন রাসায়নিক ক্রিয়াশক্তি রূপ ইত্যাদি হয়। এইরূপে মূল শক্তির কখনও উৎপত্তি নাশ বা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; ইহা নিত্য। সে যাহা হউক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই মূল শক্তিকে কিরূপে ধারণা করেন, তাহা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা যে এই মূল শক্তি স্বীকার করেন, ইহা বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে। অনেক দার্শনিক পণ্ডিতগণও এই নিত্য আদি শক্তি স্বীকার করেন। পণ্ডিতবর হার্বার্ট স্পেন্সর এই মূল শক্তিকেই "Eternal inexhaustible energy" বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত কুঁজে বলিয়াছেন— "The Universe is the Deity passing into activity but not exhausted by the act।" যে সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এ জগৎটাকে এক বৃহৎ কারখানা মনে করেন; (Dynamical কিংবা Mechanical theory দ্বারা জগৎ ব্যাপার বুঝাইতে চান) এবং এই কারখানার মধ্যে এক অতি বড় Engine এর শক্তি দ্বারা এই সব জগৎ কার্য্য চলিতেছে সিদ্ধান্ত করেন; অথচ তাঁহারা এই কারখানার পরিচালককে দেখিতে পান না! তাঁহারাও এই মহাশক্তির মধ্যে তাহার ত্রিবিধ ভাব স্বীকার করেন।

এই সকল পণ্ডিতগণ এই আদি শক্তির দুই অবস্থা স্বীকার করেন। এক শান্ত, নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত (potential) অবস্থা, আর এক প্রবৃত্ত সক্রিয় (kinetic) অবস্থা। সক্রিয় বা কার্য্যাবস্থায় ইহার অভিব্যক্তি হয়; উক্ত অবস্থা

হইতে নিম্ন অবস্থায় ইহার পরিণতি হয়। (এই উচ্চ অবস্থা Higher potential অবস্থা, আর নিম্ন অবস্থা Lower potential অবস্থা)। কিরূপে কার্য্য হয়, তাহা বুঝিতে হইলে, শক্তির এই দুই অবস্থা স্বীকার করিতে হয়। বিজ্ঞানমতে শক্তির এই উচ্চ ও নীচ ভাব মধ্যে আদান প্রদান চলিতে থাকে। তখন শক্তির উচ্চতর অবস্থা হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর অবস্থায় পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিণামের অবস্থাই ক্রিয়ার অবস্থা। অর্থাৎ যখন উচ্চতর শক্তি নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইতে থাকে, তখনই কার্য্য হয়, সেই অবস্থা শক্তির কার্য্যাবস্থা। বিজ্ঞানের কথায় যখন higher potential Energy, lower potential Energyতে, সংক্ষেপতঃ Lower potentialএ পরিণত হয়, তখনই work হয়—Energy Kinetic হয়।

জড় শক্তি বাদ অনুসারে এই শক্তির উচ্চ (Higher potential) অবস্থার সহিত সত্ত্ব গুণের, ইহার ক্রিয়া-অবস্থার সহিত রজোগুণের এবং নিম্ন (Lower potential) অবস্থার সহিত তমোগুণের তুলনা করা যাইতে পারে। আদি শক্তির এই ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়া যেমন সাংখ্য দর্শনে পরিণাম-বাদ বা ক্রমোন্নতি-বাদ (বা Evolution theory) স্থাপিত হইয়াছে, সেইরূপ আধুনিক বিজ্ঞানে ও দর্শনে এই মূল শক্তি ও তাহার উক্ত ত্রিবিধ ভাব গ্রহণ করিয়া একরূপ পরিণামবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সাংখ্য দর্শন অনুসারে এই ত্রিগুণের ক্রিয়া হেতু যেরূপে সমষ্টিভাবে এই জগতের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়, এবং ব্যষ্টিভাবে পরমাণু হইতে প্রত্যেক ভূতের অভিব্যক্তি ও ক্রমপরিণতি হয় তাহার তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছি। কিরূপে ব্যক্তি জীবের ও জীব জাতির ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। Darwin, Spencer প্রভৃতি আধুনিক পণ্ডিত-গণও সেইরূপ এই জড় শক্তি ক্রিয়ার উপর জগতের ক্রমাভিব্যক্তি ও

জীবজাতির ক্রমোন্নতি বাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তি-জীবের ক্রমোন্নতি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নাই এবং এই ত্রিগুণের ক্রিয়া-হেতু কিরূপে প্রত্যেক মানুষের উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে, কেমন করিয়া তাহার জ্ঞান শক্তির বা কর্ম্ম শক্তির বিকাশ হয়, কিজন্য তাহাদের সে শক্তি অভিভূত থাকে, তাহার নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ অবস্থার উন্নতির উপায় কি, তাহা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন নাই। কেবল জড়-প্রকৃতি ও তাহার ত্রিবিধ অবস্থামাত্র স্বীকার করিলে এ তত্ত্ব বুঝা যায় না। যাহা হউক পরিণাম-বাদের যে সকল মূল তত্ত্ব সাংখ্যদর্শনে সূচিত হইয়াছে, আধুনিক পরিণামবাদী পণ্ডিতগণও তাহারই উপর তাঁহাদের পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এ সকল কথা এস্থলে আলোচনার প্রয়োজন নাই। এই সকল আধুনিক পণ্ডিতগণের এই আদি শক্তি ও তাহার ত্রিবিধ অবস্থার তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে, তাহা হইতে সাংখ্যের মূল প্রকৃতি (Nature) ও ত্রিগুণ-তত্ত্ব বুঝিবার কতকটা সাহায্য হইতে পারে ; এজন্য এস্থলে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম।

ত্রিগুণের অর্থ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত।—আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সাংখ্যদর্শনের এই ত্রিগুণতত্ত্ব আলোচনা করিয়া, তাহাদের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন,তাঁহারা যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। এজন্য তাঁহাদের কথা এস্থলে বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিগুণের অর্থ যেরূপ করিয়াছেন, কেবল তাহারই উল্লেখ করিব। এস্থলে কেবল আমাদের দেশের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিতের কথা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল। *

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "গীতা পাঠ"-গ্রন্থে এই ত্রিগুণের যে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই,—"কবি শব্দ হইতে কবিতা এবং কবিত্ব এই দুইটি শব্দ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। সেই রকম সৎ শব্দ হইতে সত্ত্ব এবং সত্তা এই দুইটি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে ; দেখা উচিত যে কবিতা এবং কবিত্বের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—সত্তা ও সত্ত্বের মধ্যেও অবিকল সেইরূপ। কবির কবিতা যখন প্রকাশে বাহির হয়,তখন তাহা দৃষ্টে আমরা

প্রসিদ্ধ জর্ম্মন দার্শনিক সপেনহর বলিয়াছেন—

Rajoguna the powerful will the strong passion

যেমন বুঝিতে পারি যে, কবির ভিতরে কবিত্ব রহিয়াছে, তেমনি যে কোন বস্তুর সত্তা যখনি আমাদের নিকট প্রকাশ পায়, তখনি আমরা বুঝিতে পারি যে, সে বস্তুর ভিতরে সত্ত্ব রহিয়াছে,—সে বস্তু সৎপদার্থ। অতএব এটা স্থির যে, কবিতার প্রকাশ যেমন কবিত্ব গুণের পরিচয়, লক্ষণ—সত্তার প্রকাশ তেমনিই সত্ত্বগুণের পরিচয় লক্ষণ। সত্ত্ব গুণের আর একটী পরিচয়-লক্ষণ আছে; সেটী হোচ্ছে সত্তার রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ। কবিতার রসাস্বাদনে যখন ভাবুক ব্যক্তির আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দমাত্রটি যেমন কবির অন্তর্নিহিত কবিত্ব গুণের পরিচয় প্রদান করে,তেমনই সত্তার রসাস্বাদনের চেতনাবান ব্যক্তির যখন আনন্দ হয়, তখন সেই আনন্দ মাত্রটী সৎ-বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণের পরিচয় প্রদান করে। আমরা প্রতিজনে আপনার আপনার ভিতরে মনোনিবেশ করিলে, স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, প্রকাশ এবং আনন্দ সত্তার সঙ্গের সঙ্গী।

* * * *

"আমাদের প্রতিজনের আপনার আপনার মধ্যেই সত্তার সঙ্গে সত্তার প্রকাশ এবং সত্তার রসাস্বাদনজনিত আনন্দ মাখামাখিভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে,আর, সেই গতিকে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের ভিতর সত্ত্ব আছে—আমরা সৎপদার্থ। *

"সত্তা সম্বন্ধেও আমরা দেখিতে পাই যে, এক শাখার পুষ্প যেমন অপর কোন শাখার নহে, তেমনি আমার সত্তাও তোমার নহে, তোমার সত্তাও আমার নহে; আর তুমি কোন ব্যক্তির যদি নাম কর, তবে তাহার সত্তা তোমারও নহে—আমারও নহে। ব্যষ্টি সত্তা মাত্রই এইরূপ ভিন্ন দেশকালপাত্রে পরিচ্ছিন্ন; আর সেইজন্য ব্যষ্টিসত্তা বাধাক্রান্ত সত্ত্বগুণ ব্যতীত মিশ্রসত্ত্ব ব্যতীত অবাধিত সত্ত্বগুণের, শুদ্ধসত্ত্বের, পরিচায়ক নহে। পক্ষান্তরে যেমন সকল শাখার পুষ্পই বৃক্ষের পুষ্প, আর সেইজন্য বৃক্ষের পুষ্পরাজিই সমষ্টিপুষ্প, আর সকল শাখার সকল পুষ্পই সেই সমষ্টি পুষ্পের অন্তর্ভূত, তেমনি প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি পরমাত্মা, তাঁহার সত্তাই সমষ্টি সত্তা এবং আর আর সকল সত্তাই সেই সমষ্টি-সত্তার অন্তর্ভূত। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, সমষ্টিসত্তাই অবাধিত সত্ত্বগুণের অবাধিত প্রকাশ এবং আনন্দের—অধিষ্ঠানক্ষেত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সত্ত্বগুণের পরিচায়ক লক্ষণ দুইটি (১) প্রকাশ এবং (২) আনন্দ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রকাশকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য, অচৈতন্য বা জড়তা এবং অবসাদ বা স্ফূর্ত্তিহীনতা।-আনন্দকে বাধা প্রদান করে কে? অবশ্য দুঃখ বা পীড়ানুভব এবং অশান্তি বা প্রবৃত্তি চাঞ্চল্য * *। "বিশুদ্ধ প্রকাশ এবং বিমল আনন্দের নাম যেমন সত্ত্বগুণ, অচৈতন্য এবং অবসাদের আর এক নাম তেমনি তমোগুণ; আবার দুঃখ এবং প্রবৃত্তি চাঞ্চল্যের আর এক নাম তেমনি রজোগুণ। যাহা রঞ্জিত করে বা রং করে, তাহাই রজঃ। * * * * * *

Satwa-guna—Pure knowing the comprehension of the Ideas *Tamo-guna* the greatest lethergy of the Will and

"রঙ্, সম্বন্ধে জর্ম্মানদেশীয় মহাকবি গেটের একটি সুপরীক্ষিত সিদ্ধান্ত এই যে, বর্ণক্ষেত্র সামান্যতঃ তিনভাগে বিভক্ত ; সে তিন ভাগ হচ্চে—একদিকে সাদা, আর এক-দিকে কালো, আর দুয়ের মধ্যস্থলে রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি রঞ্জন বা রঙ।......বর্ণক্ষেত্র যেমন তিনভাগে বিভক্ত—গুণক্ষেত্রও অবিকল সেইরূপ। গুণক্ষেত্রের এধারে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের নিরঞ্জন আলোক, ওধারে রহিয়াছে তমোগুণের অঞ্জন, এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের ব্যঞ্জন। অথবা যাহা একই কথা, একদিকে রহিয়াছে সত্ত্বগুণের প্রকাশ জ্যোতি, আর একদিকে রহিয়াছে তমোগুণের জড়তান্ধকার ; এবং দুয়ের মধ্যস্থলে রহিয়াছে রজোগুণের রাগদ্বেষাদি প্রবৃত্তিচাঞ্চল্য।......রজোগুণের নিজমূর্ত্তি কিন্তু রাগ। তার সাক্ষী রজোগুণের প্রধান যে দুইটি অন্তরঙ্গ কাম আর ক্রোধ উভয়ই রাগধর্ম্মি।

রজোগুণের সাক্ষাৎ নিজমূর্ত্তি যে রাগ, তাহা লালরঙের সহিত উপমেয়। লাল শব্দ আলক্ত (অর্থাৎ আলতা) শব্দের অপভ্রংশ তাহা দেখিতেই পাইতেছি। আলক্ত ও যা আরক্ত ও তা—একই। ফলে ;—লাল রক্ত, রাঙ্গা, রাগ, রঞ্জন, রজঃ, সবাই যে এরা মূলধাতুর সন্তান সন্ততি তাহা উহাদের গায়ে লেখা রহিয়াছে বলিলেই হয়।......আমাদের আত্মসত্তা যে অংশে আমাদের জ্ঞানগোচর লব্ধপ্রকাশ. সেই অংশে তাহা সত্ত্বগুণ ; বহির্ব্বস্তু সকলের আত্মসত্তা যে অংশে অপ্রকাশ সে অংশে তাহা তমোগুণ ; আর আমাদের আত্মসত্তা যে অংশে বহির্ব্বস্তু সকলের অপরিস্ফুট আত্মসত্তার দ্বারা রঞ্জিত হয়, সেই অংশে তাহা রজোগুণ।.........

সমষ্টিসত্তা পরমপরিশুদ্ধ সত্ত্বঃ—তাহা রজস্তমগুণের দ্বারা অবাধিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ এক কথায় শুদ্ধসত্ত্ব। বেদান্তাদি শাস্ত্রের এটা একটা সুপ্রসিদ্ধ কথা যে শুদ্ধসত্ত্বে পরমাত্মার মহাজ্ঞান, মহাশক্তি এবং মহানন্দ নিখুঁত পরিষ্কাররূপে প্রতিফলিত হয়."......

অধ্যাপক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ত্রিগুণের (আধিভৌতিক) ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই—

"—The unity of Prakriti is a mere abstraction ; it is in reality an undifferentiated manifold and indeterminate infinite continuous of infinitesimal Reals. These reals, termed Gunas may by anothor obstruction be classed under three heads. (1) Sattoa, the Essence which manifests itself in a phenomenon and which is characterized by the tendency to manifestation, the Essence, in the other words, which serves as the medium for the reflection of intelligence, (2) Rajas, Energy, that which is efficient in a phenomenon and charcterized by a tendency to ds work, or

of the knowledge. (পূর্ব্বে ৯১ পৃঃ, টীকা দ্রষ্টব্য)। ফরাসী পণ্ডিত ল্যাসেঁন (Lassain) সত্ত্বকে Essentia (Essence বা spirit) রজঃকে Impetus (Energy) ও তমঃকে Caligo (Inertia) বলিয়াছেন।

---

overcome resistance, and (3) Tamas, mass or inertia, which counteracts the tendency of Rajas to do work, and of Sattva to conscious manifestation.

" The ultimate factors of the universe then are (1) Essence or intelligence-stuff, (2) Energy, and (3) Matter characterized by mass or inertia."

"These Gunas are conceived to be reals, substantive entities not however as self-subsistent or independent entities (prodhan) but as independent moments in every Reals or substantive existence." * * * "Every phenomenon it has been explained consists of three fold *arche,* intelligible Essence, Energy and Mass. In intimate union they enter into things as essential constitutive factors. The essence of a thing (Sattva) is that by which it manifests itself to intelligence, and nothing exists without such manifestation in the universe of consciousness. But the essence does not possess mass or gravity. Next there is the element of Tamas, mass, inertia, matter-stuff, which offers resistance to motion as well as to conscious reflection.

" The intelligence-stuff, and the matter-stuff, cannot do any work and are devoid of productive activity in themselves. All work come from Rajas, the principle of energy, which overcomes the resistance of matter and supplies even intelligence with energy which it requires for its own work of conscious regulation and adaptation.

" The Gunas are always uniting separating, uniting again. Everything in the world results from their peculiar arrangement and combination, in varying quantities and groupings. But though co-operating to produce the world of effects, these...never coalesce. In the Phenomenal product whatever energy there is due to the element of Rajas....All matter, resistance, stability is due to *Tamas,*

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'সত্ত্ব'কে The principle of the Good রজঃকে The principle of the evil এবং তমঃকে the principle fo Indifference বলেন। কেহ সত্ত্বকে Harmony * রজঃকে activity এবং তমঃকে inertia বলিয়াছেন। কেহ সত্ত্বকে Intelligence, রজঃকে Force, এবং তমঃকে Matter বলিয়াছেন। অনেকেই সত্ত্বকে Essence, রজঃকে Energy এবং তমঃকে Mass বা Inertia বলিয়াছেন। "আদি সৃষ্টিশক্তি ও তাহার তিনরূপ বিকাশ" এবং "প্রবৃত্তি ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম" এই দুইটী প্রবন্ধে আমরা আধিভৌতিক অর্থে সত্ত্বকে Mind, রজঃকে Motion এবং তমঃকে Matter বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই জড় জগতের মূল কারণরূপে জড় (Matter) ও গতি বা তাহার মূলশক্তি (Force) এই দুই তত্ত্ব মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞানকে জগতের এক মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বিলাতী দার্শনিক পণ্ডিত ক্লিফোর্ড (Clifford) প্রমুখ

---

and all conscious manifestation to Sattva. ("পরস্পরাঙ্গাঙ্গিত্বেঽপি অসংভিন্নশক্তিবিভাগ" :—ব্যাসভাষ্য)। ("অন্যোন্যাঙ্গাঙ্গিভাবেন উৎপাদিকেঽপি দ্রব্যে প্রকাশগুণঃ সত্ত্বমেব, ক্রিয়াগুণ রজস এব, স্থিতি-গুণ-স্তমস এব," বিজ্ঞান ভিক্ষু।")

* * "In order that there may be evolution with transformation of Energy, there be a preponderence of Either Energy, or Mass-resistance or Essence over other moments. * * *."

Introduction to P. C. Roy's Hindu Chemistry VoI-II pp 60—64.

* সত্ত্বগুণ সুখস্বরূপ বলিয়া ইহাকে Harmony বলা হইয়াছে। এই Harmony শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ সামঞ্জস্য—সমতা। বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য, বাহ্য বিষয়ের সহিত অন্তরের সামঞ্জস্য থাকিলে, তাহার ফলে সুখ হয়। এই সমতা ভাবই সুখ ভাব। শাস্ত্রে আছে "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যং—(মুণ্ডক ৩।১।৩) "সুখানাং কারণং সমঃ" (চরক সংহিতা)। এই সম = Harmony = State of equilibrium. সত্ত্বগুণ কেবল সুখের কারণ নহে, ইহা প্রকাশ ও জ্ঞানেরও কারণ; এজন্য ইহা শুধু Harmony নহে।

কোন কোন পণ্ডিত জগতের মূল কারণরূপে Mind stuff বা Intelligence-stuff এর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হেকেলের (Haekel) মতে এই জগতের মূল যে ইথর (Ether) বা আকাশ তত্ত্ব তাহার মধ্যে বীজভাবে স্থূল জড় ও শক্তির ন্যায় Mind-stuff এর অস্তিত্ব নিহিত আছে। তাঁহারও মতে যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে অভিব্যক্ত হয় না।

এইরূপে নানাভাবে পণ্ডিতগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ আন্তর-অনুভূতি হইতে, কেহ বা বাহ্য প্রত্যক্ষ হইতে ইহাদের অর্থ ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বুঝিলাম, তাহার সঙ্কলিতার্থ এইরূপ :—

সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্র অনুসারে,—

সত্ত্ব—শুক্ল, প্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপ, সুখ-স্বরূপ, লঘু শান্ত ও প্রীত্যাত্মক।

রজঃ—লোহিত, ক্রিয়া বা কর্ম্মশক্তিরূপ, চলন (বা পরিচলনরূপ) প্রবৃত্তিরূপ, ঘোর ও অপ্রীতি-আত্মক।

তমঃ—কৃষ্ণ, স্থিতিরূপ, আবরক, মোহাত্মক, গুরু, মূঢ় ও বিষাদাত্মক।

গীতা অনুসারে,—

সত্ত্ব—নির্ম্মল, প্রকাশক, জ্ঞানস্বরূপ, সুখস্বরূপ, অনাময়, সুখসঙ্গে ও জ্ঞানসঙ্গে বন্ধনের কারণ।

রজঃ—রাগাত্মক, তৃষ্ণাসঙ্গ উৎপাদক, লোভ—প্রবৃত্তি—কর্ম্মারম্ভ—অশান্তি—স্পৃহা উৎপাদক। দুঃখসঙ্গে, প্রবৃত্তি সঙ্গে ও কর্ম্ম-সঙ্গে বন্ধনের কারণ।

তমঃ—অজ্ঞানজ, মোহজনক, জ্ঞানাবরণকারী, প্রমাদ উৎপাদক, অপ্রকাশ ও অপ্রবৃত্তির হেতু। ইহা ভ্রম, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা বন্ধনের কারণ।

পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিতগণের মতে,—

সত্ত্ব—Principle of good, Harmony, Substance, Essence, Intelligence, Mind-stuff, Pure knowing.

রজঃ—Principle of evil, Energy, Impetus, Activity, Force, Power to overcome resistence, Will.

তমঃ—Principle of Indifference, Matter, Mass, Inertia, Resistence to action, Passivity, Lethergy.

যাহা হউক, এই আলোচনা হইতে আমরা এই ত্রিগুণ তত্ত্ব কতকটা বুঝিতে পারিব। এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

ত্রিগুণভেদে শরীরভেদ ও বন্ধনভেদ।—এক্ষণে এই ত্রিগুণ দ্বারা আমাদের বন্ধন ও মুক্তির কথা পুনর্ব্বার আলোচনা করিব। প্রকৃতি হইতে ত্রিগুণদ্বারা আমাদের ক্ষেত্র বা সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর এই উভয়রূপ শরীর গঠিত হয় তাহা আমরা বিবৃত করিয়াছি। এস্থলে সে সম্বন্ধে আমাদের আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। মূল প্রকৃতি, সাংখ্য-মতে যেমন ত্রিগুণাত্মিকা, সেইরূপ প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত সমুদায় কার্য্যই ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণজভাবের দ্বারা ভাবিত। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্র বা সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর যেরূপ ত্রিগুণ হইতে অভিব্যক্ত প্রকৃতির উপা-দান হইতে রচিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক উপাদানও এই ত্রিগুণদ্বারা ভাবিত হইয়া বিভিন্ন প্রকার হয়। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিতত্ত্ব—যাহা আমাদের ক্ষেত্রের মূল উপাদান, তাহাও এইজন্য ত্রিগুণভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়। (গীতা ১৮।২৯-৩১)। সাত্ত্বিকবুদ্ধি ভাব যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি, তাহা এই ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ হয়। তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে যে অহঙ্কারতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয় তাহাও এই গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন, রাজসিক অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয় ও তামসিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহারাও গুণভেদে ত্রিবিধ হয়। সাত্ত্বিক মন শুদ্ধ নির্ম্মল, রাজসিক মন চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং

তামসিক মন মূঢ়। ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ সাত্বিক অবস্থায় প্রকাশ-স্বভাব, রাজসিক অবস্থায় চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত এবং তামসিক অবস্থায় অশক্ত হয়। তন্মাত্র ও স্থূলভূত সম্বন্ধে গুণভেদে ভিন্ন হয় বলা যায়। যেমন আকাশ সত্বগুণবিশিষ্ট, বায়ু ও অগ্নি রজোগুণ বিশিষ্ট, অপ্ ও অন্ন তমোগুণ-বিশিষ্ট। ইহাদের কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সাংখ্যমতে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন ইহারা অন্তঃকরণ বা চিত্ত; গুণভেদে এই চিত্তের পাঁচ প্রকার অবস্থা হয়। পাতঞ্জল দর্শন হইতে জানা যায় যে, সাত্বিক চিত্ত একাগ্র, সত্ব-নিরুদ্ধ, রাজসিকচিত্ত রজো বিক্ষিপ্ত, তামসিকচিত্ত ক্ষিপ্ত ও মূঢ়। এইরূপে গুণভেদে আমাদের সূক্ষ্ম শরীর ভিন্ন হয়। এজন্য যে ক্ষেত্রজ্ঞ সম্পূর্ণ তামসিক ভাবে বদ্ধ ও যাহার রাজসিক ও সাত্বিক ভাব সম্পূর্ণ অভিভূত, সে জড়। তাহার সূক্ষ্ম শরীর অবিকাশিত, সম্পূর্ণরূপে তমঃ দ্বারা অভিভূত ও তাহার স্থূল শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কিছুই অভিব্যক্ত থাকে না। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর জীবভাবের কিঞ্চিৎ বিকাশ হওয়ায় তাহাদের শরীর অপেক্ষাকৃত পরিণত, তাহাও বলিয়াছি। কেবল মানুষের শরীরই এই লোকে পূর্ণ পরিণত; তাহার সূক্ষ্ম স্থূল উভয় শরীরই রজোগুণ-প্রভাবে বিশেষ বিকশিত হইয়া সত্বগুণ প্রভাবে পরিণত হয়। কিন্তু ত্রিগুণের ভেদ হেতু আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় শরীর অসংখ্য প্রকারে ভিন্ন হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, জড়ের শরীর হইতে উদ্ভিদের শরীর ভিন্ন; উদ্ভিদের শরীর হইতে নিম্ন শ্রেণীর জীবের শরীর ভিন্ন আর নিম্নশ্রেণী জীবের নানাবিধ শরীর হইতে আমাদের শরীর ভিন্ন। আমাদের মধ্যেও প্রত্যেকের স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভিন্ন। তোমার শরীর ও আমার শরীর ঠিক একরূপ নহে। আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতিভেদে ও বাহ্য অবস্থাভেদে শরীর ভিন্ন হয়। এইরূপে ত্রিগুণভেদে জগতের সর্ব্বত্র বৈচিত্র্য হয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা প্রত্যেকে ত্রিগুণের দ্বারা স্বতন্ত্র ভাবে বদ্ধ হই।

তুমি যে ভাবে বদ্ধ—আমি ঠিক সেই ভাবে বদ্ধ নহি। তোমার শরীরে ত্রিগুণের ভাব যেরূপ অভিব্যক্ত, আমার শরীরে সেইরূপ নহে। এজন্য ত্রিগুণ দ্বারা তুমি যেরূপ বদ্ধ, আমি ঠিক সেরূপে বদ্ধ নহি। আর সেই জন্য তোমার বা আমার ত্রিগুণ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার উপায়ও ঠিক একরূপ হইতে পারে না। আমাদের উভয়ের এই ত্রিগুণ-বন্ধনের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যও সামান্য বিশেষ বিচার পূর্ব্বক এই মুক্তির জন্য সাধন পথ নির্দ্ধারিত করিতে হয়। সে কথা এস্থলে আলোচ্য নহে।

ত্রিগুণ-বন্ধন।—এক্ষণে ত্রিগুণের দ্বারা আমাদের বন্ধন ও ত্রিগুণ হইতে আমাদের মুক্তির কথা সামান্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমাদের বন্ধন ও মুক্তির কথা বুঝিতে হইলে, প্রথমে আমাদের এই বন্ধনের স্বরূপ কি, তাহাও বুঝিতে হইবে। আমাদের স্বরূপ ব্রহ্ম এবং বন্ধন বা মুক্তি সমুদায়ই মায়িক—ভ্রম বা অজ্ঞানপ্রসূত; এ সিদ্ধান্ত করিলে,এই বন্ধন-মুক্তি-তত্ত্ব বুঝিবার তত আবশ্যক হয় না। কিন্তু গীতা অনুসারে এ বন্ধন মায়িক বা কাল্পনিক নহে। গীতা হইতে জানা যায় যে, জীব আমরা ভগবানের অংশ; তাঁহারই পরিচ্ছিন্ন ভাব—কিন্তু আমরা তাহা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন নহি। তাঁহারই প্রকৃতিগর্ভে তাঁহারই নিহিত আত্মা বা পুরুষ রূপ বীজ হইতে আমরা উদ্ভূত হইয়াছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, একই 'সৎ' বহু ভাবে অভিব্যক্ত হন। তাঁহার পরম অক্ষর ভাব নিত্য,— অব্যয়; আর তাঁহার অপর ক্ষরভাব অসংখ্য, বিনাশী, পরিচ্ছিন্ন ও পরিবর্ত্তনশীল। এই ক্ষর ভাবই জীবভাব বা ভূত ভাব। আমাদের জীবভাবে যে পরিচ্ছেদ—যে সঙ্কীর্ণতা, তাহাই আমাদের বন্ধন; সে বন্ধন সত্য—অলীক নহে। এক অর্থে তাহা মায়িক বটে। ব্রহ্মের এইরূপ পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ দেশ-কাল-নিমিত্ত উপাধিযুক্ত হইয়া অভিব্যক্ত হইবার শক্তিই মায়া; মায়ার এক অর্থ Limitation। "মীয়ন্তে—পরিমীয়ন্তে—পরিচ্ছিদ্যন্তে অনয়া ইতি মায়া।" যাহাদ্বারা অপরিমেয় পরিমেয় হয়,

অপরিচ্ছিন্ন পরিচ্ছিন্ন হয়, অনন্ত সান্ত হয়, অখণ্ড খণ্ডিত হয়, অবিভক্ত বিভক্তের ন্যায় হয়, নিরংশ অংশের ন্যায় হয়, এক বহু হয়—তাহাই মায়া। তাহাই ব্রহ্মের অচিন্ত্য স্বরূপ শক্তি। ব্রহ্ম, যে "এক—আমি বহু হইব" এই কল্পনা করিয়া বহু হন, ইহাই তাঁহার মায়াশক্তি। ব্রহ্ম বহু হইবার জন্য যে দেশকাল নিমিত্ত উপাধিকে কল্পনা করেন, ইহা তাঁহারই মায়াশক্তি। ব্রহ্ম যে সৃষ্টিপ্রসঙ্গে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে নিত্য অভিব্যক্ত থাকেন, ইহাই তাঁহার মূল মায়া; তাঁহার দৈবীগুণময়ী মায়া * এই মূল অনাদি প্রকৃতিপুরুষ ভাব হইতে কিরূপে বহু প্রজার উদ্ভব হয়, বহু ভূতভাবের বা জীবভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। পরমপুরুষ যে বহু হইবার কল্পনা বা কামনা করিয়া সেই বহু ভাববীজ (Ideas) তাঁহারই পরমা প্রকৃতি গর্ভে স্থাপন করেন এবং তাহাতে আপনি অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহা হইতেই জীব আমাদের উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। প্রকৃতিগর্ভে প্রকৃতি হইতে শরীর গ্রহণ করিয়া আমাদের অভিব্যক্তি ও পরিণতি হয়। প্রকৃতিজ ত্রিগুণ দ্বারা আমাদের সেই শরীর বর্দ্ধিত, বিধৃত ও পরিণত হয়। সেই ত্রিগুণজ শরীরের ক্রমআপূরণে আমাদের জীব ভাবের ক্রমআপূরণ হয়, প্রত্যেক জীব পশু মনুষ্য দেবাদি ভাবের মধ্য দিয়া ক্রমে ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে। সাংখ্যমতে আমাদের ভোগ-মোক্ষার্থ প্রকৃতির প্রবৃত্তি এই পরিণামের কারণ। প্রকৃতিজ ত্রিগুণের পরিণাম-বিশেষ দ্বারা আমাদের শরীরের বা ক্ষেত্রের এই পরিণাম হয়, এবং

---

* শুদ্ধ মায়াশক্তি যোগে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় হন, পরম পুরুষ পরমা প্রকৃতিরূপা হন। আর তিনি যে বহু ক্ষর বিনাশী ক্ষুদ্র খণ্ডিত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া পরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দ রূপ হন ও তাহাতে সৎ স্বরূপে আমি আছি, চিৎ স্বরূপ আমাকে নিজে জ্ঞাতা ভাবে অনুভব করিতেছি ও সেই ভাবে আনন্দ স্বরূপ আমার অস্তিত্ব ও প্রকাশ সুখ অনুভব করিতেছি, এই ভাব উপভোগ করেন। ইহা মায়ার মলিনভাব। এক অর্থে ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

গুণসঙ্গ হেতু সেই পরিণাম যে আমাদের, ইহা জ্ঞান হয়। যতদিন আমরা ব্রহ্মভাব লাভ করিতে না পারি ততদিন আমাদের এই জ্ঞানের দ্বারা এই ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বদ্ধ থাকিতে হয়। এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানই অজ্ঞান; অতএব এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের এই ত্রিগুণ-বন্ধন সত্য, তাহা মিথ্যা বা কাল্পনিক নহে।

এক্ষণে এই বন্ধন কিরূপ—তাহার উল্লেখ করিব বন্ধনের অর্থ—দেহবদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন থাকা। সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর দ্বারা আমরা আমোক্ষ বদ্ধ থাকি। স্থূল শরীর আমাদের বার বার গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে হয়। স্থূল শরীর গ্রহণের জন্য আমাদের বার বার সদসদ্‌ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। গীতা অনুসারে গুণসঙ্গই সৎ অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, অজ্ঞান বা অবিদ্যা হেতু যে দেহে আত্মাধ্যাস হয়, আমরা দেহী এই রূপ যে অনুভব হয়, এই দেহাত্মক জ্ঞানই সেই বন্ধনের হেতু। গীতা অনুসারে দেহে ত্রিগুণের যে ভাব যখন অভিব্যক্ত হয়, সেই ভাব আমারই ভাব, সেই ভাবে আমিই ভাবিত হই, এইরূপ যে জ্ঞান ইহাই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমাদের দেহ সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে ভিন্ন। ত্রিগুণের দ্বারা এই উভয় রূপ দেহ কিরূপে অভিব্যক্ত হয় বা পরিণত হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই উভয় দেহ ত্রিগুণজ বলিয়া আমাদের সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহে এই ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যক্তি হয়। এই সকল ভাবের মধ্যে যখন যে ভাব আমাদের অন্তরে প্রকাশ পায়, আমাদের বাহিরে এ স্থূল দেহেও তখন সেই ভাবের অভিব্যক্তি হয়, বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়। রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া যখন আমাদের অন্তরে সত্ত্বগুণজ ভাবের প্রকাশ হয়, তখন বাহিরে আমাদের শরীরেও সেইরূপ সাত্ত্বিক ভাবের অভিব্যক্তি হয়। যখন সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হেতু আমাদের অন্তঃকরণে প্রকাশ, জ্ঞান ও সুখভাবের অনুভব হয়—একরূপ অনাবিল সুখ, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছন্দতা, প্রসন্নতা, বুদ্ধির

প্রখরতা, বস্তুজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, কর্ত্তব্যজ্ঞান—এক কথায় সাত্ত্বিক বুদ্ধির বিকাশ হয়, তখন সেই সঙ্গে বাহ্য শরীরেও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব, নীরোগ ভাব, লঘুভাব স্ফূর্ত্তিভাব প্রকাশ পায়। এই ভাবে অবস্থান করিতে পারিলে, শরীরে সৌন্দর্য্য কান্তি, সৌম্য ভাব ও নির্ম্মল জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। এই রূপে অন্তরের নানারূপ সাত্ত্বিক ভাবের প্রতিচ্ছায়া শরীরে—বিশেষতঃ মুখে ও চক্ষুতে ফুটিয়া উঠে। এইরূপে রাজসিক ও তামসিক ভাবের অথবা কোন দুইটি গুণের মিশ্র ভাবের যুগপৎ অভিব্যক্তি হইলে অন্তরে ও বাহিরের শরীরে তাহা প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বে ১১শ—১৩শ শ্লোকের ব্যাখ্যার পাদটীকায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সে যাহা হউক, এইরূপে আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরে যে সকল ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যক্তি হয়—গুণসঙ্গ হেতু বা দেহাত্মাধ্যাস হেতু সেই সকল ভাব যে আমাদেরই—আমরা যে সেই ভাবে ভাবিত হই—সেই ভাব যে আমাদেরই স্বরূপ, এইরূপ জ্ঞানে আমরা বদ্ধ হই। এই জ্ঞান বা অজ্ঞান হেতু আমরা ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা মোহিত হই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পরিচ্ছিন্ন মায়া হেতু বা প্রকৃতি সংযোগ হেতু সাধারণ ভাবে আমরা দেহী হই, এবং জীব মানুষ, নর বা নারী, হিন্দু, ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালী ইত্যাদি ভাবে ক্রমে সীমার পর সীমাবদ্ধ হইয়া শেষে কোন বিশেষ ব্যক্তি ভাব লাভ করি এবং এই বিশেষ ভাবের মধ্যেও আমি বালক, আমি অমুকের পুত্র, আমি দরিদ্র ইত্যাদি ভাবের বিশেষত্বে আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ি। অন্য দিকে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বদ্ধ হইয়া আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধার্ম্মিক, বিরাগী, কর্ম্মী, ক্রোধী, অক্ষম, অলস, আমি সুখী, দুঃখী, বিষণ্ণ ইত্যাদি নানারূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবের অভিমান বশে আমরা মোহিত থাকি। ইহাই ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা আমাদের বন্ধন।

সে যাহাহউক নানারূপ রাজসিক বা তামসিক ভাব যে আমাদিগকে

বদ্ধ করে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। রাজসিক ভাব আমাদিগকে সাত্ত্বিক ভাব হইতে প্রচ্যুত করে—আমাদিগকে কামনাবশে,—কাম—ক্রোধ—রাগ—দ্বেষাদি দ্বারা পরিচালিত করে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে ও দুঃখ দেয়। সেইরূপ তামসিক ভাব আমাদিগকে অলস করে, অকর্ম্মণ্য করে, অজ্ঞান-মোহযুক্ত করে, অবসন্ন করে—একরূপ জড়ভাব যুক্ত করে। এই রাজস ও তামস ভাব যে আমাদের বন্ধনের কারণ, আমাদের দুঃখ দৈন্যের কারণ; ইহা এজন্য বুঝিতে পারা যায়। এই ভাব আমার নহে—আমাদের প্রকৃতিজ শরীরে রজস্তমঃ ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র— প্রকৃত আমার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; যতদিন সাত্ত্বিকভাব লাভ করিয়া এই জ্ঞানে সিদ্ধ হওয়া না যায়, ততদিন, সেই ভাব আমাদের, এই অভিমান বশে আমরা সেই ভাবে বদ্ধ থাকি। আমরা সাত্ত্বিক জ্ঞানে স্থিত হইলে, এই সকল ভাব যে আমাদের স্বরূপ নহে, ইহা বুঝিতে পারি। কিন্তু সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারাও আমরা যে বদ্ধ থাকি—ইহা সহজে বুঝিতে পারি না। বুদ্ধিতে আত্মাধ্যাস সহজে দূর হয় না। সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান ও সুখ যে আমাদের বন্ধন করে, তাহা সহজে বুঝি না। কিন্তু আমাদের সূক্ষ্ম দেহে—বা বুদ্ধিতে প্রকাশ জ্ঞান ও সুখরূপ যে সাত্ত্বিক ভাবের অভিব্যক্তি হয় সেই ভাব যে আমারই, এই অনুভবও আমাদের বন্ধনের কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞান ও সুখাদি সাত্ত্বিক ভাব—পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ এবং রজঃ ও তমো ভাবের দ্বারা অল্পাধিক পরিমাণে রঞ্জিত ও আবৃত থাকে, জ্ঞান ও সুখ যে ত্রিগুণভেদে ত্রিবিধ, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে (গীতা ১৮।২০।২২, ৩৭।৩৯)। রজঃ তমো ভাব অত্যন্ত ক্ষীণ হওয়ায় সাত্ত্বিক ভাবের বিশেষ বৃদ্ধি হইলেও এবং জ্ঞান ও সুখ সাত্ত্বিক হইলেও অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাব স্বচ্ছ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইলেও আমাদের লিঙ্গদেহের বা বুদ্ধির সাত্ত্বিক ভাব যে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি, তাহা পরিচ্ছিন্ন দেশ—কাল—নিমিত্ত বন্ধনে বদ্ধ থাকে। এজন্য

সর্ব্বাবস্থায়ই সাত্ত্বিক ভাব আমাদের বন্ধনের কারণ। আমাদের এই ভাব,—এইরূপ অনুভূতি বা অভিমান যতদিন থাকে, ততদিন মুক্তি হয় না।

যাহা হউক সাংখ্যদর্শন অনুসারে আমাদের নির্ম্মল, শুদ্ধ, স্বচ্ছ—যথাসম্ভব রজস্তমমলহীন যে সাত্ত্বিক ভাব,—জ্ঞান তাহাই আমাদের মুক্তির কারণ। "রূপৈঃ সপ্তভিরেব বধ্নাত্যাত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ। সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়ত্যেকরূপেণ॥" (কারিকা, ৬৩)। অর্থাৎ—আমাদের প্রকৃতির বা প্রকৃতিজ বুদ্ধির যে অষ্টবিধ ভাব—জ্ঞান, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অনৈশ্বর্য্য ও অবৈরাগ্য (কারিকা ২৩), ইহাদের মধ্যে শেষ সাতটি ভাগ দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে বদ্ধ করে,—সংসার ভোগ করায়। আর সাত্ত্বিক বুদ্ধির যে প্রধান ভাব,—জ্ঞান, তাহার দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে পরম পুরুষার্থ মুক্তি প্রদান করে। কিন্তু সকল জ্ঞান মুক্তির কারণ নহে। আমাদের বিষয় জ্ঞান বা বাহ্য পদার্থ জ্ঞান আমাদের মুক্তির কারণ নহে। নির্ম্মল বুদ্ধিতে যে জ্ঞানের অমানিত্বাদি বিভিন্ন ভাব অভিব্যক্ত হয়, সে সমুদায় ভাবের মধ্যে যাহা উত্তম জ্ঞান ভাব—"তত্ত্ব জ্ঞানার্থ দর্শন," সেই জ্ঞানেই মুক্তি হয়। সাংখ্যমতে এই জ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান। ভগবান্ বলিয়াছেন, ইহাই সর্ব্ব জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান। শ্রীচণ্ডীতে আছে এই জ্ঞান—"অহমিতি মমেতি সঙ্গবিচ্যুতিকারকং জ্ঞানম্।" এই জ্ঞানেই যে মুক্তি হয়, ইহা আমাদের সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। এই জ্ঞান সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হইলে, তবে ত্রিগুণবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়—ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। যিনি নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম ও আত্মবান (গীতা ২।৪৪) তিনিই ত্রিগুণাতীত হইয়া মুক্ত হইতে পারেন।

ত্রিগুণ-মুক্তি।—ত্রিগুণ মুক্তের লক্ষণ কি, কি রূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় ও ত্রিগুণাতীতে পুরুষ কি ভাব প্রাপ্ত হন, তাহা গীতায় যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। জীব মধ্যে

মানুষই মুক্তির অধিকারী। তাই মানুষ ভগবানের 'অনুগ্রহ স্বর্গ'। মুক্তির জন্য সাধন করিতে হইলে শ্রেষ্ঠ মানবযোনিতে জন্মলাভ করিতে হয়। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, এ জন্মে যোগভ্রষ্ট যোগী সিদ্ধিলাভ জন্য পরজন্মে শুচি ও শ্রীমানের গৃহে অথবা যোগীদের কুলে উৎপন্ন হন (গীতা ৬।৪১-৪২)। শ্রেষ্ঠমানব উন্নত সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ করিলে, তবে মুক্তির জন্য উপযুক্ত সাধনার অধিকারী হন। এই মনুষ্যলোক রজঃপ্রধান; এ পৃথিবীমধ্যে অধিকাংশ মানুষই রাজসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, অপেক্ষাকৃত অল্প লোক তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, আর অতি অল্প লোকই সাত্ত্বিক প্রকৃতিসম্পন্ন। প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে আমাদের তামসিক বা পশু প্রকৃতি ক্রমে অভিভূত হইয়া রাজসিক প্রকৃতি হয়। আর রাজসিক (তন্ত্রমতে বীর) ভাব ক্রমে অভিভূত হইয়া সাত্ত্বিক বা দেহ ভাবের বিকাশ হয়। (ষোড়শ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে এ তত্ত্ব বিবৃত হইবে) প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে আমাদের এইরূপে তামসিক ভাব হইতে ক্রমে সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হয় বটে, কিন্তু সাধনায় এই পরিণাম বা সাত্ত্বিক ভাব প্রাপ্তি আরও অপেক্ষাকৃত সত্বর লাভ হইতে পারে। সাধনা না করিলে অনেক স্থলে সাত্ত্বিক প্রকৃতিও অবনত হইয়া রাজসিক প্রকৃতিতে, এমন কি, তামসিক প্রকৃতিতে পরিণত হইতে পারে। পরন্তু শুধু সাত্ত্বিক প্রকৃতি লাভ ও তাহাতে অবস্থান যথেষ্ট নহে। সাত্ত্বিক (বা দৈব) ভাবকে পরাভূত করিয়া রাজসিক ও তামসিক (বা অসুর) ভাব প্রাধান্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। এই রাজসিক ও তামসিক ভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বশীভূত করিতে না পারিলে, বিশুদ্ধ,নির্ম্মল, সাত্ত্বিক ভাবে নিত্য স্থিতি সম্ভব হয় না,—নিত্য সত্ত্বস্থ হওয়া যায় না। এজন্য এ অবস্থায়ও সর্ব্বদা উপযুক্ত সাধনার প্রয়োজন। তামসিক ভাব হইতে এই নিত্য শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাব লাভ করিতে হইলে যে বিভিন্ন সাধনার প্রয়োজন, তাহা গীতায় ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে

তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যিনি সাধনার দ্বারা এইরূপ নিত্য-সত্বস্থ হইতে পারেন, তাঁহার শুদ্ধ সাত্বিক জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার বিকাশ হয়। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ হন, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান লাভ করেন, অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিত্য স্থিত হন এবং আত্মরূপ হইয়া ক্রমে ত্রিগুণাতীত হওয়ায় প্রকৃতিবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রকৃতি অন্য সব ভাব দ্বারা জীবকে বদ্ধ করেন; কেবল শুদ্ধজ্ঞান ভাব দ্বারা তাহাকে মুক্ত করেন। আমরা শ্রীচণ্ডী হইতে জানিতে পারি যে, প্রকৃতি বা মহামায়া প্রসন্না হইয়া মানুষকে এইরূপে মুক্তি-পথে লইয়া যান।

অতএব মানুষ এই শুদ্ধ জ্ঞানে অবস্থিত হইলে (স্থিত প্রজ্ঞ) হইলে তবে ত্রিগুণাতীত হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। তখন তিনি দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করেন *। তখন তিনি দৃশ্যের স্বরূপ দেখিতে পান, প্রকৃতির স্বরূপ জানিতে পারেন, প্রকৃতির গুণ ব্যতীত আর কেহ কর্ত্তা নাই··'কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বে' প্রকৃতিই হেতু, ইহা সে দেখিতে পায় এবং আপনাকে সেই প্রকৃতি গুণ হইতে পৃথক ভাবে জানিতে পারে। এই অবস্থায় যদি সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনাকে প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জানিয়া, কেবল আত্মভাবে অবস্থান করেন, তবে তিনি অক্ষয় ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। আর যদি সেই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে নিয়মিত করিয়া লোকরক্ষার্থে প্রবর্ত্তিত হন, তবে তিনি ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রে আছে 'স ঈশো যদ্বশেমায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ'। সুতরাং এই ত্রিগুণা-

---

* পাতঞ্জল দর্শন হইতে জানা যায় যে চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ সিদ্ধ হইলে দ্রষ্টৃ স্বরূপে অবস্থান হয়। (পাঃ দঃ ১।২-৩) ইহার ব্যাসভাষ্য হইতে জানা যায় যে, যখন চিত্তের রাজসিক ও তামসিক ভাব নিরুদ্ধ হইয় যায়, তখন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হয়। তখন দ্রষ্টা দৃষ্ট হইতে আপনাকে পৃথক স্বরূপে জানিতে পারেন। আর সাত্বিক ভাবও নিরুদ্ধ হইলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থা হয়। তখন চিত্ত সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হয়। আর বিষয় জ্ঞান থাকে না। তখন কৈবল্য (শক্তি) অবস্থার স্বীয় দ্রষ্টা নির্ধর্ম্মভাবে অবস্থান করেন। দ্রষ্টা দৃষ্টের ধর্ম্ম আর আপনাতে আরোপ করেন না।

তীত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে,প্রকৃতির ঈশ্বর বা নিয়ন্তৃ ভাব পাওয়া যায়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন পুরুষ সে অবস্থায় "—মদ্ভাব-মধিগচ্ছতি।" ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, দেহী যখন দেহসমুদ্ভব এই ত্রিগুণের ভাবকে অতিক্রম করিতে পারে, তখন সে সংসারের জন্ম মৃত্যু-জরা-দুঃখ অতিক্রম করিয়া অমরত্ব লাভ করে। (গীতা ১৪।২০)।

সে যাহাহউক, এ পৃথিবীতে কদাচিৎ কোন মানুষ এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন। সাধারণতঃ সাধকগণ সাধনা দ্বারা রাজসিক ও তামসিক ভাবকে সাত্ত্বিক ভাবের দ্বারা অভিভূত করিয়া সত্ত্বস্থ থাকিতে পারেন। এই সত্ত্বস্থ অবস্থায় মৃত্যু হইলে, ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন এবং পরজন্মে অপেক্ষাকৃত উন্নত সাত্ত্বিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হন। ইহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। কিন্তু ইঁহারা সহজে এই সাত্ত্বিক প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। যিনি মুক্ত হইতে পারেন, তিনিই ত্রিগুণমুক্ত হন—তিনিই জীবন্মুক্ত। ভগবান্ বলিয়াছেন, গুণাতীতের লক্ষণ এই যে, তিনি দেহে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ভাবের মধ্যে কোন ভাবের অভিব্যক্তি কামনা করেন না, অথবা তাহার অভিব্যক্তি হইলেও তিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না। অর্থাৎ তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ থাকেন,—সে সকল ভাবের দ্বারা আকৃষ্ট বা বিরক্ত হন না। তাঁহার দেহে সত্ত্ব গুণের প্রকাশ, রজো গুণের প্রবৃত্তি ও তমোগুণের মোহ অভিব্যক্ত হইলে, তিনি কোনরূপে বিচলিত হন না, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকেন (গীতা ১৪।২২)। তিনি সর্ব্বদা উদাসীনবৎ আসীন থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না। তিনি সর্ব্বদা নিত্যসত্ত্বস্থ ও আত্মবান্ হইয়া আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নির্যোগক্ষেম, তাঁহার কাছে সুখ দুঃখ সমান, লোষ্ট্র কাঞ্চন সমান, প্রিয় অপ্রিয় সমান, স্তুতি নিন্দা সমান, মান অপমান সমান, মিত্র অরি সমান—তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। তাঁহার কোন কার্য্য-

থাকে না—তিনি ঈশ্বরার্থ বা লোকহিতার্থ কর্ম্মে স্বপ্রকৃতিকে নিয়মিত করিয়াও আপনার নিষ্ক্রিয় স্বরূপে অবস্থান করেন। সর্ব্বাবস্থায় তিনি অচল, স্থির ও ধীর থাকেন (গীতা ১৪।২৩-২৫)। স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে না পারিলে, কেহ এ অবস্থা লাভ করিতে পারেন না—কাহারও এই লক্ষণ প্রকাশ পায় না। রজস্তমঃ গুণ সত্ত্বগুণের দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত ও বশীভূত হইলে, তবে তখন দেহে এই রজস্তমো গুণের বিকাশের ক্ষীণ চেষ্টা হয়—কামক্রোধোদ্ভব বেগ প্রশমিত হয়—মোহ অবসাদ প্রভৃতি দূর হইয়া যায়,—তাহারা সত্ত্ব দ্বারা অভিভূত ও পরাজিত হইয়া পড়ে। তাই সে অবস্থায় সাত্ত্বিক জ্ঞানে তাহার যে নিত্যস্থিতি হয়. তাহা হইতে আর তাহাকে বিচলিত বা প্রচ্যুত হইতে হয় না। এই অবিচলিত ভাবের স্থিতিই ত্রিগুণাতীত অবস্থার লক্ষণ। ইহাই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা ইহাই ব্রহ্মভাবে স্থিতি (গীতা ১৮।৫০)।

ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইবার যে বিভিন্নরূপ সাধনা হইতে পারে, তাহার মধ্যে সাংখ্য জ্ঞান সাধন পূর্ব্বে ১৯শ শ্লোকে উল্লেখ করিয়া ভগবান্ পরে ২৬শ শ্লোকে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনার কথা বলিয়াছেন। যিনি অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন তিনিও ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্য হন। কেননা ভগবান্ই অব্যয় অমৃত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (গীতা ১৪।২৭)। ইহার অর্থ আমরা পূর্ব্বে ২৬-২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভগবান্ এ স্থলে ত্রিগুণাতীত হইবার জন্য অন্য কোনরূপ সাধনার কথা উল্লেখ করেন নাই। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় না যে; এই ত্রিগুণ মুক্তির জন্য আর অন্যরূপ সাধনা নাই। গীতায় যে বিভিন্ন সাধনার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সকল সাধনার দ্বারাই পরিণামে ত্রিগুণাতীত হইয়া সংসার মুক্ত হওয়া যায়। তবে ভগবান্ যে এস্থলে ভক্তি সাধনার কথা মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার হেতু এই মনে হয় যে ইহাই

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা। গীতায় যে অক্ষর ব্রহ্মোপাসনা ও ঈশ্বরোপাসনা এই দুই উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভক্তিযোগে ঈশ্বরোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধনা যে ঈশ্বরোপাসনারই অন্তর্গত, তাহা পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে ৪৫-৪৬ ও ৫৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। আর ধ্যানযোগের মধ্যে ঈশ্বর-ধ্যানযোগ যে শ্রেষ্ঠ ও তাহাই ঈশ্বরোপাসনার অন্তর্গত, তাহা পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩০-৩১ ও ৪৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। অতএব এ স্থলে ত্রিগুণ মুক্তির জন্য কেন যে কেবল ভক্তিযোগ-সাধনার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

* আমরা এস্থলে এ সম্বন্ধে কোন কোন বৈষ্ণব আচার্য্যের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিতে পারি। বল্লভ সম্প্রদায়ের মতে লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে ত্রিগুণ দুই রূপ, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লৌকিক ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারাই আমরা বদ্ধ হই। কিন্তু অলৌকিক ত্রিগুণজ ভাব আমাদিগকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে। অলৌকিক সাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইলে আমাদের জ্ঞান অন্তর্ম্মুখ হয়, সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বারে ভগবৎ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়, চিত্তবৃত্তিতে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্ঞান লাভের জন্য ভগবৎকথার শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনে রুচি হয়। অলৌকিক রাজসিক ভাবের প্রকাশ হইলে, ভগবৎসেবা ও পূজাদি কর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, ঈশ্বরপ্রীতিকামনায় ঈশ্বরাত্মক কর্ম্মে আমরা প্রবর্ত্তিত হই। সেইরূপ অলৌকিক তামস ভাবের প্রকাশ হইলে, আমরা ঈশ্বরে পরানুরক্ত হইতে পারি; ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হইতে পারি, সখ্যভাব দাস্যভাব ও মধুরভাব প্রভৃতি ভাবরসে আপ্লুত হইতে পারি। ঈশ্বরে ভক্তি বা প্রেমের অভিব্যক্তি কালে স্বেদ পুলক রোমাঞ্চাদির দ্বারা তাহা বাহ্য শরীরে প্রকাশ পায়। এই অলৌকিক তমো ভাবের অভিব্যক্তি কালে লৌকিক ত্রিগুণের ভাব ক্ষীণ হইয়া যায়, বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বড় থাকে না, এমন কি তখন অলৌকিক সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাব—ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞান ও ঈশ্বরার্থ বাহ্য কর্ম্মে প্রবৃত্তিও আবৃত বা আচ্ছন্ন হয়। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর ভজনা দ্বারা এই অলৌকিক ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যক্তি হওয়ায় লৌকিক ত্রিগুণের ভাব ক্রমে অভিভূত হয় বলিয়া ঈশ্বরভজনা আমাদের ত্রিগুণ হইতে মুক্তির এক প্রধান উপায়। সে যাহাহউক, ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা আমাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সমুদায় ভাব—আমাদের চিত্তের সমুদায় বৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখী করিতে পারিলে যে আমাদের ত্রিগুণজ ভাবের বন্ধন হইতে ক্রমে মুক্তি হইতে পারে, তাহা আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি।

আরও এক কথা এস্থলে মনে করিতে হইবে।—পূর্ব্বে দশম ও একাদশ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে,—তাঁহাকে যে ভক্ত সতত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন,—তিনি তাঁহাকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। এই বুদ্ধিযোগ দ্বারা তাঁহারা ভগবানে উপগত হন। ভগবান্ তখন তাঁহাদিগকে অনুকম্পা করেন,—তিনি সেই সাধকের আত্মভাবস্থ হইয়া, তাঁহাদের জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া, তাঁহাদের অজ্ঞানজ প্রগাঢ় অন্ধকার দূর করেন। এই অজ্ঞানান্ধকার দ্বারাই আমরা ত্রিগুণজ ভাবে বদ্ধ হই—ত্রিগুণে আমাদের সঙ্গ হয়। যখন ভগবানের কৃপায় আমাদের অজ্ঞান দূর হওয়ায় উত্তম জ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন এই ত্রিগুণের বন্ধন দূর হইয়া যায়—তখনই আমরা ত্রিগুণ-মুক্ত হই। গুটিপোকা যেমন প্রজাপতি হইবার জন্য আপনার 'লালা' দ্বারা কোষ (গুটি) প্রস্তুত করিয়া, তাহার মধ্যে বদ্ধ হয় এবং তাহার মধ্যেই থাকিয়া, পরিণত হইয়া, শেষে প্রজাপতি হইয়া কোষ ছেদন পূর্ব্বক মুক্ত হয়, সেইরূপ পুরুষ আমরা স্বপ্রকৃতি ত্রিগুণ দ্বারা কোষের পর কোষ (সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ) রচনা করাইয়া, তাহার মধ্যে বদ্ধ হই; শেষে সেই প্রকৃতিজ কোষের ক্রম-আপূরণে, আমরাও আমাদের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সেই, ত্রিগুণজ কোষের বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক তাহা হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু এই ত্রিগুণবন্ধন হইতে যে মুক্তি, তাহা শেষ নহে। ইহার পর আমাদের পরম পদ লাভ করিতে হয়। তবে আমাদের পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। সে পরম পদ কি? এবং তাহা লাভ করিবার উপায় কি, তাহা পরে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

শেষ কথা—এই ব্যাখ্যায় আমরা এই ত্রিগুণতত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি,—ইহার কারণ এই যে, এই ত্রিগুণতত্ত্বের উপর গীতোক্ত সর্ব্বোত্তম জ্ঞান আমাদের বন্ধন ও মুক্তিতত্ত্ব বিশেষ ভাবে স্থাপিত আছে। এই জ্ঞানই গীতার তৃতীয় ষট্‌কে ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে

শেষ পর্য্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। এই জ্ঞান আর কোন শাস্ত্রে এইরূপ বিস্তারিত ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই; এই জ্ঞানের মূল ত্রিগুণতত্ত্বজ্ঞান। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের সমন্বয়পূর্ব্বক এই ত্রিগুণের স্বরূপ, তাহাদের ভাব ও ক্রিয়া, গীতার ন্যায় আর কোথাও এত স্পষ্টরূপে বিবৃত হয় নাই। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণ দ্বারা ভূতগণের বিভিন্ন ভাব কিরূপে বিভিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ।" (১০।৪।৫)

এই সকল ভূতভাব, সাত্ত্বিক ভাব, রাজসিক ভাব ও তামসিক ভাব ভেদে ও ইহাদের মধ্যে কোন ভাবের প্রাবল্যে ভিন্ন হইয়া কিরূপে সেই ভাবের অনুরূপ হয়, এই ত্রিগুণতত্ত্ব বিশেষ ভাবে না জানিলে, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। এই ত্রিগুণতত্ত্ব না জানিলে, জীবের স্বরূপতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়ে উক্ত দৈবাসুর প্রকৃতি-ভেদে আমাদের বিভাগতত্ত্ব, অধিকারভেদে সাধনাভেদ-তত্ত্ব এবং গীতোক্ত জ্ঞানকর্ম্মাদি বিভিন্ন সাধনার সোপান বুঝিতে পারা যায় না। এই ত্রিগুণতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে না পারিলে, পঞ্চদশ অধ্যায়োক্ত সংসারতত্ত্ব, সংসারাতীত পরম পদ প্রাপ্তির উপায় তত্ত্ব, ক্ষর ও অক্ষর পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না এবং এক কথায় সংসারে অভ্যুদয় ও পরিণামে সংসার হইতে মুক্তির বিভিন্ন উপায় বুঝিতে পারা যায় না। তাই এই ত্রিগুণতত্ত্ব এস্থলে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

—:*:—

পুরুষোত্তম যোগ।

—:•:—

"বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।
বৈরাগ্যোপস্করং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ॥"
"সংসার-শাখিনং ভিত্ত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তম-যোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ॥"

এই অধ্যায়ের সহিত পূর্ব্ব অধ্যায়ের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য শঙ্কর বলিয়াছেন, —"যেহেতু কর্ম্মিগণের কর্ম্মফল ও জ্ঞানিগণের জ্ঞানফল আমারই অধীন, সেই হেতু যাহারা ভক্তিযোগে আমার সেবা করে, তাহারা আমারই প্রসাদে জ্ঞানপ্রাপ্তি-ক্রমে গুণাতীত হইয়া মোক্ষ লাভ করিতে পারে। আর যাহারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ জানিতে পারে, তাহাদের মোক্ষ প্রাপ্তির ত কথাই নাই। এই হেতু অর্জ্জুন প্রশ্ন না করিলেও, ভগবান্, আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া, এই অধ্যায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ বৈরাগ্যোৎপত্তির জন্য বৃক্ষের সহিত সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যিনি সংসারে বিরক্ত, তিনি ভিন্ন অন্যে ভগবানের তত্ত্ব জানিবার অধিকারী হয় না।"

রামানুজ বলিয়াছেন,—"ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, ভূত প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ শোধন করিলে, বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে পুরুষ একাকার হয়। প্রকৃতিজ গুণের সহিত পুরুষের প্রবাহ ক্রমে সংসর্গ জন্য দেবাদি আকারে প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধ অনাদি। ইহা

ক্ষেত্রাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী (চতুর্দ্দশ) অধ্যায়ে কার্য্য ও কারণ উভয় অবস্থায় গুণসমূহের প্রতি আসক্তি-মূলক পুরুষ-প্রকৃতির সম্বন্ধ ভগবান্ স্বয়ংই স্থাপন করিয়াছেন; তাহার পর ভগবান্ গুণের প্রতি কিরূপ আসক্তি হয়, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া, গুণের প্রতি আসক্তি নিবৃত্তি ও তদনন্তর আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্তি যে ভগবদ্ভক্তি-মূলক, তাহা বলিয়াছেন। ক্ষর ও অক্ষররূপী বদ্ধ ও মুক্ত উভয়বিধ জীবই ভগবানের বিভূতি। সেই বিভূতি-স্বরূপ ক্ষর ও অক্ষররূপী দুই প্রকার পুরুষ হইতে ভিন্ন বিবিধ হেয়গুণের বিপরীত নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ গুণাকর ভজনীয় ভগবান্ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং সেই উৎকর্ষবশতঃ তিনি ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের সজাতীয় নহেন বলিয়া পুরুষোত্তম। ভগবান্ এখন ইহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে যে অক্ষরাখ্য বিভূতির (অর্থাৎ অক্ষর পুরুষের অসঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সেই বিভূতির উল্লেখ জন্য বন্ধনাকারে প্রকাশমান ছেদনযোগ্য জড়ের পরিণাম-বিশেষকে অশ্বত্থ বৃক্ষাকারে কল্পনা করিয়া ভগবান্ এই শ্লোক আরম্ভ করিয়াছেন।"

স্বামী বলিয়াছেন,—বৈরাগ্য বিনা জ্ঞানও হয় না, ভক্তিও হয় না। এজন্য পরমেশ্বর বৈরাগ্যযুক্ত জ্ঞান পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন। অব্যভিচরিত একান্ত ভক্তিযোগে যে পরমেশ্বরের ভজনা করে, সে তাঁহার প্রসাদে তাঁহার জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানে ব্রহ্মভাব লাভ করে, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। সেই জ্ঞান বা ভক্তি অবিরক্ত ব্যক্তির সম্ভবে না। এজন্য বৈরাগ্যের উপদেশ পূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ দিবার অভিলাষে ভগবান্ প্রথমে সার্দ্ধ দুই শ্লোকে রূপকচ্ছলে সংসাররূপ বৃক্ষের বর্ণনা করিয়াছেন।"

মধুসূদন বলিয়াছেন,—"পূর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান্ গুণসকলের ব্যাখ্যা করিয়া, অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগে যে ভগবানের সেবা করে, সে বন্ধন

সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূত হয়,—এই কথার দ্বারা গুণাতিক্রমে ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষ পরমেশ্বরের ভজনায় লাভ হয়, ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন, ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) ত মনুষ্য, তাঁহার প্রতি ভক্তিযোগে কিরূপে ব্রহ্মভাব হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিরাস জন্ত ভগবান্ তাঁহার ব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞাপনার্থ, তিনিই "ব্রহ্মের, অব্যয় অমৃতত্বের, নিত্য ধর্ম্মের ও ঐকান্তিক সুখের যে প্রতিষ্ঠা" তাহা বলিয়াছেন। সেই শ্লোকের 'বৃত্তি' স্বরূপ এই পঞ্চদশ অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানিয়া তাঁহার প্রতি প্রেম ও জ্ঞান দ্বারা লোকে গুণাতীত হইয়া কিরূপে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে, এই সংশয়ের অপনোদক "ব্রহ্মের আমিই প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য শ্রবণে অর্জ্জুনের সংশয় হইতে পারে যে, "ইনি আমার মত মানুষ হইয়া কেন এরূপ বলিতেছেন? অথচ বিস্ময়ে ভয়ে ও লজ্জায় কিছু বলিতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বক আপনার স্বরূপ বলিবার অভিলাষে এই তত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।"

বলদেব বলিয়াছেন,—"পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান অষ্টগুণযুক্ত হইয়াও, বিজ্ঞান ও আনন্দরূপী জীব কর্ম্মরূপ অনাদি বাসনাবদ্ধ থাকে। ভগবানের সংকল্প সেই অনাদি বাসনার অনুরূপ। সেই সংকল্পেই প্রকৃতির গুণ সমূহের প্রতি জীবের আসক্তি হয়। এই গুণের প্রতি আসক্তি বহুবিধ ভগবদ্ভক্তিপ্রধান বিবেক-জ্ঞান দ্বারা এই গুণসকলকে অতিক্রম করা যায়। বিবেক-জ্ঞান জন্মিলে জীব নিজের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং ভগবানকে আশ্রয় করিয়া নিরতিশয় আনন্দযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাতেই স্থিতি করে। ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাদের সহিত যোজনা করিবার জন্ত, বিবেক-জ্ঞানের স্থৈর্য্য সম্পাদক বৈরাগ্য, জীবের ভজনীয় ভগবঁদংশত্ব এবং ভগবান্ হইতে অন্ত বিষয় অপেক্ষা তাঁহার সর্ব্বোত্তমত্ব পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

বর্ণনীয় বিষয় সকলের মধ্যে প্রথমে গুণ বিরচিত সংসারকে বৈরাগ্য দ্বারা ছেদন করিতে পারা যায় বলিয়া, সংসারকে বৃক্ষরূপে ও বৈরাগ্যকে শস্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে।"

গিরি বলিয়াছেন,—"জ্ঞানই যে ত্রিগুণাতীত হইবার হেতু, এই তত্ত্ব সংশয় নিরাস পূর্ব্বক পূর্ব্বাধ্যায়ে স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে শ্রবণাদি হেতু সন্ন্যাস সেই জ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণ এবং পরমপুরুষার্থই যে ব্রহ্ম তাহাই বুঝাইবার জন্য এই অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে।"

কেশব বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব অধ্যায়ে পুরুষের মায়াগুণময় সংসার বন্ধ বিস্তার করিয়া শেষে ভগবানের প্রতি অনন্যভক্তিযোগে গুণাতিক্রম-পূর্ব্বক ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির যোগ্যতা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভজনীয় ভগবানের স্বরূপ তাঁহারই স্বশক্তিভূত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ উত্তম পুরুষ পরমেশ্বররূপ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্ম ভাবযোগ্য অক্ষর পুরুষের পরমেশ্বরের অংশত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনাদি অচেতন সেই প্রকৃতির দ্বারা বদ্ধ হইয়া পুরুষ ক্ষর হয়। সেই বন্ধ নিবৃত্তির জন্য ভগবদ্‌ভক্তি অথবা জ্ঞান অবিরক্ত পুরুষের সম্ভব নহে, বলিয়া বৈরাগ্যের নিমিত্ত অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা বন্ধনচ্ছেদনের জন্য প্রকৃতিময় সংসারকে অশ্বত্থবৃক্ষাকারে ভগবান্ নিরূপণ করিতেছেন।"

শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন—"পূর্ব্ব অধ্যায়ে ত্রিগুণের দ্বারা জীব কিরূপে বদ্ধ হয় এবং কিরূপেই বা সে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা বিবৃত হইয়াছে। "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ" ইত্যাদি শ্লোকে গুণত্রয়ের অতিক্রম সাধনের দ্বারা ব্রহ্মের অনুসন্ধান উক্ত হইয়াছে। সেই গুণত্রয় কি প্রকার, মুমুক্ষু-পুরুষের পক্ষে ব্রহ্ম কিরূপ, কি প্রকারেই বা তাহার অনুসন্ধান করা বিধেয়, এই সমস্ত আকাঙ্ক্ষায় ক্ষর ও অক্ষরপুরুষ হইতে পুরুষোত্তমাখ্য ব্রহ্ম বিলক্ষণ, তৎপ্রাপ্তির উপায়, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি এবং তৎপ্রবৃত্তির ফল প্রতিপাদন করিবার জন্য এই পঞ্চদশাধ্যায় প্রারব্ধ হইতেছে। প্রথমে মুমুক্ষু

ব্যক্তির সংসারে ঘৃণা, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস প্রভৃতি মোক্ষোপায় সিদ্ধির জন্য ভগবান্ সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিতেছেন।”

নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—“পূর্ব্বাধ্যায়ের অন্তে ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা যে ভগবান্, ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই সুখের লক্ষণ কি, উহা কাহার দ্বারাইবা আবৃত আছে, কোন সাধনার দ্বারাইবা উহার আবরণ বিনষ্ট হয় এবং কোন্ অধিকারীইবা সেই ঐকান্তিক সুখ পাইতে পারে—এই সমস্ত বিষয় বিশদ করিবার জন্য এই অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে।”

বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ানুযায়িনী ব্যাখ্যা অনুসারে কথিত হইয়াছে,—“পূর্ব্বাধ্যায়ে অব্যভিচারিণী অনন্যভক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। সেই ভক্তিযোগ সিদ্ধির জন্য ভগবান্ সপরিকর স্বীয় পুরুষোত্তম রূপ বলিবার পূর্ব্বে প্রথমে সার্দ্ধ দুই শ্লোকে স্বীয় লীলাত্মক সংসার হইতে ভিন্ন যে সংসারস্বরূপ, তাহাই বৃক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।”

যাহা হউক, আমরা বলিতে পারি যে, এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ জগৎ জীব ও ঈশ্বর-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ে ত্রিগুণের দ্বারা যেরূপে পুরুষ বদ্ধ হয়, ও অনন্য-ভক্তিযোগে অর্থাৎ যে পরমেশ্বর ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তিযোগে যেরূপে সেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা যায়, তাহা উক্ত হইয়াছে। ত্রিগুণের প্রতি আসক্তি দ্বারা পুরুষ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকৃতি হইতে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া সংসারে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করে,এবং সংসারে বদ্ধ হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বৈরাগ্য দ্বারা সেই সংসারে আসক্তি ছেদ করিয়া কিরূপে জীব পরমানন্দ লাভ করে, এবং সেই পরমপদের স্বরূপ যে পুরুষোত্তম, এবং সেই পুরুষোত্তমের সহিত জীবের বা ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের সম্বন্ধ কি, তাহা সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই কথা মনে রাখিয়া এই অধ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীভগবান্‌ উবাচ,—

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্‌।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১

—:০০০:—

ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থ অব্যয়
কহয়ে ইহারে,—পত্র যার ছন্দ যত,
যে জানে ইহারে সেই হয় বেদবিদ্‌॥ ১

(১) ঊর্দ্ধমূল—অর্থাৎ ব্রহ্মই যাহার মূল। অব্যক্ত মায়াশক্তিমান্‌ ব্রহ্মই এস্থলে ঊর্দ্ধ শব্দের অর্থ। যে হেতু সেই ব্রহ্ম কালতঃ সূক্ষ্ম, কারণ স্বরূপ, নিত্য ও মহৎ। (কালতঃ সূক্ষ্ম—অর্থাৎ কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন—এজন্য তিনি নিত্য, মহৎ এবং সর্ব্বকারণ)। এই সংসাররূপ মায়াময় বৃক্ষের মূল সেই অব্যক্ত মায়া শক্তিমৎ ব্রহ্ম (শঙ্কর)। চতুর্ম্মুখ (ব্রহ্মা) সকল লোকের উপরে অধিষ্ঠিত, তিনিই আদি, তাঁহারই ঊর্দ্ধমূলত্ব (রামানুজ)। ঊর্দ্ধ অর্থাৎ উত্তম, ক্ষর ও অক্ষর হইতেও উৎকৃষ্ট পুরুষোত্তম যাহার মূল (স্বামী)। ঊর্দ্ধ—উৎকৃষ্ট মূল-কারণ,—স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, অথবা সংসার বাধা সত্বেও অবাধিত—সর্ব্ব সংসার ভ্রমের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম। ব্রহ্মই মায়া দ্বারা এই সংসারের মূল—এ জন্য ইহা ঊর্দ্ধমূল (মধুসূদন) ঊর্দ্ধে—অর্থাৎ সর্ব্বোপরি সত্যলোকে প্রধান বীজ হইতে উত্থিত প্রথম প্ররোহরূপ মহত্তত্ত্বাত্মক চতুর্ম্মুখরূপ মূল যাহার, সেই সংসার-রূপ অশ্বত্থ (বলদেব)। ঊর্দ্ধমূল—অর্থাৎ আবরণের সহিত যে ব্রহ্মাণ্ড, তাহার উপরিদেশে বর্ত্তমান ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই যাহার আদি। (কেশব)।

অব্যক্ত মহদাদি হইতে ব্রহ্ম পরমমহৎ পরমসূক্ষ্ম, প্রকাশক, সকলের প্রতিষ্ঠা, সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বকারণ বলিয়া উর্দ্ধপদবাচ্য। কারণ তাঁহার অপেক্ষা উত্তম কেহই নহে। তাদৃশ ব্রহ্মই বীজ যাহার। (শঙ্করানন্দ)। উচ্ছ্রিত উৎকৃষ্ট। তাহা কূটস্থ, তাহা ব্রহ্ম। তাহা কারণ এজন্য কাল হইতেও সূক্ষ্ম। তাহা কারণ রূপে কার্য্য সম্বন্ধে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, এজন্য তাহা অনাদি বা নিত্য। তাহা সর্ব্বব্যাপী রূপে মহৎ। এই ব্রহ্ম অব্যক্ত মায়া শক্তি দ্বারা সংসাররূপ বৃক্ষের মূল (গিরি)। সর্ব্ব লোকের উপরি বর্ত্তমান সত্যলোকনিবাসী হিরণ্যগর্ভ, যিনি অন্তঃকরণ রূপে অভিব্যক্ত— তিনিই সমুদায় জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহারের হেতুভূত অব্যক্তাত্মক ব্রহ্ম। তাহাই আদি—তাহাই এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল কারণ (হনু)। পুরুষোত্তমই স্বীয় ক্রীড়ার্থ প্রকটিত সংসারের মূল (বল্লভ)। উর্দ্ধ—বিষ্ণু (মাধব)। উর্দ্ধ—মনুষ্যাদি সকলের আনন্দ হইতে উত্তরোত্তর শতগুণে অধিক পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম (নীলকণ্ঠ)।

এই ব্যাখ্যা অনুসারে, বুঝা যায় যে, এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল মায়াশক্তিযুক্ত সর্ব্ব কারণ ব্রহ্ম, অথবা উত্তমপুরুষ, কিংবা বিষ্ণু হিরণ্যগর্ভ বা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। বেদান্ত অনুসারে ব্রহ্মই এই জগৎকারণ। বেদান্তদর্শনে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্ম সগুণ রূপে কল্পনা করেন, ঈক্ষণ করেন বা কামনা করেন,—'আমি বহু হইব'— এবং এই 'বহু' কে নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া তাহাদের মধ্যে আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই সমুদায় সৃষ্টি করেন। এ জন্য ব্রহ্মই এ জগৎকারণ। পরোক্ষ ভাবে বিষ্ণু হিরণ্যগর্ভ চতুর্ম্মুখ—জগৎ কারণ হইতে পারেন।

অধঃশাখ—এই সংসার মায়াময় বৃক্ষ অধঃশাখ, অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্রাদি ইহার শাখার ন্যায় (শঙ্কর)। স্বর্গ নরক তির্য্যক্ ও প্রেতাদি দেহপ্রাপ্তি রূপ শাখাসমূহ অধোগামী। অধঃশাখ বা

অর্ব্বাক শাখ। (কঠোপনিষদের ৬।১ মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য পত্রে দ্রষ্টব্য)।

স্থাবরান্ত পৃথিবী-নিবাসী সকল মানুষ পশু মৃগ পক্ষী কৃমি কীট ও পতঙ্গ যাহার অধঃশাখ (রামানুজ)। অধঃ অর্থাৎ অর্ব্বাচীন কার্য্যো-পাধিক হিরণ্যগর্ভাদি যাহার শাখা স্বরূপ (স্বামী)। এই হিরণ্যগর্ভাদি নানাদিকে প্রসৃত বলিয়া তাহারা সংসার-বৃক্ষের শাখাস্বরূপ (মধু)। অধঃ অর্থাৎ সত্যলোক হইতে নিম্নস্থ স্বর্লোক ভুবর্লোক ও ভূলোক, দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অসুর হইতে নিম্নস্থ স্থাবরান্ত রাক্ষস, মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ নানাদিকে প্রসৃত হইয়াছে বলিয়া যাহার শাখা-স্বরূপ (বলদেব)। অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, ষোড়শ বিকার হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, প্রজাপতি, সুর, গন্ধর্ব্ব, অসুর, নর তির্য্যক ও স্থাবর রূপ যাহার শাখা (নীলকণ্ঠ)। সেবার্থ উৎপাদিত জীবাদি যাহার শাখা (বল্লভ)। অধঃ—অর্ব্বাক্ বা নিকৃষ্ট মহদাদি যাহার শাখা (গিরি)। সত্যলোক হইতে অধোভূত লোকবাসী যাহার শাখা (হনু)।

নিম্নাভিমুখে সত্যলোক প্রভৃতি চতুর্দ্দশলোক ফলাশ্রয় বলিয়া শাখার ন্যায় শাখা যাহার। (কেশব)

মহদাদি কার্য্যজাত প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া অধঃশব্দ-বাচ্য। উহারা শাখার ন্যায় শাখা হইয়াছে যাহার। মহত্তত্ত্ব হইতে জাত অহঙ্কার স্কন্ধ পঞ্চতন্মাত্র শাখা এবং পঞ্চভূত উপশাখা (শঙ্করানন্দ)।

এই সংসারকে যে ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ বলা হইয়াছে সে সম্বন্ধে এস্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। এই চতুর্দ্দশভুবনাত্মক সংসারে স্বর্গ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সমুদায় ঊর্দ্ধলোক বাচ্য। এই সকল লোক সত্ত্ব-বিশাল। মধ্যলোক ভূলোক তাহা রজোবিশাল এবং অধোলোক পাতাল তাহা তমোবিশাল। সাঙ্খ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে যে "ঊর্দ্ধং সত্ত্ব-বিশাল।" "মধ্যে রজোবিশালা।" "তমোবিশালা মূলতঃ।" এই জন্ত

সাঙ্খ্যদর্শনে আরও উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং ভবতি বিপরীত-অধর্ম্মেণ"। ভগবান্ পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ"। অতএব এই সংসার-বৃক্ষকে কেন উর্দ্ধমূল অধঃশাখ বলা হয়, আমরা ইহা হইতেও তাহা বুঝিতে পারি।

অশ্বত্থ—যাহা 'শ্ব' বা কল্যও থাকিতে না পারে অর্থাৎ যাহা ক্ষণ-ধ্বংসী, তাহা অশ্বত্থ (শঙ্কর, গিরি, হনু)। প্রবাহরূপে বিনশ্বর (কেশব, স্বামী)। আশু বিনাশী বলিয়া কা'ল যে ইহা থাকিতে পারে, এইরূপ বিশ্বাসেরও অযোগ্য (মধু)। অশ্বত্থ নামক বৃক্ষের ন্যায় (রামানুজ, বলদেব, বল্লভ)। মায়াকার্য্য বলিয়া অনিত্য (শঙ্করানন্দ)

অব্যয়—সংসার মায়াময় ; অনাদিকাল-প্রবৃত্ত হেতু এই সংসার-বৃক্ষ অব্যয়। অনাদি অনন্ত দেহাদি প্রবাহের আশ্রয় হেতু এই সংসার অব্যয় (শঙ্কর)। সম্যক্ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে এই সংসার প্রবাহরূপে অচ্ছেদ্য বলিয়া ইহা অব্যয় (রামানুজ)। প্রবাহরূপে অবিচ্ছেদ হেতু ইহা অব্যয়—সনাতন (স্বামী)। আদি ও অন্তহীন, যতদিন জ্ঞানের দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষ ছেদ না করা যায়, ততদিন ইহা দেহাদি সংযোগ প্রবাহরূপে অনাদি ও অনন্ত, এজন্য ইহা অব্যয় (মধু)। বিবেক জ্ঞান বিনা নিবৃত্ত হয় না বলিয়া ইহা অব্যয় (বলদেব)। অবিনাশী (হনু)। লীলার্থ নিত্য থাকিবে (বল্লভ)। জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে প্রবাহরূপে নিত্য (কেশব)।

এই সংসাররূপ বৃক্ষ ক্ষণবিধ্বংসী হইলেও যে ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে, তাহাতে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আরোপ করা হয় নাই। কেন না এই মায়াময় সংসারবৃক্ষ যতদিন জ্ঞানোৎপত্তি না হয়, ততদিন অব্যয়, কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তি হইবা মাত্র ইহা তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইতে পারে (গিরি)। ব্যয় অর্থাৎ নাশরহিত অতএব অব্যয় (শঙ্করানন্দ)।

কহয়ে ইহারে—শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে (শঙ্কর, মধু, গিরি, কেশব)। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে (রামানুজ, স্বামী, বলদেব)। পণ্ডিতগণ বলেন (হনু)। মীমাংসকদিগের মতে ইহা নিত্য (শঙ্করানন্দ)।

পত্র যার ছন্দ যত।—যাহা ছাদন করে অর্থাৎ রক্ষণ বা আচ্ছাদন করে, তাহা ছন্দ। ইহা ঋক্‌-যজুঃ-সাম লক্ষণ ছন্দ। এই তিন বেদ-সংহিতাই সংসার-বৃক্ষের পর্ণের ন্যায়। যেমন পত্রের দ্বারা বৃক্ষ পরিরক্ষিত হয়, সেইরূপ এই বেদত্রয় দ্বারাই সংসার-বৃক্ষের পরিরক্ষণ হয়। বেদই সংসাররূপ বৃক্ষের রক্ষণার্থ ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহা হইতে উৎপন্ন ফল প্রকাশ করে (শঙ্কর)। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড স্বর্গে আরোহণ ও অবরোহণরূপ নানাবিধ অর্থবাদযুক্ত। তাহাই সংসার-বৃক্ষকে রক্ষা করে (গিরি)। ছন্দ অর্থাৎ শ্রুতি। 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত,' 'ভূতিকাম ঐন্দ্রাগ্নমেকাদশকপালং নির্ব্বপেৎ প্রজাকামঃ,' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত কাম্যকর্ম্ম দ্বারা সংসার-রূপ বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়। পত্রের দ্বারা বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়; এজন্য এই সংসার-বর্দ্ধক শ্রুতিসকলকে ইহার পর্ণ বলা হইয়াছে, (রামানুজ)। ছন্দ বা বেদ সকল ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদন দ্বারা ছায়াস্থানীয় কর্ম্মফলরূপ সংসারবৃক্ষ সর্ব্বজীবের আশ্রয়ণীয় হয়। ইহা প্রতিপাদন জন্য বেদ সকলকে পর্ণ-স্থানীয় বলা হইয়াছে (স্বামী)। ছাদন হইতে তত্তৎ বস্তুত-প্রাবরণ হইতে বা রক্ষণ হইতে ছন্দ। ঋক্‌-যজুঃ-সাম-লক্ষণ বেদ কর্ম্মকাণ্ড ধর্ম্মাধর্ম্ম ও তাহার হেতু কর্ম্মফল প্রকাশক বলিয়া তাহা সংসার-বৃক্ষের পর্ণস্বরূপ (মধু)। কার্য্য-কর্ম্ম-প্রতিপাদক শ্রুতি-বাক্য সকল বাসনারূপ ও তাহার বর্দ্ধক (বলদেব)।

যেমন বৃক্ষ পত্রের দ্বারা বর্দ্ধিত ও জীবের আশ্রয় হয়, সেইরূপ "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত"—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত কাম্যকর্ম্মের দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষ বর্দ্ধিত ও ছায়া-স্থানীয় কর্ম্মফলের দ্বারা সকাম জীবের আশ্রয়স্বরূপ হয়। (কেশব)।

যেমন পর্ণ সর্ব্বপ্রকারে বৃক্ষকে শোভাহীনতাদিদোষ হইতে মুক্ত করিয়া অক্ষতভাবে রক্ষা করে, সেইরূপ বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র, কর্ম্ম উপাসনা যোগ ও আগমের ক্রিয়া প্রতিপাদনপূর্ব্বক কর্ম্ম, তাহার উপায় এবং তাহার ফল প্রকাশের দ্বারা অনিত্য দুঃখরূপাদি দোষ আচ্ছাদন করিয়া এই সংসার রূপ বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করে। (শঙ্করানন্দ)।

ছন্দের অর্থ এ স্থলে যে বেদ, তাহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়,—

'ঋচো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি।' (বৃহদারণ্যক, ২।২।৫)।

আচ্ছাদন করে বলিয়া ইহার নাম যে ছন্দ, তাহাও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যথা—"তে ছন্দোভিঃ আচ্ছাদয়ন্ যৎ এভিঃ অচ্ছাদয়ন্ তৎ ছন্দসাং ছন্দস্বম্।" (ছান্দোগ্য, ১।৪।২) ত্রয়োদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে ছন্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

যে জানে ইহারে...সেই বেদবিদ্।—এই সমূল সংসার-বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনিই বেদার্থবিদ্। সমূল সংসার-বৃক্ষ হইতে অন্য জ্ঞেয় অণুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। সমুদায় জ্ঞেয় ইহার অন্তর্ভূত। এই জন্য যিনি বেদার্থবিদ্, তিনি সর্ব্বজ্ঞ; এইরূপে এস্থলে সমূল সংসার-বৃক্ষ জ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে। (শঙ্কর)। তিনি কর্ম্মব্রহ্মাখ্যসর্ব্ববেদার্থবিদ্ (গিরি)। বেদ হইতে ছেদ্য সংসারবৃক্ষের স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়, আর বেদ হইতেই সেই সংসারবৃক্ষের ছেদনোপায় জানা যায়। তিনি এই সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ জ্ঞান ও ছেদনোপায় উভয়ই জানে, তিনিই বেদ্‌বিদ্ (রামানুজ)। বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা এই সংসারের সেবা করিতে হইবে—ইহাই বেদার্থ (স্বামী)। বেদোক্ত কর্ম্মদ্বারা এই সংসারবৃক্ষ রক্ষিত হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা তাহা ছেদিত হয়, ইহাই বেদার্থ। যিনি এইরূপ বেদার্থ জানেন, তিনি সর্ব্ববিদ্। এই কথা দ্বারা সমূল সংসারবৃক্ষজ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে। যিনি সংসারবৃক্ষের ছেদনোপায়জ্ঞ, তিনি বেদার্থবিদ্ (বলদেব)। যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংসার-বৃক্ষকে জানেন,

তিনিই বেদবিৎ। (কেশব): ধর্ম্মাধর্ম্মাদির কারণ এই সংসার-বৃক্ষকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ বেদার্থবিৎ। শঙ্কা হইতে পারে যে, দুঃখাত্মক জন্মাদিরূপ অনর্থের হেতু এই পাপ সংসার, ইহার পরিজ্ঞানের দ্বারা বেদার্থবিত্বলাভ কি প্রকারে উপপন্ন হয়। সত্য, ইহার সাধনের একটি উপায় আছে—যেমন বৃক্ষ তদ্বীজ রসাত্মক দেখা যায়, যেহেতু কারণের গুণকার্য্যে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ চিদেকরস ব্রহ্মকারণ হইতে জাত এই আপাত-প্রতীয়মান দুঃখবহুল সংসারকে যে ব্যক্তি চিদেকরস বলিয়া জানিতে পারে, তিনিই বেদার্থবিৎ। ইহাই গ্রন্থের তাৎপর্য্য, এতদ্বিষয়ে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি এই মতপ্রতিপাদক জানিবে। (শঙ্করানন্দ)।

এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে অশ্বত্থ বৃক্ষরূপ সংসারের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই জগতের কারণ বা মূল যে ব্রহ্ম, তাহা স্মৃতিতে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—"তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত" ইত্যাদি মন্ত্রে এবং "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই বেদান্তসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। ব্রহ্মই যে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত, তাহাও "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি-মন্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। ব্রহ্মই যে জগতের প্রতিষ্ঠা, তাহা তস্য প্রিয়মেব শিরঃ .....ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা (তৈত্তিরীয় উপ ২।৫) প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র হইতে জানা যায়।

পরমপুরুষ পরমেশ্বরই যে বিশ্বরূপ, তিনিই যে একাংশে জগদ্রূপে স্থিত, এই চরাচর জগৎ যে তাঁহারই বিভূতি—তাঁহারই বিরাটদেহ, তাহা গীতার একাদশাধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মের এই বিশ্বরূপের কথা ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি" ইত্যাদি মন্ত্রে এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো—" ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—ইহা আমরা পূর্ব্বে একাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত করিয়াছি।

সে যাহা হউক, এ সংসারকে বৃক্ষরূপে বর্ণনাকারক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, এক্ষণে আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কঠোপনিষদে আছে—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে
তদুনাপ্নোতি কশ্চন, এতদ্বৈতৎ॥"

কঠঃ উপঃ, ৬।১

কঠোপনিষদ্ ভাষ্যে শঙ্কর ইহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এইরূপঃ—

কার্য্যভূত এই সংসার বৃক্ষের অবধারণে তন্মূলীভূত ব্রহ্মেরও অবধারণ হইতে পারে, এজন্য এই শ্লোকের অবতারণা। ঊর্দ্ধ (উৎকৃষ্ট বিষ্ণুর পরমপদ যাহার মূল —বা আদি কারণ, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত এই সংসার "ব্রশ্চন" বা ছেত্তৃত্ব হেতু বৃক্ষশব্দ বাচ্য। ইহা জন্ম জরা মরণ শোক প্রভৃতি বহু দুঃখময়। প্রতিক্ষণে বিকার-স্বভাব মায়া-মরীচিকা, বা গন্ধর্ব্ব নগর প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্ট-নষ্ট স্বভাব। তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ ইহার "ইদং তত্ত্ব" নির্দ্ধারণে অক্ষম। বেদান্ত শাস্ত্র নির্দ্ধারিত পরব্রহ্মই ইহার সারভূত মূল। অবিদ্যা কাম কর্ম্ম ও অব্যক্ত রূপ বীজ হইতে ইহা সমুৎপন্ন। ইহা অপর ব্রহ্মের (বা মায়োপহিত ঈশ্বরের) জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি-সমন্বিত হিরণ্যগর্ভ রূপ। ইহা অঙ্কুর। সমস্ত প্রাণিগণের সূক্ষ্ম দেহের বিভাগাবস্থা ইহার স্কন্ধ। ভোগতৃষ্ণারূপ জলসেকে ইহার বৃদ্ধি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় ইহার নবপল্লবের অঙ্কুর। শ্রুতি স্মৃতি ন্যায় প্রভৃতির উপদেশ ইহার পত্র। যজ্ঞ দান তপঃ প্রভৃতি ক্রিয়া, ইহার উৎকৃষ্ট পুষ্প। সুখ দুঃখানুভব ইহার বিবিধ রস। প্রাণি-গণের উপভোগ্য স্বর্গাদি ইহার ফল। ইহার অবান্তর মূল সত্যাদি সপ্ত

লোক।......ব্রহ্মাত্ম দর্শন রূপ অসঙ্গশস্ত্র দ্বারা ইহার ছেদন হয়।......
ইত্যাদি।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, যে, যে মহান্ পুরুষের দ্বারা এই সমুদায় পূর্ণ, তিনিই একা দ্যুলোকে স্তব্ধভাবে বৃক্ষের ন্যায় স্থিত।

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক-
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্।" (৩।৯)

এস্থলে সর্ব্বব্যাপক পুরুষকেই বৃক্ষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, অন্যত্র এই বৃক্ষকে সংসার-বৃক্ষ বলা হইয়াছে। ইহাতে পরমাত্মা ও বদ্ধ জীবাত্মা সমভাবে আশ্রয় করিয়া আছেন। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।' (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬ ; মুণ্ডক ৩।১।৩) আরও আছে—

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো (শ্বেতাশ্বতর ৫।৭)।

এই বৃক্ষের রূপও শ্রুতিতে ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে,—

"ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিবদ্ধঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।৯)

অতএব যাহাতে জীব মায়াবদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, সেই বৃক্ষের রূপ ইহা হইতে অনুমেয়।

* শঙ্কর ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"সহকালীন সমস্বভাব পক্ষিদ্বয় সদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মা ছেদন যোগ্য বৃক্ষরূপ একই শরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

অবিদ্যা কাম কর্ম্ম বাসনাশ্রয় লিঙ্গরূপ উপাধি বিশিষ্ট জীব ও সর্ব্বপ্রাণি কর্ম্ম ফলাশ্রয় ঈশ্বর এই ক্ষেত্ররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে পক্ষিদ্বয়ের ন্যায় আশ্রয় করিয়া আছেন। ইহাদের মধ্যে জীবাত্মা স্বাদু কর্ম্মফল ভক্ষণ করেন, আর পরমাত্মা দর্শন মাত্র করেন। এই দর্শন রূপেই রাজার ন্যায় তাঁহার প্রেরকত্ব স্বীকৃত।" অতএব এই স্থলে অশ্বত্থবৃক্ষ পদে দেহ বুঝিতে হইবে, ব্যষ্টিভাবে ইহা দেহ হইলেও সমষ্টিভাবে সংসার ভগবানের বিরাট দেহ।

এই বৃক্ষ কার্য্য কারণ বা নিমিত্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সংসার। ইহা দেশ কালে সংস্থিত। পরমেশ্বর ইহা হইতে 'পর' বা শ্রেষ্ঠ।

"স বৃক্ষঃ কালাকৃতিভিঃ পরোঽন্যে যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ত্ততে-ঽয়ম্।" (শ্বেত ৬।৬)

অর্থাৎ ঈশ্বর এই বৃক্ষ (সংসার) কাল ও আকৃতি (দিক্ দেশ) হইতে অন্য। ঈশ্বর জীব সহ এই সংসার-বৃক্ষে বাস করিলেও তিনি তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে উপনিষদে এই সংসারতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। পুরাণেও ইহা পাওয়া যায়। অনুগীতায় আছে,—

অব্যক্ত-বীজ-প্রভবো বুদ্ধিস্কন্ধময়ো মহান্।
মহাহঙ্কারবিটপ ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ॥
মহাভূত-বিশেষশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্।
ধর্ম্মাধর্ম্মসুপুষ্পশ্চ সুখদুঃখফলোদয়ঃ।
আজীবঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মাচরতি নিত্যশঃ॥
এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা।
ততশ্চাত্মরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥...ইত্যাদি।

মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব, অনুগীতা, ৩৫।২০-২৩; ৪৭।
১২-১৫ দ্রষ্টব্য।

গিরি ও মধুসূদন এই কয় শ্লোকের নিম্নরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"অব্যক্ত অব্যাকৃতি (প্রকৃতি) যাহার মূল, তাহা হইতে প্রভবন বা উৎপত্তি যাহার, সেই অব্যক্তের অনুগ্রহ হইতে যাহা দৃঢ়রূপে উত্থিত, সংবর্দ্ধিত, যাহা লৌকিক বৃক্ষের ন্যায় ধর্ম্মযুক্ত, যাহা বুদ্ধিরূপ স্কন্ধযুক্ত এবং এই স্কন্ধ হইতে উদ্ভূত বহুশাখাযুক্ত, তাহা এই সংসাররূপ বৃক্ষ। ইন্দ্রিয়ান্তর ছিদ্রগণ তাহার কোটর। পৃথিব্যাদি আকাশান্ত

মহাভূত তাহার বিশাখা (ক্ষুদ্রশাখা) এবং বিশেষ বিষয় সকল তাহার ক্ষুদ্রতর প্রতিশাখা, ধর্ম্মাধর্ম্ম তাহার পুষ্প এবং সুখদুঃখ তাহার ফলস্বরূপ। ইহা সর্ব্বভূতের আশ্রয়। ইহা ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মবৃক্ষ বলে। জ্ঞান বিনা ছেদন করা যায় না বলিয়া, ইহাকে সনাতন বলে। ইহা ব্রহ্ম বা পরমাত্মার বননীয় অর্থাৎ সম্ভজনীয়। ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত সেই সংসারাখ্য বৃক্ষের ব্রহ্মই সারভূত, ব্রহ্মই তন্মধ্যে ভজনীয়। সংসারে ব্রহ্মাতিরিক্ত সম্পদ্‌ কিছুই নাই। ব্রহ্মই অবিদ্যা দ্বারা সংসার রূপে প্রতীত হন। "অহং ব্রহ্ম" এই দৃঢ়ভাব দ্বারা উক্ত সংসার-বৃক্ষকে ছেদন করিয়া আত্মনিষ্ঠ হইলে প্রতিবন্ধকতার অভাবে আর পুনরাবৃত্তি হয় না,—চৈতন্ত প্রাপ্তি হয়।"

মূল শ্লোক সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে হইবে। প্রথম কথা,—অশ্বত্থ শব্দের অর্থ। শঙ্করপ্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন,—'যাহা কা'ল থাকিবে কিনা বলা যায় না, তাহা অশ্বত্থ। এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, এস্থলে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া রূপক দ্বারা বুঝান হইয়াছে। সেই বৃক্ষ অশ্বত্থ। অশ্বত্থ বৃক্ষ ক্ষণবিধ্বংসী বা বিনশ্বর নহে। বৃক্ষের মধ্যে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। এজন্য ইহাকে আমরা অক্ষয় বলি। ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, তিনি "অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং" (১০।২৬)। বৌদ্ধগণের মতে এই অশ্বত্থই বোধিবৃক্ষ। সুতরাং এস্থলে অশ্বত্থ শব্দের রূঢ়ি অর্থ ই গ্রাহ্য। তাহা হইলে 'অব্যয়' বা 'সনাতন' এই বিশেষণের অর্থও বুঝা যায়। যাহা হউক, ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে যখন এই অশ্বত্থকে পরে 'অসঙ্গ'-শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া, পরমপদ প্রাপ্ত হইবার কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তখন এই 'অশ্বত্থ' পদে অবশ্য তাহার ইঙ্গিত আছে। কিন্তু এই অনাসক্তি দ্বারা সংসারবন্ধন-ছেদন হয়—সংসাররূপ বৃক্ষ ছেদন করা যায় না।

সংসার প্রবাহরূপে নিত্য, অনাদি, অনন্ত। তোমার অনাসক্তি দ্বারা তোমারই সংসার বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে—তুমি সংসার মুক্ত হইতে পার। কিন্তু তাহাতে আমার অথবা এই অসংখ্য বদ্ধ জীবের সংসার-বন্ধন-ছেদন হয় না। তাহাদের সকলের পক্ষেই এই সংসার থাকিয়া যায়। সুতরাং সংসার কা'ল যে থাকিবে, অনন্তকাল থাকিবে, ইহা অবশ্য বলিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় কথা এই অশ্বত্থ কাহাকে বুঝাইতেছে? প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই বলিয়াছেন যে, ইহা এই সংসারকেই বুঝাইতেছে ইহা এক অর্থে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই সমগ্র জগৎ পরাখ্য মায়াশক্তি হেতু যে সগুণ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত,তাহাও এক অর্থে অশ্বত্থ। ইহার মূল ব্রহ্ম--পরমেশ্বর। যে মূল নিত্য অনাদি অনন্ত অব্যয়, তাহা অচ্ছেদ্য বা অনুৎপাট্য। এই ব্রহ্ম-মূল হইতে এই জগৎ কি রূপে বিবর্ত্তিত বা অভিব্যক্ত হয়? এ সম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ প্রভৃতি অনুসারে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অথবা গীতার ব্যাখ্যায় কোথাও শঙ্করাচার্য্য বলেন নাই যে, এ সংসার বা জগৎ মিথ্যা মায়া হেতু ব্রহ্মে অধ্যস্ত। এ জগৎ অসত্য বা অপ্রতিষ্ঠ এমত আসুর--সুতরাং হেয়। (গীতা ১৬৷১১)

এ স্থলে ব্যাখ্যায় শঙ্কর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "অব্যক্ত মায়া শক্তিমৎ" ব্রহ্মই এই সংসারবৃক্ষের মূল। অতএব অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতেও এজগৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত মায়াশক্তি-প্রসূত বলিয়া ইহা মিথ্যা নহে। ইহা ব্রহ্মই। এ কথা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" পূর্ব্বে যে কঠোপনিষদের মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে,—

"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥"

ইহা হইতেও জানা যায় যে, এই শ্লোকে যে 'অশ্বত্থ' উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম। ইহার মূল যে কেবল ব্রহ্ম, তাহা নহে। এই ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত,—এই ব্রহ্মই নিগুণরূপে ইহার ঊর্দ্ধ মূল,—এই ব্রহ্মই সগুণরূপে ইহার অর্ব্বাক্‌ শাখা প্রশাখা,—এই ব্রহ্মই বেদরূপে ইহার বিধারক। ব্রহ্ম যিনি বেদরূপে ইহার বিধারক, তিনিই শব্দব্রহ্ম—তিনি Logos। এই শব্দ ব্রহ্ম—এই Logos যেরূপে বিবর্ত্তিত হন, absolute Reason অথবা Absolute Thought যেরূপে 'বাক্‌' দ্বারা (manifest) প্রকাশিত হইয়া, বহু (Ideas) রূপে ব্যাকৃত হইয়া, এই জগৎকে ধারণ করে, তাহাই 'বেদ'। এই জন্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্‌ এতদ্‌ ঋগ্বেদঃ যজুর্ব্বেদঃ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানি, অন্য এব এতানি অঙ্গানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১০)। বিষ্ণু পুরাণেও (৩।৩।৩০ শ্লোকে) আছে,—

"স ভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং
করোতি ভেদৈর্ব্বহুভিঃ সশাখম্‌।
শাস্ত্রপ্রণেতা স সমস্তশাখা
জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্‌ অনন্তঃ॥"

ভগবান্‌ এই অধ্যায়েও (১৫শ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃৎ বেদবিদেব চাহম্‌॥"

অতএব পরম ব্রহ্মই ওঁকারাত্মক শব্দব্রহ্ম রূপে এই বিশ্ব জগতের মূল। অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞান এই শব্দরূপে যে বহু হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই বেদ। শব্দ যেমন বহু হইয়া অভিব্যক্ত হয়, অর্থও সেইরূপ বহু হইয়া তদনুসারে প্রকাশিত হয়। এই বেদই শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এই শব্দব্রহ্ম মূল জগতের শাখা প্রশাখাকে ধারণ করে, ইহাই পত্র

রূপে সেই সংসার-বৃক্ষকে আচ্ছাদন করে। আমরা সেই অনন্ত বেদের যতটুকু পাইয়াছি, তাহার যতটুকু ঋষিদের নির্ম্মল জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইয়া, আর্য্য সমাজে অগ্রে প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদ আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত সংসারের পত্র। এই বেদ প্রধানতঃ অদৃষ্ট বিষয়ের প্রকাশক। বেদের ভাষার অপর নাম ছন্দঃ। ছন্দের যেমন তাল (rhythm) আছে, বিভিন্ন ছন্দের যেমন বিভিন্ন তাল আছে, সেই রূপ বৈদিক গায়ত্রী অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্ প্রভৃতি সপ্ত প্রধান বৈদিক ছন্দের তালে তালে এই সর্ব্বলোকাত্মক বিশ্ব জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। শ্রুতিতে এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কঠিন তত্ত্ব আমাদের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। তবে যাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে পণ্ডিত হইয়াছেন, প্রসিদ্ধ জর্ম্মান্ দার্শনিক হেগেলের "Thought is Being," এবং সেই Thought এর Logical development or procession দ্বারা কিরূপে অনন্ত (absolute) জ্ঞানের অভিব্যক্তির সহিত, তদনুসারে এই জগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে"—এই সকল তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের এই কথা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

অতএব এই জগৎকে যদি অশ্বত্থ বা সংসারবৃক্ষ বলা যায়, তবে তাহা ব্রহ্মই। যিনি বেদবিৎ, তিনি এই তত্ত্ব জানিতে পারেন। তিনি এই সংসারে সর্ব্বত্র ব্রহ্ম, এই সমুদায়ই বাসুদেব—এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে আসক্তিশূন্য হন, পূর্ব্বে তাঁহার অজ্ঞানে বা অবিদ্যায় সংসার যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে প্রতিভাত ভোগ্যরূপে হইয়াছিল, তিনি আপনার বাসনা অনুসারে এই জগৎকে যে চক্ষে দেখিতেছিলেন—সেই অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর হইলে এই সংসারসম্বন্ধে ভ্রান্ত জ্ঞানও তাঁহার দূর হয়—সংসারে অনাসক্তি—ভোগ্যরূপে এই সংসারের ধারণা ত্যাগ, এবং এই সংসারের স্বরূপ জ্ঞানই এই অজ্ঞান দূর করিবার উপায়। ভগবান এই অধ্যায়ে তাহাই উপদেশ দিয়াছেন।

এই শ্লোক সম্বন্ধে আর একটি কথা আমাদের বুঝিতে হইবে। বেদান্ত শাস্ত্র অনুসারে এই সংসারতত্ত্ব যেরূপ বুঝা যায়, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। গীতায় এইরূপে এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অনেক ব্যাখ্যাকার সাঙ্খ্যদর্শন অনুসারে—ও কোন কোন পুরাণ অনুসারে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সাঙ্খ্য শাস্ত্রে এই সৃষ্টি বুঝাইতে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে, প্রকৃতি হইতে তাহারই পরিণামে এ জগতের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহা হইতে মন দশইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্র, পরে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থূলভূতের সৃষ্টি হয়; সুতরাং এ জগতের মূল—প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহত্তত্ত্ব; তাহাই বেদোক্ত হিরণ্যগর্ভ; তাহাই পুরাণোক্ত ব্রহ্মা। অহঙ্কারতত্ত্ব—ইহার স্কন্ধ। মন ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র—ইহার শাখা ও প্রশাখা এবং ইহা হইতে প্রকাশিত বিষয় সকল ইহার পত্র। এই বিষয় সকল বেদের দ্বারা প্রকাশিত বলিয়া, বেদকে ইহার পত্র বলা হইয়াছে। যে মূল প্রকৃতি হইতে এই সংসারের উৎপত্তি, তাহাকে অব্যক্ত বলা হয়। শঙ্কর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এই সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিতে গিয়া, এই মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্তকে ব্রহ্মের মায়াশক্তি বলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'অব্যক্ত মায়াশক্তিমৎ' ব্রহ্ম—এই সংসার বৃক্ষের মূল। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অনুসারে "মায়া ব্রহ্মের পরাশক্তি। তাহা বিবিধ, এবং স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ারূপে অভিব্যক্ত। আর এই মায়াই প্রকৃতি।" আমরা পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে এই মায়াতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই যে অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি হইতে এই জগতের অভিব্যক্তি হয়, তাহা "মহদ্ ব্রহ্ম" ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এস্থলে বেদান্ত ও সাংখ্য শাস্ত্র উভয়কে সামঞ্জস্য করিয়া এই শ্লোকোক্ত সংসার-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক।

এই শ্লোকোক্ত অশ্বত্থ যে সংসাররূপ বৃক্ষ তাহা প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই স্বীকার করিয়াছেন, বলিয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে ইহার নাম Phenomenal world ইহা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক কেহ কেহ বলেন যে, এ অশ্বত্থকে আমাদের ক্ষেত্র বা দেহরূপ বৃক্ষও বলিতে পারা যায়। শ্রুতিতে আছে :—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।"

(ঋগ্বেদ ১।১৬৪.২১। মুণ্ডকউপঃ ৩।১)।

এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর দেহকে বৃক্ষ বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

অতএব যে ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়া জীব ও পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থান করেন, সে দেহকেও বৃক্ষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান দ্বারা ছিন্ন করিয়া, পরমপুরুষার্থ সিদ্ধির কথা এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ অর্থ তত সঙ্গত হয় না। বিশেষতঃ এস্থলে এই অশ্বত্থের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত পূর্ব্বে এই ক্ষেত্র যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সামঞ্জস্য হয় না। অতএব এ অর্থ গ্রাহ্য নহে। ইহা আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা, গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি, কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২

অধঃ উর্দ্ধে এর শাখা প্রসারিত
বিষয়-পল্লব গুণ-প্রবর্দ্ধিত,

অধোমূল আর ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে
কর্ম্মে অনুবদ্ধ এ মনুষ্যলোকে ॥২

অধঃ ঊর্দ্ধে এর শাখা প্রসারিত—এই সংসার-বৃক্ষের অন্য অবয়ব কল্পনা বলা হইতেছে। অধঃ=অর্থাৎ মনুষ্যাদি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত। ঊর্দ্ধ=মনুষ্যাদির উপরে ব্রহ্মা বিশ্বস্রষ্টৃগণ ও ধর্ম্ম পর্য্যন্ত। যথাকর্ম্ম ও যথাশ্রুত জ্ঞানকর্ম্মফল সকল সেই সংসার-বৃক্ষের শাখার ন্যায় প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত (শঙ্কর)। মনুষ্যলোক হইতে নিম্নলোক—অধঃ আর মনুষ্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত—ঊর্দ্ধ (গিরি, শঙ্করানন্দ)।

এই মনুষ্যাদি শাখাযুক্ত বৃক্ষের কর্ম্মানুসারে কতক শাখা ঊর্দ্ধে ও কতক শাখা নিম্নমুখে বিস্তৃত হয়। নিম্নশাখা মনুষ্য পশু প্রভৃতি রূপে প্রসৃত, আর ঊর্দ্ধ শাখা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দেবাদিরূপে প্রসৃত (রামানুজ)। হিরণ্যগর্ভাদি ও কার্য্যোপাধি জীবগণ এই সংসার-বৃক্ষের শাখা-স্থানীয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা কপূয়চারী বা কুৎসিত-আচারী দুষ্কর্ম্মকারী, তাহারা অধোদিকে পশুপ্রভৃতি যোনিতে প্রসৃত বা বিস্তৃত হয়, আর যাহারা রমণীয়াচারী বা সুকৃতকারী তাহারা ঊর্দ্ধে দেবাদি যোনিতে প্রসৃত হয় (স্বামী, মধু, বলদেব, কেশব)। কর্ম্মজ্ঞান বাসনারূপ শরীর ইন্দ্রিয় বিষয়রূপ কর্ম্মফলভূত শাখা (হনু)।

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষ বিপরীত ভাবে স্থিত। ইহার মূল ঊর্দ্ধদিকে ও শাখা সকল অধোদিকে প্রসৃত। এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এই সকল অধোদিকে স্থিত শাখার মধ্যে কতকগুলি উপরে মূলের সন্নিকটে অবস্থিত। আর কতকগুলি নীচে মূল হইতে দূরে অবস্থিত। উপরের শাখাগুলি মনুষ্যলোক হইতে সত্যলোক (বা ব্রহ্মলোক) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দেবগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, কুমারগণ প্রভৃতি সেই সকল লোকে বাস করেন। আর নীচের শাখাগুলি মনুষ্যলোক হইতে নিম্ন লোক। তাহাতে পশুপক্ষী কীটাদি

জঙ্গম জীব ও বৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর সমুদায় বাস করে। মনুষ্যলোককে বা ভূলোককে মধ্যলোক কহে। অতএব মনুষ্যগণ এই সংসার বৃক্ষের মধ্য শাখা সকলের মধ্যস্থিত।

এসম্বন্ধে আরও এক কথা বলা যায় যে, এই সংসারকে ত্রিলোক বলে। ইহার উর্দ্ধে স্বর্গ বা স্বর্লোক, মধ্যে ভুবর্লোক ও নিম্নে ভূলোক। এই নিম্ন লোকই মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি জীবলোক। স্বর্গের উর্দ্ধে যে সত্যাদি চারিলোক, তাহা এই ত্রিলোকী বা সংসারের অন্তর্গত নহে। যাহারা ত্রৈগুণ্য-বিষয় বেদকে অতিক্রম করিয়া, নিস্ত্রৈগুণ্য বা ত্রৈগুণ্যাতীত হইয়া সংসারমুক্ত হন, তাঁহারা স্বর্লোকের উর্দ্ধে সত্যাদি লোকে বা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। (মুণ্ডক উপঃ, ১।২।৬ ও ৩।২।৬) এবং ব্রহ্মলোকে বাস করেন (বৃহদারণ্যক, ৬।২।১৫ ও ছান্দোগ্য ৮।১২।৩; ৮।১৫।১)। তাঁহারা সংসার-বৃক্ষের মূলে অবস্থান করেন, তাহার শাখার মধ্যে আর থাকেন না।

বিষয়-পল্লব—(বিষয়প্রবালাঃ)– বিষয় অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। তাহা আমাদের "জ্ঞেয়" ও ভোগ্য। সেই বিষয়গুলি দেহাদি কর্ম্মফলরূপ শাখাসমূহ হইতে প্রবালসমূহের ন্যায় অঙ্কুরিত হয়। এজন্য উক্ত অধঃ ও উর্দ্ধে প্রসৃত শাখা-সকলকে বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত বলা হইয়াছে (শঙ্কর)। প্রত্যক্ষ শব্দাদি বিষয় এই সকল শাখাতে পল্লব বা অঙ্কুররূপে স্ফুরিত হয় (গিরি)। রূপাদি বিষয় এই সংসারবৃক্ষের শাখায় পল্লবস্থানীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহিত সংযুক্ত ও তাহাতে অধিষ্ঠিত (স্বামী, মধু) শাখাগ্রস্থানীয় শ্রোত্রাদি বৃত্তিযুক্ত হইয়া বিষয়সকল রাগাদির আধিষ্ঠান হয়, এজন্য বিষয়সকলকে এই সকল শাখার পল্লব বলা হইয়াছে (বলদেব)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ছন্দই সংসারবৃক্ষের পত্র। এস্থলে বলা হইল যে, বিষয়সকল এই বৃক্ষের প্রবাল বা নবোদ্গত রক্তাভ পত্র।

এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিতে হইবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে যে বৃত্তিজ্ঞান রাগদ্বেষ সুখদুঃখাদি চিত্তে উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে ত্যাগ গ্রহণাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, তাহা নূতন সংস্কার উৎপাদন করিয়া আমাদিগকে বদ্ধ করে। এজন্য এই বিষয় সকল নূতন সংস্কার উৎপাদন দ্বারা আমাদিগকে এই সংসার-বৃক্ষে বদ্ধ করে বলিয়া, বিষয় সকলকে নবোদ্গত পত্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আর বেদবিহিত কর্ম্ম দ্বারা যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট জন্ম বেদনীয় সংস্কার ও তাহার ফলে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহা আমাদের প্রাচীন বাসনা বলে অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কারের প্রবর্ত্তক কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ। এজন্য তাহাকে সংসার-অশ্বত্থের প্রাচীন পত্ররূপে বর্ণিত করা হইয়াছে।

গুণ-প্রবৃদ্ধিত—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ উপাদান স্বরূপ হইয়া যাহাকে প্রবৃদ্ধ বা স্থূলীকৃত করে (শঙ্কর)। এই ত্রিবিধ গুণের নানাভাবে সংযোগাদি দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষের শাখা বহুরূপে বিস্তারিত হয় (গিরি)। সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা প্রবৃদ্ধ (রামানুজ)। যেমন জল-সেচনে বৃক্ষশাখা শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সত্ত্বাদিগুণ দেহাদি আকারে পরিণত হইয়া, সংসার-বৃক্ষশাখা প্রবর্দ্ধিত বা স্থূলরূপে পরিণত করে (স্বামী, মধু, বলদেব)। সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ উৎপাদন-কারণ হইয়া যাহাকে প্রবৰ্দ্ধিত করে (হনু)। সত্ত্বাদিগুণত্রয়ের বিকার—কামক্রোধ-লোভমোহাদি এবং তাহাদের কার্য্য পাপপুণ্যাদির দ্বারা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (শঙ্করানন্দ)।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, সত্ত্বস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধে গমন করে, রাজসব্যক্তি মধ্যে অবস্থান করে ও তামস ব্যক্তি অধোগতি লাভ করে (১৪।১৮) সাংখ্যকারিকায়ও উক্ত হইয়াছে,—

ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্তঃ ॥" (৫৪)।

আরও উক্ত হইয়াছে,—

ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্য্যয়াদিষ্যতে বন্ধঃ॥ (৪৪)

ইহা হইতে বলা যায় যে, এই ত্রিগুণদ্বারা প্রবর্দ্ধিত সংসার-বৃক্ষের শাখাসকলের মধ্যে সত্ত্বগুণদ্বারা প্রবর্দ্ধিত শাখা সকল ঊর্দ্ধে দেবলোকে বা স্বর্গলোকে বিস্তৃত হয়। রজোগুণদ্বারা প্রবর্দ্ধিত শাখা সকল মধ্যে বা মনুষ্য-লোকে প্রসৃত হয়; আর তমোগুণ দ্বারা প্রবর্দ্ধিত শাখাসকল মধ্যে অধো-লোকে বা মনুষ্যেতর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবরান্তলোকে প্রসৃত হয়।

অধোমূল—এই সংসার-বৃক্ষের যাহা পরমমূল অর্থাৎ উপাদান কারণ, তাহা পূর্ব্বে "ঊর্দ্ধমূল" রূপে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে যে মূল উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রধান মূল নহে,—তাহা অবান্তর মূল. তাহা কর্ম্মফলজনিত রাগ-দ্বেষাদি বাসনা-ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির কারণ। অতএব রাগদ্বেষ বাসনাই এই সংসার-বৃক্ষের অধঃ বা অপ্রধান মূলস্থানীয় (শঙ্কর)। যে মূল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোকে স্থিত, তাহাই অধঃ বা মনুষ্যলোকে প্রসৃত (রামানুজ)। এস্থলে 'চ' শব্দ থাকায় ঊর্দ্ধমূল ও অধোমূল উভয়কেই বুঝাইতেছে। ঊর্দ্ধমূল ঈশ্বর, এবং ইহার অবান্তর যে অধোমূল, তাহা ভোগবাসনা-লক্ষণ (স্বামী, কেশব)। এস্থলে 'চ' শব্দে ঊর্দ্ধমূলের অবান্তর যে মূল, তাহা বুঝাইতেছে। তাহা ভোগবাসনাজনিত রাগ-দ্বেষাদি-বাসনা-লক্ষণ, তাহা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির কারণ (মধু, বলদেব)। অশ্বত্থজাতীয় বটবৃক্ষের যেমন জটা উপজটা সকল থাকে, সেইরূপ এই সংসার-অশ্বত্থের প্রধান মূল ব্যতীত—এই জটা উপজটার ন্যায় অপ্রধান মূল আছে। অশ্বত্থবৃক্ষের জটা উপজটা উপরে থাকে, মূল নিম্নে মাটির নীচে থাকে; সংসার-অশ্বত্থ তাহার বিপরীতভাবে স্থিত বলিয়া ইহার প্রধান মূল ঊর্দ্ধে ও এই সকল জটা উপজটার ন্যায় অবান্তর মূল সকল অধঃস্থিত। (বলদেব)।

ব্যাপ্ত হ'য়ে···মনুষ্যলোকে—এই সকল মূল যাহারা অধোদিকে বা দেহ প্রভৃতি কার্য্যকে অপেক্ষা করিয়া অধোদিকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহারা কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম লক্ষণ কর্ম্মের অনুবন্ধী বা পশ্চাদ্‌ভাবী, অর্থাৎ তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই উদ্ভূত হয়। সেই সকল মূল—মনুষ্যলোকেই প্রধানতঃ কর্ম্মানুবন্ধী হইয়া থাকে। কারণ কেবল মনুষ্যগণেরই কর্ম্মাধিকার আছে. ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ (শঙ্কর)। রাগাদিই কর্ম্মের হেতু, সেই রাগাদি হইতে বিশেষতঃ মনুষ্যলোকে মনুষ্যের কর্ম্মাদিতে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবৃত্তি হয়। এই জন্য সর্ব্ব লিঙ্গে বা সূক্ষ্মদেহে কর্ম্মফলজন্য রাগাদি অধোমূলরূপে অনুসন্তত বা অনুপ্রবিষ্ট। কর্ম্ম হইতেই সমুদায় প্রাণীর উৎপত্তি। সর্ব্ব প্রাণিলোক মধ্যে এই মনুষ্যলোক। মানুষ মনুষ্যলোক অধিকার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি দেহযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। (গিরি)। মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণিলোক মনুষ্যলোক। তাহাতে ইহার কর্ম্মানুবন্ধী মূলসকল অধঃপ্রসৃত হয় (রামানুজ)। সেই অধোমূলের কার্য্য এস্থলে উক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম যাহার উত্তর ভাবী সেই ঊর্দ্ধ ও অধোলোক উপভোগ করণান্তর কর্ম্মক্ষয়ে সেই সেই ভোগবাসনা হইতে আবার মনুষ্যলোক প্রাপ্তি হয়, এবং তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় এই মনুষ্যলোকেই কর্ম্মাধিকার আছে, অন্য লোকে নাই। এজন্য এস্থলে মনুষ্যলোক উক্ত হইয়াছে (স্বামী, কেশব)। কর্ম্মানুবন্ধী অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম লক্ষণ যে কর্ম্ম, যাহা পশ্চাৎ জন্মের কারণ, যাহা মনুষ্য ও এই লোক অধিকার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি দেহ বিশিষ্ট লোকে অনুদ্ধ করে, তাহাই এই সংসার-বৃক্ষের অধোমূল (মধু)। সেই অধোমূল মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধী হইয়া অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগান্তে পুনর্ব্বার কর্ম্মহেতু তাহারা কর্ম্মভূমিরূপ এই মনুষ্যলোকে জীবকে প্রত্যাবর্ত্তন করায় (মধু)। মহ আদি ঊর্দ্ধলোক সকল নিবৃত্তধর্ম্ম অতএব তাহারা নিবৃত্তির পরিপোষক। তাহারা কর্ম্ম নিমিত্ত মনুষ্যলোক গ্রহণের উপলক্ষণার্থ হইয়া

মনুষ্যলোকে অনুসৃত আছে (হনু)। নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও নিষিদ্ধ-ভেদে কর্ম্ম চারিপ্রকার তাহারা শরীরের আরতিক অর্থাৎ জনক। বিষয় বাসনা তাহাদের সহিত অনুবদ্ধ। (শঙ্করানন্দ)।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥ ৩

—•—

নহে উপলব্ধ হেথা রূপ তার,
কিম্বা আদি অন্ত প্রতিষ্ঠা তাহার
এ সুদৃঢ় মূল অশ্বত্থে ছেদিয়া
অনাসক্তিরূপ দৃঢ় অস্ত্র দিয়া,—৩

নহে উপলব্ধ হেথা রূপ তার—এই যে বর্ণিত সংসার-বৃক্ষ, ইহার এই যথাবর্ণিতরূপ এখানে উপলব্ধি হয় না। স্বপ্ন মরীচিকা বা গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় এই সংসারের স্বরূপও দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া যায় (শঙ্কর)। এই বৃক্ষের যে উক্তপ্রকার রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা সংসারী লোকের দ্বারা উপলব্ধ হয় না। আমি মানুষ, আমি দেবদত্তের পুত্র বা আমি যজ্ঞদত্তের পিতা এবং আমার পরিগ্রহও তদনুরূপ সংসারী লোক এই মাত্র উপলব্ধি করে (রামানুজ)। এই সংসারে স্থিত প্রাণিগণ উক্তরূপ উর্দ্ধমূল অধঃশাখ ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিতরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না (স্বামী)। ইহা স্বপ্ন মরীচিকাদির ন্যায় মিথ্যা হেতু দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ (মধু)। হেথা অর্থাৎ এই মনুষ্যলোকে (বলদেব)।

শঙ্কর এই সংসারকে স্বপ্নবৎ মিথ্যা মায়াময় বলিয়াছেন। তিনি ইহাকে 'দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ বলিয়াছেন। এই মুহূর্ত্তে এই সংসার আমার নিকট যেরূপ দৃষ্ট হয়, পর মুহূর্ত্তে তাহার সেরূপ নষ্ট হইয়া যায়, অন্যরূপে তাহা দৃষ্ট হয়।' সংসার নিত্য-পরিবর্ত্তন-শীল। পাশ্চাত্য দর্শনে যাহাকে Phenomenon বলে, যাহার স্বরূপ Universal Flux তাহাই এই সংসার। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই সংসারের অধোমূল সকল 'কর্ম্মের' উপর স্থাপিত। সেই কর্ম্ম হেতুই সংসারে নিয়ত পরিবর্ত্তন হয়। তাহার স্থায়ী রূপ নাই।

শ্রুতিতে আছে—

"ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী" অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবী নিত্য; বস্তুতঃ তাহা নহে এ সমস্ত শ্রুতিবাক্য প্ররোচনামূলক, তবে অন্যের অপেক্ষা ইহাদের স্থায়িত্ব থাকায় ইহারা আপেক্ষিক নিত্য একথা বলা যায়। অতএব জগৎসম্বন্ধে শ্রুতির আপাত-প্রতীত অর্থ সাধু নহে। (শঙ্করানন্দ)।

আদি অন্ত—ইহা হইতে বা এই কাল হইতে এ সংসার আরম্ভ হইয়াছে, ইহা কেহই জানে না এবং ইহার পরিসমাপ্তি কোথায় তাহাও কেহ বলিতে পারে না (শঙ্কর)। ভ্রান্তি বাসনা ও কর্ম্ম ইহারা অন্যোন্য-নিমিত্ত। ভ্রান্তি হইতে বাসনা, বাসনা হইতে কর্ম্ম, আবার কর্ম্ম হইতে ভ্রান্তি। এই হেতু সংসারের কোথা আদি বা তাহার অবসান কোথা তাহা প্রতিভাত হয় না (গিরি)। ত্রিগুণের সহিত সঙ্গহেতু যে ইহার উৎপত্তি এবং আসক্তিহেতু সেই গুণসঙ্গের অবসান যে ইহার বিনাশ, তাহা কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না (রামানুজ)। অনাদি বলিয়া ইহার আদি এবং অনন্ত বলিয়া ইহার অবসান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার অন্ত কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না (স্বামী)। ইহা অনাদি বলিয়া এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার প্রবৃত্তি হইয়াছে এবং ইহা

অপরিসমাপ্ত বলিয়া ইহার অবসান বা এই কালে ইহার সমাপ্তি হইবে ইহা কেহ বলিতে পারে না (মধু)। এই সংসারের আদি কারণ অর্থাৎ কোথা হইতে ইহা ঈদৃশরূপে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কিরূপে এই অনর্থ সঙ্কুল সংসারের বিনাশ হইবে, তাহা কেহ জানে না (বলদেব)। ইহার প্রথম প্রবৃত্তি বা অবসান কিছুই উপলব্ধি হয় না (হনু)।

প্রতিষ্ঠা তাহার (ন চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ)—সংপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা মধ্য অবস্থা ও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না (শঙ্কর)। অনাত্ম বস্তুতে আত্মাভিমান—ইহাই তাহার প্রতিষ্ঠা, এই সংসার যাহাতে প্রতি· ষ্ঠিত সেই জ্ঞানই ইহার প্রতিষ্ঠা। তাহাও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না (রামানুজ, কেশব)। প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি বা কিরূপে থাকে, তাহা (স্বামী)। আদ্যঅন্ত প্রতিযোগী মধ্য অবস্থা (মধু, শঙ্করানন্দ) সংপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সমাশ্রয়; ইহা কিসে সমাশ্রিত, তাহা উপলব্ধ হয় না। কিন্তু আমি মানুষ, অমুকের পিতা অমুকের পুত্র, এই ধারণায় তদনুরূপ কর্ম্ম করিয়া সুখী বা দুঃখী হইয়া এই কালে এই গ্রামে বা দেশে বাস করিত, এই মাত্রই উপলব্ধি হয় (বলদেব)। যাহার উপর এই সংসার প্রতিষ্ঠিত, যাহা ইহার মূল, তাহাই ইহার প্রতিষ্ঠা। মূল অনাদিকাল-প্রবৃত্ত বাসনার উপরেই এই সংসার প্রতিষ্ঠিত। সেই বাসনাই ইহার সম্প্রতিষ্ঠা।

এইরূপে উক্ত সার্দ্ধ দুই শ্লোকে এই সংসার (Phenomenal world) বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মূল কারণ (Noumenon) তাহা অব্যক্ত; এজন্য সংসারকে ঊর্দ্ধমূল বলা হইয়াছে। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই মূল অব্যক্ত মায়াশক্তিমৎ ব্রহ্ম। ইহা Absolute unconditioned Noumenon. এই Phenomenal world ক্রমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইয়াছে, সূক্ষ্ম হইতে স্থূল হইয়াছে, এজন্য ইহাকে অধোদিকে বিস্তৃত বলা হইয়াছে। ইহার অধঃশাখা সকল উচ্চাবচ ভাবে সংস্থিত। উপরের শাখা গুলি বেদের দ্বারা প্রকাশিত দেবাদি লোকরূপে স্থিত। স্থূল নিম্ন শাখা মনু-

য্যাদি লোকরূপে এ পৃথিবী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্ম্মের দ্বারা এই সকল শাখা পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত। যাহাহউক, এই সংসারতত্ত্ব গীতায় অতি সংক্ষেপে কেবল ইঙ্গিতে উক্ত হইয়াছে। ইহার আদি অন্ত মধ্য আমাদের সাধারণ জ্ঞানগম্য নহে। ইহার স্বরূপ আমাদের উপলব্ধি হয় না। অজ্ঞানাবরিত জ্ঞানে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। এজন্য ভগবান্ এই Phenomenal, conditioned, finite relative worldএর প্রতি আসক্তি ক্রমে সাধনা দ্বারা দূর করিয়া তাহার মূল যে absolute unconditioned, infinite Noumenon স্বরূপ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অজ্ঞান দূর করিবার উপদেশ দিতেছেন।

সুদৃঢ় মূল (সুবিরূঢ় মূলম্) সুষ্ঠু অর্থাৎ ভাল করিয়া যাহার মূল সকল বিরূঢ় বা বিশেষরূপে রূঢ় (শঙ্কর)। অত্যন্ত বদ্ধ মূল (স্বামী)। অনাদি অজ্ঞান দ্বারা অত্যন্ত বদ্ধমূল (মধু)। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে অত্যন্ত বদ্ধমূল (বলদেব)। বিশেষ ভাবে ব্যাপ্ত বিষয়বাসনা সমূহরূপ যাহার মূল (শঙ্করানন্দ)।

অনাসক্তিরূপ দৃঢ় অস্ত্র দিয়া—অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ বীজের সহিত উৎপাটন করিয়া পুত্র বিত্ত ও লোক এই ত্রিবিধ বস্তুর প্রতি এষণা বা কামনা ত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা তাহাকেই অসঙ্গ বলে। সংসারাসক্তি সেই অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিতে হইবে। চিত্তকে পরমাত্মার অভিমুখে দৃঢ়নিশ্চয়রূপে স্থাপন করিয়া, পুনঃ পুনঃ বিবেক অভ্যাস দ্বারা সেই বৈরাগ্য-শস্ত্রকে শাণিত করিয়া তাহা দ্বারা সবীজ সংসার-বৃক্ষ উৎপাটন করিতে হয়। পর শ্লোকের সহিত ইহা অন্বিত হইয়াছে (শঙ্কর, শঙ্করানন্দ)।

পুনঃ পুনঃ রাগাদি দ্বারা প্রবৃত্ত হেতু এই সংসার অনাদি। তাহা স্বয়ং উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না, এবং কেহ তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারে না বটে, কিন্তু অসঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা তাহাকে ছিন্ন করিতে পারা যায়,

(গিরি)। "অসঙ্গোঽহং" এই জ্ঞানে যে মমতা ত্যাগ হয়, সেই ত্যাগ-রূপ শস্ত্র দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষকে ছেদ করিতে হয় (স্বামী)। (সাংখ্য-দর্শনে আছে "অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ।") সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা; অসঙ্গ তাহার বিরোধী—বৈরাগ্য, পুত্র বিত্ত লোক প্রতি ঈষণা ত্যাগ। সেই অসঙ্গকে পরমাত্মজ্ঞানে ঔৎসুক্য দ্বারা দৃঢ় করিতে হয়, এবং পুনঃ পুনঃ বিবেকাভ্যাস দ্বারা শাণিত করিতে হয়; শমদমাদি সম্পত্তি সাধন করিতে হয়, সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করিতে হয়। তবে সেই অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সংসার-বৃক্ষ ছিন্ন হয়। (মধু, কেশব)। সৎপ্রসঙ্গ-লব্ধ বস্তু-যাথাত্ম্য জ্ঞানের দ্বারা ও অসঙ্গ বা বৈরাগ্যরূপ কুঠার দ্বারা ও পুনঃ পুনঃ বিবেকাভ্যাস দ্বারা ইহাকে পৃথক্ করিতে হইবে (বলদেব)।

এই সংসার-বৃক্ষ অনাদি ও প্রবাহরূপে অনন্ত। সুতরাং কেহ ইহাকে ছিন্ন করিতে পারে না। অতএব এস্থলে ছেদনের অর্থ 'স্বতঃ পৃথক্করণ।' বলদেব এই অর্থ করিয়াছেন। পৃথক্ করা অর্থ তাহার সহিত সম্বন্ধ দূর করা। আসক্তি দ্বারাই এই সংসারের সহিত সম্বন্ধ হয়। সেই আসক্তিকে শাস্ত্রে 'কাম' বলা হইয়াছে। এই 'কাম' ত্যাগ করিলে রাগ দ্বেষ ত্যাগ হয়, সংসারে আসক্তি দূর করা যায়। সেই অনাসক্তি দৃঢ় হইলে সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া যায়, সে সাধকের সম্বন্ধে সংসার ছেদ হয়। মধুসূদন যে বলিয়াছেন—এই 'অসঙ্গ' দৃঢ় করিবার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসের প্রয়োজন, এবং এস্থলে গিরি যে বলিয়াছেন,—বৈরাগ্যপূর্ব্বক প্রব্রজ্যার প্রয়োজন, তাহা সর্ব্বথা সঙ্গত নহে। অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইলে, তবে প্রকৃতরূপে নিষ্কামকর্ম্মাদি সাধনের অধিকারী হওয়া যায়। নতুবা সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা পরিণামে যে 'পরম পদ' পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই সংসার-সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া কি করিতে হইবে, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে উক্ত হইতেছে।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪

পরে সেই পদ হবে অন্বেষিতে
যাহা পেলে আর না হয় ফিরিতে
সে আদি পুরুষে লইবে শরণ
যাঁ' হতে বিস্তৃত প্রবৃত্তি পুরাণ ॥৪

৪। পরে—(ততঃ) তদনন্তর অর্থাৎ অনাসক্তি বা বৈরাগ্য দ্বারা সংসার-বন্ধন ছেদন করিয়া, তাহার পর (শঙ্কর)। বিষয়ে অনাসক্তি জন্মিলে পর (রামানুজ)।

সেইপদ—বৈষ্ণবপদ (শঙ্কর)। সেই সংসারের মূলভূত পদ বা বস্তু (স্বামী)। সেই সংসার-অশ্বত্থ হইতে উর্দ্ধে স্থিত বৈষ্ণব পদ (মধু, বলদেব)।

মূলে আছে—'তৎ পদম্'। গীতায় এই পদকে অনাময় (২।৫১) ও অব্যয় (পরে ৫ম শ্লোকে) বলা হইয়াছে। পূর্ব্বে (৮।১১ শ্লোকে) সংক্ষেপে ইহা বিবৃত হইয়াছে, যথা—

"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি, বিশন্তি যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥"

যাঁহারা মৃত্যুকালে যোগযুক্ত হইয়া "ওঁ" এই একাক্ষর ব্রহ্ম (মন্ত্র) জপ করিয়া, ঈশ্বরকে বা দিব্য পরমপুরুষকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা এই পরম গতি—এই পরমপদ লাভ করিতে পারেন, ইহাও উক্ত অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

ঋগ্বেদে (১।২২।২০-২১ মন্ত্রে) উক্ত হইয়াছে,—

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।"
তদ্ বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥

ঋগ্বেদ অনুসারে এই পরমপদ বিষ্ণুরই পরমপদ। সেই বিষ্ণুই সর্ব্ব-ব্যাপক সগুণ ব্রহ্ম, সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। ঋগ্বেদে উক্ত ১।২২।১৮ মন্ত্রে আছে যে, তিন পদে বিষ্ণু এই বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন, তাহাতেই ধর্ম্ম সকল বিধৃত হয়। বিষ্ণুর পরমপদ উহা হইতে ভিন্ন। উপনিষদে এই পদকে 'তুরীয়' পদ অর্থাৎ চতুর্থ পদ বলা হইয়াছে।

(বৃহদারণ্যক, ১।১৪।৩—৭)।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে—

"সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।" (২)
যাহা চতুর্থপাদ, তাহা......প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" (১২)

এই পদ সম্বন্ধে কঠোপনিষদে আছে—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥(২।১৫)।

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

"যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥

বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্‌॥"
(কঠঃ উপঃ ৩।৭—৯)।

কঠোপনিষদ্‌ অনুসারে এই পরমগতি—বিষ্ণুর পরম পদই পরম পুরুষ।

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥"
(কঠ, উপঃ, ৩।১১—১২)।

এই পরমপদ পূর্ব্বোক্ত absolute, unconditioned Infinite Noumenon, ইহাই পরম ব্রহ্ম ইহার উপর(বা এই মূলেই)এই Relative conditioned finite phenomenal সংসার প্রতিষ্ঠিত।

হবে অন্বিষিতে।—(পরিমার্গিতব্যং) অন্বেষণ করিতে বা জানিতে হইবে। তাহাই অন্বেষ্টব্য ও জ্ঞাতব্য (শঙ্কর)। তাহাই অন্বেষণীয় (রামানুজ, কেশব)। বেদান্তবাক্য বিচারদ্বারা অন্বেষ্টব্য (মধু)। সৎপ্রসঙ্গলব্ধ শ্রবণাদি সাধন দ্বারা অন্বেষ্টব্য (বলদেব)। অন্বেষণ বা অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাই নির্ম্মল জ্ঞানের জ্ঞেয় (১৩।১২)। অমানিত্বাদি (১৩।৭—১১ শ্লোকোক্ত) জ্ঞান লাভ হইলে, সেই জ্ঞানে এই ব্রহ্মপদ জ্ঞেয়রূপে পরিমার্গিতব্য হয়।

যেথা পেলে আর না হয় ফিরিতে।—যে পদে প্রবিষ্ট হইলে আর নিবর্ত্তন করিতে হয় না, অর্থাৎ এ সংসারে পুনর্ব্বার জন্ম লাভ করিতে হয় না (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। অনাদিকাল-প্রবৃত্ত গুণময় ভোগসঙ্গ এবং তাহার মূল বিপরীত জ্ঞান আর নিবর্ত্তিত হয় না (রামানুজ)। স্বর্গ হইতে যেমন পতন হয়, সেরূপ হয় না (বলদেব)। পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ১৬শ ও ২১শ শ্লোক ও ব্যাখ্যাশেষ দ্রষ্টব্য।

সে আদি পুরুষে লইবে শরণ।—কিরূপে সেই পদ অন্বেষণ

করিতে হইবে, তাহাই বলা হইতেছে (শঙ্কর)। কিরূপে আসক্তি ও তাহার মূল বিপরীত জ্ঞান বিনষ্ট হয়, তাহা বলা হইতেছে (রামানুজ)। সেই পদ অন্বেষণের উপায় বা প্রকার উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু, বলদেব)।

যাঁহাকে 'পদ' শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা আদিতে আবির্ভূত পুরুষ। তাঁহাতেই প্রপন্ন হইতেছি বা তাঁহারই শরণ লইতেছি, এই প্রকার বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার পরিমার্গণ বা অন্বেষণ করিতে হইবে (শঙ্কর)। এই সমস্ত জগতের আদিভূত সেই পুরুষের শরণ লইতে হইবে (রামানুজ)। একান্ত ভক্তিদ্বারা সেই পরম পুরুষ অন্বেষ্টব্য (স্বামী)। তদেক-শরণ দ্বারা তিনি অন্বেষ্টব্য (মধু)। আদ্য অর্থাৎ সর্ব্ব কারণ (বলদেব)। যাঁহা দ্বারা এই সমুদায় পূর্ণ বা যিনি এই বিশ্ব-রূপ পুরে শয়ান, সেই আদি পুরুষের শরণাগত হইবে (গিরি)।

• যাঁ' হতে বিসৃত প্রবৃত্তি পুরাণ।—যে পুরুষ হইতে সংসার মায়া বৃক্ষের প্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে। ঐন্দ্রজালিক হইতে যেমন ইন্দ্রজাল নিঃসৃত, সেইরূপ সেই আদি পুরুষ হইতে এই মায়া নিঃসৃত। মায়া অনাদিকাল-প্রবর্ত্তিত, এজন্য এই প্রবৃত্তিকে পুরাণ বলা হইয়াছে (শঙ্কর, মধু)। যাহা হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি বিসৃত হইয়াছে (স্বামী)। যাহা হইতে এই জগৎ প্রবৃত্তি বিসৃত হইয়াছে (বলদেব)। যে সর্ব্বস্রষ্টা হইতে এই প্রাচীন গুণময় ভোগ সঙ্গ প্রবৃত্তি প্রসৃত হইয়াছে (বলদেব)। যে আদি পুরুষ হইতে গুণময় পুরাতন সংসার-প্রবৃত্তি বিসৃত হইয়াছে—এবং যার শক্তিগুণপ্রভাবে জীব নিপতিত হইয়া সংসারে বার বার যাতায়াত করে। তাহাতে প্রপন্ন না হইলে, জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। (কেশব)।

এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যে পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, সেই পদ পরিমার্গণ বা অন্বেষণ করিতে হইলে, সেই আদি

পুরুষের শরণ লইতে হয়; যাহা হইতে প্রাচীন সংসার-প্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে। এই পুরুষের স্বরূপ কি এবং তাঁহা হইতে কিরূপে সংসার-প্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে। যিনি আদ্য পুরুষ, তিনিই পরম পুরুষ পুরুষোত্তম। তিনি পরমেশ্বর—সগুণ ব্রহ্ম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকেই সেই আদি পুরুষ বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" (গীতা ৯।১০)

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।" (গীতা ১০।৮)।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" (৭।৭)।

এইরূপে এই সর্ব্ব জগতের আদি বা মূল কারণ বলিয়া তিনি, আদ্য পুরুষ। তাঁহা হইতে যে পূরাণী প্রবৃত্তি প্রসৃত, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

"যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

(গীতা, ৭।১২—১৪)।

ভগবান্ স্বপ্রকৃতি হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহার উপর যে মায়ার আবরণ দেন, সেই মায়ার গুণময় ভাব দ্বারা আবৃত হইয়া, এই জগৎ আমাদের নিকট সংসাররূপে প্রকাশিত হয়। এই সংসার এই phenomenal world আমাদের জ্ঞেয় হইয়া আমাদের ভোগ্য ও কার্য্যরূপে প্রবর্ত্তিত হয়।" ভোগ হেতু কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে ভোগ,—ইহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় সংসার, অনাদি কাল হইতে প্রবর্ত্তিত। ভগবানের মায়া

হইতেই এইরূপে এই চিরন্তন সংসারপ্রবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবানের এই মায়া হইতে অহং-ভাবযুক্ত জীবজ্ঞানে যে সমুদায় ইদং জ্ঞেয় ভোগ্য ও কার্য্যরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই সংসার phenomenal world এই ইদংই প্রধানতঃ ভোক্তা জীবের 'ভোগ্য'। এই সংসারের মূল যে পরম পুরুষ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে বা এই মায়া হইতে মুক্তির জন্য ভগবানে প্রপন্ন হইতে হয়। মায়ামুক্ত হইলে, তবে সেই পরমপদ অন্বেষণ ও সেই পদ প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫

মান-মোহহত, সঙ্গদোষ-জিত
সদা আত্মরত, কাম-বিরহিত,
সুখদুঃখরূপ, দ্বন্দ্বমুক্ত যেই
সে অব্যয় পদ, পায় জ্ঞানী সেই ॥ ৫

৫। মান-মোহহত।—(নির্ম্মানমোহাঃ) মান ও মোহ যাহাদের চিত্ত হইতে সম্পূর্ণ নির্গত হইয়াছে তাহারা (শঙ্কর)। মান বা অভিমান রূপ মোহ অর্থাৎ অনাত্মবস্তুতে আত্মজ্ঞান-রহিত (রামানুজ)। অহঙ্কার ও মিথ্যা অভিনিবেশ যাহাদের দূর হইয়াছে (স্বামী)। মান অর্থাৎ অহঙ্কার গর্ব্ব। মোহ = অবিবেক বা বিপর্য্যয়। এই দুই হইতে যাহারা নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে (গিরি মধু)। মান—সৎকার-জন্য গর্ব্ব, মোহ—মিথ্যা অভিনিবেশ (বলদেব)। মান = নানা গর্ব্বপর্য্যায় অহঙ্কার। মোহ =

অনাত্ম বস্তুতে আত্মজ্ঞান (কেশব)। অমানিত্ব অদম্ভিত্বাদি জ্ঞান যাঁহাদের হইয়াছে (গীতা ১৩।৭।৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

সঙ্গদোষ জিত।—(জিতসঙ্গদোষাঃ) যাঁহারা সঙ্গরূপ দোষকে জয় করিয়াছেন (শঙ্কর) গুণোপভোগরূপ সঙ্গাখ্য দোষ যাঁহারা জয় করিয়াছেন (রামানুজ)। পুত্রাদিতে আসক্তিরূপ দোষ যাঁহারা জয় করিয়াছেন (স্বামী)। প্রিয় বা অপ্রিয় সম্বন্ধে রাগ দ্বেষ-বিবর্জ্জিত (মধু, কেশব)। ভার্য্যাদি প্রিয় বস্তুতে আসক্তি যাঁহারা জয় করিয়াছেন (বলদেব) বিষয় সংকল্প-দোষ-রহিত (হনু)। অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু (গীতা ১৩।৯) এইরূপ জ্ঞান যাঁহাদের লাভ হইয়াছে।

সদা আত্মরত।—(অধ্যাত্মনিত্যা) পরমাত্মার স্বরূপ আলোচনায় যাঁহারা সর্ব্বদা তৎপর (শঙ্কর, মধু)। আত্মজ্ঞানে নিরত (রামানুজ, হনু)। আত্মজ্ঞানে নিত্যপরিনিষ্ঠিত (স্বামী)। আত্মা ও পরমাত্মা-বিষয়ক বিমর্শ যাঁহাদের নিত্য কর্ত্তব্য (বলদেব)। পরমাত্মা-সম্বন্ধে শ্রবণাদি-নিষ্ঠ (গিরি)। পূর্ব্বে জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে 'অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং' উক্ত হইয়াছে (গীতা ১৩।১১শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

কাম বিরহিত।—(বিনিবৃত্তকামাঃ) বিশেষরূপে বা একেবারে যাঁহাদের কাম নিবৃত্ত হইয়াছে, আর লেশ মাত্রও অবশিষ্ট নাই ; ইঁহারা যতি সন্ন্যাসী (শঙ্কর)। আত্মাতিরিক্ত কাম যাঁহাদের বিনিবৃত্ত হইয়াছে (রামানুজ)। বিষয় ভোগের কামনা যাঁহাদের বিশেষরূপে বা নিরবশেষ-রূপে নিবৃত্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু)। 'ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং' (গীতা ১৩।৮) রূপ জ্ঞান যাঁহাদের লাভ হইয়াছে তাঁহারাই বিনিবৃত্তকাম।

সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বমুক্ত।—(দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ) প্রিয় অপ্রিয় প্রভৃতি দ্বন্দ্ব হইতে যাঁহারা বিমুক্ত, সুখ দুঃখ সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এই দ্বন্দ্ব যাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন (শঙ্কর)। সুখ দুঃখের হেতু বলিয়া সুখদুঃখ সংজ্ঞাযুক্ত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত (স্বামী, মধু, বলদেব,

কেশব)। সংজ্ঞৈঃ পরিবর্ত্তে মূলে সঙ্গৈঃ এই পাঠান্তর আছে। সুখদুঃখের সহিত সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত (মধু)। "নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু" গীতা ১৩।১১ রূপ জ্ঞান যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই দ্বন্দ্ববিমুক্ত। এই দ্বন্দ্বসম্বন্ধে পূর্ব্বে ৭।২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

সে অব্যয় পদ পায় জ্ঞানী সেই।—(গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ) মোহবর্জ্জিত তাঁহারা সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন (শঙ্কর)। উক্ত আত্মনাত্ম-স্বভাবজ্ঞ সেই অনবচ্ছিন্ন জ্ঞানাকার আত্মরূপ অব্যয় পদে গমন করেন (রামানুজ, কেশব)। বেদান্তপ্রমাণ হইতে সঞ্জাত সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান নিবারিত হইয়াছে, তাঁহারাই যথোক্ত অব্যয় পদে গমন করেন (মধু)। অমূঢ়—অর্থাৎ প্রপত্তি-বিধ্বস্ত (বলদেব)। যাঁহারা অমানিত্বাদি রূপ (গীতা ১৩।৭—১১ শ্লোকোক্ত) জ্ঞানলাভ করিয়াছেন—সেই জ্ঞানিগণ।

এই অব্যয় পদ (এই unchangeable absolute স্বরূপ) লাভ করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বনীয়, তাহা এই কয়টী শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি। প্রথম দৃঢ় অসঙ্গরূপ শস্ত্রের দ্বারা সংসার বৃক্ষ ছেদন করিয়া তৎ পদ লাভের উপযুক্ত মার্গ অবলম্বন জন্য অনন্য অব্যভিচারি ভক্তিযোগে পরম পুরুষের শরণ লইয়া অমানিত্বাদি জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইবে। এই জ্ঞানে নিষ্ঠা হেতু ক্রমে অজ্ঞান সম্পূর্ণ দূর হইলে, তবে সেই অব্যয় পদ লাভ হইবে। পূর্ব্বে গীতা (১০।১০-১১) শ্লোক হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়।

শ্রুতিতে আছে (কঠ উপঃ ৪।১)—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীর প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ। এজন্য আমরা বহির্মুখে বা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করি, অন্তরাত্মাকে দেখি না। কদাচিৎ কোন ধীর জ্ঞানী বিষয় হইতে চক্ষুকে বিনিবৃত্ত করিয়া অমৃতত্ব ইচ্ছা করিলে প্রত্যগাত্মাকে দেখিতে

পান। নিরোধ শক্তি দ্বারা চিত্তের বহিঃ বা অধঃ স্রোত রুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করিতে পারিলে, আত্মাবলোকন সিদ্ধ হয়। সংসারের প্রতি আসক্তি দূর করিতে পারিলে, বৈরাগ্য-বলে-সংসার বৃক্ষ ছিন্ন হয়, এবং আত্মাভিমুখে গতি হয়।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ ৬

—:০:—

সূর্য্য বা শশাঙ্ক অথবা পাবক,
নাহি হয় কভু যার প্রকাশক,
ফিরিতে না হয় যেথা গেলে আর,
সেই ধাম হয়, পরম আমার॥ ৬

৬। সূর্য্য বা শশাঙ্ক……যার প্রকাশক।—সর্ব্ব-অবভাসক-শক্তিমান্ সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ ও অন্য সকলের প্রকাশক হইয়াও যাহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না (শঙ্কর)। সেই আত্ম-জ্যোতিঃ বা পরম ধাম বা মদীয় পরমজ্যোতিঃ সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির প্রকাশক। সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নির জ্যোতিঃ জড়ের প্রকাশক মাত্র,—তাহারা জ্ঞানজ্যোতির প্রকাশক নহে। জ্ঞানজ্যোতিঃ দ্বারাই সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি প্রকাশিত হয়। জ্ঞান অন্তর ও বাহ্য সমুদায়ের প্রকাশক। সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি বিষেয়ন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-বিরোধী তমঃ দূর করিয়া বাহ্যবিষয় আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে পারে মাত্র। তাহারা সেই পরম পদকে প্রকাশ করিতে পারে না। সেই প্রকাশের বিরোধী অনাদি কর্ম্ম বাসনা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত অসঙ্গ-শাস্ত্রের দ্বারা তাহার উচ্ছেদ করিলে সেই পরমপদ প্রকাশিত হয় (রামানুজ)। সেই পদ সূর্য্যাদি দ্বারা

প্রকাশের অবিষয় বলিয়া তাহা জড় নহে, এবং শীতোষ্ণাদি দোষপ্রসঙ্গ-বর্জ্জিত, ইহাও বুঝিতে হইবে (স্বামী)। সূর্য্য সকলের প্রকাশক ; সূর্য্য অস্ত গেলে, চন্দ্র সকলের প্রকাশক হয় ; সূর্য্য ও চন্দ্র উভয় অস্তমিত হইলে, অগ্নিই তখন বিষয়ের প্রকাশক হয়। ইহারা জড় বস্তুর প্রকাশক। ইহারা সেই পরমধামের প্রকাশক নহে (মধু, কেশব)। সূর্য্যাদি যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না (বলদেব)।

মধুসূদন গিরিকে অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন,—এই পদ বা ধাম জ্ঞেয় না অজ্ঞেয়, এই প্রশ্ন হইতে পারে। জ্ঞেয় হইলে, যাহা জ্ঞাতার সাপেক্ষ হয়, তাহাতে দ্বৈতাপত্তি উঠে। আর তাহা অজ্ঞেয় হইলে, পুরুষার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। এই উভয় আপত্তি খণ্ডন জন্য বলিতে হয় যে, ইহা অপরোক্ষ ; এজন্য জ্ঞেয় বা সূর্য্যাদির জ্যোতিঃ দ্বারা ভাস্য নহেন ও ইহা অপরোক্ষ হেতু সকলের বা সমুদায় 'জ্ঞেয়' বস্তুর অবভাসক।"

শ্রুতিতে আছে—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

(কঠ উপঃ ৫।১০ মুণ্ডক উপঃ ৩।২।১০ শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।১৪)

ইহার অর্থ এই যে সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র তারকা, এই বিদ্যুৎ কেহই কিরণ দেয় না, অগ্নি কিরূপে কিরণ দিবে ? অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র তারকা বিদ্যুৎ বা অগ্নি কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; সমুদায় বস্তু তাঁহার প্রকাশেই অনুপ্রকাশিত ; তাঁহারই দীপ্তিতে সকলেই প্রকাশ পাইতেছে। এই স্বপ্রকাশ সর্ব্বপ্রকাশক "পদ" কি ? কঠোপনিষদ বলেন,—ইহা আত্মস্থ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। মুণ্ডক উপনিষদ বলেন,—ইহা আনন্দস্বরূপ অমৃত শুভ্র সর্ব্বজ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ নিষ্কল ব্রহ্ম।—

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং (মুণ্ডক, ২।২।১১)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন, তিনি—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।" (৫।১৯) তিনিই বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদ্ 'জ্ঞ'-স্বরূপ জগতের ঈশ, অমৃতের পরম সেতু।

পূর্ব্বে (১৩।১৭ শ্লোকে) ব্রহ্মতত্ত্ব-বিবৃতি প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ।" উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ভগবান্ পরে বলিয়াছেন—

"যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥"
(গীতা, ১৫।১২)।

এইরূপে ব্রহ্ম-জ্যোতিতে বা পরমেশ্বরের তেজ দ্বারা জগতে সূর্য্যাদি সমুদায় জ্যোতিষ্ক মণ্ডল প্রকাশিত হইয়া অন্য বস্তুকে প্রকাশ করে। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। যেমন 'বায়োস্কোপ' যন্ত্রে প্রথমে পশ্চাদ্বর্ত্তী উজ্জ্বল আলোকে সম্মুখস্থ ছবি প্রভাসিত হয় এবং বাহিরের পটে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশিত হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকাশস্বভাব ব্রহ্ম জ্যোতিতে প্রভাসিত হইয়া, সেই ব্রহ্মরূপ অব্যক্ত আধারে ঈশ্বরজ্ঞানে কল্পিত ও সৃষ্ট জগৎ আমাদের চিত্তপটে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এইরূপে এই ব্রহ্মজ্যোতিই সমুদায় জগতের প্রকাশক হন। কিন্তু তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না।

ফিরিতে না হয় যেথা গেলে আর।—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।" (১৫।৪)। ইহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (গীতা, ৮।১৬)।

কিন্তু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন পুনরাবর্ত্ততে।" (ছান্দোগ্য ৮।১৫ এবং বৃহদারণ্যক, ৬২।১৫ দ্রষ্টব্য)।

আমরা পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের দেবযানে গতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি যে, যাঁহারা দেবযানে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, তাঁহারা সেখানে জ্ঞান লাভ করিয়া ক্রমে মুক্ত হন। ইহা ক্রমমুক্তির পথ। কিন্তু যাঁহারা এই লোকেই জ্ঞান দ্বারা সেই ধাম প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের সদ্যোমুক্তি হয়।

ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।"

(বৃহদারণ্যক, ৪।৪·৬)।

যাহা হউক যে অবস্থায় যেখানে জ্ঞান প্রাপ্তি হেতু অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়, ও সেই ধাম বা পদ প্রাপ্তি হয়, তখনই পুনরাবর্ত্তনের নিবৃত্তি হয়,—সংসার-বৃক্ষ অশেষরূপে ছিন্ন হয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

(শ্বেতাশ্বতর উপঃ ৬।১৫)।

সেই ধাম পরম আমার।—সেই ধাম বা পদ আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম (শঙ্কর)। সেই পরম ধাম বা জ্যোতিঃ আমার বিভূতি-ভূত, আমার অংশ (রামানুজ)। সেই ধাম বা স্বরূপ আমার পরম (স্বামী)। তাহা আমার অর্থাৎ বিষ্ণুর পরম বা উৎকৃষ্ট স্বরূপাত্মক পদ (মধু)। তাহা আমারই স্বরূপ। পরম অর্থাৎ শ্রীমৎ: স্বপ্রকাশ চিদ্‌ বিগ্রহ লক্ষ্মীপতি আমিই 'পদ'-শব্দ-বাচ্য (বলদেব)। তাহা আমার উৎকৃষ্ট গৃহরূপ (বল্লভ)। সেই জ্যোতিঃস্বরূপ পরম পদ। তাহা পরম ব্রহ্মও নহে ও তাহা হইতে অত্যন্ত ভিন্নও নহে; কিন্তু তাহা আমারই শক্তিরূপ অংশ (কেশব)।

পূর্ব্বে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে 'পরমব্রহ্ম' 'পরমধাম' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যম্ আদিদেবমজং বিভুম্॥
আহুস্তামৃষয়ঃ সর্ব্বে......(১০।১২-১৩)

ভগবানের বিশ্বরূপদর্শন করিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

(গীতা—১১।৩৮)।

ভগবান্ পূর্ব্বে এই পরমধামের কথাও বলিয়াছেন—

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" (৮।২০-২১)।

অতএব এই যে পরম ধাম—ইহা পরব্রহ্মের স্বরূপ, অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত শান্ত শিব অদ্বৈত নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ। এই পরম ব্রহ্মই পরমেশ্বরের পরম ধাম। পরম পুরুষের যে পরম ভাব—ভূতমহেশ্বর-ভাব (গীতা ৮।১১)। তাহা নির্গুণ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য তাহা পরমেশ্বরের পরম ধাম। পরব্রহ্মের সহিত পরমেশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ধাম অর্থে নিবাসস্থান বা গৃহ। উপনিষদেও ধাম শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা "ইন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম।" (কৌষীতকী উপ ৩।১)।' "আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উপঃ ২।৫)। অতএব "পরম ব্রহ্মরূপ পরম ধামেই ভগবান্ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সেই ব্রহ্মেরই "প্রতিষ্ঠা" হন। ভগবান্ যেমন আমাদের পরম ধাম, সেইরূপ পরম ব্রহ্ম ভগবানের পরম ধাম।

৭ ৮ এই শ্লোক সম্বন্ধে—শঙ্কর বলেন,—"গমন ও আগমন পরস্পর

আপেক্ষিক। গমনের পর আগমন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কিরূপে বলা যায় যে সেই ধামে গতি হইলে আর আগমন হয় না? ইহারই উত্তরে এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে তাহার কারণ উক্ত হইয়াছে।" মধুসূদনও বলেন,—"গমন হইলেই আগমন অবশ্যম্ভাবী। গমন হইবে, অথচ আগমন হইবে না, ইহা পরস্পর বিরুদ্ধ। কেন না শাস্ত্রে আছে—

"সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্॥"

যদি বলা যায় যে, অনাত্মবস্তুর আত্মপ্রাপ্তিতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, তাহাও সঙ্গত নহে। কেন না শ্রুতিতে আছে—

"যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সৌম্যতদা সম্পন্নো ভবতি..."
(ছান্দোগ্য উপঃ ৬।৮।১)

অতএব আত্মস্বরূপ প্রাপ্তি হইলেও পুনরাবৃত্তি হয়, নতুবা সুষুপ্তি অবস্থায় মুক্তত্ব প্রাপ্তিতে আর পুনরাবৃত্তি হইত না। অতএব আত্ম-প্রাপ্তিতে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, ইহা বলা যায় না। এই অপুনরাবর্ত্তন ঔপচারিক, ইহাও বলা যায় না। এইরূপ আপত্তির উত্তর এই যে, জীব তাহার গন্তব্য ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই গতি ঔপচারিক মাত্র। অজ্ঞান হেতুই জীবের সহিত ব্রহ্মের ব্যবধান হয়। কেবল জ্ঞান দ্বারা সেই ব্যবধান দূর হয়। এই ব্যবধান দূর করাকে ঔপচারিক ভাবে 'গতি' বলা হইয়াছে।

স্বামী বলেন,—'যদি ভগবানের সেই পরম ধাম প্রাপ্তি হইলে আর নিবর্ত্তন না হয়, তবে যখন সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে সকলে সেই ধাম প্রাপ্ত হয়—শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তখন আবার কিরূপে পুনরাবর্ত্তন হেতু জীব সংসারী হয়; শ্রুতিতে ত আছে—

"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি।"
(ছান্দোগ্য উপঃ ৬।৯।২)।

এই আশঙ্কা নিবারণ জন্য এই শ্লোক হইতে সাতটি শ্লোকে জীবের সংসারিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহা হউক, গমন ও প্রত্যাগমন যে আপেক্ষিক, এবং স্বীয় ধামে গমন হইলেও যে প্রত্যাগমন সম্ভব, এ সন্দেহ নিরর্থক। এস্থলে, ইহা বলা যাইতে পারে যে, "সঙ্গহেতু এই অব্যয় অশ্বত্থে বদ্ধ হইয়া জীব পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন করে, বা সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সেই অব্যয় অশ্বত্থকে ছেদন পূর্ব্বক পরমেশ্বরের শরণ লইয়া, সেই পরম ধামে অনুসন্ধানের পর উহা প্রাপ্ত হইলে, আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। মুক্তির পূর্ব্বে কেন জীব সংসারে বদ্ধ থাকে, কেন পুনঃ পুনঃ তাহাকে সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহারই কারণ এক্ষণে পরবর্ত্তী শ্লোক হইতে উক্ত হইতেছে।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

—:•:—

জীবলোকে আমারই অংশ সনাতন,
জীবভূত,—প্রকৃতিতে হইয়া সংস্থিত
করে মন আদি ছয় ইন্দ্রিয়ে কর্ষণ ॥ ৭

এই লোকে আমারই অংশ…জীবভূত।—পরমাত্মা—আমারই অংশ—ভাগ বা অবয়ব কিংবা একদেশ—এই জীবগণের লোকে বা সংসারে জীবভূত—কর্ত্তা ভোক্তৃরূপে প্রসিদ্ধ, তাহা সনাতন। যেমন জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে সূর্য্যের অংশ বলা যায়, এবং জলের অভাব হইলে—সেই বিম্বরূপ সূর্য্যাংশ সূর্য্যেতেই যায়, আর নিবর্ত্তন করে না, সেইরূপ (চিত্তরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত) জীবস্বরূপ পরমাত্মার অংশ (সেই

উপাধির বিনাশে) সেই আমাতেই সংগত হয়। অথবা ঘটাদি উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যে ঘটাকাশ প্রভৃতি আকাশের অংশ, তাহা ঘটাদিরূপ উপাধির বিনাশে যেমন সেই আকাশকে পাইয়া আর নিবর্ত্তিত হয় না, সেইরূপ উপাধির বিনাশে জীব সেই পদকে প্রাপ্ত হইয়া আর নিবর্ত্তিত হয় না। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরমাত্মা নিরবয়ব; অতএব তাঁহার অংশ, অবয়ব বা একদেশ কিরূপে সম্ভব? তিনি সাবয়ব হইলে ত অবয়ব বিভাগ হেতু বিনাশী হইতেন? ইহার উত্তর এই যে, অবিদ্যাকৃত উপাধি পরিচ্ছেদ দ্বারা এই অংশ বা অবয়ব কল্পিত হয় বাস্তবিক পরমাত্মা নিরংশ, নিরবয়ব (শঙ্কর)।

অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যা-আবরণে আবরিত জীবের অবিদ্যা-তিরোধানে তাহার যে প্রকৃত স্বরূপ, তাহাই আমার অংশ এবং তাহা সনাতন। তাহাই জীবভূত হইয়া এই জীব-লোকে দেবমনুষ্যাদি শরীরস্থ হইয়া বর্ত্তমান। ভগবানের যে অংশ জীবভূত থাকে, তাহার জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি সঙ্কুচিত (রামানুজ)।

আমারই সনাতন অংশ অবিদ্যা দ্বারা জীবভূত হইয়া সংসারী হয় (স্বামী)। আমারই একদেশ জীবলোকে বা প্রাণি-সমূহে জীবভূত বা ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে সনাতন (হনু)। জীবলোকে মৎক্রীড়ার্থ প্রকটিত জীবভূত আনন্দাংশ—ক্রীড়ারসভোগার্থ ও সেবারস-অনুভবার্থ—জীবত্ব লক্ষণ—আমারই অংশ সনাতন বা সদা আমাতে বিদ্যমান (বল্লভ)। আমি পরমাত্মা নিরংশ হইলেও মায়া দ্বারা কল্পিত অংশের ন্যায় আমার অংশ সংসারে প্রাণধারণ উপাধি দ্বারা জীবভূত কর্ত্তা ভোক্তা সংসারিরূপে প্রসিদ্ধ। তাহা সনাতন, উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহা পরমাত্ম-স্বরূপ। বুদ্ধিরূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হেতু জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হয়, ঘটরূপ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশাংশ যেমন ঘটনাশে মহাকাশে প্রতিগমন করে, সেইরূপ জীব উপাধিনাশে ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হইলে

আর পুনরাগমন করে না। তখন উপাধি নাশে ভেদ ভ্রম নিবৃত্ত হয়; কিন্তু পূর্ব্বে সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে যে জীবের ব্রহ্মরূপ প্রাপ্তি উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অজ্ঞান বীজ ভাবে থাকে বলিয়া, আবার নিবর্ত্তন হইতে পারে। জ্ঞান দ্বারা সে অজ্ঞানের নাশ হইলে—কারণাভাবে আর কার্য্যের উৎপত্তি হয় না—এজন্য তখন আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। (মধু)।

ব্রহ্মের সহিত জীবের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রতিবিম্ব ও অবচ্ছেদ-বাদ প্রচলিত আছে। প্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—জলবিম্বিত সূর্য্যবিম্ব জলের নাশে—যেমন সূর্য্যে মিলিত হয়, সেইরূপ চিত্ত-নাশে চিত্তে প্রতিবিম্বিত জীব বা ব্রহ্মাংশ ব্রহ্মে মিলিত হয়। অবচ্ছেদ-বাদ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত,—ঘট-উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ঘটাকাশ যেমন ঘট-নাশে মহাকাশে মিলিত হয়, সেইরূপ উপাধি-নাশে জীব ব্রহ্মে মিলিত হয়। এই জন্য এ অবস্থায় আর উপাধি যুক্ত হইতে হয় না বলিয়া, পুনরাবর্ত্তনও হয় না (গিরি)। "যে জীব সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করে না, তাহার স্বরূপ কি, ইহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে। সেই জীব সর্ব্বেশ্বর আমারই অংশ, তাহা ব্রহ্মা রুদ্রাদি ঈশ্বরের অংশ নহে। তাহা সনাতন, ঘটাকাশাদিবৎ কল্পিত নহে। যাঁহারা বলেন যে, ঘটাকাশ বা সূর্য্যপ্রতিবিম্বের ন্যায় জীবব্রহ্মই,কেবল অন্তঃকরণ দ্বারা অবচ্ছেদহেতু বা অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্রহ্ম জীবরূপ হন, আর সেই ঘট বা জলনাশে যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন বা জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ, মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণ নাশে জীব ব্রহ্ম হন,—তাঁহাদের কথায় সার নাই। (বলদেব)। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পরমধামশব্দে সম্পূর্ণ জ্ঞানশালী এবং অসংসারী আমার শক্তিরূপ অংশের কথা বলা হইয়াছে! তাহা হইলে সংসারে বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ জ্ঞান জীব কাহার অংশ, এই প্রশ্ন হইতে পারে। ইহার উত্তর এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"মমৈবাংশঃ" প্রাণোপাধিযুক্ত জীব আমারই অংশ, তাহা স্বতন্ত্র নহে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"প্রকৃতিং বিদ্ধি

মে পরাম্। জীবভূতাম্।' শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ থাকিলেও শক্তির পৃথক স্থিতি অসম্ভব বলিয়া ভেদাভেদ-বাদ সিদ্ধ হয়।

(বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্ত জীব ভগবানের স্বরূপশক্তি)।

কেহ কেহ বলেন জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই; অবিদ্যারূপ উপাধি হেতু তাহার জীবত্ব। "সনাতন" এই বিশেষণদ্বারা এই মত খণ্ডিত হইতেছে।

যাহা প্রতিবিম্ব বা অবচ্ছিন্ন, তাহা কখনও সনাতন হইতে পারে না। উপাধি হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রতিবিম্ব অনাদি হইতে পারে না। আরও সাবয়ব উপাধিতেই প্রতিবিম্বপাত দৃষ্ট হয়। নিরবয়ব উপাধিতে তাহা হয় না। বুদ্ধিরূপ উপাধি নিরবয়ব হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। উপাধি সাবয়ব হইলে শ্রুতিতে উক্ত উপাধিযুক্ত আত্মার অণুত্ব-সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। শ্রুতিতে আছে—"অণুর্বাহ্যেষ আত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ ইত্যাদি। সুতরাং প্রতিবিম্ববাদ সিদ্ধ হয় না। (কেশব)।

নির্ব্বিশেষ চিদেকরস ব্রহ্মস্বরূপ আমারই অবিদ্যা-কল্পিত অংশ বা ভাগ এই জীব,এই জীবলোকে বা ক্ষেত্রে জীবভূত হইয়া নামরূপ বিস্তারের জন্য ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াছে। অর্থাৎ প্রমাতা হইয়া আছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিরবয়ব নিষ্কল ব্রহ্মের অংশাংশিত্ব কল্পনা কিরূপে সম্ভব, ইহার উত্তরে ঘটাকাশাদির ন্যায় অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা ইহা সম্ভব বলা যায়। বস্তুতঃ এই অংশাংশি ভাব সত্য নহে। ইহা কল্পিত। আরও প্রশ্ন হইতে পারে যে, অসঙ্গ ব্রহ্মের উপাধি-সঙ্গ কিরূপে হয়, ইহার উত্তর এই যে, অধ্যাস হেতু এই সঙ্গ কল্পিত হয়। জীব ব্রহ্ম বলিয়াই সনাতন,—নিত্য। (শঙ্করানন্দ)

সূর্য্যাদির দ্বারা অপ্রকাশিত জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবান্ আপনাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। তবে ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ তাঁহার ক্ষেত্ররূপে নির্ণীত ঘটাদি প্রকাশে সূর্য্যাদির প্রকাশকতা কিরূপে দৃষ্ট হয়? এই প্রশ্নের সমাধানে

পরবর্ত্তী শ্লোকত্রয় উল্লিখিত হইয়াছে। জগতের স্রষ্টা ভগবান্ বহুশরীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ' 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইত্যাদি শ্রুতি। ঈশ্বরই শরীর ধারী। শ্রুতিতে আরও আছে যে, কি উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব? আর কিবা প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিব? ইহা মনন করিয়া ঈশ্বর প্রাণ সৃষ্টি করেন। অতএব প্রাণধারণ উপাধির দ্বারা ঈশ্বরই উৎক্রমণ করেন এবং শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই দুই হেতুতে জীবলোকে সংসারে জীবভাব সনাতন বা নিত্যভাব অর্থাৎ সদা একরূপ আমিই। যেমন অগ্নি হইতে বহু স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ এক পরমাত্মা হইতে বহু আত্মা প্রকাশিত হয়। এই শ্রুতিবাক্য হইতে জীবের সহিত ভগবানের অংশাংশিভাব জানা যায়। যদিও বহ্নিতে স্বগত পরিমাণ ও ভেদ নাই, তথাপি উপাধি জন্য ভেদাদির উপচার হয়।

এইরূপ 'অস্থূল' 'অনণু' 'অদীর্ঘ' 'অহ্রস্ব' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে সর্ব্ববিধ পরিমাণশূন্য ব্রহ্মে "আমার অংশ" এইরূপ অংশাংশিভাবে অল্পত্ব অণুত্ব মহত্ত্ব ভাবে ভেদ ঔপাধিক বা ঔপচারিক। অতএব স্বরূপতঃ জীব ব্রহ্মই—ব্রহ্মের অংশ নহে। (নীলকণ্ঠ)

উক্তরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই শ্লোকে ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে যে জীবতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শঙ্করাচার্য্য, গিরি, মধুসূদন প্রভৃতি অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে জীবব্রহ্মে ঐক্য-বাদ বা অভেদবাদ স্থাপন করিতে গিয়া যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। পক্ষান্তরে রামানুজ, বলদেব প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ ও দ্বৈতবাদ মতে জীবব্রহ্মে ভেদাভেদবাদ বা ভেদবাদ সমর্থন করিতে গিয়া যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

অন্যদিকে নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ এই উভয়বাদের কতকটা সামঞ্জস্য করিতে গিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ব্যবহারিক অর্থে জীবব্রহ্মভেদবাদ সত্য হইলেও পারমার্থিক অর্থে অভেদবাদই স্বীকার্য্য। ইহা আমরা দেখিয়াছি। এই সকল বিভিন্নবাদের মূল শ্রুতি।

শ্রুতি হইতে ভেদবাদ ও অভেদবাদ উভয়ই পাওয়া যায়। ইহা আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে 'তত্ত্বমসি' 'সোঽহং' "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি অদ্বৈত বাদ-মূলক মহাবাক্য-সকলের বিভিন্নবাদিগণ স্বস্ব পক্ষ স্থাপন জন্য বিভিন্ন অর্থ করেন। এস্থলে সে অর্থ বিচারের প্রয়োজন নাই। জীব ব্রহ্মে অভেদবাদ স্থাপন জন্য যেমন প্রতিবিম্ববাদ ও অবচ্ছেদবাদ প্রচলিত আছে, ভেদবাদ স্থাপনের জন্য সেইরূপ বিম্ববাদও প্রচলিত আছে।

এইস্থলে গীতা হইতে বুঝা যায় যে, এইলোকে জীবগণ ভগবানের সনাতন জীবভূত অংশ। কিন্তু এই জীবভূত অংশ কি? শঙ্কর বলিয়াছেন যে, এই অংশাংশি ভাব অবিদ্যামূলক; ইহা পারমার্থ তত্ত্ব নহে। কিন্তু গীতা হইতে ইহা ঠিক বুঝা যায় না। ভগবান্ পূর্ব্বে (৭।৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—যে জীবভূত হইয়া যাহা এ জগৎ ধারণ করে, তাহা তাঁহার পরা প্রকৃতি। আর যে প্রকৃতি বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও পঞ্চমহা-ভূতরূপে অষ্টধা বিভক্ত, তাহা তাঁহার অপরা প্রকৃতি। এই পরা ও অপরা প্রকৃতি উভয়ে ভূতযোনি মাত্র (৭।৬)। তাহাতে বা মহদ্‌যোনি প্রকৃতিতে ভগবান্ বীজ নিষেক করিলে, তবে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (১৪।৩)। উক্ত ৭।৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভগবানের যে পরাপ্রকৃতিরূপ অংশ জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে, তাহা প্রাণ। (প্রাণসংজ্ঞকো জীবঃ—ইতি মৈত্রায়ণী শ্রুতিঃ ৬।১৯)। তাহাতে ভগবান্ আত্মা-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হন, ও আত্মা-রূপ বীজ নিষেক করেন, তাহাতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়।

শ্রুতিতে আছে—

"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।"

(ছান্দোগ্য উপঃ ৬।৩।২)

ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুর উপাখ্যানে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের ব্যাখ্যায় উক্ত হইয়াছে, "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সতঃ আগচ্ছামঃ।" (৬।১০।২) আরও উক্ত হইয়াছে, "স এষ (সংসার বৃক্ষঃ) জীবেন আত্মনা অনুপ্রভূতঃ (রসং) পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি।" (৬।১১।১)।

কঠোপনিষদেও আছে—

"য ইমং মধ্বদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ।

ঈশানং ভূতভাব্যস্য ন ততোবিজুগুপ্‌সতে।

এতদ্বৈতৎ॥" (৪।৫)।

(আত্মানং জীবং—অর্থাৎ প্রাণাদিকলাপের ধারয়িতা জীব-আত্মা-শাঙ্করভাষ্য) অতএব আমরা বলিতে পারি যে ভগবানের এই জীবভূত অংশ প্রাণরূপ পরাপ্রকৃতি। যাহা জীবাত্মা—তাহা পুরুষ এই প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। তাহাই এই জীবভূত পরাপ্রকৃতিতে ও সূক্ষ্মশরীররূপ অপরা-প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট। গীতায় আছে,—'অহমাত্মা গুড়াকেশঃ সর্ব্ব-ভূতাশয়স্থিতঃ (১০।২০) জীব বহুক্ষেত্রে বহু। কিন্তু জীবাত্মা-ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ এক—তাহা ব্রহ্ম। জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া গেলে—জীবত্বরূপ পরিচ্ছেদ দূর হইলে, জীবাত্মা—পরমাত্মা-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়—তখন জীবাত্মায় ও ব্রহ্মে ভেদ থাকে না। অতএব জীব ভাবে বহু, কিন্তু জীবাত্মা এক। তাহা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে। (এই তত্ত্ব পূর্ব্বে ১৪।৩ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। পরে বিশেষভাবে আমরা আবার এ তত্ত্বের উল্লেখ করিব।)

প্রকৃতিতে হইয়া সংস্থিত...কর্ষণ।—এই জীব সংসারে কিরূপে

প্রবেশ করে, এবং কি ভাবে উৎক্রান্ত হয়, তাহা বলা হইতেছে। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের ষষ্ঠ মন এই পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টিকে আমার জীবভূত অংশ আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—প্রকৃতিস্থ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের স্বস্ব স্থানে—চক্ষুর্গোলক কর্ণচ্ছিদ্র প্রভৃতি প্রকৃতিতে স্থিত (শঙ্কর)। দেবমনুষ্যাদিরূপে প্রকৃতির পরিণামভূত যে শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের প্রেরক মন—এই ছয়কে কর্ম্মানুসারে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করে (রামানুজ)। যে সকল জীবের অজ্ঞান দূর হয় নাই, তাহারা যখন প্রলয়ের পরে এই জগৎ ব্যক্ত হয়, তখন প্রকৃতিতে স্থিত স্বীয় উপাধিভূত ইন্দ্রিয়গণকে ও মনকে আকর্ষণ করে (স্বামী)। এস্থলে ইন্দ্রিয়পদ দ্বারা প্রাণ সকলও উপলক্ষিত হইয়াছে (শঙ্করানন্দ)। সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে জীব আত্মস্বরূপে অবস্থান করিলেও তাহার জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থায় ও প্রলয়ান্তে কেন পুনরাবর্ত্তন হয়, তাহা বলা হইতেছে। মন ও পঞ্চইন্দ্রিয় আত্মার বিষয় উপলব্ধি করিবার করণ। (মন অন্তঃকরণ, আর পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় বহিঃকরণ)। তাহাই লিঙ্গ। যখন জাগ্রৎরূপ অবস্থায় ভোগজনিত কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তখন এই লিঙ্গ প্রকৃতিতে বা অজ্ঞানে সূক্ষ্মরূপে বা বীজভাবে অবস্থিত থাকে। পুনর্ব্বার যখন জাগ্রৎ বা স্বপ্ন অবস্থায় ভোগজনক কর্ম্মের উদয় হয় বা কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হয় তখন ভোগার্থ আত্মা এই লিঙ্গকে আকর্ষণ করেন। অজ্ঞান বশতঃই আত্মা প্রকৃতি হইতে বিষয়গ্রহণ যোগ্য লিঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। অজ্ঞান দূর হইলে আর আত্মা এই লিঙ্গকে আকর্ষণ করেন না (মধু)।

প্রকৃতিস্থ—অর্থাৎ প্রকৃতির বিকারভূত অহঙ্কারের কার্য্য। মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য আর চক্ষুপ্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় রাজস অহঙ্কারের কার্য্য। জীব ইহাদের আকর্ষণ করে অর্থাৎ পদে শৃঙ্খলের

মত বহন করিয়া থাকে (বলদেব)। জীব অনাদি কর্ম্মবশে বিষয়-বাসনাসক্ত হইয়া প্রকৃতিকার্য্য অহঙ্কারে লীনভাবে স্থিত ও নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যথাকালে উদ্রিক্ত মন ও পাঁচইন্দ্রিয়কে ভোগসাধনার্থ আকর্ষণ করে (কেশব)।

ভগবানের আত্মা-রূপ ভাব বা অংশ কিরূপে জীবভূত হয়, তাহাই এস্থলে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এই আত্মা-রূপ ভাব অনাদিকাল হইতে জীবভূত হইয়া আছে; এজন্ত ইহা সনাতন। এই আত্মা জীবভূত হইবার জন্য ভগবানের পরা প্রকৃতি বা মুখ্য প্রাণের সহাতায় তাঁহার অপরা প্রকৃতি হইতে, সেই প্রকৃতিতে স্থিত যে মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহা-দিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হন। এস্থলে মন অর্থে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন—বা অন্তঃকরণ আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—বহিঃকরণ। ইহারা বাহ্য বিষয়-জ্ঞানের কারণ। ইহা অপরা প্রকৃতির অংশ,—সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-শরীরের অন্তর্গত। সংসার অনাদি হইলেও প্রতিকাল্পিক সৃষ্টির আদি কল্পনা করিয়া সেই সৃষ্টির প্রারম্ভে সেই অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা মায়া-শক্তি হেতু অজ্ঞানযুক্ত হইয়া বিভক্তের ন্যায় হইয়া বহু হন ও বিভিন্ন লিঙ্গ-শরীরে আত্মা-রূপে অধিষ্ঠিত হন। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্রযুক্ত হন, বা পুরুষ প্রকৃতিস্থ হন। এইরূপে পুরুষের বা জীবাত্মার সন্নিধি বা অধিষ্ঠান হেতু সেই লিঙ্গ-শরীর বা লিঙ্গ-শরীরস্থ অন্তঃকরণ চেতনাযুক্ত হয়, বা জ্ঞ-স্বরূপ আত্মার চৈতন্য লিঙ্গ-দেহে প্রতিফলিত হইয়া তাহা চেতনবৎ হয় (সাংখ্য-কারিকা ২০)। এবং লিঙ্গ-শরীরে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব হেতু তাঁহাতে জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব হয়। আত্মাতে সেই ভাবের অধ্যাস বা প্রতিবিম্ব হেতু, আত্মা আপনাকে জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা বোধ করিয়া, ও এইরূপে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাত্মা হয়। এই অন্তঃকরণে যে আত্মার সন্নিধি হেতু চেতনত্ব এবং জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তার ভাব, তাহাই জীবভাব। আত্ম-চৈতন্য প্রতিবিম্বযুক্ত চিত্তই জীব। আত্মাতে

চিত্তের প্রতিবিম্ব হেতু আত্মাও এই জীবভাব যুক্ত হয়। এইরূপে ও লিঙ্গ দেহ যোগে ভগবানের আত্মারূপ অংশ বা ভাব জীবভূত হয় এবং জীবভূত হইবার জন্য—এই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবযুক্ত হইবার জন্য—আত্মা প্রকৃতি হইতে প্রকৃতিস্থ "অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে যুক্ত হন। ইহাই আত্মার জীবভূত হইবার হেতু। ভগবান্ কর্ত্তৃক "আত্ম-রূপ বীজ নিষেক হেতু পরা ও অপরা প্রকৃতি রূপ যোনি—মহদ্‌ব্রহ্ম হইতে, সেই প্রকৃতিস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া—সর্ব্বজীবের বা জীবভাবের উৎপত্তি তাহাই ভগবানের আত্মা-রূপ ভাব বা অধ্যাত্ম ভাবই "স্বভাব"।—(গীতা ৮।৩)।

এই জীবভাব জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তাভাব হইলেও প্রধানতঃ তাহা জ্ঞাতা' ভাব; অন্তঃকরণে আত্মজ্ঞান ও চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া, তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে বিভক্ত হয়। এই 'জ্ঞেয়' রূপ প্রকাশের জন্যই মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকাশের প্রয়োজন। তাই ভগবানের এই জীবভাবযুক্ত অংশ প্রকৃতিস্থ জ্ঞান ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া লয়—এই তত্ত্ব আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি।

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮

ঈশ্বর শরীর যবে করয়ে গ্রহণ,
কিম্বা করে ত্যাগ; যায় ল'য়ে ইহাদের—
বায়ু যথা গন্ধ লয় আধার হইতে ॥ ৮

ঈশ্বর. দেহাদি সংঘাতের স্বামী—জীব (শঙ্কর, মধু)। ইন্দ্রিয়-

গণের ঈশ্বর (রামানুজ)। দেহাদির ঈশ্বর (স্বামী, কেশব)। দেহ-ইন্দ্রিয়াদির স্বামী জীব (বলদেব)।

করয়ে……ত্যাগ—যেইকালে পূর্ব্ব শরীর হইতে শরীরান্তর প্রাপ্ত হয় (শঙ্কর, মধু)। যে শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং যে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (রামানুজ, কেশব)। যখন কর্ম্মবলে শরীরান্তর প্রাপ্ত হয়, এবং যে শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (স্বামী)। যখন পূর্ব্ব শরীর হইতে অন্য শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং যখন প্রাপ্ত শরীর হইতে উৎক্রমণ করে (বলদেব)।

যায় লয়ে ইহাদের—এই মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া সম্যক্ গমন করে (শঙ্কর)। সূক্ষ্ম ভূতসহ এই ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া প্রয়াণ করে (রামানুজ, বলদেব)। পূর্ব্ব শরীর হইতে এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া সেই শরীরান্তর সম্যক্ প্রাপ্ত হয় (স্বামী, কেশব)। এই ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিয়া সম্যক্ অর্থাৎ পুনরাগমন রহিতভাবে গমন করে (মধু)।

বায়ু যথা…হইতে—গন্ধের আশয় বা স্থান পুষ্পাদি (শঙ্কর)। বা স্রক্ চন্দন কস্তূরী প্রভৃতি (রামানুজ)। ঐ সকল হইতে তাহাদের গন্ধাত্মক সূক্ষ্ম অংশ লইয়া যেমন গমন করে (স্বামী, মধু)।

শঙ্কর ও মধুসূদন বলেন যে, পূর্ব্ব শ্লোকে যে 'মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করা উক্ত হইয়াছে, কোন্‌কালে সেই আকর্ষণ করা হয়, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।' স্বামী বলেন—'জীব মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া কি করে, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।'

মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ—আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, এই ক্ষরভূত ভাবের বা জীবভাবের সহিতই মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা সূক্ষ্মশরীর নিত্য সম্বন্ধ। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ দ্বারা সর্ব্ব সত্তার বা সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। সেই ভূতভাব বা জীবভাব—মুক্তিপর্য্যন্ত স্থায়ী।

প্রলয় অবস্থায় সেই সর্ব্বজীব ভগবানের মূল প্রকৃতিতে বা অব্যক্তে বিলীন থাকে, এবং সৃষ্টিকালে, সেই অব্যক্ত হইতেই তাহাদের উদ্ভব হয় গীতা ৮।১৮।১৯। যতদিন এই জীবভাব থাকে, ততদিন আত্মার এই জীবভাবের সহিত সূক্ষ্ম শরীর সংযুক্ত থাকে। সৃষ্টি অবস্থায় জীবের যে পুনঃ পুনঃ জন্ম হয়, বা স্থূল শরীর গ্রহণ হয়, তাহাতে আর সূক্ষ্ম শরীর পুনর্গ্রহণ করিতে হয় না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে এই সূক্ষ্ম শরীরের অষ্টাদশ অবয়ব (সপ্তদশৈকং লিঙ্গং—ইতি সাংখ্যসূত্র)। যথা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম ভূত। অতএব মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এই লিঙ্গ শরীরের অন্তর্গত; সুতরাং সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে আমরা বলিতে পারি, যে যখন জীব স্থূলশরীর গ্রহণ পূর্ব্বক জন্ম গ্রহণ করে, তখন, তাহার সূক্ষ্ম শরীরের উপকরণ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া আসে, আর যখন স্থূল শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক উৎক্রমণ করে, তখন সেই সূক্ষ্ম শরীরের উপকরণ—মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া যায়। স্থূল শরীরের উদ্ভবে এই মন ও ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হয় না, এবং স্থূল শরীর নাশে তাহাদের নাশ ও হয় না।

আমরা আরও বলিতে পারি যে, এস্থলে মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ—সূক্ষ্ম শরীরের উপলক্ষণ মাত্র। তবে এই মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় গ্রহণ ও ভোগ হয় বলিয়া তাহাদের বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ হয়, ইহাদের দ্বারাই আমরা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, পঞ্চ বিষয় গ্রহণ করিয়া জানিতে পারি ও ভোগ করিয়া থাকি। সাংখ্য-কারিকায় (২৮ শ্লোক) আছে।

"শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।'

এই জ্ঞানেন্দ্রিয় বা বুদ্ধীন্দ্রিয়গণ যে বিষয় আলোচনা করে সেই পঞ্চ শব্দাদি বিষয়—বিশেষ ও অবিশেষরূপে দ্বিবিধ।—

'বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি তেষাং পঞ্চ বিশেষাবিশেষ-বিষয়াণি।" (কারিকা ৩৪)

এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। কেন না, মন ও বিষয় গ্রহণের ইন্দ্রিয়-বিশেষ। আমাদের ইন্দ্রিয় দুইরূপ—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন উভয় ইন্দ্রিয়াত্মক। কেন না এই ইন্দ্রিয়গণ মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কারিকার (২৭) আছে,—

"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।"

অতএব মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ ও ভোগ করিবার "করণ।" ইহাদের দ্বারা জীব বিষয় ভোগ করে বলিয়া বদ্ধ থাকে। এজন্য বিশেষ ভাবে মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য, যে এই ইন্দ্রিয়—স্থূল শরীরস্থ ইন্দ্রিয়-গোলক নহে। তাহা সূক্ষ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তি—বা রূপ-রসাদি গ্রহণ-শক্তি। ইহা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-গোলক দ্বারাই প্রবৃত্ত হয়।

উৎক্রমণ তত্ত্ব।—আমরা পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি যে, ভগবানের যে অংশ জীবভূত—এবং যাহা তাঁহার পরা প্রকৃতি, তাহা প্রাণ। সেই প্রাণ দ্বারাই মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম শরীরে সম্বদ্ধ থাকে, এবং উৎক্রমণ-কালে সেই প্রাণই এই ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া প্রয়াণ করে। এই প্রাণই জীবের জন্মগ্রহণকালে সেই ইন্দ্রিয়-গণ সহ জীববীজ মধ্যে থাকিয়া স্ত্রীগর্ভে স্থূল শরীরের বিকাশ করায়। প্রাণ উৎক্রমণ করিলে যে, ইন্দ্রিয় সকল তাহার সহিত উৎক্রমণ করে, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদে ৫।১ অধ্যায়ে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৬।১ অধ্যায়ে বিবৃত আছে। প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেই স্থূল শরীর পচিয়া নষ্ট হয়। "তৎপ্রাণেষু উৎক্রান্তেষু শরীরং শ্বয়িতু-মধ্রিয়ত।" (বৃহদারণ্যক, ১।২।৬)। এই উৎক্রমণতত্ত্ব বৃহদারণ্যকে (৪।৪।২, মন্ত্রে) উক্ত হইয়াছে, যথা—

একীভবতি—ন পশ্যতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি—ন জিঘ্রতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি—ন রসয়তি ইতি আহুঃ,
একীভবতি—ন বদতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি—ন শৃণোতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি—ন মনুতে ইতি আহুঃ,
একীভবতি—ন স্পৃশতি ইতি আহুঃ,
একীভবতি—ন বিজনাতি ইতি আহুঃ,

"তস্য হৈতস্য হৃদয়স্যাগ্রং প্রদ্যোততে, তেন প্রদ্যোতেন এষ আত্মা নিষ্ক্রামতি—চক্ষুষো বা মূর্দ্ধ্নো বা অন্যেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ, তম্ উৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি প্রাণমনূৎক্রমন্তং সর্ব্বে প্রাণাঃ অনূৎক্রামন্তি সবিজ্ঞানো ভবতি সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দর্শন, ঘ্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শক্তি, বাক্‌প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বুদ্ধি সমুদায় লিঙ্গাত্মায় একীভূত হয়, তাহাদের বাহ্য ক্রিয়া থাকে না তখন সেই আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির হৃদয়াগ্র প্রদ্যোতিত হয়। এই প্রদ্যোতন হেতু এই লিঙ্গাত্মা চক্ষু, মূর্দ্ধা প্রভৃতি কোন শরীরের দ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করে, এবং তাহার সহিত প্রাণও উৎক্রান্ত হয়। তখন সেই আত্মা বিজ্ঞানময় হয় অর্থাৎ পরজন্মে যে বিদ্যা কর্ম্ম প্রভৃতির সংস্কার ফলোন্মুখ হইয়া পরজীবন গঠন করিবে, সেই সংস্কার প্রদ্যোতিত হইয়া লিঙ্গাত্মাকে তাহা দ্বারা বিজ্ঞানময় করে। এই বিজ্ঞানময় হইয়াই সে উৎক্রমণ করে।

এই উৎক্রমণ-কালে জীব স্থূল শরীর ত্যাগ করিয়া তদনুরূপ আতিবাহিক সূক্ষ্মভৌতিক দেহ গ্রহণ করে এবং সেই দেহযুক্ত

হইয়া সে দেবযানে বা পিতৃযানে গমন করে। সে দেহ অভিনব, কল্যাণতর, দেবলোকবাসোপযোগী হইলে দৈব, পিতৃলোকবাসোপযোগী হইলে পৈত্র, গন্ধর্ব্বলোকবাসোপযোগী হইলে গন্ধর্ব্ব, ব্রহ্মলোকবাসোপযোগী হইলে ব্রহ্ম বা অন্য কোন লোকে বাসোপযোগী হইলে সেই লোকের অনুরূপ হয় (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৪)। দেবলোক-বাসোপযোগী শরীর আগ্নেয় বা তেজময়, পিতৃলোকে শরীর প্রধানতঃ জলীয়-প্রেতলোকে বাসোপযোগী শরীর বায়বীয়—এইরূপ শরীর-ভেদ আছে। এই স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া এই অভিনব দেহ গ্রহণ সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।৩) উক্ত হইয়াছে—

"তদ্ যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বা অন্যম্ আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি এবমেব অয়ম্ আত্মা ইদং শরীরং নিহত্য অবিদ্যাং গময়িত্বা অন্যং আক্রমম্ আক্রম্য আত্মানম্ উপসংহরতি।"

অর্থাৎ জলৌকা যেমন একতৃণের অন্তঃভাগে গিয়া অন্য এক তৃণ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব তৃণ হইতে নিজ অবয়ব সঙ্কুচিত করিয়া লয়, আত্মাও সেইরূপ এক স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর আশ্রয় করে।

যাহা হউক, এই উৎক্রমণ-তত্ত্ব পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে ইহার বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আতিবাহিক দেহ-সাহায্যে এই উৎক্রমণের পর দিব্যাদি দেহ গ্রহণ পূর্ব্বক পরলোকে বাস, অন্তে কর্ম্মক্ষয়ে আবার এই লোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় বা স্থূল পার্থিব শরীর গ্রহণ করিতে হয়। এই শ্লোকে তাহা উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৪।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায়, আমরা এই পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিরূপে শ্রুত্যুক্ত পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা দ্বারা সেই জন্মতত্ত্ব জানা যায়, সে স্থলে তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই শ্লোক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবাত্মা এইরূপে যখন এক শরীর ত্যাগ করিয়া

অন্য শরীর গ্রহণ করে বা সে শরীর ত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করে, তখনই সে বিষয় গ্রহণ ও ভোগের উপযোগী করণ যে মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় তাহাদিগকে সঙ্গে লয়। যতদিন জীবত্ব থাকে, ততদিন তাহার লিঙ্গশরীর মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয় তাহার সহিত নিত্য সম্বদ্ধ থাকে।

শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯

—:o:—

শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শেন্দ্রিয় রসনা ও ঘ্রাণ,
আর মন,—এ সকলে হ'য়ে অধিষ্ঠিত,
করে সেই উপভোগ বিষয় সকল ॥৯

হ'য়ে অধিষ্ঠিত করে উপভোগ বিষয় সকল।—মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এই প্রত্যেকের ইন্দ্রিয়ের সহিত অধিষ্ঠানপূর্ব্বক বা দেহস্থ হইয়া সেই জীব বিষয়ের উপসেবা করে (শঙ্কর)। মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণকে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক অর্থাৎ তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়-বৃত্তির অনুসরণ করিয়া বিষয়ভোগ করে (রামানুজ)। অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় (স্বামী, মধু)। এই শ্লোকে 'চ' শব্দ দ্বারা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণকেও বুঝাইতেছে (মধু, বলদেব)। উপসেবা করে অর্থাৎ গ্রহণ করিয়া উপভোগ করে (বলদেব)।

গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌ যোনিজন্মসু ॥ (গীতা ১৩।২০-২১)।

অতএব এই শ্লোকে "অয়ং" বা যিনি বিষয় উপসেবা করেন, তিনি এই পুরুষ। ভগবান্ ইহাকে পরে (১৬ শ্লোকে) "ক্ষর পুরুষ" বলিয়াছেন। ভগবানের এই "পুরুষ"ই এই জীবলোকে তাঁহার জীবভূতভাব বলিয়া প্রকৃতির সহিত তাহার সংযোগ হেতু, তাহাতেই জীবত্বের অধ্যাস হয়, তাহাই প্রকৃতিজ গুণসঙ্গহেতু বা লিঙ্গশরীর-সংযোগহেতু স্থূল শরীর গ্রহণ করে ও স্থূল শরীর পরিত্যাগ করিয়া, উৎক্রমণ করে; আবার স্থূল শরীর গ্রহণ করে এবং এইরূপেই সদসদ যোনিতে বার বার জন্ম গ্রহণ করে। এই পুরুষ জীবাত্মা হইলেও ইহা জীব নহে। জীব আত্মাধিষ্ঠিত আত্মচৈতন্য প্রতিবিম্বযুক্ত ও প্রাণ অর্থাৎ জীবনযুক্ত।

কারিকায় আছে—

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥" ৪০

অর্থাৎ এই লিঙ্গ শরীর আদিতে উৎপন্ন ও আমোক্ষ-স্থায়ী। ইহা অপ্রতিহত, নিত্য, ও বুদ্ধি-অহঙ্কারময় দশইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র রূপ অবয়বযুক্ত। ইহাই সংসরণ করে অর্থাৎ এক একটি স্থূল শরীরকে প্রাপ্ত হইয়া, পরে সেই শরীর ত্যাগ করে, এবং পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে। ইহার কারণ এই যে এই লিঙ্গ শরীর "নিরুপ-ভোগ"—ষট্‌কৌষিক স্থূল শরীর ব্যতিরেকে ভোগ জন্মাইতে পারে না। এই লিঙ্গশরীরই ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি দ্বারা সংশ্রিত, এই নিমিত্ত ভোগের প্রয়োজন ও সেইজন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করিতে হয়।

এই পুরুষ বা জীবাত্মা কিরূপে বিষয়ের ভোক্তা হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। সুখ দুঃখাদি যে প্রকৃতির গুণজ চিত্তের ধর্ম্ম, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই চিত্ত-সন্নিহিত আত্মাতে সেই সুখদুঃখযুক্ত চিত্তের প্রতি-বিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্ব গ্রহণ হেতু আত্মারও সেই সুখদুঃখের ভোক্তৃভাব হয়। অথবা আত্মা তাহার স্বরূপ চিত্তদর্পণে দেখিতে গিয়া,

তাহাতে সেই প্রতিবিম্ব যেরূপ রঞ্জিত দেখে, আপনাকে অজ্ঞানতাবশতঃ সেই রূপেই জানিয়া থাকে। এই ভোক্তৃভাব হইতেই পুরুষের কর্ত্তৃভাব বা কর্ত্তৃত্বাভিমানও হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সাংখ্য-কারিকায় আছে—

"তস্মাৎ তৎ সংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥" ২০

অর্থাৎ মহদাদি সূক্ষ্মভূত পর্য্যন্ত যে অষ্টাদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর, তাহার সহিত পুরুষের সংযোগ হয় বা তাহাতে পুরুষের অধিষ্ঠান হয়। এজন্য লিঙ্গ চেতনবৎ হইয়া জীবভাবযুক্ত হয়। আর পুরুষও স্বরূপতঃ উদাসীন হইলেও প্রকৃতির গুণ-কর্ত্তৃত্বে—যেন কর্ত্তার ন্যায় হন।

সাংখ্যকারিকায় অন্যত্র (৫৫ শ্লোকে) আছে—

"তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তে স্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥"

অর্থাৎ এই স্থূলশরীর-সংযোগ-বশতঃ চেতন পুরুষ জরামরণ নিবন্ধন দুঃখ ভোগকরে। কেননা এই দুঃগ লিঙ্গশরীরের ধর্ম্ম হইলেও সেই লিঙ্গরূপ পুরেস্থিত পুরুষ লিঙ্গের সহিত আপনার অভেদজ্ঞান হেতু আপনাতে লিঙ্গ শরীরের সমুদয় ধর্ম্ম আরোপ করে।

এইরূপে, পুরুষ বা আত্মা লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত থাকায় যে জীবভাবযুক্ত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি এবং এই জীবভাব-যুক্ত হইয়া পুরুষ কিরূপে সুখদুঃখের ভোক্তা হয় ও কর্ত্তা হয়, তাহাও বুঝিতে পারি। এক্ষণে এই জীবভাবযুক্ত পুরুষ বা জীবাত্মা মন ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিরূপে বিষয় উপভোগ করে, তাহা সাংখ্যদর্শন হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সাংখ্যকারিকা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যদ্দ্বারা বিষয়ের আহরণ, ধারণ ও প্রকাশ হয়, তাহাদিগকে 'করণ' বলে (কারিকা,৩২)।

এই 'করণ' ত্রয়োদশ প্রকার। বাহ্যকরণ দশ প্রকার, ও অন্তঃকরণ তিন প্রকার। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন ইহারাই তিন অন্তঃকরণ; আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—ইহারা বহিঃকরণ। এই 'করণ' আমাদের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীরের অষ্টাদশ অবয়ব মধ্যে পঞ্চ তন্মাত্র ব্যতীত অবশিষ্ট ত্রয়োদশটি অবয়ব মাত্র। এই করণের মধ্যে বহিঃকরণ দ্বারা কেবল বর্ত্তমানকালে বিষয়-গ্রহণাদি হয়, আর অন্তঃকরণ দ্বারা ত্রিকালের বিষয় গ্রহণ ও আলোচনা হয়। (কারিকা, ৩৩)। বাহ্য করণ মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ বিশেষ বা স্থূল এবং অবিশেষ বা সূক্ষ্ম শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করে (কারিকা, ৩৪)। যাহা হউক, যখন মন ও অহঙ্কারযুক্ত বুদ্ধিই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ দ্বার দিয়া সমস্ত বিষয়ের অবধারণ করে, তখন এই বিষয় গ্রহণ-ব্যাপারে অন্তঃকরণই প্রধান করণ (কারিকা ৩৫)। ইহাই সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরের প্রধান অবয়ব।

পুরুষ এই মন-উপলক্ষিত অন্তঃকরণে ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, ইহাদের দ্বারা আহৃত, বিধৃত ও প্রকাশিত শব্দাদি বিষয় উপভোগ করে। কারিকায় আছে—

"এতে প্রদীপ-কল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছতি॥" (৩৬)।
সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং...পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ। (৩৭)।

অর্থাৎ উক্ত করণ সকল প্রদীপের ন্যায় বিষয়ের অবভাসক ও পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, তাহারা সমুদয় পুরুষার্থকে প্রকাশ করিয়া বুদ্ধিকে অর্পণ করে। কর্ণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ শব্দরূপ প্রভৃতি বিষয় প্রথম গ্রহণ করিয়া, মনকে অর্পণ করে, মন তাহা অহঙ্কারকে অর্পণ করে এবং অহঙ্কার তাহা বুদ্ধিকে অর্পণ করে। এইরূপে বুদ্ধিই পুরুষের সমস্ত শব্দাদি বিষয়ের উপভোগ সম্পাদন করে। শ্রুতিতেও আছে,—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবচ।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহু বিষয়াংস্তেষু গোচরম্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥"

(কঠ উপঃ, ৩।-৪)।

অর্থাৎ যে শরীররূপ রথে আত্মা রথী, বুদ্ধি সারথি, মন প্রগ্রহ লাগাম, এবং ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও বিষয় সমূহ সেই অশ্বের গোচর বা বিচরণ পথ, সেই ইন্দ্রিয়-মনোযুক্ত আত্মাই ভোক্তা, ইহা মনীষিগণ বলিয়া থাকেন।

এইরূপে গীতার এই শ্লোকোক্ত তত্ত্ব আমরা সাংখ্য দর্শন হইতেও বুঝিতে পারি। কিরূপে বাহ্য বিষয়ের সহিত আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, তাহার আভাষ ইন্দ্রিয়গণ গ্রহণ করে (অর্থাৎ কিরূপে Sensation হয়) এবং সেই বিষয়ের আভাষ মন গ্রহণ করেন, তদাকারে আকারিত হইয়া তাহা সংকল্প-বিকল্পপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া সেই বিষয়সম্বন্ধে প্রথমে সবিকল্প বা সবিশেষ জ্ঞান (vague perception) লাভ করে, এবং কিরূপে তাহা বুদ্ধি গ্রহণ করিয়া সেই বিষয়ের স্বরূপ অবধারণ করে (perception) এবং 'আমি' এই বিষয় জানিতেছি (apperception) এই নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞান লাভ করে, তাহা এস্থলে বুঝিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা আধুনিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে (Psychology বা Mental Philosophy) বিশেষভাবে বিবৃত আছে। আমরাও পূর্ব্বে বিশেষতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এস্থলে জানিবার প্রধান বিষয় এই: যে, সেই বুদ্ধিতে প্রকাশিত বিষয় কে উপভোগ করে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানে ইহা কোথাও বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শন প্রধানতঃ মন-আত্ম-

বাদী, তাহা মন-আত্মবাদ হইতে অধিক অগ্রসর হয় নাই। মন বা অন্তঃকরণ যে জড় প্রকৃতির পরিণামবিশেষ মাত্র, আত্মার অধিষ্ঠান হেতু তাহা যে চেতনবৎ হয়, পাশ্চাত্য দর্শন তাহা বুঝায় নাই। এই জন্য পাশ্চাত্য দর্শনের Psychology বা আত্মবিজ্ঞান, Mental philosophy বা মনোবিজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। পাশ্চাত্য দর্শন এইজন্য মন বা অন্তঃকরণ কিরূপে বাহ্য বিষয় গ্রহণ করে, তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মন বা অন্তঃকরণ দ্বারা গৃহীত বিষয় 'কে' উপভোগ করে এবং কিরূপে উপভোগ করে, সেই তত্ত্ব কোথাও ভাল করিয়া বুঝায় নাই, এবং বুঝাইবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। সেই অন্তঃকরণ দ্বারা গৃহীত বিষয়ের উপভোক্তা যে জীবাত্মা, তাহার তত্ত্ব আমাদের শাস্ত্র হইতে বিশেষতঃ গীতা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে।* কিরূপে বুঝা যাইবে, এস্থলে তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে মাত্র। গীতায় পরের দুই শ্লোকে এই আত্মতত্ত্ব যে দুর্জ্ঞেয় তাহা বুঝান হইয়াছে

* পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর তাঁহার 'ইণ্ডিয়া'-নামক গ্রন্থে (৮ ও ৯ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন—

"The old Indian Philosophers knew more about the soul than Greek, mediaval or modern philosophers. . ...

If Philosophy is meant to be a preparation of happy death or Eusthanasia I knew of no better preparation for it, than the Vedant Philosophy."

প্রসিদ্ধ ফরাসি দার্শনিক কুজে (Cousin) বলিয়াছেন।—

"The Indian Philosophy is so vast, that we can literally say that it is an abridgement of the entire history of philosophy.

Even the loftiest philosophy of the Europeans, the Idealism of reason, as it is set forth by the Greek Philosophers, appears in comparison with the abundant light and vigor of oriental Idealism like a feeble Promethian spark in the full flood of heavenly glory of the noon-day sun".

Cousins' History of Philosophy (Eng. Edn). vol. I. p. 32.

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০

দেহ হ'তে উৎক্রান্ত কি দেহেতে সংস্থিত।
বিষয়ের ভোক্তা কিম্বা গুণান্বিত এরে
না হেরে মূঢ়েরা, হেরে জ্ঞানচক্ষু যার ॥ ১০

১০। দেহ হতে উৎক্রান্ত...এরে।—এইরূপে দেহগত,—দেহ হইতে উৎক্রমণকারী অর্থাৎ পূর্ব্বাঙ্গীকৃত দেহকে পরিত্যাগকারী কিংবা দেহে অবস্থিত হইয়া শব্দাদি বিষয়ের উপভোগকারী ও সেই হেতু সুখদুঃখ-মোহাখ্য গুণের সহিত সংযুক্ত যে আত্মা, তাহাকে (শঙ্কর মধু)। দেহ হইতে দেহান্তরে গমনকারী, সেই দেহে অবস্থানকারী বা বিষয়ভোগকারী বা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত আত্মাকে (স্বামী)। গুণান্বিত=সত্ত্বাদিগুণময় প্রকৃতি পরিণাম-বিশেষ দেবমনুষ্যাদি সংস্থান পিণ্ডসংসৃষ্ট। উৎক্রান্ত=সেই পিণ্ডবিশেষ হইতে উৎক্রান্ত। স্থিত=সেই পিণ্ডবিশেষে স্থিত। ভোক্তা=প্রকৃতি-পরিণাম-বিশেষ দেবমনুষ্যাদি পিণ্ড হইতে বিলক্ষণ জ্ঞানৈকাকার পুরুষ (রামানুজ)। গুণান্বিত=বুদ্ধি প্রভৃতি আকারে পরিণত সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা অন্বিত (হনু)।

না হেরে মূঢ়েরা, হেরে জ্ঞান চক্ষু যার।—এইরূপে অত্যন্ত দর্শন-গোচরপ্রাপ্ত আত্মাকে যাহারা দৃষ্ট-অদৃষ্ট বিষয়ভোগ বলে, আকৃষ্টচিত্ত বলিয়া নানারূপে মূঢ় তাহারা দেখিতে পায় না, কিন্তু যাহারা প্রমাণজনিত জ্ঞানচক্ষুযুক্ত বা বিবিক্ত-দর্শক, তাঁহারা ইহাঁকে দেখিতে পান (শঙ্কর)। মূঢ়=যাহারা দেবমনুষ্যাদি পিণ্ডেরা দেহে আত্মাভিমানযুক্ত। জ্ঞানচক্ষু=যাঁহারা সেই পিণ্ড ও আত্মার বিবেক বিষয়ক-জ্ঞানবান্ (রামানুজ)। আত্মা=দেহ গত বা দেহ হইতে

উৎক্রামন্ত ইত্যাদি সর্ব্বাবস্থায় সুখদর্শনযোগ্য হইলেও, যাহারা আত্মানাত্ম-বিবেক-বিহীন, তাহারা আত্মাকে দেখিতে পায় না, যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা প্রমাণজনিত জ্ঞানচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পান (মধু)।

শঙ্কর, মধুসূদন ও গিরি বলেন যে, ভগবান্ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, মূঢ়েরা ইহাঁকে দেখিতে পায় না, ইহা পরিতাপের বিষয়। কিন্তু এ অর্থ সঙ্গত নহে। ভগবানের এ উক্তি আক্ষেপোক্তি হইতে পারে না। ইহা সাধারণ সত্য।

এই "উৎক্রান্ত" "স্থিত" "ভোগকারী" বা "গুণান্বিত" যিনি ও যাঁহাকে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায়—তিনিই আত্মা, তাঁহাতে যতক্ষণ লিঙ্গশরীরের অধ্যাস থাকে, বা জীবভাবের অধ্যাস থাকে ততক্ষণ তিনি জীবাত্মা, ততক্ষণ তিনি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় হন। তিনিই ব্রহ্ম। শ্রুতিতে আছে—

"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা ইতি হোবাচ এতদমৃতমভয়ম্ এতদ্ ব্রহ্ম ইতি তস্যহ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যম্ ইতি॥"

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৮।৩ ৪)।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥১১

—:০:—

যোগিগণ যত্ন করি হেরে অবস্থিত
আত্মাতে ইহারে, কিন্তু না পায় দেখিতে
অবিবেকী অকৃতাত্মা ক'রেও যতন॥১১

১১। যোগিগণ…হেরে…আত্মাতে ইহারে।— কোন কোন

যোগী সমাহিতচিত্ত হইয়া ও প্রযত্ন করিয়া এই আত্মাকে আত্মাতে বা স্বীয় বুদ্ধিতে অবস্থিত দেখিতে পান,—'এইই আমি' ইহা উপলব্ধি করেন (শঙ্কর)। আমাতে প্রপন্ন হইয়া কর্ম্মযোগাদি দ্বারা যাঁহারা প্রযত্ন করেন সেই নির্ম্মলান্তঃকরণ যোগিগণ যোগাখ্য চক্ষু দ্বারা আত্মাতে বা শরীরে অবস্থিত এই শরীর হইতে ভিন্ন ইঁহাকে স্বীয়রূপে অবস্থিত দর্শন করেন (রামানুজ)। ধ্যানাদি দ্বারা প্রযত্নকারী কোন কোন যোগী এই দেহে অবস্থিত আত্মাকে দেহ হইতে বিভিন্নরূপে দর্শন করেন (স্বামী, কেশব)। ধ্যানাদি দ্বারা প্রযত্নকারী কোন কোন যোগী স্বীয় বুদ্ধিতে প্রতিফলিত এই আত্মাকে দেখিতে পান (মধু)। সমাহিত যোগিগণ শ্রবণাদি উপায় অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শরীরে অবস্থিত এই আত্মাকে দেখিতে পান (বলদেব)। পূর্ব্বে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা অর্থাৎ ন্যায়ানুগৃহীত শাস্ত্রজ্ঞান-সাধন দ্বারা আত্মদর্শন হয়—ইহা উক্ত হইয়াছে। ন্যায়ানুগৃহীত শাস্ত্রমাত্রের দ্বারাই যে আত্মদর্শন হয়, তাহা নহে। এজন্য এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রবণ-মননাত্মক শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা প্রযত্নবান্ হইলে. তবে আত্মদর্শন-সিদ্ধি হইতে পারে (গিরি)। যম-নিয়মাদি যোগানুষ্ঠান দ্বারা প্রযত্নকারী যোগিগণ এই শরীরে আত্মাকে দেখিতে পান (হনু)।

কিন্তু না পায় দেখিতে…ক'রেও যতন—কিন্তু যাহারা 'অকৃতাত্মা' বা অসংস্কৃত চিত্ত অর্থাৎ যাহারা তপস্যা ও ইন্দ্রিয়জয়রূপ উপায়দ্বয় দ্বারা দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে পারে নাই, যাহারা অশান্তাত্মা সুতরাং অচেতচিত্ত অবিবেকী তাহারা শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা যত্ন করিলেও এই আত্মাকে দেখিতে পায় না (শঙ্কর)। যাহারা আমাতে প্রপন্ন হয় নাই, অতএব অসংস্কৃতচিত্ত, সুতরাং আত্মাবলোকনে অসমর্থ, চেতনারহিত, তাহারা আত্মাকে দেখিতে পায় না (রামানুজ)। যাহারা অবিশুদ্ধচিত্ত ও মন্দমতি তাহারা গীতাভ্যাসাদি দ্বারা যত্ন করিয়াও আত্মাকে দেখিতে

পায় না (স্বামী)। যাহারা যজ্ঞাদি দ্বারা অসংস্কৃত-অন্তঃকরণ ও বিবেক-শূন্য, তাহারা আত্মাকে দেখিতে পায় না (মধু)।

পূর্ব্বে ভগবান্ এই আত্মদর্শনের তিনটি উপায় বলিয়াছেন, যথা—"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্ম-যোগেন চাপরে।" (গীতা, ১৩।২৪) অর্থাৎ আত্মদর্শনের তিন উপায়—ধ্যানযোগ, সাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ। এই ত্রিবিধ সাধন দ্বারা কিরূপে আত্মদর্শন হয়, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞান দ্বারা—"ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি।" (গীতা ৪।৩৫)। ধ্যানযোগ দ্বারাও যে আত্মদর্শন হয়, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যথা,—"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥" (গীতা, ৬।২৯)। কর্ম্মযোগের দ্বারাও সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হইতে পারে এবং তাহাতে অনাময় পদ লাভ হয়, তাহাও উক্ত হইয়াছে—"কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ। জন্মবন্ধ বিনির্ম্মুক্তা পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥" (গীতা, ২।৫১)। এই জ্ঞানযোগ ধ্যানযোগ ও কর্ম্মযোগ মধ্যে ধ্যানযোগ আত্মদর্শনের অন্যতম উপায়, তাহাও পূর্ব্বে (৬।৪৬ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকে ও পূর্ব্ব শ্লোকে আত্মদর্শনের দুইটি প্রধান উপায় যে জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ, তাহাই সংক্ষেপে পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ জ্ঞানযোগ সাধনার দ্বারা যাঁহাদের মোহ দূর হইয়াছে বা যাঁহাদের মায়ার বা অজ্ঞানের আবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারাই সেই আত্মাকে দেখিতে পান। পরে দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা যত্নমান যোগী বা ধ্যান-যোগ-নিষ্ঠ, তাঁহারা আত্মাতে বা চিত্তে আত্মদর্শন করেন। আত্মদর্শনের দুই প্রধান উপায়—জ্ঞান ও ধ্যান। যেমন জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা আত্মদর্শন হয়, সেইরূপ যোগচক্ষু দ্বারাও আত্মদর্শন হইতে পারে। জ্ঞানসাধন দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। এই জ্ঞান কেবল আত্মানাত্ম-বিবেক জ্ঞান হইতে

পারে না। এই জ্ঞান প্রমাণজনিত জ্ঞানও হইতে পারে না। সাধারণ প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ-জনিত প্রমাজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। শাস্ত্র বা শব্দ প্রমাণ জনিত জ্ঞানেও বিজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেহে অর্থাৎ স্থূল দেহে বা সূক্ষ্ম দেহে আত্মাধ্যাস থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মদর্শন হয় না। এই আত্মাধ্যাস দূর করিতে পারিলে, তবে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তখন সেই জ্ঞানচক্ষু দ্বারা আত্মদর্শন হয়। কেবল শাস্ত্র বা গুরূপদেশ শ্রবণ দ্বারাই আত্মদর্শন হয় না। ইহা পূর্ব্বে ২।২৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যিনি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন দ্বারা আত্মদর্শন করিতে চাহেন, তাঁহাকে অবশ্য প্রথমে অধিকারী হইতে হয়। তাঁহাকে মুমুক্ষুত্ব আত্মানাত্মবস্তু বিবেক ইহামুত্র ফলভোগ বৈরাগ্য শমদমাদি প্রভৃতি সাধনসম্পত্তি লাভ করিতে হয়। * তাহার পর তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর নিকট আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ তাহার পর মনন ও শেষে নিদিধ্যাসন বা ধ্যানযোগ দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করাইতে হয়। শ্রুতিতেও আছে—

"আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

(বৃহদারণ্যক উপঃ ২।৪।৫)।

ধ্যানযোগের দ্বারা যতমান যোগিগণ কিরূপে আত্মদর্শন করিতে পারেন, তাহাও এস্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে। পূর্ব্বে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইহা বিবৃত হইয়াছে। চিত্তবৃত্তি-নিরোধকেই যোগ বলে (পাতঞ্জল সূত্র ১।২)। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয় (পাতঞ্জল দর্শন ১।৩)। তখন আত্মদর্শন হয়। চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, তাহাতে আর বাহ্য বিষয় প্রতিফলিত হয় না, তখন আর চিত্তের রাগ-দ্বেষাদি কোন মলিনতা থাকে না। তখন চিত্ত নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় হয়।

* এই অধিকারের কথা বেদান্ত দর্শনে ১।১ সূত্রের 'অতঃ' পদের শাঙ্করভাষ্যে বিবৃত আছে। এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

সেই অবস্থায় আত্মা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। আত্মা সেই প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করেন, ও সেই নিজ স্বরূপে অবস্থান করেন।

এই যোগ সিদ্ধি জন্য ব' এই যোগরূপ উপায়ে আত্মদর্শন জন্য প্রথমে বিভিন্ন যোগাঙ্গ সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনা দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিতে হয়; তবে কৃতাত্মা ও চেতনবান হওয়া যায়। পাতঞ্জল দর্শনে যোগের অষ্টাঙ্গ মধ্যে যম ও নিয়ম হইতে প্রত্যাহার পর্য্যন্ত সাধনা দ্বারা চিত্তকে স্থির ও নির্ম্মল করিতে হয়। তাহার পর ধ্যান ধারণা ও সমাধি রূপ সংযম অভ্যাস করিতে হয়। এই সংযম সিদ্ধিতে "প্রজ্ঞালোক" প্রকাশিত হয়। (পাতঞ্জল সূত্র, ৩।৫)। এই প্রজ্ঞালোক দ্বারাই আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সমাধি নির্ব্বীজ হইলেই চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া 'আত্ম-স্বরূপে' অবস্থান হয়।

যাহা হউক, ইহাই প্রযত্নকারী যোগীদের আত্মদর্শনের পথ। কিন্তু যাঁহারা কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ জ্ঞানযোগী ও সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী, তাঁহারা এ পথ অবলম্বন করেন না। যে ধ্যানযোগ কর্ম্মযোগের অন্তর্গত—তাহার শীর্ষস্থানীয়, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ হেতু তাহা তাঁহারা অবলম্বন করেন না। তাঁহাদের মতে যে নিদিধ্যাসন দ্বারা জ্ঞান পরিপাক হইয়া আত্মদর্শন সিদ্ধ হয় ও যাহার স্বরূপ—"আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" (গীতা ৬।২৫), সেই নিদিধ্যাসন এই অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত নহে।

এইরূপে ভগবান্ প্রথমে "জ্ঞানচক্ষু" দ্বারা আত্মদর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন। তাহার পর যতমান যোগীদের পক্ষে চিত্তে আত্ম-দর্শন করিবার কথা বলিয়াছেন। কর্ম্মযোগের কথা এস্থলে উক্ত হয় নাই। কাহারও মতে এস্থলে যতমানযোগীই কর্ম্মযোগী। ধ্যানযোগ সাধারণভাবে কর্ম্মযোগের অন্তর্গত বটে (গীতা ৪।২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এবং গীতায় যোগী অর্থে অনেক স্থলে কর্ম্মযোগী বটে, কিন্তু বিশেষ

অর্থে ধ্যানযোগীকেই যোগী বলা হইয়াছে (গীতা ৬।৪৬ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এস্থলে যতমানযোগী কর্ম্মযোগী নহে।

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত জ্ঞানচক্ষুষ্মান যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা যতমানযোগী, তাঁহারাই কেবল আত্মদর্শন করেন। গিরি যে বলিয়াছেন, ইহাই পরের শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত নহে। মধুসূদন যে বলেন এই শ্লোকে "চ" অবধারণে ব্যবহৃত, তাহাও সঙ্গত নহে। অতএব জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ও যোগীদের প্রযত্ন দ্বারা যে আত্মদর্শন, তাহাই এই দুই শ্লোকে ভিন্নভাবে উক্ত হইয়াছে। কি উপায়ে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, এবং যোগীদের প্রযত্ন নিযুক্ত হয়, তাহা আমরা সংক্ষেপে বলিয়াছি। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে সম্ভব নহে।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্‌
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্‌ ॥১২

—:•:—

যে তেজ আদিত্যগত অখিল জগৎ
করে যাহা উদ্ভাসিত, চন্দ্রে বা অগ্নিতে
যেই তেজ,—সেই তেজ জানিও আমার। ১২

১২। পূর্ব্বে পরম অব্যয় পদ—ভগবানের পরমধাম উক্ত হইয়াছে। সেই পদ সকলের অবভাসক, তাহাকে সূর্য্য বা অগ্নি প্রভৃতির জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতে পারে না, সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে, তাহার পর আকাশের যেমন ঘটাকাশ প্রভৃতি অংশ, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদে, ভিন্ন হইয়া, তাহারই অংশ যে জীবগণ, সেই জীবগণের কিরূপে সংসার ও বিষয়ভোগ হয়, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই পদই যে সকল বস্তুর আত্মা

এবং সকলপ্রকার ব্যবহারের একমাত্র আশ্রয়, ইহাই প্রতিপাদন জন্য এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী তিন শ্লোক উক্ত হইয়াছে। ইহাতে সংক্ষেপে সেই পদের বিভূতি বর্ণনা করা হইতেছে (শঙ্কর, মধু)। এক্ষণে সেই পরমপদের সর্ব্বাত্মকত্ব সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্ব প্রদর্শন দ্বারা "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌" এই তত্ত্ব বিবৃত করিবার জন্য সংক্ষেপে এই চারি শ্লোকে আত্ম-বিভূতি উক্ত হইয়াছে (মধু)। পূর্ব্বে জীবাত্মা স্বরূপ দ্বারা 'চিৎ'-রূপত্ব উক্ত হইয়াছে। তাহারই চৈতন্য দ্বারা আদিত্যাদি অবভাসিত হয়— ইহাতে ব্রহ্মের চিৎ-রূপত্বও উক্ত হইতেছে। চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সর্ব্বাত্মকত্ব প্রতিপাদন জন্য এই কয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে (গিরি)। পূর্ব্বে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষবিরোধী তমোনিরসনপূর্ব্বক বিষয়প্রকাশকারী ইন্দ্রিয়ের অনু-গ্রাহক সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্‌ সকলেরও প্রকাশক যে জ্ঞান জ্যোতীরূপ যে আত্মা বা জীবরূপ ভগবানের বিভূতি তাহা উক্ত হইয়াছে। ইদানীং 'অচিৎ' বা জড়-পরিণাম বিশেষ যে আদিত্যাদি জ্যোতিষ্ক তাহাদের জ্যোতিঃও যে ভগবানের বিভূতি, তাহা এক্ষণে উক্ত হইতেছে (রামানুজ)। পূর্ব্বে 'সূর্য্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না' ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের পরমধাম উক্ত হইয়াছে। সেই পদ প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাও উক্ত হইয়াছে। ইহাতে সংসারী জীবের অভাব আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই সংসারী জীবের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের রূপ অনন্তশক্তি স্বরূপে এই চারি শ্লোকে নিরূপণ করা হইতেছে (স্বামী)। ক্ষেত্রজ্ঞ দুই প্রকার বদ্ধ ও মুক্ত; ইহারা উভয়েই ভগবানের বিভূতি, তাঁহারই শক্তিরূপ অংশ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের তত্ত্ব উক্ত হইতেছে। (কেশব)।

এই অধ্যায়ের প্রথমে সংসারবৃক্ষ বর্ণিত হইয়াছে। পরে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সেই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া "তৎ পদ" অন্বেষণের

বিষয় উক্ত হইয়াছে। সেই 'তৎপদ' কি তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া যে জীব এই সংসার-বৃক্ষে বদ্ধ, তাহার স্বরূপ কি ও কিরূপে তাহা সংসার-বদ্ধ হয়, তাহা পরে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে 'তৎ পদের' বিভূতি আরও বিস্তারিত ভাবে উক্ত হইতেছে। এই ভাবে এই অধ্যায়ের এই কয় শ্লোকের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে।

যে তেজ...উদ্ভাসিত—আদিত্যকে আশ্রয় করিয়া যে তেজ অর্থাৎ যে দীপ্তি বা প্রকাশ এই সমস্ত জগৎকে অবভাসিত করে (শঙ্কর)। সেই তেজ ...আমায়—পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন—

"জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ তমসঃ পরমুচ্যতে।" (১৩।১৭)

অর্থাৎ 'ব্রহ্মই' সর্ব্ব জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ। এস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন—সেই সূর্য্য অগ্নি চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কের জ্যোতিঃ বা তেজ আমারই। ভগবান্ পূর্ব্বেও বলিয়াছেন,—"তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ" (৭।৯)। ভগবান্ সেই ব্রহ্মকে তাঁহারই পরম ধাম বলিয়াছেন। তিনি সেই ব্রহ্মরূপ পরম পদে একাত্মভাবে অবস্থান করিয়াই সেই ব্রহ্মের জ্যোতিঃকে তাঁহারই জ্যোতিঃ বলিতেছেন। অথবা জ্যোতিঃ ও তেজ ভিন্ন। জ্যোতিঃ—প্রকাশক আলোক। সেই প্রকাশক জ্ঞান স্বরূপ জ্যোতিঃ ব্রহ্মের। আর যাহা 'তেজঃ' তাহা প্রধানতঃ তাপাত্মক (heat); তাহা তাপশক্তি। অথবা তেজ সাধারণ অর্থে শক্তি (Energy) পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"তেজস্তেজস্বিনামহম্" (গীতা ৭।১০ ও ১০।৩৬)। ভগবান্ই মায়াখ্য শক্তিযুক্ত। এজন্য এই তেজোরূপ শক্তি তাঁহারই। কিন্তু প্রকাশক আলোকও এক অর্থে শক্তি। ইহা প্রকাশক জ্ঞান শক্তির স্থূল রূপ। তাহাও মায়াখ্য পরা শক্তির এক রূপ। এজন্য ভগবান্ও সেই জ্যোতির্যুক্ত। একারণ প্রথম অর্থ সঙ্গত।

শঙ্কর মধু ও গিরি বলিয়াছেন যে, এই তেজঃ শব্দের অর্থ চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃ। সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নিতে যে চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ

পায়, তাহা আমারই অর্থাৎ বিষ্ণুরই জ্যোতিঃ। এই চৈতন্যরূপ জ্যোতিঃ সর্ব্বত্র সমান ভাবে বিদ্যমান থাকিলেও যেখানে বিভূতির আধিক্য, সেই খানে অধিকভাবে তাহা প্রকাশ পায়। আদিত্য ভাস্বর ও অত্যন্ত অধিকসত্ত্বগুণ যুক্ত বলিয়া সেই চৈতন্যজ্যোতিঃ তাহাতে বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। যেমন নির্ম্মল দর্পণ যেরূপ মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, অন্য অস্বচ্ছ বস্তু সেরূপ করে না, সেইরূপ আদিত্যই স্বচ্ছসত্ত্বযুক্ত বলিয়া সেই চৈতন্যজ্যোতিঃ বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে; অতএব এই আদিত্য অগ্নি ও চন্দ্রগত তেজঃ—ভগবানেরই বিভূতি (মধু, বলদেব)। তাহা ভগবানেরই দত্ত (রামানুজ)। বলদেব বলিয়াছেন,—সূর্য্য উদিত হইলে বহ্নি প্রজ্বলিত হইলে—দৃষ্ট জ্ঞান ভোগ সাধন কর্ম্ম সকল নিষ্পাদিত হয় এবং তিমির ও জড়তার নাশ হেতু সুখের হেতু হয়। চন্দ্র উদিত হইলে ওষধির পোষণ হয়, তাপের শান্তি হয়, জ্যোৎস্না-বিহার সুখ হেতু হয়। এইরূপে সূর্য্যাদির তেজ সেই সেই বিষয়ের সাধক হয়। বলদেবের এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। এস্থলে এই তেজের প্রকাশকত্ব বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ষষ্ঠ শ্লোকে এই শ্রুতি মন্ত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"
(কঠ উপঃ ৫।১০; মুণ্ডক উপং ২।২।১০; শ্বেতাশ্বতঃ ৬।১৪)

মধুসূদন এই শ্রুতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বে ষষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর ইহার দ্বিতীয় অর্দ্ধ এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এস্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। শঙ্কর বলিয়াছেন—যে এই তেজ আমার অর্থে এই তেজ বিষ্ণুর। গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"আদিত্যানামহং বিষ্ণু র্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্॥" (১০।২১)

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা দেখিয়াছি যে, ঋগ্বেদ অনুসারে আদিত্য অনেক। আদিত্যদের মধ্যে বিষ্ণু প্রধান। এই বিষ্ণু বা অন্য আদিত্যগণ অংশুমান্ রবি হইতে ভিন্ন। রবি বা সূর্য্য প্রধানতঃ সূর্য্যমণ্ডলকে বুঝায়। বিষ্ণু ও অন্য আদিত্যগণ সেই সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ। অতএব এস্থলে অর্থ এই যে, বিষ্ণুর পরমপদ বা ভগবানের পরম ধাম যে প্রকাশক চৈতন্য জ্যোতির্যুক্ত, সেই জ্যোতিঃ দ্বারাই আদিত্যগণ উদ্ভাসিত, তাহাই চন্দ্রে প্রতিফলিত ও তাহাই অগ্নিকে দীপ্তিযুক্ত করে। আমরা অজ্ঞানাবরিত চক্ষে যাহাকে জড় আলোক রূপে দেখিয়া থাকি, তাহা জ্ঞানীর চক্ষে প্রকাশাত্মক চৈতন্যের প্রভা মাত্র।

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩

—:০:—

প্রবেশি ধরায় করি আমি ওজঃ বলে
ভূতগণে বিধারণ, রসাত্মক সোম
হয়ে আমি করি পুষ্ট ওষধি সকল। ১৩

১৩। প্রবেশি ধরায়...বিধারণ—এই শ্লোকে (গো শব্দের অর্থ পৃথিবী)। পৃথিবীর মধ্যে আবিষ্ট অর্থাৎ প্রবিষ্ট হইয়া ওজঃ অর্থাৎ বলের দ্বারা এই সমুদায় ভূতজগৎকে ধারণ করিয়া আছি। ভগবান্ পূর্ব্বে যে "কামরাগ বিবর্জ্জিত বলের কথা (৭।১১) বলিয়াছেন সেই ঐশ্বরীয় বল দ্বারা এই পৃথিবী ধারণ করেন অর্থাৎ এই গুরুভারে

পৃথিবী যাহাতে নাচে পড়িয়া না যায়, অথবা বিদীর্ণ না হয়, তাহা করেন। বেদমন্ত্রে আছে—যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া।" অন্যত্র আছে "স দধার পৃথিবীম্।" (শঙ্কর)। পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া আমি অপ্রতিহত সামর্থ্যের দ্বারা ভূতগণকে ধারণ করি (রামানুজ)। বলের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া ধারণ করি (স্বামী)। আমি হিরণ্যগর্ভ রূপে পৃথিবীভূতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া,তাহাতে আধেয় বস্তু সকল ধারণ করি (মধু)। আমি স্বশক্তি দ্বারা পৃথিবীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে দৃঢ় করিয়া স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতগণকে ধারণ করি। অন্যথা পৃথিবী ধূলিমুষ্টিবৎ বিদীর্ণ হইয়া অধোদেশে নিমজ্জিত হইত (মধু. বলদেব)।

ঐশীশক্তি দ্বারা পৃথিবী দৃঢ় হইয়া নিজস্থানে বিধৃত হয়, ইহাই আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ইহা মাধ্যাকর্ষণ রূপ জড় শক্তি নহে। শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা হউক ভগবানের এই ওজঃ বা বল যাহা দ্বারা এই পৃথিবী বিধৃত। তাহার স্বরূপ কি, তাহা উল্লিখিত হয় নাই। শ্রুতিতে আছে—

"আদিত্যো বৈ তেজ ওজোবলম্।" (মহানারায়ণীয় উপঃ ১২।৩)।

অতএব ইহা এক অর্থে "আদিত্যগত তেজঃ"। এই আদিত্যগত তেজঃ বা ওজঃ পৃথিবীকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে বিধৃত করে। শ্রুতিতে অন্যত্র আছে—

"স বায়ুঃ স আকাশস্তদেতৎ ওজশ্চ...।" (ছান্দোগ্য, ৩১৩।৫)। শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—বায়ু-রাকাশয়োঃ ওজোহেতুত্বাৎ ওজো বলম্।"

চণ্ডীতে আছে—"মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।" অতএব সেই বৈষ্ণবী শক্তি—মহামায়াই মহীস্বরূপে স্থিত হইয়া ভূতগণকে ধারণ করেন। এ স্থলে গো অর্থে সূর্য্যরশ্মিও হইতে পারে।

অর্থাৎ তিনি সূর্য্যরশ্মিতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া সেই তেজ দ্বারা জীবগণকে ধারণ করেন।

রসাত্মক সোম···ওষধি সকল।—আমি রসাত্মক বা সর্ব্ব রসের আকর সর্ব্বরসস্বভাব সোম হইয়া আত্মরস প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন ধান্য যবাদি সর্ব্বপ্রকার 'ওষধি'কে পুষ্ট করি বা স্বাদু রসযুক্ত করি (শঙ্কর)। আমি অমৃতরসময় সোম হইয়া সর্ব্ববিধ ওষধি পোষণ করি (রামানুজ, কেশব)। পুষ্ট করি—অর্থাৎ সংবর্দ্ধন করি (স্বামী)। আমি অমৃতরসময় চন্দ্র হইয়া সমুদায় ব্রীহিযবাদি ওষধিকে বিবিধ স্বাদুরসপূর্ণ করি (বলদেব)।

এই সোম কাহাকে বলে? সোমলতা দ্বারা যে বৈদিক 'সোমযাগ' করিবার বিধান আছে, এই সোম সে সোম হইতে পারে না। বেদে সোম অর্থে চন্দ্র বা চন্দ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পাওয়া যায়। চন্দ্রে যে শক্তি নিহিত আছে—যাহা জ্যোৎস্নার সহিত পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ ওষধিকে পুষ্ট করে, এবং সোমলতায় যাহা বিশেষভাবে প্রবিষ্ট হয় তাহাই সোম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ চন্দ্রালোকের এই ওষধি-পোষণ-শক্তি স্বীকার করেন। এই সোমই আমাদের 'অন্ন' যে ওষধি তাহা পুষ্ট করে। শ্রুতিতে আছে—'সোমাৎ পর্জন্যঃ' (মুণ্ডক, ২।১।৫)।

অন্যত্র আছে,—

পর্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবতারা "সোম" রাজাকে আহুতি দেন, তাহা হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীরূপ অগ্নিতে দেবতারা এই বৃষ্টিকে আহুতি দেন। সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। "দেবতারা পুরুষরূপ অগ্নিতে এই অন্নের আহুতি দেন ইত্যাদি।" (ছান্দোগ্য ৫।৪।২।৩ বৃহদারণ্যক, ৬।২।৯—পঞ্চাগ্নি বিদ্যাপ্রকরণ)

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে, যে এই চন্দ্র বা চন্দ্রাধিষ্ঠিত পুরুষই সোম—

"বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমো রাজা ইতি।" (বৃহদারণ্যক ২।১।৩)।

কিন্তু এস্থলে এই সোম চন্দ্র বা চন্দ্রালোক নহে। ইহা আমাদের অন্নের সার, তাহা চন্দ্রালোক দ্বারা সংবর্দ্ধিত হয়, এবং তাহা দ্বারা ওষধিগণ পুষ্ট হইয়া আমাদের খাদ্যরূপে পরিণত হয়। শ্রুতিতে আছে—

"ইদং সর্ব্বমন্নং চৈব অন্নাদশ্চ সোম এব অন্নমগ্নিঃ অন্নাদঃ।"

(বৃহদারণ্যক ১।৪।৬)।

ফল পাকের পর যে সব গাছ নষ্ট হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে। সেই যব গম ধান্য প্রভৃতি আমাদের প্রধান খাদ্য।

ভগবান্ যে সূর্য্যে চন্দ্রে জলে ওষধিতে স্বীয় ওজঃ দ্বারা সমুদায়কে ধারণ করেন, তৎসম্বন্ধে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

যো দেবো হগ্নৌ যো হপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ। (শ্বেতাশ্ব ২।১৭)

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ ১৪

—:•:—

আমি বৈশ্বানর হয়ে, প্রাণীদের দেহ
করিয়া আশ্রয়, প্রাণ ও অপানসহ
যুক্ত হ'য়ে করি পাক অন্ন চতুর্ব্বিধ ॥ ১৪

১৪। বৈশ্বানর।—উদরস্থ অগ্নি (শঙ্কর)। জঠরাগ্নি (রামানুজ, স্বামী, মধু, কেশব)। ভুক্ত অন্নাদির পাক হেতু জঠরাগ্নি (বলদেব)।

শ্রুতিতে আছে—

"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ যোঽয়মন্তঃ পুরুষে, যেনেদমন্নং পচ্যতে..."

(বৃহদারণ্যক; ৫।৯।১)।

ভগবান্ বলিয়াছেন, আমিই বৈশ্বানর হইয়া পৃথগ্‌বিধ অন্নপাক করি। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাই বৈশ্বানর (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৫।১১।২ ; ৫।১১।৬; ৫।১২।১; ৫।১৩।১২; ৫।১৪।১-২ ; ৫।১৫।১-২; ৫।১৬।১-২ ; ৫।১৭।১-২ ; ৫।১৮।১ ; ৫।২৪।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

এই বৈশ্বানর ঋগ্বেদোক্ত দেবতা। ঋগ্বেদোক্ত বৈশ্বানর অন্ন-পরিপাককারী জঠরাগ্নি নহে। নিরুক্ত অনুসারে তাহা অগ্নি দেবতা। বিশ্ব বা সর্ব্ব নরকে ইহা এই লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যায়। অথবা ইহা সর্ব্বকর্ম্মে নরকে প্রবৃত্ত করায় বা সর্ব্ব নর ইহাকে প্রতি-কর্ম্মের অঙ্গীভূত করে ; এ জন্য ইহার নাম বৈশ্বানর। কেহ বলেন,—ইহা সর্ব্বভূতে-সর্ব্বজীবের অন্তরে জীবনীশক্তি রূপে অনুপ্রবিষ্ট প্রাণ। যাজ্ঞিকগণ বলেন,—এই বৈশ্বানর আদিত্য। যাস্ক বলেন,—যে এক প্রকৃতির ভূমাত্বহেতু ও মহান্ আত্মার মহৈশ্বর্য্য হেতু, তিনিই ত্রিস্থানস্থ অগ্নিরূপে স্তুত হইয়াছেন। প্রশ্নোপনিষদে মন্ত্র পাওয়া যায়, যে আদিত্যই বৈশ্বানর, বিশ্বরূপ প্রাণ অগ্নি। "স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নি-রুদয়তে।" (১ম প্রশ্নে ৭) এই জন্য ব্রাহ্মণে অগ্নিকেই সর্ব্বদেবতা বলা হইয়াছে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২।১।২)। বৈশ্বানর এই ভূ ভূর্ব স্বঃ এই ত্রিস্থানব্যাপক অগ্নিরই নাম। আত্মাই এই বৈশ্বানর-রূপে বিশ্বে ব্যক্ত। ইহাই সংক্ষেপে বেদোক্তবৈশ্বানর দেবতার নিরুক্ত এস্থলে প্রাণাগ্নি হোত্রের দেবতাকে বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। এই স্থলে সেই বৈশ্বানরের বিশেষরূপ যে জঠরাগ্নি, তাহাই উক্ত হইয়াছে মাত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ হইতে বৈশ্বানরের এই বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক বেদান্ত দর্শন অনুসারে বৈশ্বানর ব্রহ্মই। বেদান্ত দর্শনের "বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দবিশেষাৎ" (১।২।২৫) এই সূত্র দ্রষ্টব্য।

আশ্রয় করিয়া—প্রবেশ করিয়া (শঙ্কর)। প্রাণিদের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া (মধু, স্বামী)

প্রাণ ও অপানসহ যুক্ত হ'য়ে—প্রাণ ও অপান বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া (শঙ্কর)। সেই জঠরাগ্নির উদ্দীপক প্রাণ ও অপানের সহিত সংযুক্ত হইয়া (স্বামী, বলদেব, মধু)। এই প্রাণবায়ু—নিঃশ্বাস আর অপানবায়ু—প্রশ্বাস। পূর্ব্বে ৪।২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ইহা বিবৃত হইয়াছে। প্রাণের স্থান নাসিকা। শ্রুতিতে আছে, "নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ প্রাণাৎ বায়ুঃ" (ঐতরেয় উপঃ ১।৪)। "বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ।" (ঐতরেয় উপঃ ২।৪)। শ্রুতি হইতে জানা যায় যে এই প্রাণ—এই মুখ্য প্রাণ, প্রাণ অপানাদি পঞ্চবয়ু যাহার রূপ, তাহা ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য ১।১০।৫ ; বৃহদারণ্যক ৪।১।৩), এই প্রাণই আত্মা (যঃ প্রাণেন প্রাণিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ"—(বৃহদারণ্যক, ৩।৪।১ ।)

যেমন প্রাণের স্থান নাসিকা, সেইরূপ অপানের স্থান নাভি। শ্রুতিতে আছে, "নাভ্যা অপানোঽপানাৎ মৃত্যুঃ।" (ঐতরেয় উপঃ ১।৪), মৃত্যুর পানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ।" (ঐতরেয় উপঃ ২।৪)। এই অপান সম্বন্ধেও শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—যোঽপানেনাপানিতি স ত আত্মা সর্ব্বান্তরঃ।" (বৃহদারণ্যক, ৩।৪।১)।

করি পাক অন্ন চতুর্বিধ—চর্ব্য চূষ্য লেহ্য ও পেয়—এই চারি প্রকার অন্ন। শঙ্কর বলেন,—ভোজ্য ভক্ষ্য চূষ্য ও লেহ্য এই চারি প্রকার অন্ন। রামানুজ বলেন,—ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য ও পেয় এই চারি-প্রকার অন্ন। যাহা দন্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভোজন করিতে হয়, তাহা ভক্ষ্য, যাহা পায়সাদির ন্যায় কেবল জিহ্বা দ্বারা আলোড়ন করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়, তাহা ভোজ্য, যাহা গুড় প্রভৃতির ন্যায় জিহ্বা দিয়া ক্রমে দ্রবীভূত করিয়া রসাস্বাদন করিতে হয়, তাহা লেহ্য, আর ইক্ষুর ন্যায় যাহা দন্তে নিপীড়ন করিয়া রসাংশ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা চূষ্য—অন্ন এই চারি প্রকার (স্বামী, মধু, কেশব)।

শঙ্কর বলিয়াছেন, যে ভোক্তা—বৈশ্বানর অগ্নি, আর ভোজ্য অন্ন—

সোম, এই উভয়—অগ্নি ও সোমই এই সমুদায়, এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তাঁহার অন্নদোষ-লেপ হয় না। এই তত্ত্ব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"এতাবদ্ বা ইদং সর্ব্বমন্নং চৈব অন্নাদশ্চ, সোম এব
অন্নমগ্নিঃ অন্নাদঃ। সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ॥"

(বৃহদারণ্যক উপঃ, ১।৪।৬)।

এই জন্য পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানই সোম হইয়া অন্ন সৃষ্টি করেন, আর এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে তিনিই আবার বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রতি প্রাণি দেহে থাকিয়া, সেই অন্নের ভোক্তা ও পরিপাক-কর্ত্তা বা অন্নাদ হন।

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫

—:o:—

আমি সন্নিবিষ্ট হৃদে সবাকার,
আমা হ'তে স্মৃতি, জ্ঞান, মোহ আর
সর্ব্ব বেদে বেদ্য আমিই আবার,
বেদান্তের কর্ত্তা বেদবিদ্ আর॥ ১৫

১৫। আমি সন্নিবিষ্ট হৃদে সবাকার—সকল প্রাণিগণের আত্মারূপে তাহাদের হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে সন্নিবিষ্ট (শঙ্কর)। সর্ব্বাত্মা-রূপে ঈশ্বরই যে সর্ব্ব ব্যবহারাস্পদ, তাহাই উক্ত হইতেছে। ব্রহ্মাদি কীটান্ত সমুদায় প্রাণিজাতগণের আত্মারূপে বুদ্ধিতে ভগবান্ই সন্নিবিষ্ট,

অর্থাৎ অশেষরূপে তাহাদের গুণদোষ সকলের দ্রষ্টা (গিরি)। পূর্ব্বে সোম ও বৈশ্বানররূপ পরম পুরুষের বিভূতি সমান অধিকরণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সেই নির্দ্দেশের হেতু উক্ত হইতেছে। সেই সোম ও বৈশ্বানরই সমুদায় ভূতগণের সকল প্রবৃত্তির মূল। জ্ঞানোদয়ের স্থান হৃদয়। ভগবান্ আত্মারূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার সংকল্প দ্বারা সকলকে নিয়মিত করেন (রামানুজ, বলদেব)। ভগবান্ সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে প্রবিষ্ট (স্বামী, কেশব)। ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্ব প্রাণিজাতগণের আত্মারূপে ভগবান্ সকলের বুদ্ধিতে সন্নিবিষ্ট (মধু)। হৃদি অর্থাৎ হৃৎ-পুণ্ডরীকে (হনু)।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।" (১৩।২৭)

পরেও উক্ত হইয়াছে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" (১৮।৬১)।

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—

"অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবানীতি।"
(ছান্দোগ্য উপঃ ৬৩।২)

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥
(শ্বেতাশ্বতর উপ ৬।১১)।

পূর্ব্বে গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মই—

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।" (১৩।১৭)

ব্রহ্ম সগুণরূপে বা পরমেশ্বররূপে পরম আত্মভাবে অধিষ্ঠিত থাকি॰ সকলের অন্তর্যামী জ্ঞান-প্রকাশক হন।

ভগবান্ যে আত্মারূপেই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ॥" (গীতা, ১০।২০)।

শ্রুতিতেও আছে—

"স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি,
তস্মাৎ হৃদয়ম্॥"

(ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩)।

অন্যত্র আছে—

"হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ।" (বৃহদারণ্যক, ১।৩।৭)।

এই জন্য উক্ত হইয়াছে—

"হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ।" (কঠ উপঃ ৬।৯)

পরমেশ্বর যেমন আত্মারূপে সর্ব্বভূতের হৃদিস্থিত, সেইরূপ নিয়ন্তা প্রেরয়িতা রূপে ও সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা
সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ।" (শ্বেতাশ্বতর ১।১২)

ভগবান্ যে "সোম"রূপে 'ভোগ্য' অন্ন ও বৈশ্বানর অগ্নিরূপে 'ভোক্তা' হইয়া সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত, তাহা পূর্ব্ব দুই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। প্রেরয়িতৃ-রূপেও যে তিনি সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠিত, তাহা এই শ্লোকে উক্ত হইল।

আমা হ'তে স্মৃতি জ্ঞান মোহ আর—আত্মাস্বরূপ আমা হইতে স্মৃতি এবং জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অপোহন হইয়া থাকে। যাহারা পুণ্যকর্ম্মা, তাহাদের স্বকৃত পুণ্য অনুসারে স্মৃতি ও জ্ঞান আমা হইতে উৎপন্ন হয়, আর যাহারা পাপকর্ম্মা, সেই কর্ম্মের অনুরূপ তাহাদের স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাব বা ভ্রংশ হইয়া থাকে (শঙ্কর)।

সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ জগদ্‌যন্ত্রের সূত্রধার আমা হইতে প্রাণিগণের স্মৃতি জ্ঞান, ও তাহাদের অপচয় হয়। কেন না এ সব ভগবানেরই অধীন।

ধর্মাধর্ম দ্বারা এই জ্ঞান স্মৃতি প্রভৃতির বৈচিত্র্য হয়; সুতরাং এজন্য ভগবানের নৈর্ঘৃণ্য বৈষম্য দোষ হয় না (গিরি)।

স্মৃতি—এজন্মে পূর্ব্বানুভূত অর্থ বিষয়াবৃত্তি ও যোগীদের পূর্ব্বজন্মে অনুভূতার্থ-বিষয়া বৃত্তি (মধু)। পূর্ব্বানুভূত অর্থ বিষয়াবৃত্তি (স্বামী, বলদেব, কেশব)। জন্মান্তর হইতে অনুভূত বিষয়ের পরামর্শ (গিরি)। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ানুভব-সংস্কার-মাত্রজ জ্ঞান (রামানুজ)।

জ্ঞান।—বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজ জ্ঞান ও যোগীদের দেশকাল বিপ্রকৃষ্ট বিষয়জ্ঞান (মধু)। বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান (স্বামী, বলদেব)। অনুভব (গিরি)। ইন্দ্রিয়-লিঙ্গাগম যোগজ বস্তু নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান (রামানুজ)। বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ জন্য বস্তু-অনুভব। (কেশব)

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।

* * * * *

ভবন্তি ভাবাভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ (১০.৫-৪)

মোহ।—(অপোহন)—অপায়ন, অপগমন উক্ত স্মৃতি ও জ্ঞানের অপায়ন (শঙ্কর)। কাম ক্রোধ শোকাদি দ্বারা ব্যাকুল চিত্তের স্মৃতি ও জ্ঞানের অপায় বা অভাব (মধু)। এ উভয়ের অভাব (স্বামী, বলদেব, কেশব)। অপোহন অর্থে জ্ঞান নিবৃত্তি বা মোহন। অথবা ইহা অপ—উহ অর্থাৎ উহ রূপ জ্ঞানের অভাব। উহ অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা প্রবর্ত্তিত বিষয় সামগ্রী প্রভৃতি নিরূপণাত্মক জ্ঞান বা প্রমাণানুগ্রাহক জ্ঞান। উহের নামান্তর বিতর্ক (রামানুজ)।

সাংখ্য দর্শনে "উহ" প্রভৃতি অর্থসিদ্ধি বা সিদ্ধির উপায় উক্ত হইয়াছে। সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে আছে, "উহস্তর্ক আগমাবিরোধী ন্যায়েন আগমার্থপরীক্ষণং, পরীক্ষণঞ্চ সংশয়-পূর্ব্বপক্ষ-নিরাকরণেন

উত্তরপক্ষ ব্যবস্থাপনং, তদিদং মননম্ আচক্ষতে আগমিনঃ, সা তৃতীয়া সিদ্ধিস্তারতারম্ উচ্যতে।”

যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ আত্মারূপে সর্ব্ব হৃদয়ে বা বুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়া তাঁহা হইতেই বুদ্ধিতে, স্মৃতি জ্ঞান অজ্ঞান, মোহ, স্মৃতিবিভ্রম প্রভৃতি ভাব উৎপন্ন হয়। জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য ইহা সাত্ত্বিক বুদ্ধির ভাব। আর অজ্ঞান, অধর্ম্ম, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য ইহারা তামসিক বুদ্ধির ভাব। লিঙ্গশরীর এই আট ভাবের দ্বারা অধিবাসিত থাকে। এই অষ্ট প্রকার ভাব মধ্যে সপ্ত প্রকার ভাব দ্বারা পুরুষ বদ্ধ থাকে। আর অষ্টম ভাব যে জ্ঞান, তাহা দ্বারা মুক্ত হয় (সাংখ্যকারিকা, ৪০, ৬৩)।

পাতঞ্জল দর্শনে আছে, চিত্তের বৃত্তি পাঁচপ্রকার—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। (পাতঞ্জল সূত্র ১।৬)। ইহার মধ্যে প্রমাণ বৃত্তি দ্বারা প্রমাজ্ঞান হয়। বিপর্য্যয়, বিকল্প—মিথ্যাজ্ঞান। তাহাদিগকে এই শ্লোকোক্ত ‘অপোহন’ বলা যায়। নিদ্রাও এক অর্থে তাহাদিগের অন্তর্গত, কেননা তখন প্রমাজ্ঞান থাকে না। এই-রূপে বলা যায় যে পাতঞ্জলদর্শনে যে পাঁচ বৃত্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা জ্ঞান স্মৃতি ও অপোহনের অন্তর্গত। অতএব ইহা দ্বারা সমুদায় চিত্তবৃত্তিই বুঝাইতেছে।

ভগবান্ বলিয়াছেন, তাঁহা হইতে এই স্মৃতিজ্ঞান ও অপোহনের উৎপত্তি হয়। চণ্ডীতে আছে পরমা বৈষ্ণবীশক্তি দেবী ভগবতীই সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে চিতিরূপে স্মৃতিরূপে মোহরূপে অবস্থান করেন। (যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই।

সর্ব্ব বেদে বেদ্য আমিই।—সর্ব্ববেদ দ্বারা পরমাত্মা আমিই বেদিতব্য (শঙ্কর)। আমা হইতে যে স্মৃতি জ্ঞান প্রবর্ত্তিত হয়,

তাহাতেই আমি সর্ব্ববেদে বেদ্য। বেদ সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি বায়ু ইন্দ্রাদি দেবতার প্রতিপাদক হইলেও আমি সেই সকল দেবতার অন্তর্য্যামী আমিই সর্ব্ববেদে সর্ব্ব জীবাত্মা দ্বারা বেদ্য বা জ্ঞাতব্য (রামানুজ)। সর্ব্ববেদে সেই সেই দেবতারূপে আমিই বেদ্য (স্বামী)। ইন্দ্রাদি সর্ব্ব দেবতা-প্রকাশক বেদে আমি তাহাদের অন্তর্য্যামি-রূপে বেদ্য (মধু)। নিখিল বেদে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণই বেদ্য বা গীত (বলদেব)।

মধুসূদন বলেন,—এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবানের সমজীবরূপতা উক্ত হইয়াছে, শেষ অর্দ্ধে তাঁহার ব্রহ্মরূপতা উক্ত হইতেছে। বলদেব বলেন,—পূর্ব্বার্দ্ধে সাংসারিক ভোগসাধনত্ব উক্ত হইয়াছে, শেষার্দ্ধে মোক্ষ-সাধনতা উক্ত হইতেছে।

সর্ব্ববেদে যে এক আত্মাই স্তুত, তাহা বেদ হইতেই জানা যায়। যাঁহারা আত্মবিৎ তাঁহারা বেদমন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ করেন, ইহা নিরুক্তে উক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি বেদোক্ত দেবতাগণ একই আত্মার বিভূতি, একই আত্মা এই প্রকার বহুরূপে স্তুত হইয়াছেন। নিরুক্তে আছে—

মহাভাগ্যাৎ দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে।

দুর্গাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—

একস্য আত্মনঃ অন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।

মহাভাগ্য অর্থাৎ অণিমাদি মহা'ভাগ্য' বা ঐশ্বর্য্য শক্তিযুক্ত হেতু একই আত্মা প্রকৃতিভেদে ও অপ্রকৃতিভেদে বহুরূপ হন। ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতি যে একই আত্মা তাহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ
রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং, যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ (ঋগ্বেদ, ২।৬।২২৩)।

ইন্দ্রই এক দেবতা, তিনিই মায়াহেতু বহুরূপ হন, ইহাও ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে।

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি
মায়াঃ কৃণ্বানঃ স্তন্বং পরিস্বাম্। (ঋগ্বেদ্ ৩।৫৩।৮)

বেদে ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্তুতি ব্যতীত রথ অশ্ব প্রভৃতিরও স্তুতি আছে। যে ঋকে বা ঋগ্বেদে যে সূক্তে যাহার স্তুতি করা হইয়াছে, তাহাকেই সেই ঋকের বা সূক্তের দেবতা বলে। তাহা যাস্ক বলিয়াছেন—

"প্রকৃতিসার্ব্বনাম্ন্যাৎ ইতরেতরো জন্মানো ভবন্তি
ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ কর্ম্মজন্মানঃ আত্মজন্মানঃ
আত্মৈব এবং রথো্যা ভবতি আত্মঃ অশ্ব····· ইত্যাদি।

যাস্কের মতে, "মহাভাগ্য বা ঐশ্বর্য্যহেতু একই আত্মার বহু নাম। যে ঋষি যেরূপ ইচ্ছা করিয়া যে ভাবে স্তুতি প্রয়োগ করেন, সেই দেবতা-রূপেই আত্মা অভিব্যক্ত হন।

"পুরুষ এব ইদং সর্ব্বং যদ্ভূতম্ যচ্চ ভব্যম্।" (ঋগ্বেদ ৮।৪।২৩।২)
"অথাতো বিভূতয়ঃ অস্য পুরুষ্যস্য।" (ব্রাহ্মণ খণ্ড)
"এষ ইন্দ্রঃ এষ প্রজাপতি ··।" (ঐ)

ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রে সর্ব্বদেবতার এই একাত্মত্ব সিদ্ধ হয়। উপনিষদে আছে—

"সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥"
(কঠ উপঃ ১।২।১৫)।

তদ্‌ব্রহ্ম, স আত্মা অঙ্গানি অন্য দেবতাঃ।" (তৈত্তিরি উপঃ ১।৫।১)।

এইরূপে এই শ্লোকোক্ত বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ "এই উপদেশের অর্থ বুঝিতে পারা যায়; তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে যে বেদে ত নানা দেবতার স্তুতি আছে। সেই নানাত্ব হইতে এই 'একত্ব কিরূপে সিদ্ধান্ত

হইতে পারে। বহুদেবতা-প্রতিপাদক বেদের কিরূপে এই অর্থ হইতে পারে? ইহার উত্তরে নিরুক্ত ভাষ্যে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।

আত্মবিদের নিকট আত্মাতে উপজাত বিশিষ্ট সকল বস্তু আত্মার শরীর স্থানীয় উপলব্ধি হয়। যাহারা এই সমুদায় আত্মময় (বা ব্রহ্মময়) দর্শন করেন। সর্ব্ববেদ ও অন্ত সর্ব্ববাক্ আত্মার্থ। আত্মাব্যতিরিক্ত অন্ত কিছু অভিধেয় নহে। কিন্তু সকলে আত্মবিদ্ নহেন। কেহ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্ত কেবল ফল কামনায় যজ্ঞ করে। সেই যজ্ঞ অবধারণে তাহারা অধিদেবতা সম্বন্ধে সামান্ত অধ্যাত্মজ্ঞানী। তাহারা দেবতার পৃথক্ত্ব দর্শন করে। পরিচ্ছিন্ন ফলাভিপ্রায়ে অধিযজ্ঞে যাহারা প্রযুক্ত যাহাদের অন্তঃকরণ পূর্ব্বজন্মের অবিস্তাজনিত তাহারা অভিধান স্তুতিবেদ দ্বারা বিবিধ মন্ত্রার্থবাদ বিস্তারসে যথাগ্রহ সেই সকল দেবতাদের পার্থক্য প্রকাশ করে। * এই যাজ্ঞিকেরা বলেন যে যেমন বেদমন্ত্রে বিভিন্ন দেবতা অভিহিত আছে, দেবগণ সেই অভিধান অনুসারে বিভিন্ন। এই যাজ্ঞিকেরা বিভিন্ন দেবতার যজ্ঞকারী। এই দেবযাজী হইতে যে আত্মযাজী-শ্রেয়ঃ, তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

"আত্মযাজী শ্রেয়ান্ দেবযাজী বা ইতি; আত্মযাজীতিক্রয়াৎ।" শ্রুতিতেও আছে—

"অথ যোহন্যাং দেবতামুপাস্তেহন্যোসাবন্যোহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্।" (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০)।

অতএব যাঁহারা আত্মবিৎ, তাঁহারা জানেন যে সর্ব্ববেদে আত্মা ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই একমাত্র বেদ্য, তিনিই একমাত্র স্তুত্য ও উপাস্য।

* দুর্গাচার্য্য কৃত নিরুক্ত ভাষ্যে আছে, "অধিদৈবতাধ্যাত্মজ্ঞানং কিঞ্চিৎ বিদুষঃ পৃথগাত্মনো দেবতা পশ্যতঃ পরিচ্ছিন্নফলাভিপ্রায়স্যাধিযজ্ঞং প্রযুযুক্ষমাণস্য পূর্ব্বজন্মাবিদ্যাবাসিতস্য অন্তঃকরণস্য অভিধানস্তুতিভেদাভ্যাং বিবিধমন্ত্রার্থবাদবিস্তারসেন যথাগ্রহং পৃথগিব দেবতাঃ প্রকাশন্তে।"

বেদান্তকারী (বেদান্তকৃৎ)—বেদান্তার্থ সম্প্রদায়কৃৎ (শঙ্কর)। বেদার্থসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক (গিরি, স্বামী,) বেদব্যাসাদিরূপে বেদান্তার্থ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক (মধু)। অন্ত অর্থাৎ ফল, অন্তকৃৎ অর্থে ফলদাতা। বেদে ইন্দ্রকে যজনা কর, বরুণকে যজনা কর ইত্যাদি বিধি আছে। সেই সেই দেবতাযজনা হেতু তদনুরূপ ফল প্রাপ্তির জন্ত এই সকল বিধি আছে। অতএব সকল বেদ ফলেই পর্য্যবসিত। এজন্ত বেদান্ত অর্থে বেদোক্ত কর্ম্মফল। আমিই সেই কর্ম্মফলপ্রদাতা (রামানুজ)। অন্ত—অর্থাৎ অর্থ নির্ণয়। আমি বাদরায়ণরূপে বেদের অর্থনির্ণয়কারী (বলদেব)। বেদার্থনিশ্চয়কৃৎ (হনু)। পরস্পর বিরুদ্ধ সন্দিগ্ধ বেদবাক্যের মীমাংসা কর্ত্তা (কেশব)। শ্রুতিতে আছে—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

(শ্বেতাশ্বতর উপ ৬।১৮)।

অর্থাৎ যিনি প্রথমে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে বেদসমূহ উপদেশ করেন বা প্রদান করেন, আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মজ্ঞান-প্রকাশক দেবতার শরণ লই।

এই রূপেই ব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্র-প্রকাশক—তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-যোনি। এই জন্য বেদান্তদর্শনে আছে, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" (১।১।৩) এবং শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—

"অস্ত মহতো ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম-বেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস...উপনিষদঃ... ।" (বৃহদারণ্যক, ২।৪।১০)।

অতএব বেদান্তকৃৎ শব্দের অর্থ এই যে ভগবান্ই বেদের অন্ত যে উপনিষদ্, যাহাকে বেদের 'জ্ঞানকাণ্ড' বলে, তাহা হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ ত্রৈগুণ্য-বিষয়, যে জ্ঞান দ্বারা নিস্ত্রৈগুণ্যভাব

লাভ করা যায়, তাহাই বেদান্ত—তাহাই উপনিষৎ—তাহা বাদরায়ণ-কৃত বেদান্ত দর্শন হইতে পারে না।

বেদবিৎ—বেদার্থবিৎ (শঙ্কর, স্বামী, হনু)। বেদ আমারই অভিধায়ী, আমিই বেদার্থবেত্তা ; অন্যথা যে বেদার্থ বলে, সে তাহা জানে না (রামানুজ)। কর্ম্মকাণ্ড উপাসনাকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডাত্মক মন্ত্র, ব্রাহ্মণরূপ সর্ব্ববেদার্থবিৎ আমিই। এই জন্য উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মণোহস্মি প্রতিষ্ঠাহং (১৪।২৭) (মধু)। আমি বেদবিদ্ অর্থাৎ বাদরায়ণ-রূপে বেদের যে অর্থ নির্ণয় করিয়াছি, তাহাই বেদার্থ ; অন্য অর্থ ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। বেদ-সমন্বয় দ্বারা প্রকৃত বেদার্থজ্ঞান হয়,—ব্রহ্মনির্ণয় হয়। বেদান্ত দর্শনে (১।১।৪) আছে "তত্তু সমন্বয়াৎ।" (বলদেব)। আমিই বেদের যথাতথ্য জানি (গিরি)। সকল বেদের অবিরুদ্ধ অর্থ পরিজ্ঞাতা (কেশব)।

গিরি বলেন যে ভগবান্ আপনাকে বেদান্তকৃৎ ও বেদবিৎ বলায় বেদ যে পৌরুষেয় নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা কৃত নহে, তাহাই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য করিয়া আরও এক অর্থ হয়। ভগবান্ এই শ্লোকের প্রথমপাদে বলিয়াছেন যে, তিনি সকলের হৃদি সন্নিবিষ্ট, দ্বিতীয় পাদে বলিয়াছেন যে, তাঁহা হইতে সকলের হৃদয়ে জ্ঞান স্মৃতি ও অপোহন-বৃত্তির বিকাশ হয়। এই শ্লোকের শেষপাদে ভগবান্ এই তত্ত্ব বিবৃত করিবার জন্য বলিতেছেন যে, যে বেদে আমিই বেদ্য, সেই বেদ বেদার্থ ও বেদান্ত আমিই জ্ঞানীদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া তাহাদের দ্বারা প্রকাশ করি। মানুষ আমার যন্ত্রমাত্র। মানুষের চিত্ত যখন নির্ম্মল হয়, যখন মানুষ ঋষি হয়, তখন ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাঁহার চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়, তিনি ত্রিকালদর্শী হন এবং তিনি ভগবৎ-কর্ত্তৃক বেদপ্রকাশের নিমিত্তমাত্র হন, তখন সেই ঋষির চিত্তে বেদমন্ত্র প্রকাশ হয়, ঋষি সেই মন্ত্রদ্রষ্টা হন। ভগবৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ঋষির চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, ঋষিরা বেদ বেদান্ত ও বেদার্থ জানিতে

পারেন। এই জন্য ঋষিগণ বেদমন্ত্র রচয়িতা হইয়াও মন্ত্রদ্রষ্টা মাত্র। বেদ ঋষি প্রণীত হইয়াও অপৌরুষেয়। এজন্য ভগবানই বেদান্তকৃৎ বা বেদবিৎ ঋষিদের জ্ঞানে তিনিই সন্নিবিষ্ট হইয়া বেদান্তকৃৎ ও বেদপ্রকাশক হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ-জীব'ঘন' সমষ্টিজীব। ভগবান্ তাঁহাকে উৎপন্ন করিয়া তাঁহাকে বেদসমূহ প্রদান করেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ হইতে বেদ বেদান্ত ও বেদার্থ প্রকাশিত হইলেও, ভগবান্ই তাহার প্রকৃত প্রকাশক ইহা বুঝিতে হইবে। সকল প্রকার Revelation ভগবান্ হইতেই হয়। *

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬

—:০:—

এই লোকে হয় এই পুরুষ দ্বিবিধ—
ক্ষর ও অক্ষর ; ক্ষর হয় সর্ব্বভূত,
আর যে কূটস্থ—তারে কহয়ে অক্ষর ॥ ১৬

১৬। শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"নারায়ণাখ্য ভগবান্ ঈশ্বরের বিভূতি যদাদিত্যাগতং তেজঃ" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ক্ষর ও অক্ষর এই দ্বিবিধ উপাধি

* নিরুক্তের দুর্গাচার্য্য কৃত ভাষ্যে আছে—

"ঋক্ যজু সাম অথর্ব্বাত্মক ব্রহ্মরাশির ঋষি—আদিত্যান্তর পুরুষ ভগবান্ প্রাণাখ্য হিরণ্যগর্ভ। ঐতরেয় রহস্য ব্রাহ্মণে "শতাচিষো মধ্যমা" ইত্যাদি বাক্যে ইহা পরিদৃষ্ট হয়। অথচ শৌনক প্রভৃতি ঋষিকেও মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলা হইয়াছে। এই বিশেষ অভিধানও অনর্থক নহে। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এবং হিরণ্যগর্ভ উভয়ই ক্ষেত্রজ্ঞ। উভয়েই মন্ত্রকে অভিব্যক্ত করিতে ব্যাপৃত। বুদ্ধি দেবতারূপে হিরণ্যগর্ভ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত। সর্ব্বভূতের কর্ম্ম বিপাক অনুরূপ বুদ্ধিরূপে হিরণ্যগর্ভের অবস্থান! তিনিই সর্ব্বভূতকে অর্থ ও শব্দ দর্শন করান। তিনিই তাহাদের অন্ত বিশিষ্টকর্ম্মকারী ক্ষেত্রজ্ঞের বুদ্ধিস্থ হইয়া দর্শন করেন। এই হেতু বশিষ্ঠাদি মন্ত্রদ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ ঋষি হন। তাঁহারা হিরণ্যগর্ভ দ্বারা উপদর্শিত মন্ত্রও তাহার অর্থ দর্শন করেন।"

দ্বারা প্রবিভক্ত রূপে প্রতীত হইলেও তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ যে নিরুপাধিক ব্রহ্ম তাহা নির্দ্ধারণ জন্য এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোক আরব্ধ হইয়াছে।" মধুসূদন বলেন,—"এস্থলে সোপাধিক আত্মার ক্ষর ও অক্ষর শব্দবাচ্য কার্য্য কারণ উপাধি দ্বয় বিয়োগ দ্বারা নিরুপাধিক শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ প্রতিপাদিত হইতেছে।" স্বামী বলেন,—"ভগবান্ তাঁহার যে পরমধাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সেই সর্ব্বোত্তমত্ব এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।" রামানুজ ও বলদেব বলেন—"বেদের যে সারার্থ তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে।" গিরি বলেন—"এই উত্তর গ্রন্থ অর্থাৎ এই শ্লোক হইতে এই অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত কেবল যে নিরুপাধিক আত্মস্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা নহে। কিন্তু সমুদায় গীতা শাস্ত্রের জ্ঞানজন্য—ইহা উক্ত হইয়াছে।

আমরা আরও বলিতে পারি যে, পূর্ব্বে চতুর্থ শ্লোকে, উক্ত হইয়াছে যে, সংসারে আবর্ত্তন নিবারণ করিতে হইলে ও যে পদ স্থান বা ধাম প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে আবর্ত্তন হয় না, তাহা পাইতে হইলে 'সেই আদ্য পুরুষের শরণ লইতে হইবে। সেই আদ্য পুরুষ কে—তাহা বুঝাইবার জন্য এই শ্লোক ও পরবর্ত্তী কয় শ্লোক উক্ত হইয়াছে। ইহা অবশ্য এক অর্থে গীতার সার। পূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ে, এই দিব্য পরম পুরুষকে আজীবন সর্ব্বদা স্মরণ ও তাহার ফলে মৃত্যুকালে তাঁহাকে স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিতে পারিলে, পরমগতি লাভ হয়, আর পুনরাবর্ত্তন হয় না—তাহা উক্ত হইয়াছে। এই গতি লাভই আমাদের পরম পুরুষার্থ। যাহা হউক সেস্থলে এই পরম পুরুষ-তত্ত্ব বিশেষ ভাবে উপদিষ্ট হয় নাই। এ স্থলে এই কয় শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

লোকে—সংসারে (শঙ্কর, মধু, কেশব)।

পুরুষ দ্বিবিধ-ক্ষর ও অক্ষর—অতীত ও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে সেই সকল পদার্থকে তিন প্রকারে

রাশীকৃত বা বিভক্ত করিয়া ভগবান্ এইরূপ কহিতেছেন। ইহার মধ্যে এই সংসারে এই পুরুষকে দুই রাশিতে বিভক্ত করিয়া ভগবান্ বলিতে-ছেন যে, এই পুরুষ দ্বিবিধ—ক্ষর ও অক্ষর (শঙ্কর)। পুরুষ এ সংসারে দুইরূপে প্রথিত (রামানুজ)। পুরুষ—ক্ষর ও অক্ষর এই দুইরূপে এই লোকে প্রসিদ্ধ (স্বামী)। সাংসারিক পুরুষ উপাধি দ্বারা দুইরূপে প্রসিদ্ধ (মধু)। যাহা বিনশ্বর তাহা ক্ষর—মহদাদি স্থূলভূত। আর যাহা পরমার্থ জ্ঞান ব্যতীত ত্যাগ করা যায় না, তাহা অক্ষর প্রকৃতি। ঈদৃশ উপাধি দুই বলিয়া পুরুষ দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে। বস্তুতস্তু পুরুষ এক (শঙ্করানন্দ)

ক্ষর হয় সর্ব্বভূত।—যাহা ক্ষরিত হয় অর্থাৎ মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তাহা ক্ষর পুরুষ। এই ক্ষর পুরুষ সর্ব্বভূত, অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাত। (শঙ্কর)। ক্ষর শব্দ নির্দ্দিষ্ট পুরুষ জীবশব্দ বাচ্য। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় ক্ষরণ-স্বভাব 'অর্থাৎ' সংসৃষ্ট। এই অচিৎ সংসর্গ হেতু এ সমুদায় একমাত্র পুরুষ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (রামানুজ)। সর্ব্বভূত অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত শরীর সমুদয়। অবিবেকী লোক দেহাত্মজ্ঞানী, তাহাদের শরীরেই পুরুষবোধ প্রসিদ্ধ (স্বামী, কেশব)। ক্ষর অর্থাৎ বিনাশী কার্য্যরাশি। তাহা একমাত্র সামান্যভাবে পুরুষ-শব্দ-বাচ্য। সমস্ত ভূত বা কার্য্যজাত এই ক্ষর পুরুষ (মধু)। শরীর ক্ষরণ হেতু অনেক অবস্থা দ্বারা বদ্ধ হেতু অচিৎ সংসর্গ হেতু এবং এক ধর্ম্মসম্বন্ধহেতু সর্ব্বভূতই ক্ষর পুরুষ (বলদেব)। চেতনাধিষ্ঠিত দেহ এস্থলে ক্ষর পুরুষ শব্দের অর্থ (কেশব)। সেই ক্ষর পুরুষ সর্ব্বপ্রাণী, জলে সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ, কর্ম্মক্ষয়ে উপাধি নাশ হওয়ায় বিনাশশীল (নীলকণ্ঠ)। অবিভক্ত নামরূপ মহদাদি বিকার সমূহ ক্ষর নামে কথিত (শঙ্করানন্দ)।

কূটস্থ···অক্ষর।—আর যে পুরুষ কূটস্থ তাহাই অক্ষর। যাহার

ক্ষরণ হয় না,—যাহার বিনাশ নাই, তাহা অক্ষর। এই অক্ষর পুরুষকে কূটস্থ বলা হইয়াছে। কূট শব্দের এক অর্থ রাশি। যিনি রাশির ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল হইয়া অবস্থিত, তিনি কূটস্থ। কূট শব্দের আর এক অর্থ—মায়া বঞ্চনা জিহ্মতা কুটিলতা, ইহারা কূটের পর্য্যায় শব্দ। যিনি অনেক প্রকারে স্থিত, সংসার বীজ—অনন্ত মায়া উপাধি যুক্ত থাকিয়াও যিনি ক্ষরিত হন না, তিনি এই মায়ারূপ 'কূটে' স্থিত হইয়াও অক্ষর পুরুষ, এই অক্ষর পুরুষ ক্ষর হইতে বিপরীত। অক্ষর পুরুষ ভগবানের মায়াশক্তি; তাহা ক্ষর পুরুষের উৎপত্তি বীজ সমুদায় সংসারী জীবের কাম কর্ম্ম ও সংস্কার সকলের আশ্রয়। (শঙ্কর)। অক্ষর শব্দ নির্দ্দিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ সংসর্গ বিযুক্ত স্বীয়রূপে অবস্থিত মুক্তাত্মা। 'অচিৎ' বস্তুর পরিণাম বিশেষ যে ব্রহ্মাদি দেহ, তাহার সহিত সংসর্গ না থাকায়, ইহা কূটস্থ (রামানুজ)। কূট= শিলারাশি বা পর্ব্বত। পর্ব্বতের ন্যায় যাহা বিনাশী দেহে, নির্ব্বিকাররূপে অধিষ্ঠিত, সেই চেতন ভোক্তা পুরুষকেই অক্ষর বলে (স্বামী)। যথার্থ বস্তু আচ্ছাদন দ্বারা অযথার্থ প্রকাশরূপ যে বঞ্চনা বা আবরণ বিক্ষেপ শক্তিদ্বয় রূপ মায়া, তাহাই কূট—ভগবানের মায়া-শক্তিরূপ কারণোপাধি। তাহাই সংসার-বীজ। তাহাতে স্থিত—কূটস্থ। এই কূটস্থই অক্ষর পুরুষ। ক্ষর পুরুষ কার্য্য-উপাধি, ও অক্ষর পুরুষ কারণ-উপাধি—উভয়ই জড়। অক্ষর পুরুষকে চেতন বলা যুক্তিযুক্ত নহে। ক্ষর ও অক্ষর-উভয় জড়রাশি। এই উভয়রূপ উপাধি দোষ দ্বারা যাহা অসংস্পৃষ্ট তাহা নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব উত্তম পুরুষ। তাহাই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা—তাহা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পঞ্চ অবিদ্যাযুক্ত কোষ হইতে পরম বা উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম। পরে এই উত্তম পুরুষের কথা উক্ত হইয়াছে (মধু) কূটস্থ অর্থাৎ সদা একাবস্থ 'অচিৎ' সম্বন্ধ বিয়োগ হেতু এক মুক্তাবস্থাযুক্ত অক্ষর পুরুষই কূটস্থ

(বলদেব)। কূটস্থ = অচল। অব্যাকৃত আত্মাই অক্ষর পুরুষ (হনু)। কূটস্থ—প্রকৃতির কার্য্যভূত শরীর সমুদায়ে স্থিত—অক্ষর পদবাচ্য। প্রকৃতি কার্য্যভূত শরীর সমুদায়ে স্থিত হইয়াও পরিণাম রহিত নিত্য (কেশব)। কূটস্থ—মহদাদি সমস্ত কার্য্যে ঘটাদিতে মৃত্তিকার ন্যায় কারণরূপে ব্যাপ্ত প্রকৃতি বা মায়া-কূট (শঙ্কর)।

কূটস্থ—পূর্ব্বে ১২।৩ শ্লোকে এই শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সেই স্থলে 'কূটস্থ অক্ষর'—নিরুপাধি, নির্গুণ ব্রহ্মের বিশেষণ। এস্থলে 'কূটস্থ' 'অক্ষর' পুরুষের বিশেষণ, যে পুরুষ ক্ষর ও উত্তম পুরুষ হইতে ভিন্ন, তাহার বিশেষণ। পূর্ব্বে বিজিতেন্দ্রিয় যোগীকে 'কূটস্থ' বলা হইয়াছে (গীতা ৬।৮)।

এই 'কূটস্থ' শব্দ কোন প্রামাণ্য উপনিষদে পাওয়া যায় না। কেবল সর্ব্বোপনিষদসারে ইহার উল্লেখ আছে। অতএব গীতায় ইহা প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে বলিতে হইবে। ব্যাখ্যাকারগণ ইহার দুইরূপ অর্থ করিয়াছেন। (১) পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে স্থিত—স্থির। (২) 'কূট' বা মায়া অথবা প্রকৃতিতে স্থিত। দ্বিতীয় অর্থ সঙ্গত নহে। পূর্ব্বে ১২।৩য় শ্লোকে কূটস্থ শব্দ 'অচল ধ্রুব অক্ষর' শব্দের সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলেও অক্ষরের সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। উভয় স্থলেই ইহারা একপর্য্যায় শব্দ। সেস্থলে ব্রহ্মকে কূটস্থ বলা হইয়াছে; এস্থলে অক্ষর পুরুষকে কূটস্থ বলা হইয়াছে।

সুতরাং কূটস্থ—যাহা একভাবে স্থিত, যাহার স্বরূপের পরিবর্ত্তন ত্রিকালে কখনও হয় না, যাহা কাল বা অবস্থার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, যাহা বিকারী ভাবের মধ্যে থাকিয়াও নিয়ত অবিকারী থাকে। যাহা নিত্য-স্বরূপে অবস্থান করে।

ক্ষর ও অক্ষর—এই শ্লোকের সরল অর্থ এই যে লোকে—সত্য-লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এ সংসারে, এই গীতোক্ত পুরুষ দুইরূপ—এক ক্ষর

অপর অক্ষর; সর্ব্বভূতগণ ক্ষর পুরুষ; আর যিনি কূটস্থ, তিনি অক্ষর পুরুষ। ক্ষর ও অক্ষর শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ। বিশেষ্যে—ক্ষর প্রধান পরিণামী প্রকৃতি ও তাহা হইতে অভিব্যক্ত মহদাদি স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমুদায় জড়বর্গ, অক্ষর অর্থে অব্যয় আত্মা।

ক্ষর :—প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ" (শ্বেতাশ্বতর ১।১০)

"সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ" (শ্বেতাশ্বতর ১।৮)

ব্যাখ্যাকারগণ এইরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতেই এই শ্লোকের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে ক্ষর ও অক্ষর পদ বিশেষণরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। ক্ষর পুরুষ তিনি যিনি অধিভূত ক্ষর ভাবকে আশ্রয় করেন, বা সেই ভূতভাবে বদ্ধ হ'ন। আর তিনিই অক্ষর পুরুষ, যিনি এই ভাবে বদ্ধ হ'ন না। তিনি এই ভাবের মধ্যে থাকিয়া'ও ইহার অতীত থাকেন,—এজন্য কূটস্থ বা নির্লিপ্ত থাকেন ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"

(গীতা ১৩।৩১)

যাহা হউক এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ-তত্ত্ব, ব্যাখ্যাশেষে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

—•—

এ উভয় হ'তে ভিন্ন উত্তম পুরুষ
পরমাত্মা কহে তাঁরে—অব্যয় ঈশ্বর
প্রবেশি ত্রিলোক যিনি করেন ধারণ॥ ১৭

১৭। এ উভয় হ'তে ভিন্ন—উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম যে পুরুষ, তাহা উক্ত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ ; এ ক্ষর ও অক্ষর এই দুই উপাধিদোষ দ্বারা অস্পৃষ্ট ; নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব (শঙ্কর)। ক্ষর ও অক্ষর শব্দ নির্দ্দিষ্ট বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষ হইতে উত্তম পুরুষ অন্য বা অর্থান্তর-ভূত (রামানুজ)। ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ জীব বলিয়া, তাহারা সম্যক্ ক্ষেত্রজ্ঞ নহে। পুরুষোত্তমই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষর ও অক্ষর এই দুই শব্দ দ্বারা কার্য্য ও কারণ ঔপাধিক উভয় প্রকার জড়বর্গই উক্ত হইয়াছে। এই দুই—ক্ষর ও অক্ষররূপ জড় রাশি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ ক্ষর ও অক্ষর এই দুই উপাধিদোষ দ্বারা অস্পৃষ্ট ; এই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব উৎকৃষ্টতম পুরুষ, ইহা ক্ষর অক্ষররূপ জড়রাশি হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ চেতন রাশি (মধু)। এই উত্তম পুরুষ—ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে বিলক্ষণ প্রাজ্ঞ ; তাহাদের সহিত একত্ব কল্পনা করা যায় না (বলদেব)। ক্ষর ও অক্ষর বা কার্য্য ও কারণাখ্য রাশিদ্বয় হইতে বিলক্ষণ ক্ষর ও অক্ষররূপ উপাধিদ্বয়কৃত দোষগুণাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট উত্তম পুরুষ (গিরি)।

পরমাত্মা কহে তাঁরে—বেদান্ত যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। অবিদ্যা হেতু (বা অধ্যাস হেতু) দেহাদিকে যে আত্মা বলে, সেই আত্মা হইতে পরম আত্মা সর্ব্বভূতের প্রত্যেক চেতনরূপ ; এ জন্য ইহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় (শঙ্কর)। সর্ব্বশ্রুতিতে যাহাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে (রামানুজ)। এই উত্তম পুরুষ পরম ও আত্মা—ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। 'আত্মা' রূপে ক্ষর ব' অচেতন হইতে বিলক্ষণ (স্বামী)। অবিদ্যা কল্পিত অন্নময়, মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় প্রভৃতি ঔপাধিক জীবাত্মা হইতে পরম বা প্রকৃষ্ট আত্মা—ইহা সর্ব্বভূতের প্রত্যক্ চেতনরূপে পরমাত্মা (মধু)।

অব্যয় ঈশ্বর—ব্যয় যাহার নাই, তিনি অব্যয়। তিনি সর্ব্বজ্ঞ

নারায়ণাখ্য ঈশ্বর। ঈশনশীল বলিয়া ঈশ্বর (শঙ্কর)। তিনি অব্যয়স্বভাব, অচেতন জড়বর্গ ব্যয়স্বভাব, তাহা অচিৎ। সেই অচিৎ সম্বন্ধযুক্ত 'চিৎ' ও ব্যয়স্বভাব। যাহা শুদ্ধ অচিৎ সম্বন্ধমুক্ত তাহাই অব্যয় স্বভাব। উত্তম পুরুষই এইরূপ অব্যয় স্বভাব। তিনি লোকত্রয়ের ঈশ্বর (রামানুজ)। তিনি নির্ব্বিকার এবং ঈশনশীল (স্বামী)। তিনি সর্ব্ববিকারশূন্য, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর নারায়ণ (মধু)। অব্যয়—অবিনাশী, ঈশ্বর—সর্ব্বলোক-নিয়ামক (কেশব)।

প্রবেশি ত্রিলোক যিনি করেন ধারণ—যিনি ভূর্ভুব স্বঃ এই ত্রিলোককে—এই স্বকীয় চৈতন্যবলশক্তি দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া স্বরূপ সদ্‌ভাবমাত্র দ্বারা ধারণ করেন (শঙ্কর)। এই লোকত্রয় অর্থাৎ এই অচেতন তিনলোক ও তৎসংসৃষ্ট মুক্ত চেতন (পুরুষ) মধ্যে আত্মারূপে প্রবেশ করিয়া বা আবিষ্ট হইয়া তৎসমুদায়ে ব্যক্ত থাকিয়া ভরণ করেন (রামানুজ)। যিনি ভূ র্ভুব স্বঃ এই ত্রিলোক বা সমুদায় জগৎ স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বারা অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্ফূর্ত্তি প্রদান দ্বারা ধারণ ও পোষণ করেন (মধু)।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮

—•—

যেহেতু অতীত আমি—এই 'ক্ষর' হতে,
উত্তম—'অক্ষর' হ'তে, এ হেতু আমারে
উত্তম পুরুষ কহে লোকে আর বেদে ॥ ১৮

১৮। অতীত আমি ক্ষর হতে।—পূর্ব্বে যে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই ঈশ্বরের এই পুরুষোত্তম নাম প্রসিদ্ধ।

সেই নাম অর্থযুক্ত ও সার্থক। ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ এক্ষণে বলিতেছেন,—আমিই সেই পুরুষোত্তম নিরতিশয় ঈশ্বর। যেহেতু আমি ক্ষর হইতে অতীত—অর্থাৎ আমি সংসাররূপ মায়াময় অশ্বত্থ বৃক্ষকে অতিক্রম করিয়াছি (শঙ্কর)। যেহেতু আমি ক্ষর পুরুষের অতীত (রামানুজ)। যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত, সেই হেতু জড়বর্গ অতিক্রম করিয়াছি (স্বামী)। যেহেতু কার্য্যভাব 'জন্য' বিনাশী মায়াময় সংসাররূপ অশ্বত্থাখ্য বৃক্ষকে, আমি পরমেশ্বর, অতিক্রম করিয়াছি (মধু)। আমি ক্ষর পুরুষকে অতিক্রম করিয়া স্থিত (হনু)। ক্ষরপুরুষ—ভোগ্যভূত সর্ব্বভূতাত্মক জড়বর্গ (কেশব)।

উত্তম অক্ষর হ'তে।—অর্থাৎ এই সংসার-বৃক্ষের বীজভূত যে পুরুষ, তাহা হইতেও আমি উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম বা ঊর্দ্ধতম (শঙ্কর)। মুক্ত পুরুষ হইতেও উৎকৃষ্টতম (রামানুজ)। অক্ষর অর্থাৎ চেতনবর্গ হইতে তাহার নিয়ন্তৃত্বহেতু উত্তম (স্বামী)। মায়াখ্য অব্যাকৃত অক্ষর অর্থাৎ শ্রুতি-প্রতিপাদিত সংসার-বৃক্ষবীজভূত সর্ব্বকারণ অক্ষর হইতেও উত্তম—"পরতঃ পরঃ (মধু)। অক্ষর—কূটস্থ ভোক্তা বিজ্ঞানময় পুরুষ (কেশব)।

এ হেতু।—ক্ষর হইতে অতীত ও অক্ষর হইতে উত্তম—এই কারণে (শঙ্কর)। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের অধ্যক্ষ হেতু এই দুইরূপ উপাধি ব্যপদেশ হইতে উত্তম (মধু)।

উত্তম পুরুষ কহে লোকে আর বেদে।—আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম নামে প্রথিত বা প্রখ্যাত। ভক্তগণ আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন। কবিগণও কাব্যাদিতে এই নামেই আমাকে নিবদ্ধ করেন —পুরুষোত্তম নামে আমাকে অভিহিত করেন (শঙ্কর, মধু)। লোক অর্থে এস্থলে স্মৃতি। শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে আমি পুরুষোত্তম নামে অভিহিত (রামানুজ, কেশব)। আমি পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত (স্বামী)।

ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে, বেদে তিনি পুরুষোত্তম নামে প্রথিত। ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে (১০।৯০) যে পুরুষতত্ত্ব—যে পুরুষের যজ্ঞ হইতে এ বিশ্বের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে, সেই পুরুষই পুরুষোত্তম। উপনিষদে নানাস্থলে যে পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যাশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। স্মৃতি ও পুরাণে সর্ব্বত্র ভগবান্‌কে পুরুষোত্তম বলা হইয়াছে। মধুসূদন বলিয়াছেন,—

"কারুণ্যতো নরবদাচরতঃ পরার্থান্ পার্থায় বোধিতবতো নিজমীশ্বরত্বম্। সচ্চিৎ সুখৈকরসতঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা নহি মানমেতি। কেচিৎ নিগৃহ্যকরণানি বিসৃজ্য ভোগম্ আস্থায় যোগমমলাত্মধিয়ো যতন্তে নারায়ণস্য মহিমানমনন্তপারমং আস্বাদয়ন্.. মুক্তঃ। ভগবানের এই পরম পুরুষোত্তমরূপ মূঢ়েরা জানিতে পারে না। যে অসংমূঢ় হইয়া তাহা জানিতে পারে, সে সর্ব্বভাবে তাঁহাকে ভজনা করে। ইহা পর শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

আমাদের জ্ঞান দুইরূপ—লৌকিক ও বৈদিক বা শাস্ত্রীয়। এই উভয় জ্ঞানেই পরমেশ্বরকে পুরুষোত্তমরূপে জানা যায়। এই পুরুষোত্তম ঈশ্বরকে ইংরাজীতে (Personal God) বলে। লৌকিক জ্ঞানে অনুমানাদির দ্বারা তিনি জ্ঞেয়; কিন্তু তাঁহাকে জানিবার মুখ্য উপায় আগম বা বেদ। তিনিই উপাস্য এ সম্বন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষ দ্রষ্টব্য।

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

—:•:—

মোহহীন হ'য়ে যেই এমতে আমারে
উত্তম পুরুষরূপে জানে হে ভারত,
সে সর্ব্বজ্ঞ হয়ে মোরে ভজে সর্ব্বভাবে ॥ ১৯

১৯। মোহহীন।—সম্মোহ-বর্জ্জিত (শঙ্কর, মধু)। নিশ্চিতমতি (স্বামী)। নিশ্চিত-বুদ্ধি (হনু)। পুরুষোত্তমত্বে সংশয়শূন্য (বলদেব)। অসম্মোহ পুরুষত্রয় বিবেক জ্ঞানাশ্রয় (কেশব)।

পূর্ব্বে পঞ্চম শ্লোকে আছে। অমূঢ় এস্থলে তাহার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ইহার অর্থ, রজস্তমোমলরহিত-নির্ম্মল সাত্ত্বিক-জ্ঞানযুক্ত, অজ্ঞানমুক্ত। মোহ-অজ্ঞান।

এরূপে আমারে জানে—যথা-নিরুক্ত আত্মাকে যে জানে, যথোক্ত বিশেষণযুক্ত পুরুষোত্তমরূপে পরমেশ্বর আমাকে যে সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারে (শঙ্কর)। এরূপ উক্ত প্রকারে যে আমাকে জানিতে পারে,—ক্ষর ও অক্ষর হইতে অতীত বা বিজাতীয় ঐশ্বর্য্যযোগে ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ব্যাপক ও ভরণকারী উত্তমপুরুষরূপে আমাকে জানে (রামানুজ)।

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্—পরমাত্মাকে জানিয়া সর্ব্ব প্রকারে সমুদয়কে জানিতে পারে (শঙ্কর)। সর্ব্বজ্ঞ (স্বামী)। সর্ব্বাত্মা আমাকে জানিয়া সর্ব্ববিদ্ (মধু)। সে আমাকে পাইবার উপায়ভূত যাহা কিছু সমুদায় জানে (রামানুজ)। এই তিন শ্লোকের অর্থ জানিয়া সর্ব্ববিদ্ হয়; কেননা এই তিন শ্লোকে নিখিল বেদের তাৎপর্য্য উক্ত হইয়াছে (বলদেব)।

শ্রুতিতে আছে—এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান লাভ হয়।

"আত্মনি বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" (বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬)

"যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।" (মুণ্ডক, ১।১।৩)

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তৎ শৃণু" (গীতা ৭।১)।

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।" (গীতা ৭।২)।

এইরূপে আত্মাকে—ব্রহ্মকে জানিলে বা পরমেশ্বরকে সমগ্র জানিলে সর্ব্ববিদ্ হওয়া যায়।

ভজে সর্ব্বভাবে—সর্ব্বাত্মবিৎ হইয়া সর্ব্বভাবের সহিত, আমার আত্মাতেই একেবারে চিত্ত সমর্পণ করিয়া (শঙ্কর)। আমাকে প্রাপ্তির উপায়ভূত আমার যে বিভিন্ন ভজন-প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমুদায় ভজন-প্রকার দ্বারা আমাকে ভজনা করে (রামানুজ)। সর্ব্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করে (স্বামী, বলদেব)। প্রেমলক্ষণ সর্ব্বভাবে ভক্তিযোগে আমাকে ভজনা করে (মধু)। সর্ব্বভাবে—কায়িক বাচনিক মানসিক ভাবে, প্রীতিপূর্ব্বক—অব্যভিচারিরূপে পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।" (১৪।২৬)।

যাহা হউক, ভগবানকে ভজনা করিবার বিভিন্ন ভাব আছে; বিভিন্ন অন্তরঙ্গ সম্বন্ধহেতু যে বিভিন্ন ভাব, সেই সমুদয় বিভিন্ন ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে হয়। তাঁহাকে পিতা মাতা, ভর্ত্তা, প্রভু, শরণ, সুহৃদ প্রভৃতি ভাবে (গীতা ৯।১৭।১৮) ভজনা করিতে হয়। এই ভজনা ও তাহার প্রণালী পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শঙ্কর 'সর্ব্বভাব' অর্থে যে অনন্যচিত্তত্ব বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা তত সঙ্গত নহে। কেহ অর্থ করেন, সর্ব্বভাব অর্থে ভগবানের যে অনন্ত ভাব আছে,—মনুষ্যভাব, বিভূতিভাব, বিশ্বরূপ ভাব, পরমপুরুষ ভাব, পুরুষোত্তম ভাব—এই সর্ব্বভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে হয়। 'নাম কর্ম্ম স্বরূপ বলবীর্য্যতেজোভিরিত্যর্থঃ" (হনু)। এস্থলে এ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এস্থলে সর্ব্ব ভাবের আর এক অর্থ অধিকতর সঙ্গত হইতে পারে। 'সর্ব্ব' ভাব ব্যক্তি ভাবের বিরোধী। ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্ব 'আমি' বা সমষ্টি আমি। তিনি তাই সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভাবযুক্ত। যে সাধক, ব্যক্তি ভাব দূর করিয়া,

তাহার পরিচ্ছিন্ন 'আমি' ভাব ঘুচাইয়া, অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বভাবে অবস্থিত হইতে পারেন,তিনিই সর্ব্বভাবযুক্ত হইয়া 'সর্ব্ব' আমি সর্ব্বাত্মা বাসুদেবকে প্রকৃত ভজনার অধিকারী হন। কারণ, ঈশ্বরভাবে কতকটা ভাবিত হইতে না পারিলে, তাঁহাকে ভজনা করা যায় না। শাস্ত্রে আছে— "দেবো ভূত্বা দেবং যজেত" যিনি সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম ভগবানের পরম স্বরূপ জানেন, তিনিই 'সর্ব্ব' ভাবযুক্ত হইয়া ভগবদ্‌ভজনের প্রকৃত অধিকারী হন।

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্‌বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

—:•:—

এই শাস্ত্র গুহ্যতম হে অনঘ, আমি
কহিনু তোমারে যাহা, হে ভারত ইহা
যে জানে সে হয়, কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্ ॥২০

২০। এই শাস্ত্র গুহ্যতম।—ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাহা এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই তত্ত্বজ্ঞানের প্রশংসা করা হইতেছে। এই অধ্যায়ে যে শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা গুহ্যতম বা গোপ্যতম; ইহা অত্যন্ত রহস্য। শাস্ত্র বলিতে সমস্ত গীতা শাস্ত্র বুঝাইলেও, এই অধ্যায়ের স্তুতি প্রকরণ অনুসারে এস্থলে শাস্ত্র অর্থে—এই অধ্যায়োক্ত শাস্ত্র। সমগ্র গীতা শাস্ত্রের যাহা অর্থ, তাহা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে। সমগ্র বেদের যাহা অর্থ, এই অধ্যায়ে তাহাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। "যস্তং বেদ স বেদবিৎ" "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদি শ্লোক

হইতে এই কথা প্রতিপাদিত হয় (শঙ্কর)। আমার এই পুরুষোত্তমত্ব-প্রতিপাদক এই শাস্ত্র সমুদায় গুহ্য শাস্ত্র মধ্যে গুহ্যতম (রামানুজ)। এই শ্লোকে এই অধ্যায়ের অর্থ উপসংহৃত হইয়াছে। এই প্রকারে সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে অতি রহস্য সম্পূর্ণ শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে (স্বামী, মধু)। এই সংক্ষিপ্তরূপ পুরুষোত্তমত্ব-নিরূপক এই ত্রিশ্লোকী শাস্ত্র, যাহা পরম ভক্ত অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিয়াছেন, তাহা গুহ্যতম—অপাত্রে অতি অপ্রকাশ্য (বলদেব)।

এ স্থলে এই গুহ্যতম শাস্ত্র অর্থে অবশ্য এই অধ্যায়োক্ত শাস্ত্র। এই অধ্যায়ে সংসাররূপ অশ্বত্থকে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছিন্ন করিয়া যে পদ-প্রাপ্ত হইলে আর পুনরাবর্ত্তন হয় না, সেই পরিমার্গিতব্য পদের স্বরূপ কি এবং তাহা পাইবার উপায় কি, তাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। সেই 'পদ' ভগবানের পরম ধাম। পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে জানিতে পারিলে, মোহমুক্ত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বভাবে ভজনা করিলে সেই পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। মুক্তিই মানুষের পরম পুরুষার্থ। যে শাস্ত্রে তাহার উপদেশ আছে, তাহাই পরাম শাস্ত্র, তাহাই পরবিদ্যা। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। (মুণ্ডক, ১।১।৫) এই শাস্ত্র গুহ্যতম ইহার কারণ এই যে, যিনি অধিকারী, যিনি প্রকৃত মুমুক্ষু, তাঁহারই নিকট শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হয়, অন্যের নিকট তাহা অপ্রকাশিত থাকে। এ শাস্ত্রের উপদেশ সংসারী ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্যর্থ বা নিরর্থক। শ্রুতিতে আছে, "যস্য দেবে পরা ভক্তি-র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। (শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩)।

অতএব এস্থলে এই পরম পুরুষার্থ-প্রতিপাদক মোক্ষ-শাস্ত্রকে গুহ্যতম শাস্ত্র বলা, কেবল স্তুতিবাদ নহে। বস্তুতস্ত অধিকারি-জ্ঞাপক।

অনঘ।—অপাপ (শঙ্কর)। নিষ্পাপ বলিয়া যোগ্যতম (রামানুজ)।

াসনাশূন্য (স্বামী, মধু)। যাহার চিত্ত নির্ম্মল নহে, যাহার পাপ রূপ চিত্তমল সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, সে এই শাস্ত্রজ্ঞানের অধিকারী নহে। অর্জ্জুন পাপশূন্য নির্ম্মলচিত্ত বলিয়া ভগবান্ তাঁহাকে এই শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছেন।

যে জানে সে হয় কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্।—শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন-—'এই শাস্ত্র ও ইহার অর্থ এস্থলে যে ভাবে দর্শিত হইয়াছে, তাহা জানিলেই লোকে বুদ্ধিমান্ হয়—অন্যথা হয় না, এবং সে কৃতকৃত্য হয়। 'কৃত' শব্দের অর্থ কর্ত্তব্যকার্য্য, যাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পূর্ণ বা শেষ হইয়াছে, সেই কৃতকৃত্য। যথা,—বিশিষ্ট কুলে জাত ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা ভগবত্তত্ত্ব বিদিত হইলেই সমুদয় কৃত হয়। অন্যথা কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা"

উপাদেয় বুদ্ধিযুক্ত ও সর্ব্বকর্ত্তব্যকৃত হইবে (রামানুজ)। এই শাস্ত্র যিনি বুঝিতে পারেন তিনিই জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হন, হে অর্জ্জুন তুমিও কৃতকৃত্য হও (স্বামী)। ভগবৎ-জ্ঞানেই সর্ব্বকর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়; অন্যথা, হয় না (মধু)।

ভাবার্থ এই যে, অর্জ্জুন ভগবানের নিকট এই পরমার্থতত্ত্ব জানিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন।

বুদ্ধিমান্—এস্থলে পরোক্ষজ্ঞানী (বলদেব)। এই স্থলে উক্তজ্ঞান—শাস্ত্রজন্য জ্ঞান; ইহা সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞান নহে (রামানুজ)। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সাত্ত্বিকবুদ্ধির একরূপ এই জ্ঞান। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা; বুদ্ধিমান্ অর্থে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত; নির্ম্মলজ্ঞান স্বরূপ বুদ্ধিযুক্ত। নির্ম্মল বুদ্ধিতে এই শাস্ত্রজ্ঞান প্রকাশিত হইলে প্রকৃত বুদ্ধিমান্ হওয়া যায়।

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়।—শেষ হইল। এই অধ্যায়ের নাম পুরুষোত্তম যোগ। এই অধ্যায়ে সংসার-অশ্বত্থতত্ত্ব, সংসার হইতে মুক্তি-তত্ত্ব, তদনন্তর অক্ষয় পদ প্রাপ্তিতত্ত্ব এবং সেই পদের স্বরূপতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

জীব বা সংসারবদ্ধ ক্ষর পুরুষ কিরূপে সংসার মুক্ত হইয়া অক্ষর পুরুষ হইতে পারে এবং পরিশেষে উত্তমপুরুষের পরমধাম লাভ করিতে পারেন। তাহার তত্ত্ব আমরা এই অধ্যায় হইতে সংক্ষেপে জানিতে পারি। এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ ত্রিবিধ, ক্ষর অক্ষর ও উত্তম। এই উত্তম পুরুষই আদ্য পুরুষ, পরমপুরুষরূপে গীতায় উল্লিখিত হইয়াছেন। তাঁহারই পরমপদ বা ধাম প্রাপ্তি আমাদের পরম পুরুষার্থ। এই অধ্যায়ে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে; এজন্য ইহার নাম পুরুষোত্তমযোগ।

এই অধ্যায়ের সহিত পূর্ব্বের দুই অধ্যায়ের সঙ্গতি।—আমাদের মনে রাখিতে হইবে, পূর্ব্বে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বলিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ঐ অধ্যায়ের প্রথমে উক্ত হইয়াছে, ক্ষেত্রজ্ঞ দ্বিবিধ; প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ; আর সমষ্টিভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কি, তাহা সে স্থলে উক্ত হয় নাই। পরে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ প্রকৃতি পুরুষ এই দুই অনাদি-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ আর প্রকৃতি ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের মূল কারণ। আমরা আরও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অনাদি বিশ্ব সম্বন্ধে তাহার মূল যে অনাদি পুরুষ ও প্রকৃতি, তাহা পরমব্রহ্মেরই দুই অনাদি বিশিষ্টভাব মাত্র।

এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, এই পুরুষ প্রকৃতি অনাদিকাল হইতে সম্বদ্ধ। মূল পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগে বা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে চরাচর সমস্ত জগতের সত্তার উদ্ভব হয়। প্রত্যেক সত্তার মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্ররূপে অবস্থিত

থাকেন। এইরূপে পুরুষ প্রকৃতিস্থ বা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিজ গুণ সকল ভোগ করেন বা সুখ দুঃখ মোহ ভোগের হেতুভূত হ'ন; এইরূপে পুরুষ এই ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ হ'ন। এই গুণের দ্বারা বন্ধনই বা গুণের আসক্তিই এ সংসারে তাঁহার সদসৎ নানা য়োনিতে বারংবার ভ্রমণের কারণ হয়। কিন্তু এই বদ্ধাবস্থা পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ নহে; তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান্ সে অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চা প্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ (১৩।২২)

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই দেহে বা ক্ষেত্রে যিনি বদ্ধ পুরুষ, তিনি স্বরূপতঃ মুক্ত। তিনি যখন গুণসঙ্গ হেতু বদ্ধ থাকেন, তখন তিনি ক্ষর পুরুষ, আর যখন গুণবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হ'ন, তখন তিনিই অক্ষর পুরুষ।

এইরূপে আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষের তত্ত্ব জানিতে পারি। ভগবান্ উক্ত অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন যে, তিনিই সমষ্টিভাবে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষই পরমপুরুষ বা উত্তমপুরুষ, তিনিই পরমেশ্বর। আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে এই সকল তত্ত্ব জানিতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥ (১৩।২৭)

এই ত্রিবিধ পুরুষের তত্ত্ব এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে আরও বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সংসার-বদ্ধ পুরুষ।—প্রথমে বদ্ধ পুরুষের কথা বুঝিতে হইবে ভগবান বলিয়াছেন,—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু॥ (১৩।২৯)

ত্রিগুণের প্রতি আসক্তিহেতু পুরুষ বদ্ধ হ'ন, এবং এই ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা পুরুষ মোহিত থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ (৭।১৩)

এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা জীব মোহিত বা বদ্ধ হয়। তাহার বিবরণ পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সমষ্টিভাবে এই ত্রিগুণময় ভাবের নাম ত্রৈগুণ্য বা সংসার। পূর্ব্বে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ (২।৪৫)

এস্থলে ত্রৈগুণ্য অর্থ সংসার। এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা বদ্ধ থাকিয়া পুরুষ সংসারী জীব হয়। এই অধ্যায়ের প্রথমে সার্দ্ধ দুই শ্লোকে এই সংসারকে অশ্বত্থরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

সংসার-অশ্বত্থ।—এক্ষণে আমরা সেই সংসার-অশ্বত্থতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই অশ্বত্থ অব্যয়। ইহার আদি অন্ত বা স্থিতি নাই। "নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা" (১৫।৩)। এ সংসার অনাদি এবং ইহার কখনও আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। তবে মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে এ সংসার থাকে না।

এই সংসারকে কেন অশ্বত্থ বৃক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা আমরা প্রথম শ্লোকে বুঝিয়াছি। উপনিষদে এই সংসার কোথাও অশ্বত্থরূপে কোথাও বা বৃক্ষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি। এই সংসার-বৃক্ষের স্বরূপ জানিলে, তবে আমরা মুক্তির উপায় জানিতে পারি। অবিদ্যা-বশে ব্রহ্মস্বরূপ আমার জ্ঞান হইতে এই সংসার-বৃক্ষ প্রবর্ত্তিত হয়।

"অহং বৃক্ষস্য রেরিবা"।—(তৈত্তিরীয়, ১।১০) এবং অবিদ্যা দূর হইলে ইহার নাশ হয়। শাঙ্কর মতে যত দিন না এই অবিদ্যার নাশ

হয়, তত দিন এই সংসার-অশ্বত্থ বৃক্ষ অব্যয়,—তত দিন আমরা তাহাতে বদ্ধ থাকিব।

এই সংসার-বৃক্ষ যে ঊর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ, এই তত্ত্ব পূর্ব্বে প্রথম শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, ইহার মূল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মে সংস্থিত। তিনিই সংসারের সৃষ্টি স্থিতি লয়ের আদি কারণ। তাঁহা হইতে এই সংসার-বৃক্ষের শাখা সকল প্রসৃত হয়। ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্তলোক বা চতুর্দ্দশ ভুবন এই শাখাস্থানীয়। এই সকল শাখা মধ্যে কতকগুলি ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ মূলের নিকটে সংস্থিত, আর কতকগুলি অধোদিকে অর্থাৎ মূল হইতে দূরে অবস্থিত। সপ্তলোক মধ্যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক নিম্নে অবস্থিত, আর তদূর্দ্ধে মহঃ, জন, তপঃ, সত্য বা ব্রহ্মলোক অবস্থিত; এই নিম্নস্থ ত্রিলোক প্রধানতঃ সংসার নামে অভিহিত। এই ত্রিলোকই 'ত্রৈগুণ্যবিষয়' ইহাতে বার বার যাতায়াত করিতে হয়। সাধারণ জীব ভূলোকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এইখানেই জন্মগ্রহণ করে। আর মানুষের মধ্যে যাঁহারা সৎকর্ম্মকারী বা শ্রৌত-স্মার্ত্ত-কর্ম্মকারী, তাঁহারা মৃত্যুর পর পিতৃযান বা দেবযান প্রাপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধে পিতৃলোকে বা দেব-লোকে অর্থাৎ স্বর্লোকে গমন করেন। তাঁহারা কর্ম্মক্ষয়ে আবার এই লোকে জন্মগ্রহণ করেন; এবং পূর্ব্বের সংস্কার অনুসারে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আবার সেই ঊর্দ্ধলোক—স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। এইরূপে জীবগণ স্বস্ব কর্ম্মানুসারে এই ত্রিলোক মধ্যে বারবার যাতায়াত করিতে থাকে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ (৯।২০)

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (৯।২১)

এই গতাগতি-তত্ত্ব ইতিপূর্ব্বে অষ্টম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে।

এই ত্রিলোকেই গতাগতি হয়। ত্রিলোক প্রতিকল্পান্তে বিধ্বস্ত হয় এবং কল্পারম্ভে আবার তাহার সৃষ্টি হয়। কিন্তু উক্ত ঊর্দ্ধতন চারি লোক-সম্বন্ধে নিয়ম স্বতন্ত্র; তাহারা কল্পক্ষয়ে বিনষ্ট হয় না; কেবল মহাপ্রলয়ে তাহাদের ধ্বংস হয়। তাই ভগবান্‌, বলিয়াছেন,—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন" (৮।১৬)

যে সকল জ্ঞানী সাধনাবলে এই ঊর্দ্ধতন লোক প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাদের আর সংসারে (ত্রিলোকে) যাতায়াত করিতে হয় না। তাঁহারা সংসার হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরম গতি লাভ করেন। এজন্য এই ঊর্দ্ধতন চারিলোক এই অব্যয় অশ্বত্থের ঊর্দ্ধশাখা আর নিম্নের ত্রিলোক ইহার অধঃশাখা।

এই সংসার-অশ্বত্থের বা বটবৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধেস্থিত—পরিদৃশ্যমান অধোমূল অশ্বত্থবৃক্ষের বিপরীত ভাবে অবস্থিত। কিন্তু ইহার অবান্তর মূল জটাগুলি নিম্নশাখা (ত্রিলোক) হইতে নিম্নাভিমুখী হইয়া (ভূলোকে) ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই ভূলোকই কর্ম্মভূমি। বৃক্ষ যেমন মূল দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ ভূলোকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মরসদ্বারা এই সংসারবৃক্ষ জীবিত থাকে ও পরিবর্দ্ধিত হয়। অর্থাৎ এলোকে আমরা যে কর্ম্ম করিয়া থাকি, তাহারই সমষ্টিতে এ সংসারবৃক্ষ পরিপুষ্ট হয়।

যাহা হউক সত্ত্ব রজঃ তম এই ত্রিগুণ দ্বারাই এই সংসার-বৃক্ষ বিধৃত ও

বৰ্দ্ধিত হয়। ইহাদের মধ্যে প্রবৃত্তি-স্বভাব রজোগুণ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। রজোবিশাল এই মনুষ্যলোককে এই জন্য কর্ম্মভূমি বলে। তাহাই সংসার-বৃক্ষের পরিপোষক; তাহাই কর্ম্মরূপ রসদ্বারা ইহাকে পরিপুষ্ট করে। এই ত্রিগুণের দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষের শাখাসকল লোকসমূহ বিধৃত ও প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়। ঊর্দ্ধলোক সকল সত্বগুণের দ্বারা বিধৃত হয়; মধ্য মনুষ্যলোক রজোগুণদ্বারা বিধৃত হয়; আর অধোলোক যাহা মনুষ্য অপেক্ষা নিম্নজাতীয় জীবের স্থান, তাহা তমোগুণের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। ঊর্দ্ধলোক সত্ব-বিশাল, মধ্যলোক রজোবিশাল আর অধঃ অথবা নিম্নলোক তমোবিশাল। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৪।১৮

ইহার অর্থ পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমরা এই সংসারবৃক্ষকে দেখিতে পাই না; কারণ তাহার কোন রূপ নাই। ইহার ঊর্দ্ধ বা অধোলোকের কথা সেই জন্য আমরা জানিতে পারি না। কেবল বেদ দ্বারাই তাহা জ্ঞেয় হয়। বেদবিদ্গণই এই সংসারতত্ত্ব জানিতে পারেন। শ্রুতি প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা ইহার তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানগম্য নহে। বেদ স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকের তত্ত্ব এবং তৎপ্রাপ্তির উপায়-তত্ত্ব আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন --বেদ ত্রৈগুণ্য-বিষয়।

ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন যে, ছন্দঃ সকল—"বিভিন্ন" বেদসংহিতা সংসারবৃক্ষের পর্ণস্বরূপ। ইহারা যে স্বর্গাদি ঊর্দ্ধলোকের বিষয় প্রকাশ করে, তৎপ্রাপ্তির জন্য আমাদিগকে তদনুযায়ী কর্ম্মেও প্রচোদিত বা প্রেরিত করে। সেই কর্ম্মের দ্বারা সেই সকল লোক বিধৃত হয়।

এই জন্য এই সব কর্ম্মকে 'ধর্ম্ম' বলে। লৌকিক বা বৈদিক সমুদায় বিষয়ের দ্বারা এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ আচ্ছাদিত থাকে। এজন্য ইহারা সংসার-অশ্বত্থের পত্রস্বরূপ ; সেই পত্র দুই প্রকার—নবীন ও প্রাচীন। যাহা প্রাচীন, তাহা সনাতন বেদদ্বারা প্রকাশ্য বিষয়। তাহাদিগকে ভগবান্ পর্ণ বলিয়াছেন। আর যাহা নবীন—আমাদের সাধারণ জ্ঞানে প্রকাশিত লৌকিক বিষয়, তাহা আমাদের জ্ঞানে অজ্ঞান জড়িত হইয়া ও রাগ-দ্বেষাদির দ্বারা নানারূপে রঞ্জিত হইয়া, নিত্য নূতন ভাবে নানারূপে প্রকাশিত হয়। ভগবান্ তাহাদিগকে এই সংসার-বৃক্ষের প্রবাল (নবপত্র) বলিয়াছেন। এই বিভিন্ন বিষয়রূপ পত্রের আচ্ছাদন মধ্যে থাকিয়া আমরা এই সংসার-অশ্বত্থের ফলভোগ করি।

ভগবান্ এই সুবিরূঢ়মূল অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া পরে আমাদের পরম পুরুষার্থ যে অব্যয় পদ, তাহা অন্বেষণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন এই অশ্বত্থের সুবিরূঢ় উর্দ্ধমূল ব্রহ্মে সংস্থিত, তখন আমরা কিরূপে ইহাকে ছেদন করিতে পারি? ইহার এক উত্তর এই যে, আমরা যে আসক্তি-হেতুক এই সংসার-বৃক্ষে অনাদিকাল হইতে বদ্ধ আছি, আমরা সাধনা দ্বারা কেবল সেই বন্ধন-রজ্জুকে ছেদন করিতে পারি। যিনি এই বন্ধনরজ্জুকে ছেদন করিতে পারেন, কেবল তিনিই এই সংসার হইতে মুক্ত হ'ন, তাঁহার নিকট আর এ সংসার থাকে না। আমরা দেখিয়াছি, এ সংসারবৃক্ষ প্রকৃতিজ ত্রিগুণের দ্বারা বিধৃত ও বর্দ্ধিত হয়। কারণ গুণসঙ্গ ও গুণভোগই আমাদের সংসারবন্ধনের হেতু। ইহার ফলে যে সদসদ্‌যোনিতে আমাদের বারবার জন্ম হয়, এবং বারবার গতাগতি হয়, ইহাই আমাদের সংসার। এই ত্রিগুণ আমাদিগকে সংসারে কিরূপে বদ্ধ করে তাহা পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কিরূপে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায় এবং

গুণাতীতের লক্ষণ কি, তাহাও পূর্ব্বে উক্ত অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু গুণাতীত হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না,—সংসারবন্ধন একেবারে ছেদ করা যায় না; পরম পদও লাভ করা যায় না। তাহার জন্য অন্য সাধনার প্রয়োজন। তাহা এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

যাহাহউক, অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা এই অব্যয় অশ্বত্থ ছেদনের এই যে লাক্ষণিক অর্থ উল্লিখিত হইল, ইহা এক অর্থে সঙ্গত নহে; কারণ যে স্থলে মুখ্যার্থ হইতে পারে, সে স্থলে গৌণার্থ যুক্তিযুক্ত নহে। এজন্য শঙ্কর আমাদের এই ভোগ্য সংসার-অশ্বত্থকে অবিদ্যামূলক বা অজ্ঞানপ্রসূত বলিয়াছেন। অজ্ঞাননাশে তাহার নাশ হইতে পারে। এই অর্থের তাৎপর্য্য আমরা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সংসার-ছেদনের এই অর্থ বুঝিতে হইলে, এই অব্যয় অশ্বত্থরূপ সংসারের তত্ত্ব আমাদিগকে প্রথমে বিশদরূপে বুঝিতে হইবে।

সংসারতত্ত্ব।—ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ত্ততে॥" (গীতা ৯।১০)
"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥" (গীতা ৯।৮)
"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥" (গীতা ৭।৬)

অতএব গীতা অনুসারে এই ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ অনাদি। সৃষ্টি ও লয়রূপ প্রবাহরূপে ইহা নিত্য। এই সৃষ্টিতত্ত্ব পূর্ব্বে নবম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে; তাহা এস্থলে দ্রষ্টব্য। সুতরাং ভগবান্ যাহাকে এই অশ্বত্থ বলিয়া এস্থলে বর্ণনা করিয়াছেন এবং যাহাকে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎ নহে। জীবের কি সাধ্য যে তাহা ছেদন করিবে! তবে এ অশ্বত্থ কি? ইহা সংসার অর্থাৎ আমাদের কাছে জগৎ যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই

আমাদের কাছে সংসার। ভগবান্ হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ ভাবের উদ্ভব হইয়াছে (গীতা ৭।১২)। ভগবানের দৈবী গুণময় যোগমায়াই এই ত্রিবিধ ভাবের মূল। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা এই সমুদয় জগৎ মোহিত থাকে (গীতা ৭।১৩-১৪)। এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা আবৃত হইয়া আমাদের বাসনা কাম-সংকল্পদ্বারা রঞ্জিত হওয়ায় জগৎ আমাদের নিকট যেরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাই আমাদের সংসার।

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা আবৃত চিত্তে আমরা আমাদিগকে (Phenomenal Selfকে) জ্ঞাতা ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া উপলব্ধি করি। চিত্তের সাত্ত্বিক ভাব বা সাত্ত্বিক বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে আমাদের যে জ্ঞান, তাহাতেই আমরা আমাদিগকে জ্ঞাতৃস্বরূপে দর্শন করি। সেই জ্ঞানেই চিত্তের রাজসিক ও তামসিক ভাব হইতে আমরা আমাদিগকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া জানি। নিত্য অবিকৃত জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অজ্ঞানহেতু সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীরে বদ্ধ হইয়া জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে তাঁহার জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। ইহাই মায়ার মূল আবরণ। ইহা হইতে আত্মা ক্ষেত্রে বদ্ধ হইয়া, দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন 'অহং'রূপে আপনাকে দর্শন করেন এবং এই 'ইদং' বা জ্ঞেয় জগৎকে দেশকালনিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করিয়া এক অবিভক্তকে বিভক্তের ন্যায় দর্শন করেন। এইরূপে এই জগতের নানাত্ব এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনত্ব আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। জ্ঞানে এইরূপে জ্ঞেয় ভাবে যে আমরা জগৎকে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করি, ইহাই আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধে সংসার—Phenomenal World.

মূল অবিদ্যা হেতু আমাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়া, যেমন আপনাকে বা 'অহং'কে (Phenomenal Selfকে) জ্ঞাতা বলিয়া জানে, এবং তাহার জ্ঞেয়-'ইদং'কে জগৎরূপে জানে, সেই প্রকার 'কাম' বা বাসনারূপ অজ্ঞানে বদ্ধ হইয়া আপনাকে—'অহং'কে ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া ধারণা করে, এবং সেই সঙ্গে এই 'ইদং'কে ভোগ্যরূপে ও কার্য্যরূপে অর্থাৎ তাহার

ক্রিয়ার কর্ম্ম উপাদান অধিকরণ প্রভৃতি কারকরূপেও গ্রহণ করে। এই জগৎকে এইরূপে আমাদের ভোগ্যরূপে ও কার্য্যরূপে যে ধারণা করা হয়, তাহাই ভোক্তা ও কর্ত্তারূপ আমার সংসার। জ্ঞান মায়া হেতু অজ্ঞানযুক্ত হইয়া 'অহং' 'ইদং'রূপ দ্বৈত ভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া 'অহং'কে ও 'ইদং'কে দেশকাল নিমিত্ত উপাধিযুক্ত করিয়া প্রকাশ করে, আর অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত বাসনা বা কামদ্বারা অথবা রাজসিক ও তামসিক ভাব দ্বারা সেই জ্ঞান মলিন হইয়া সুখ-দুঃখ, রাগ দ্বেষরূপ দ্বন্দ্ব মধ্য দিয়া এই 'অহং'কে ও 'ইদং'কে রঞ্জিত করে। এজন্য ভোক্তা হইয়া আমরা সংসারকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করি, আর কর্ত্তা হইয়া আমরা সংসারকে কার্য্যরূপে গ্রহণ করি।

আমাদের এই ভোক্তৃভাব হইতে সুখদ বিষয়ের গ্রহণজন্য ও দুঃখদ বিষয়ের ত্যাগজন্য ইচ্ছা হয় এবং তাহা হইতে এই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক কর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হেতু আমাদের কর্ত্তৃভাব হয় সেই কর্তৃত্বাভিমান হইতে আমরা সংসারকে কর্ম্মভূমিরূপে গ্রহণ করি— কর্ম্মের দ্বারা সংসারের সহিত সম্বদ্ধ হই এবং সংসার ভোগ করি। ভগবান্ বলিয়াছেন, প্রকৃতিজ গুণ সঙ্গই ইহার কারণ (১৩।২১)। এইরূপে ভোগহেতু কর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে ভোগ প্রবর্ত্তিত হয় এবং এই ভোক্তৃ ও কর্ত্তৃরূপে আমরা এই সংসারে সম্বদ্ধ হই।

এইরূপে কর্ত্তৃ ও ভোক্তৃভাবে আমরা যে সংসারকে ভোগ করি, তাহাই এই অব্যয় অশ্বত্থ, এই ভোগ্য সংসার ব্রহ্মে বা ব্রহ্ম হইতে বিবর্ত্তিত জগতে আরোপিত বা আমাদের জ্ঞানে কল্পিত হয়। তাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

> ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা
> সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ" (শ্বেতাশ্বতর ১।১২)

প্রেরয়িতা ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বে আমরা ভোক্তা হইয়া ঈশ্বরসৃষ্ট এই

জগৎকে আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য বা ভোগসাধনের জন্য উপযুক্তরূপে গড়িয়া লইতে চেষ্টা করি—তাহাকে আমাদের কর্ম্মের উপাদান করিয়া লই। এই যে মৃত্তিকা, ইহার দ্বারা আমরা যখন স্থালী ঘট শরাব কলস ইত্যাদি এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া লই, তখনই ইহা আমাদের ভোগ্য হয়। সেইরূপ স্বর্ণ হইতে যখন আমরা বলয় কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার, মুদ্রা ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া লই, তখন ইহা আমাদের ভোগের উপযোগী হয়। আমরা মরুভূমিতে মনোরম নগরী নির্ম্মাণ করিয়া, অরণ্যানীকে সুখভোগ্য উদ্যানে পরিণত করিয়া, ঊষর ভূমিকে শস্যশ্যামলক্ষেত্ররূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগকে ভোগের উপযোগী করিয়া লই। আমরা তাপ তড়িৎ প্রভৃতি নানাবিধ ভৌতিক শক্তিকে নানাবিধ যানাদি পরিচালন জন্য, আলোক প্রদান জন্য ও সংবাদ প্রেরণ জন্য নানা ভাবে নিয়োজিত করিয়া লই। এইরূপে আমরা আমাদের কর্ম্মশক্তি দ্বারা বাহ্য জাগতিক উপকরণ সকলকে নামরূপ দ্বারা কল্পনানুসারে ভোগের জন্য গঠিত করিয়া লইতে পারি। এই ভাবে জগৎ কার্য্য-জগৎ হয়।

শুধু তাহাই নহে, এই বাহ্য জগৎ আমাদের জ্ঞানে যেরূপ প্রতিভাত হয়, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্বার্থ ও রাগদ্বেষাদির দ্বারা চালিত হইয়া তাহার স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। তাহার মধ্যে যাহা আমাদের ভোগ্য, তাহাকে আমরা সাধারণতঃ ভোগ্যভাবেই গ্রহণ করিয়া থাকি। ঐ যে হৃষ্ট মাংসল ছাগশিশু, উহার ভোগ্য উপাদেয় মাংসের প্রতি আমাদের লক্ষ্য থাকে, উহার মধ্যে যে আত্মা আছে—উহার আত্মা আর আমার আত্মা যে একই—আমাদের ন্যায় উহারও যে সুখ দুঃখানুভূতি আছে, মাংসের জন্য উহাকে বধ করিবার সময় ইহা আমাদের জ্ঞান হয় না। ভোগ্য বস্তুর যতটুকু ভোগ্য, প্রায় ততটুকুই আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয়।

ইহা ব্যতীত জগতের বিভিন্ন বস্তুর সহিত আমাদের বিভিন্নরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। সেই সম্বন্ধ ভেদ হেতু আমাদের জ্ঞানও বিভিন্ন হয়। পিতার নিকট তাহার পুত্রের সম্বন্ধে জ্ঞান যেরূপ, অপরের নিকট সেরূপ নহে। তুমি আমার শত্রু হইলে তোমাকে আমি সর্ব্বদোষের আশ্রয় মনে করিব; অথচ তুমি যাহার মিত্র, সে তোমায় সর্ব্বগুণান্বিত বলিয়া ভাল বাসিবে। একই নারীকে কেহ কন্যাভাবে, কেহ স্ত্রীভাবে, কেহ মাতৃভাবে এইরূপ নানাভাবে দর্শন করে এবং সেজন্য তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান ও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে,—

ভার্য্যা স্নুষা ননান্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্‌ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ॥ (৪।২৩)

এইরূপে আমাদের জ্ঞানে কার্য্যজগৎ ও ভোগ্যজগৎ অভিব্যক্ত হয়; এতদ্ব্যতীত ভোক্তৃরূপে আমরা বিভিন্ন বাহ্যবস্তুতে সৌন্দর্য্য, কুৎসিতত্ব, মহত্ত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, বিশালত্ব, ভয়ানকত্ব প্রভৃতি ভাবের আরোপ করিয়া তাহাদিগকে নানারূপে উপভোগ করি এবং সেই ভোগের জন্য তাহাদিগকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হইলে তদনুরূপকার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এক অর্থে আমাদের প্রত্যেকের নিকট এই কার্য্যজগৎ ও ভোগ্যজগৎ ভিন্ন হয়। তবে আমাদের পরস্পর ব্যবহারের জন্য ইহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লই মাত্র। ইহাই আমাদের ব্যবহারিক জগৎ। আমাদের জ্ঞানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা যে জগৎ প্রতিভাত হয়, তাহা এক অর্থে আমাদের প্রাতিভাসিক জগৎ; তবে আমাদের বিপর্য্যয় বিকল্পবৃত্তির দ্বারা সে জ্ঞান রঞ্জিত হয়।

প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে, তাহার গ্রহণ বা ত্যাগ জন্য আমাদের প্রবৃত্তি হয়। সেই প্রবৃত্তি সফল

হইলে প্রমাজ্ঞান সিদ্ধ হয়। এই জ্ঞানে জ্ঞেয় ত্যাগ গ্রহণাত্মক কার্য্য—জগৎ এক অর্থে আমাদের ব্যবহারিক জগৎ।

এইরূপে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা আমাদের নিকট এ জগৎ জ্ঞেয় কার্য্য ও ভোগ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া আমাদের ব্যবহারোপযোগী হয়। আমরা প্রধানতঃ এই কার্য্য ও ভোগ্যজগতে লিপ্ত থাকিয়া সংসারী হই এবং তাহাতে বদ্ধ থাকি। আমাদের জ্ঞেয় জগৎ এরূপ বন্ধনের হেতু হয় না অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান যদি এইরূপ ভোগ ও কর্ম্ম-বাসনাদ্বারা রঞ্জিত বা পরিচালিত না হয়। যদি জ্ঞান নির্ম্মল হয় তবে সেই নির্ম্মল জ্ঞানে জগৎ কার্য্যরূপে বা ভোগ্যরূপে মলিন আবরণে আবৃত হইয়া অভিব্যক্ত হয় না। এইজন্য নির্ম্মল জ্ঞানে জ্ঞেয় জগৎ আমাদের এরূপ বন্ধনের হেতু নহে।

আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে যে জগৎ প্রকাশিত হয়, তাহা Phenomenal World হইলেও, তাহার মূল ঈশ্বর ও তাহা ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া তাহা সত্য। ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞানে মায়াশক্তি দ্বারা জগৎ যেরূপে কল্পিত করিয়া সৃষ্টি করেন, আমাদের জ্ঞানে পরিচ্ছিন্ন হইয়া জগৎ সেই-রূপেই প্রকাশিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান আত্মার স্বরূপ তাহা অপৌরুষেয়। পাশ্চাত্য দর্শন ইহাকে Absolute impersonal transcendental Reason বলে। আমাদের চিত্তে সেই জ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলিয়া,আমা-দের বুদ্ধি ও জ্ঞানস্বরূপ হয়। কিন্তু আমাদের সে জ্ঞান অজ্ঞানাবৃত ও পরিচ্ছিন্ন। তাহা হইলেও স্বরূপতঃ এ জ্ঞান ঈশ্বর জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। তবে আমাদের অন্তরে ব্যষ্টিভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়া ও মলিন হইয়া সে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, আর ঈশ্বরে তাহা সমষ্টি ভাবে অপরিচ্ছিন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হয়, এই প্রভেদ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা "সর্ব্ববুদ্ধিনিষ্ঠ।" এই জ্ঞেয় জগৎ ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া অনাসক্তিরূপ শস্ত্রের দ্বারা কেহ ছেদন করিতে পারে না।

কিন্তু আমরা শুদ্ধ সাত্ত্বিক বুদ্ধির স্বরূপ যে নির্ম্মল বৃত্তিজ্ঞান কেবল তাহাতেই জ্ঞেয়রূপে এ জগৎ দেখিতে পারি না। আমাদের জ্ঞানে যখনই জগৎ প্রকাশিত হয়, তখনই আমরা আমাদের মনের কাম সংকল্প বিচিকিৎসা প্রভৃতিরূপ আবরণে আবৃত করিয়া, তাহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক মনে এক অভিনব ভোগ্য ও কার্য্য জগৎ কল্পনা করিয়া লই। বলিয়াছি ত ইহাই প্রকৃত অর্থে সংসার—অব্যয় অশ্বত্থ। ইহাই আমাদের Phenomenal World। ইহারই স্থিতি আমার কাছে আমারই আসক্তির উপর আমার কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ ইত্যাদির উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে।* অসঙ্গরূপ দৃঢ় শস্ত্রের দ্বারা এজন্য ইহাকে ছিন্ন করা যায়।

এখানে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। অসঙ্গরূপ উপায়ে কাম ক্রোধ বা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইলে মনঃকল্পিত ভোগ্য ও কার্য্য জগৎ বা সংসারের বিলয় হইলেও জ্ঞানে জ্ঞেয় জগৎ থাকে। যতদিন জ্ঞান অজ্ঞানরূপ দ্বৈতবদ্ধ থাকে, যতদিন জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই বিভাগ থাকে, যতদিন জ্ঞান দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন থাকে, ততদিন জ্ঞানে এই জ্ঞেয় জগৎ এই ঈশ্বরসৃষ্ট ঈশ্বরজ্ঞানে কল্পিতজগৎ থাকে। শঙ্কর বলিয়া-

---

* সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট বলিয়াছেন যে, এই যে Phenomenal world আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় ইহার স্বরূপ কি বা ইহার মূল কি তাহা আমরা আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জানিতে পারি না। ইহার প্রকৃতস্বরূপ Thing in itself আমাদের দেশ কাল ও নিমিত্তরূপ পরিচ্ছেদ দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া তাহা জানা যায় না। যখনই আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে কোন বস্তু প্রতিভাত হয় তখনই আমরা তাহাকে দিক কালের আবরণে আবৃত করি। তাহাকে একত্ব বহুত্ব প্রভৃতি সংখ্যার আবরণে আবৃত করিয়া এবং আরও কত প্রকারে আবরণ দিয়া তবে তাহাকে আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত করি। ইহাই আমাদের জ্ঞানের স্বভাব এজন্য আমাদের এজ্ঞানে আমরা কোন বস্তুর স্বরূপ জানিতে পারি না। সপেন হর বলেন যে যাহার স্বরূপ আমরা জানিতে পারি না, তাহার অস্তিত্বই বা কিরূপে জানা যাইতে পারে, সুতরাং তাহার অস্তিত্ব স্বীকারও নিরর্থক। অতএব বলিতে হয় যে এই জগৎ আমারই জ্ঞান বা কল্পনা প্রসূত। তবে ইহার মূলে আমাদের কাম বা সঙ্কল্পের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাই এজগৎ সঙ্কল্প বা কাম (Will) এবং কল্পনা (Idea) মূলক। এই কাম বা বাসনা নিবৃত্তিতে এই সংসার নিবৃত্তি হয়।

ছেন এ জগৎও মায়া-মূলক; কেন না ইহা অপরিচ্ছিন্ন নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের মায়াশক্তি হেতু তাহার বিকাশোন্মুখ অবস্থায় পরিচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। ইহা আদি বা পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে পুরাতনী প্রবৃত্তিরূপে প্রসৃত। এই জ্ঞেয়জগৎ মায়ার সাত্ত্বিক গুণময়ভাবের দ্বারা বা অজ্ঞানযুক্ত জ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া, আমাদের নিকট প্রকাশিত থাকে; অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ইহার মূল উৎপাটন করা যায় না। এই জগৎ —এই ঈশ্বরসৃষ্ট বা জ্ঞান-কল্পিত জগৎ ও মনঃকল্পিত জগৎ উভয়ই মায়াময় —উভয়ই অবশ্য Phenomenal World। ইহা অতিক্রম না করিলে সেই Absolute Noumenonরূপ অব্যয় পদ (goal) লাভ হইতে পারে না। জ্ঞান-কল্পিত জগৎ অতিক্রমের উপায় মায়া বা মূল অজ্ঞান নিবৃত্তি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অহং ব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অপরোক্ষানুভূতি সিদ্ধিতে এই দ্বৈত ভাণের নিবৃত্তি হয়। অথবা ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানে তাহা সিদ্ধ হয়। এজন্য ভগবান্ অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা সংসার-অশ্বত্থ ছেদনপূর্ব্বক সেই প্রপঞ্চাতীত পরমব্রহ্মরূপ পরম ধাম প্রাপ্তির উপায় উপদেশ দিয়াছেন।

এই জ্ঞেয় জগতের জ্ঞান আমাদের কিরূপে উৎপন্ন হয়, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে "দর্শন শাস্ত্রের প্রমাণ" প্রবন্ধে (নব্যভারত ১৩০৮ পৌষ সংখ্যায়) যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল:—

......জ্ঞান চৈতন্য এক নহে। চৈতন্য দ্রষ্টা বা প্রকাশক। ইহা অন্তঃকরণকে প্রকাশ করে। অন্তঃকরণ তিনরূপ ধর্ম্মযুক্ত। এই তিনরূপ ধর্ম্ম প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন হয়,—ইহাও এক অর্থে বলা যাইতে পারে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভোগ অন্তঃকরণের এই তিন ধর্ম্ম। এই জন্য চৈতন্য আশ্রয়ে অন্তঃকরণে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তাভাব উদয় হইতে পারে। চৈতন্য ইহাদের সাক্ষী বা প্রকাশক মাত্র। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যে তৃণ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত আর মানুষ হইতে ব্রহ্মা প্রভৃতি

দেবতা পর্য্যন্ত সকলেই জীব বা জীব ধর্ম্মযুক্ত। কিন্তু সকলের এই জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব সমানরূপে অভিব্যক্ত হয় না। আর সকল মানুষের জ্ঞানও সমান নহে। জীব মাত্রেরই জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। তবে তৃণাদিতে তাহা অব্যক্ত বা লুপ্ত, পশুতে তাহা সামান্যরূপে পরিস্ফুট, মানুষেই কেবল তাহা সমধিক পরিস্ফুট। মানুষের মধ্যেও কাহারও জ্ঞান কর্ম্ম বৃত্তির দ্বারা আবরিত কাহার জ্ঞান সুখ দুঃখানুভূতির আধিক্য হেতু আবরিত। জ্ঞান ও সকল সময়ে প্রকাশিত থাকে না। সুষুপ্তিতে আদৌ তাহার প্রকাশ হয় না। স্বপ্নে শৈশবে বাতুলাবস্থায় তাহা আংশিকরূপে পশুজ্ঞানের ন্যায় কেবল সংস্কার হেতু প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই জ্ঞান নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল এই জ্ঞান চৈতন্য নহে। চৈতন্য কেবল জ্ঞাতা ভাবেই "অহং" "ইদং" রূপ ধারণা করে। কেবল ইচ্ছা বা বাসনায় অধিষ্ঠিত অবস্থায় চৈতন্যের এই জ্ঞাতা ভাব থাকে না। তাহাতে "অহং" "ইদং" জ্ঞান বা ভাব স্ফুরিত হয় না। যখন আমরা নিদ্রিত থাকি, তখন বাসনা অনিদ্রিত থাকিয়া দৈহিক কার্য্য সম্পাদন করে। প্রাণশক্তি বা জৈবশক্তি কখন নিদ্রিত হয় না, তাহা চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত থাকে।...

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত জ্ঞান ও চৈতন্যের আর একরূপে অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন, জ্ঞান অন্তঃকরণের ধর্ম্ম নহে, ইহা চৈতন্যের ধর্ম্ম। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বরই জ্ঞাতা, তিনি ব্যতীত আর কেহ জ্ঞাতা নাই। জীব ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মস্বভাব বলিয়া ইহারও অন্তঃকরণে এই অনন্ত জ্ঞানের বিম্ব বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়, এবং তাহা হইলেই জীব জ্ঞান লাভ করে। অন্তঃকরণ মলিন দর্পণের ন্যায় মলাবৃত থাকিলে, তাহাতে জ্ঞান উপযুক্তরূপে প্রতিফলিত হয় না। অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইলে তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণ করিলে জ্ঞান চৈতন্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"চৈতন্য প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ববৃত্তিই জ্ঞান নামে অভিহিত।" তিনি আরও বলিয়াছেন, জীব জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন, ইহা অপরিচ্ছিন্ন হইলে সর্ব্বপ্রকাশক হয়। এই সর্ব্বপ্রকাশক জ্ঞান নিত্য। এই জ্ঞানই চৈতন্য স্বরূপ। জ্ঞান নিষ্ক্রিয়াবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবে বিভক্ত হয় না। জ্ঞান ক্রিয়ার সময়ই জ্ঞান কর্ম্ম বা জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। সেই জন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন নিত্য জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞেয় বিষয় তাঁহার মায়া নামক জগদ্বীজ। সুতরাং বলিতে হইবে যে অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও চৈতন্য একই পদার্থ; তাহা ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁহাতেই বা তাঁহা হইতেই জ্ঞাতা জ্ঞেয় দুইটি ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ভাব জীবে উপহিত বলিয়া জীব এই জ্ঞাতা জ্ঞেয় দুইটি ভাব আত্মচৈতন্য জ্ঞান স্ফূর্ত্তি কালে বা যেই কালে জ্ঞান ক্রিয়া আরম্ভ হয় সেই কালে ধারণা করে। ব্রহ্ম হইতে বাহ্য প্রবাহ হেতু জ্ঞেয় জগৎ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হয় আর আন্তর প্রবাহ হেতু জ্ঞাতা সেখানে প্রতিফলিত হয়। অন্তঃকরণে এই দুই প্রবাহের সম্মিলনে এই উভয় প্রতিবিম্ব সংযোগেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ভাব সম্মিলিত হয়,—আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আমাদের অন্তঃকরণেই এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব একীভূত হয়। জ্ঞাতা এই অন্তঃকরণ পথ দিয়া বাহিরে আসিতে গিয়া মল যুক্ত হয়,—অজ্ঞানাবৃত হয়। এইজন্য এই আন্তর প্রবাহ বা অন্তঃকরণ পথে জ্ঞানপ্রবাহ দুইটি ধারায় বিভক্ত হয়। একটি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বা অতীতে অর্জ্জিত স্মৃতি বা সংস্কার ও বাসনা জাত প্রবৃত্তির প্রবাহ। আর একটি জ্ঞানের দেশকাল নিমিত্ত সীমা বদ্ধ থাকা হেতু তাহার মূল অজ্ঞান বা মায়া-প্রবাহ। এই জন্য এই আন্তর প্রবাহকালে জ্ঞাতা জ্ঞানের সহিত অজ্ঞান লইয়া উপস্থিত হয় এবং সেই প্রবাহে যে বাহ্য জগৎ প্রতিভাসিত হয় তাহাকেই ইন্দ্রিয় পথে আগত বাহ্য প্রবাহে প্রতিফলিত বা তাহার সহিত একীভূত করিয়া ব্যবহারিক জ্ঞেয় জগৎ উপলব্ধি করে।

অন্তঃকরণ পথে আসিতে জ্ঞান অজ্ঞান জড়িত হয় বলিয়া এই ব্যবহারিক জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। কিন্তু বাহ্য জগৎ ব্রহ্মশক্তিজাত বলিয়া তাহা অসত্যও নহে। তাহার কতক সত্য কতক অসত্য, তাহা সদসদাত্মক। ... ...

এ বাহ্য জগৎ যে একেবারে অসত্য নহে, সে সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শন বলেন—

'অবাধাদদুষ্ট কারণজন্যত্বাচ্চ জগতোঽপি নাবস্তুত্বম্।' (১,৭৯)

এবং 'নাবস্তুনো বস্তু সিদ্ধিঃ॥' (১।৭৮)

এইরূপ বেদান্ত সূত্রে আছে,

'বৈধর্ম্ম্যাচ্চন স্বপ্নাদিবৎ'

এবং 'নাভাব উপলব্ধেশ্চ'

এইরূপে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে এ জগৎ ব্রহ্মজ্ঞানে যেরূপ ঈক্ষিত বা কল্পিত হয় এবং তাঁহারই পরাখ্য মায়া বা প্রকৃতিরূপ শক্তির দ্বারা যেরূপে অভিব্যক্ত হয় তাহা সত্য। আর সেই 'জগৎ' যে ভাবে আমাদের অবিদ্যা বা অজ্ঞান মোহিত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে জ্ঞেয় হয় এবং রাগদ্বেষাদি-মূলক প্রবৃত্তি চালিত কর্ম্মদ্বারা নানারূপ সম্বন্ধের দ্বারা এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির দ্বারা সেই জগৎ আমাদের যেরূপে ভোগ্য হয়, সেই জগৎ সত্য তাহা আমাদের জ্ঞেয় ও ভোগ্য সংসার, তাহাই আমরা অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে পারি।

শাস্ত্রোক্ত সংসারতত্ত্ব।—সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র হইতে আমরা এই সংসারতত্ত্ব বুঝিতে পারি। উপনিষদে ইহা যেরূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত করিয়াছি। এই সংসার বৃক্ষের মূলে যে ব্রহ্ম, তাহা সমুদায় উপনিষদ হইতে জানা যায়।* কিন্তু ব্যাখ্যা কারগণ ইহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

* মূল উপনিষদে যে যে স্থলে এই জগৎসৃষ্টিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, পঞ্চদশীতে তাহা সঙ্কেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

শঙ্কর বলেন যে, ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নির্গুণ নিরঞ্জন প্রপঞ্চাতীত অপরিণাম, সুতরাং তাঁহা হইতে এ জগৎ বা সংসার অভিব্যক্ত হইতে পারে না। মায়াহেতু এ সংসার তাঁহাতে বিবর্ত্তিত হয় মাত্র। সুতরাং এ সংসার ব্যবহারিক অর্থে সত্য হইলেও পরমার্থতঃ মায়িক মিথ্যা (অলীক) মায়া নিবৃত্তিতে তাহার নিবৃত্তি হয়। রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণব ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে এ জগৎ সত্য ইহা ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত, ইহাঁরা

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনস্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ॥
আত্মা বা ইদমগ্রেঽহৎ স ঈক্ষত সৃজা ইতি।
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোঁকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ!॥
খংবাযৃগ্নিজলোর্ব্ব্যোবধ্যান্নদেহাঃ ক্রমাদমী।
সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ॥
বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ।
তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তিত্তিরিঃ॥
ইদমগ্রে সদেবাসীৎ বহুত্বায় তদৈক্ষত
তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জেতি চ সামগাঃ॥
বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জ্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকাশ্রুতিঃ॥
জগদব্যাকৃতং পূর্ব্বমাসীদ্ ব্যাক্রিয়তেঽধুনা।
দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাড়াদিষু তে স্ফুটে॥
বিরাণ্মনুর্নরা গাবঃ খরাশ্বাজাবয়স্তথা।
পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ॥
কৃত্বা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ।
ইতি তাঃ! শ্রুতয়ঃ! প্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ॥
চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চঃ পুনঃ!
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসঙ্ঘোজীব উচ্যতে॥
মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥
মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি।
ঈশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সর্ব্বমুক্তং সমাসতঃ॥ (পঞ্চদশী ৪।২—১০)

বিভিন্ন শ্রুতি উক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব পূর্ব্বে নবমাধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহা দ্রষ্টব্য।

পরিণামবাদ স্বীকার করেন। ব্রহ্ম সগুণ; তিনি পরমেশ্বর, অনন্ত শক্তি-মান্; তিনি স্বশক্তি-বলে একাংশে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হইয়া, তাহাকে বিধৃত ও নিয়মিত করেন। গীতা হইতেও এ তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। ভগবান্ তাঁহার বিভূতি বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন যে,—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ (১০।৪২)

সুতরাং এ জগৎ ভগবানেরই অংশ—তাঁহারই বিভূতি; তিনিই বিশ্বরূপ।* এই ঈশ্বর-সৃষ্ট জগৎকে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা যে ছেদন করা যায় না, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শঙ্কর ইহা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি বলেন যে সগুণভাবে ব্রহ্ম শুদ্ধ মায়াতে উপহিত হইয়া যে জগৎ কল্পনা করেন—"আমি বহু হইব" এইরূপ ঈক্ষণ করিয়া নামরূপ দ্বারা জগৎ অভিব্যক্ত করিয়া তাহার মধ্যে আত্মার দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধারণ করেন; জীব সেই মায়ার মলিনরূপ অবিদ্যাবশতঃ বা অজ্ঞান হেতু তাহার মলিন জ্ঞানে সেই জগৎকে যে ভাবে ধারণা করিয়া ভোগ করে, তাহাই তাহার সংসার-অশ্বত্থ। ইহাই অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদ্য। অতএব এ জগৎ দুইরূপ—মায়োপাধিযুক্ত ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ, আর মলিন অবিদ্যোপাধিযুক্ত জীবসৃষ্ট জগৎ। আমাদের জ্ঞেয় জগৎ বা সংসার আমাদেরই অবিদ্যা বা অজ্ঞানমূলক বলিয়া তাহা আমরা পরাবিদ্যা বা পরম জ্ঞানদ্বারা নাশ করিতে পারি।

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যে, যাহা আমাদের ভোগ্য জগৎ, তাহা

* এই সংসারতত্ত্ব শঙ্কর বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকের ব্যাখ্যায় যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল;—

কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্ম বা ক্রিয়াসমূহ শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ধর্ম্মনামে প্রসিদ্ধ। ধর্ম্মের ন্যায় অধর্ম্মও জিজ্ঞাস্য। ধর্ম্ম যেমন গ্রহণের জন্য বিচার্য্য, অধর্ম্মও তেমনি পরিহারের জন্য বিচার্য্য। ধর্ম্ম যেমন যাগ দান প্রভৃতির বিধানানুসারে লক্ষিত হয়, অধর্ম্মও তেমনি হিংসাদি নিষেধানুসারে নির্ণীত হয়; সুতরাং শাস্ত্রের নিয়োগ (কর ও করিও না

মনঃকল্পিত ; তাহাই এই সংসার। আমাদের কর্ম্মের উপরই তাহার স্থিতি, তাহা ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ হইতে ভিন্ন। আমরা এই কথা পঞ্চদশী হইতে বুঝিতে চেষ্টা করিব। দ্বৈত-বিবেক পরিচ্ছেদে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে,—

"ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।" (৪।১) জীবসৃষ্ট জগৎ সম্বন্ধে "সপ্তান্নবিদ্যা" (বৃহদারণ্যক প্রকরণে ১।৫ দ্রষ্টব্য) শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে :—

এতদ্রূপ অনুমতি) উভয়েরই লক্ষণ। ঐ দু'য়ের অর্থাৎ নিয়োগলক্ষণে লক্ষিত অর্থানর্থ নামক ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখ ও দুঃখ। সেই ফল বা সেই সুখ দুঃখ সর্ব্বজীবে প্রত্যক্ষ। কেন না, শরীরের দ্বারা বাক্যের দ্বারা মনের দ্বারা উহার ভোগ ও বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগদ্বারা উহার জন্ম বা আবির্ভাব হইতেছে। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত জীবই ঐ দুই ফল (সুখ ও দুঃখ) জ্ঞাত আছে। শাস্ত্রেও শুনা যায় যে, ব্যক্তিবিশেষে ঐ দুয়ের তারতম্য হয়। সুখের তারতম্য থাকায় তাহার মূল কারণ ধর্ম্মেরও তারতম্য আছে, এবং ধর্ম্মের তারতম্য থাকায় তাহার উপার্জ্জক পুরুষেরও তারতম্য আছে। যাহারা জ্ঞানপূর্ব্বক যজ্ঞাদি করে, উপাসনা করে, জ্ঞানের বা উপাসনার (চিত্তস্থৈর্য্যরূপ সমাধির) প্রভাবে তাহারা উত্তর মার্গ লাভ করে। আর যাহারা কেবল ইষ্টাপূর্ত্ত ও দত্তকর্ম্ম করে, তাহারা ধূমাদিক্রমে দক্ষিণমার্গে চন্দ্রাদিলোকে গমন করে। সেই সেই প্রাপ্যলোকের সুখ ও তৎপ্রাপক কর্ম্ম-সমূহ যে অত্যন্ত তারতম্যবিশিষ্ট, ইহা 'যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা' ইত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা জানা যায়। (স্বর্গসুখের উৎকর্ষাপকর্ষ আছে ; সুতরাং তৎপ্রাপক কর্ম্মেরও তারতম্য আছে)। মনুষ্য প্রভৃতি উচ্চ জীব, অধম নারকী জীব ও অত্যধম স্থাবর জীব, সকলেই—উক্তক্রমে অর্থাৎ অল্পাধিক প্রকারে কিছু না কিছু সুখ অনুভব করিয়া থাকে এবং তাহাদের সে সুখ বা সেরূপ সুখভোগ বৈধকর্ম্মের ফল ;ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। কি ঊর্দ্ধলোক-বাসী, কি মধ্যলোকবাসী, কি অধোলোকবাসী, সকলেরই অল্পাধিক প্রকার দুঃখ আছে ; পরন্তু তাহাদের সে দুঃখ বা তদ্রূপ দুঃখভোগ নিষেধচোদন বোধ্য অধর্ম্মের (হিংসাদির) ফল ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। (সিদ্ধান্ত হইল যে সুখ দুঃখের প্রভেদ থাকায়, একরূপতা না থাকায় তাহার মূল কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ আছে) এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ বা নানাত্ব থাকায় তাহার উপার্জ্জক পুরুষের অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের প্রভেদ আছে। কথিত প্রকারে অবিদ্যাদি-দোষ-দূষিত দেহধারী জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্য বা প্রভেদ থাকাতেই তাহাদের দেহের বা সুখদুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে। ঈদৃশ বিচিত্র প্রভেদযুক্ত সুখদুঃখ মোহভোগ হওয়ার নাম সংসার"। (শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ)। শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে বিধিনিষেধমূলক বেদাদি সমুদয় শাস্ত্র অবিদ্যাপর। জীব যতদিন সংসারী থাকে ততদিন এই সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই সকল শাস্ত্র-প্রচোদিত কর্ম্মদ্বারা যে ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ অপূর্ব্ব লাভ হয়, তাহার দ্বারাই আমাদের সুখদুঃখভোগ ও ঊর্দ্ধাধোগতি হয়। এজন্ত বেদাদিশাস্ত্রকে সংসার-বৃক্ষের আচ্ছাদক পর্ণস্বরূপ বলা হয়।

"সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্।
অন্নানি সপ্তজ্ঞানেন কর্ম্মণাজনয়ৎ পিতা॥ (৪।১৪)

এই অন্ন সকল শস্যাদিরূপে ঈশ্বরসৃষ্ট হইলেও, জীবের জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা তাহাদের অন্নত্ব বা ভোগ্যত্ব স্থাপিত হয়,—

"ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্ম্মিতানি স্বরূপতঃ।
তথাপি জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জীবোঽকার্ষীত্তদন্নতাম্॥ (৪।১৭)

অতএব এই জগৎ ঈশ্বরকার্য্য ও জীবভোগ্য এই দুই ভাবে অন্বিত,— "ঈশকার্য্যং জীবভোগ্যং জগদ্দ্বাভ্যাং সমন্বিতম্।" (৪।১৮) মায়োপাধিক ঈশ্বর-সংকল্প হইতে এ জগৎ সৃষ্ট বলিয়া ইহা ঈশকার্য্য। আর মনোবৃত্ত্যাত্মক জীব-সংকল্প হইতে এজগৎ জীবভোগ্য হয়। তাহা প্রিয় অপ্রিয় বা উপেক্ষ্য হয়। জীবসংকল্প হইতে যে জগৎ ভোগ্যরূপে কল্পিত ও সৃষ্ট হয়, সে জগৎ মনোময়। এইরূপে বিষয় সকল দুই প্রকার হয়। এক বাহ্য ভৌতিক, আর এক আভ্যন্তরিক মনোময়। বাহ্য বস্তু ইন্দ্রিয়ের নিকটস্থ হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইলে, অন্তঃকরণ বৃত্তি উৎপন্ন হয় ও মন সেই বস্তুকে গ্রহণ করিয়া তদাকারে পরিণত হয়; এইরূপে বাহ্যবস্তু মনোময় হয়। এইরূপে বাহ্য মৃন্ময় ঘট, অন্তঃকরণে মনোময় ঘটরূপে প্রকাশিত হইয়া, মনের ভোক্তৃত্বাদির দ্বারা তাহাকে রঞ্জিত করে। এই মনোময় ঘট জীবসৃষ্ট। এইরূপে এই মনোময় জগৎ জীবসৃষ্ট হইয়াই বন্ধনের কারণ হয়। পঞ্চদশীতে এজন্য উক্ত হইয়াছে,—

"অতঃ সর্ব্বস্ত জীবস্ত বন্ধকৃৎ মানসং জগৎ।" (৪।৩৫)।

এই বন্ধনকারণ জীবসৃষ্ট মনোময় দ্বৈতপ্রপঞ্চ দ্বিবিধ,—শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয়।

"জীবদ্বৈতন্ত শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা।" (৪।৪৩) শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা আমাদের মনে যে জগৎ অভিব্যক্ত হয়, তাহা শাস্ত্রীয় জগৎ।

আর অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দ্বিবিধ—তীব্র ও মন্দ। যাহা কামক্রোধাদিযুক্ত, তাহা তীব্র, আর যাহা অজ্ঞান-মোহাদিযুক্ত তাহা মন্দ।

"অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমিতি দ্বিধা।
কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথেতরৎ॥"(৪।৪৯)

অতএব এ স্থলে ভগবান্ যে 'এই অব্যয় অশ্বত্থের' কথা বলিয়াছেন, তাহা এই জীবসৃষ্ট মনোময় দ্বৈতপ্রপঞ্চ। পরমপদ লাভের জন্য দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ইহাকে ছেদন করিবার জন্য ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। পঞ্চদশীতেও উক্ত দুই প্রকার জীবসৃষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চকে নিবারণ করিবার উপদেশ আছে,—

উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।
বোধাদূর্দ্ধঞ্চ তন্মেয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে॥ (৪।৫০-৫১)

এইরূপে আমরা বেদান্তশাস্ত্র হইতে এই অব্যয় সংসার-তত্ত্ব জানিতে পারি। এস্থলে সাঙ্খ্যদর্শনের উল্লেখ আবশ্যক। সাঙ্খ্যদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। সুতরাং ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের অস্তিত্বও সাঙ্খ্য-দর্শনের সিদ্ধান্ত নহে। ব্রহ্মে যে জগৎ কল্পিত হয়, তাহাও সাঙ্খ্য-দর্শন স্বীকার করেন না। সাঙ্খ্যদর্শন অনুসারে বিভিন্ন বদ্ধপুরুষের ভোগমোক্ষার্থ স্বাধীনা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম হয় এবং সেই পরিণাম হেতু প্রকৃতি হইতে তাহাদের লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ এবং তাহাদের ভোগ্য স্থূলশরীর ও বাহ্যজগৎ অভিব্যক্ত হয়। অবিবেক হেতু পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হয়। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক জ্ঞান হইলে, প্রকৃতির সহিত সেই পুরুষের সংযোগ বা বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না, এবং তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতি আর পরিণত হয় না। এজন্য সে বিবেকী পুরুষের নিকট আর তাহার জগৎ থাকে না। কারিকায় আছে,—

"তেন নিবৃত্তপ্রসবামর্থবশাৎ সপ্তরূপবিনিবৃত্তাম্। (৬৫)
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥ (৬৬)

যাহা হউক, লিঙ্গাখ্য ও ভাবাখ্যসৃষ্টি সাঙ্খ্যদর্শন হইতেও দুইরূপ সৃষ্টির কথা পাওয়া যায়।

"ন বিনাভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥ (৫২)

এই লিঙ্গাখ্যসৃষ্টির নামান্তর তন্মাত্রসৃষ্টি আর ভাবাখ্যসৃষ্টির নামান্তর বুদ্ধিসর্গ। এই ভাবাখ্যসর্গের দ্বারা আমাদের লিঙ্গশরীর অধিবাসিত থাকে। সাঙ্খ্যমতে ভাব বা প্রত্যয়সর্গ চতুর্ব্বিধ,—

"এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ॥
(কারিকা ৪৬)

বিবেক জ্ঞান দ্বারা এই ভাবসর্গ ছেদন করিতে পারিলে, তবে আমাদের কৈবল্যমুক্তি সিদ্ধ হয়। সুতরাং এই ভাবসর্গই অব্যয় অশ্বত্থ। যাহা তন্মাত্র বা লিঙ্গসর্গ, তাহা ইহার দ্বারা ছেদন করা যায় না। কোন কোন সাঙ্খ্য পণ্ডিতের মতে তাহা মূল প্রকৃতি হইতে সিদ্ধ পুরুষ হিরণ্যগর্ভাদির সান্নিধ্য হইতে বা অধিষ্ঠাতৃত্বে স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয়। তাহা আমাদের বিবেকজ্ঞান-নাশ্য নহে। এই জন্য সাঙ্খ্য মতে এজগৎ সত্য। ইহাকে এক অর্থে ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ বলা যায়।

এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধদর্শনে মাধ্যমিক ও যোগাচারমতে বাহ্য জগৎ স্বীকৃত হয় নাই। এজগতের মূল শূন্য বা অভাবমাত্র হইলেও আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয়রূপে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার হেতু আমাদের বাসনা, তাহা হইতে এজগৎ আমাদের জ্ঞেয় ও ভোগ্যরূপে কল্পিত হয়। আমাদের বিজ্ঞানে ইহা প্রতিষ্ঠিত ও বাসনামূলক অবিদ্যা হইতে ইহা প্রসৃত। তাহার পাঁচ স্কন্ধ যথা—রূপ সংজ্ঞা বেদনা সংস্কার বিজ্ঞান। যখন বাসনা নাশে ইহাদের নাশ হয়। তখন আর এসংসার থাকে না। এইরূপে আমরা নানাশাস্ত্র হইতে নানাভাবে এই সংসার-অশ্বত্থতত্ত্ব বুঝিতে পারি।

এই প্রকার নানা বাদবিবাদের মধ্য দিয়া 'অস্তি' 'নাস্তি' 'সদসৎ' প্রভৃতি বাদের মধ্য দিয়া আমরা জগত্তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করি এবং এই সকল পরস্পর-বিরোধি-বাদের সমন্বয় বা মীমাংসা করিয়া জগতের স্বরূপ বুঝিতে যত্ন করি। বেদান্তশাস্ত্র আমাদের জ্ঞানে জ্ঞেয় জগতের তত্ত্ব যতদূর প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত জগৎ সত্য হইলেও, আমাদের জ্ঞানে অবিদ্যা কামকর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত হইয়া, তাহা যে ভাবে প্রতিভাত হয় ও ব্যবহারোপযোগী হয়, তাহা মিথ্যা মায়িক। আমাদের অবিদ্যা-কল্পিত এই জগৎ আমাদের সংসার, ইহাই আমরা ভোগ করি, ইহাতেই আমরা বদ্ধ থাকি। আমাদের ত্রিগুণজ ভাব দ্বারা রচিত এই সংসারকে ভগবান্ অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সংসারমুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

বৈরাগ্যতত্ত্ব।—এই যে নানাবিধ ভোগসাধন সংসার, ইহা হইতে মুক্তির প্রয়োজন কি? কেনই বা আমাদের মুক্তির জন্য এত কঠোর সাধনা করিতে হইবে? যতদিন আমরা এ সংসারকে সুখস্থান মনে করি, সেতদিন আমাদের মনে এ প্রশ্নের উদয় হয় না। যে পর্য্যন্ত এ সংসার দারুণ দুঃখময় বলিয়া বোধ না হয়, যতক্ষণ সংসারে প্রাপ্তব্য সুখকে ক্ষণিক দুঃখ-মিশ্রিত, অল্প, পরিচ্ছিন্ন ও হেয় বলিয়া আমাদের ধারণা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা জানিবার প্রয়োজন হয় না।

আমাদের এ সংসারে বারবার নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এ ধারণা যতক্ষণ আমাদের চিত্তে বদ্ধমূল না হয়, "জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখদোষানুদর্শন"-রূপ জ্ঞান দৃঢ় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মুক্তির প্রয়োজন বোধ হয় না এবং সংসারমুক্তির জন্য সাধনায় প্রবৃত্তিও হয় না। ততদিন পর্য্যন্ত যে পদ পাইলে আর এ দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না, তাহার তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রযত্ন হয় না এবং সংসারাতীত পরম পদের

অন্বেষণ বা প্রাপ্তির জন্য সাধনায় উপযুক্ত চেষ্টাও হয় না। যাঁহারা সংসারে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিবিধ দুঃখে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহারাই সংসার-মুক্তির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন।

যাঁহারা সংসার-মুক্তি লাভ করিতে অভিলাষী, তাঁহারা কি উপায়ে সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে পারেন, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে গীতা অনুসারে পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হয়; এবং এই গুণের সহিত তাহার সঙ্গ হয়। এই সঙ্গই আমাদের বন্ধন হেতু। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশোবুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ (২।৬২—৬৩)

এই সঙ্গহেতু সংসার ভোগ হয় ও সংসারে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়; এজন্য ইহার আর এক নাম ভব।

অতএব সংসার হইতে মুক্ত হইতে হইলে, এই ত্রিগুণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হয়। যাহাতে এই ত্রিগুণের সহিত সঙ্গ দূর হয়,—যাহাতে এই ত্রিগুণের ভোক্তা হইতে না হয় তাহা করিতে হয়। ত্রিগুণাতীত হইতে হইলে, এই ত্রিগুণের সহিত বা সংসারের সহিত সঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়। সঙ্গ-ত্যাগ করিতে পারিলে, এই ত্রিগুণজ ভাব-রচিত সংসার আমাদের সম্বন্ধে তিরোহিত হইয়া যায়। এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা এই সংসার-অশ্বত্থকে ছেদন করিতে হইবে। যে অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সংসার-অশ্বত্থ ছেদন করা যায়, তাহাকে বৈরাগ্য বলে; তাহা আমাদের আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। পাতঞ্জলদর্শন হইতে জানা যায় যে এই বৈরাগ্য দ্বিবিধ—অপর ও পর। অপর বৈরাগ্য চারি প্রকার; যথা—যতমানসংজ্ঞা ব্যতিরেকসংজ্ঞা, একে-

ন্ত্রিয়সংজ্ঞা ও বশীকারসংজ্ঞা। ইহাদের মধ্যে বশীকার বৈরাগ্যই শ্রেষ্ঠ। পাতঞ্জলে আছে "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" (সমাধিপাদ ১৫ সূত্র)। "অর্থাৎ স্ত্রী অন্নপান ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি চেতন ও অচেতন দ্বিবিধ ঐহিক বিষয়ে স্বর্গে দেহরহিত ইন্দ্রিয়ে লয়রূপ এবং প্রকৃতিতে লয় পাওয়া রূপ মুক্তিবিশেষে বেদবোধিত এই সমস্ত বিষয়ে তৃষ্ণারহিত চিত্তের দিব্য ও অদিব্য সুখকর বিষয় সকল উপস্থিত হইলেও, অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয় প্রভৃতি বিষয়-দোষ দর্শন করায় অনাভোগাত্মিকা হান উপাদান শূন্যা উপেক্ষা বুদ্ধিরূপ বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য বলে। ইহার কারণ প্রসংখ্যান অর্থাৎ সর্ব্বদা বিষয়ের দুঃখরূপতা চিন্তা করিতে করিতে দোষের প্রত্যক্ষ করা" (পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু কৃত ব্যাসভাষ্যের বঙ্গানুবাদ)।

কিন্তু যোগশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে,এ বৈরাগ্য যথেষ্ট নহে। এই বশীকারসংজ্ঞক অপরবৈরাগ্য দ্বারা ত্রিগুণবন্ধন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায় না। ইহার দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ অভিভূত হয়; রজঃ ও তমোগুণের বন্ধন ছিন্ন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা সত্ত্বগুণের বন্ধন একেবারে ছেদন করা যায় না। এই সত্ত্বগুণের বন্ধন ছেদন করিবার জন্য যে দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্রের প্রয়োজন, তাহাকে পরবৈরাগ্য বলে। পাতঞ্জলে আছে—"তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্" (সমাধিপাদ ১৬ সূত্র)। ইহার ব্যাসভাষ্য এইরূপ "প্রথমতঃ অর্জ্জন রক্ষণ প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া যোগিগণ ঐহিক পারত্রিক ভোগ্য বিষয় সকল হইতে বিরক্ত হইয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করেন; ঐ জ্ঞানে কেবল সত্ত্বের আবির্ভাবরূপ শুদ্ধি জন্মে; তদ্দ্বারা সর্ব্বথা নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া ব্যক্তাব্যক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরক্ত হয়েন। অতএব বৈরাগ্য দুই প্রকার,—অপর ও পর। ইহার মধ্যে পর বৈরাগ্যটি জ্ঞানপ্রসাদ অর্থাৎ চিত্তের নির্ম্মলতার শেষ সীমা। এই পরবৈরাগ্য দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়। যোগিগণের এইরূপ জ্ঞান হইয়া

থাকে,—পাইবার যোগ্য বস্তু (কৈবল্য) পাইয়াছি, ক্ষয়ের উপযুক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশ (অবিদ্যা প্রভৃতি) ক্ষীণ হইয়াছে; অবিচ্ছিন্ন সংসার-প্রবাহ ছিন্ন হইয়াছে। যে সংসারের বিচ্ছেদ না থাকায় প্রাণিগণ জন্মিয়া মরে এবং মরিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানেরই চরম উন্নতি পর বৈরাগ্য কৈবল্য; ইহারই অন্তর্গত"।

(পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু কৃত—বঙ্গানুবাদ)

এই পর বৈরাগ্যের দ্বারা গুণবিতৃষ্ণা হয়—ত্রৈগুণ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সমুদায় তৃষ্ণা দূর হয় এবং তাহার ফলে পুরুষখ্যাতি বা পুরুষের স্বরূপজ্ঞান সিদ্ধ হয় বা পুরুষ সাক্ষাৎকার হয়। অথবা পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান লাভ হয় ইহা এক অর্থে আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান। এই পর-বৈরাগ্যদ্বারা জীব ত্রিগুণ বিষয়ে বিতৃষ্ণ হওয়ায় তাহাদের চিত্তবৃত্তি বাহ্য বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়া অন্তর্ম্মুখ হইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের উপযোগী হয়। এই পরবৈরাগ্যদ্বারা আমরা সেই পরম মুক্তির পথে অগ্রসর হইবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারি। ইহাই আমাদের সংসার হইতে মুক্তির মুখ্য উপায়।

কিরূপে বৈরাগ্য সাধন করিতে হয়,—কিরূপে অপর বৈরাগ্য পর বৈরাগ্যে পরিণত হয়, গীতায় এস্থলে তাহা উক্ত হয় নাই। তাহা গীতোক্ত সাধনতত্ত্ব হইতে বুঝিতে হইবে। ইহার প্রথম সাধন কর্ম্মযোগ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়॥

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ (৫।১১)

কর্ম্মযোগ গীতার তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এই কর্ম্মযোগ

সাধনার দ্বারা রজোগুণ-সমুদ্ভব কাম ক্রোধাদি অভিভূত হইয়া যায়। রাগ-দ্বেষ দূর হয় এবং কর্ম্ম নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যবোধে বুদ্ধিপূর্ব্বক সম্পাদিত হয়। কর্ম্মযোগে সিদ্ধ হইলে আর রাজসিক ও তামসিকভাব আমাদিগকে অভিভূত করে না। ইহার দ্বারা রাজস ও তামস বিষয়ে আমাদের বৈরাগ্য দৃঢ় হয়। ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তব্যবোধে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে আমাদের ত্যাগ বুদ্ধি দৃঢ় হয়; ইহা বৈরাগ্যের মূল। এই বৈরাগ্য লাভের দ্বিতীয় সোপান গীতার ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। তাহা জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ আর ধ্যানযোগ। এই যোগ সাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয়; অধ্যাত্মজ্ঞানে স্থিতি সিদ্ধ হয়। ইহার ফলে সত্ত্বগুণের বৃত্তি যে সর্ব্বদ্বারে বাহ্য বিষয়ের প্রকাশ ও তাহাতে সুখানুভূতি, তাহাতে আর চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। (গীতা ১৪।১১) এইরূপে সাত্ত্বিক বিষয়ে আমাদের বৈরাগ্য দৃঢ় হয়। এইরূপে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সহিত আমাদের সঙ্গ শিথিল হয়। যাহা হউক এই ত্রিগুণসঙ্গ নিবৃত্তির বা ত্রিগুণাতীত হইবার যাহা মুখ্য উপায়, তাহা গীতার দ্বিতীয় ষট্‌কে—সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সে উপায় ঈশ্বরে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগে প্রীতি পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিলে—অনন্যভক্তিযোগে মন বুদ্ধি ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে পারিলে, ত্রিগুণবন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া যায়। সংসার-অশ্বত্থ ছেদনের যে মহান্ অস্ত্র, তাহা এইরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই পূর্ব্বে ভগবান্ বলিয়াছেন,—"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"॥ (১৪।২৬)। এস্থলেও ভগবান্ বলিয়াছেন যে "তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।" (১৫।৪)। অতএব এই যে গীতোক্ত সাধন কর্ম্মযোগ সাংখ্যযোগ ধ্যানযোগ ও ভক্তিযোগ, ইহা অধিকারিভেদে পৃথক্‌ভাবে বা সমুচ্চয়পূর্ব্বক দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিতে পারিলে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈ র্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ (১৪।২০)

এই দেহ-সমুদ্ভব ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে পারিলে ত্রিগুণ-রচিত এ সংসারের প্রতি অনাসক্তি জন্মে। উৎকট বা পর-বৈরাগ্য অস্ত্র লাভ হয়। তখন সেই বৈরাগ্য-অস্ত্রদ্বারা এই সংসার-অশ্বত্থচ্ছেদনপূর্ব্বক মুক্তির পথে গতি লাভ করা যায়।

এস্থলে বৈরাগ্যসম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা উল্লেখ করিতে হইবে। এ সংসারকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় সিদ্ধান্ত করিয়া আমাদের মধ্যে কয়জন ইহা ত্যাগের জন্য উৎসুক হ'ন। তাঁহাদের সংখ্যা অতীব অল্প। আর যাঁহারা সংসার মুক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জনই বা মুক্তির প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন। গীতায় পরে ষোড়শ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা এ অধিকার বিচার করিতে পারি। যাঁহারা দৈবীসম্পদ্যুক্ত বা সত্ত্বপ্রধান-প্রকৃতিযুক্ত, তাঁহারাই বৈরাগ্যসাধনার দ্বারা সংসার হইতে মুক্তি লাভের অধিকারী। বুদ্ধি সাত্ত্বিকী না হইলে বৈরাগ্যলাভ হয় না। ভগবান্ পূর্ব্বে এই বুদ্ধির তত্ত্ব উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ (২।৪১)

সুতরাং বুদ্ধি একনিষ্ঠ না হইলে বুদ্ধিযোগ সিদ্ধ হয় না। সে বুদ্ধির দ্বারা সুকৃত দুষ্কৃত উভয়কে অতিক্রম করা যায় না। "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে"। আরও একনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যদি পারলৌকিক বিষয় কামনায় যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যাপৃত অথবা ঐহিক সুখ বা অভ্যুদয়ের আশায় ধন মান যশ প্রভৃতি অর্জ্জনের জন্য ব্যাপৃত হয়। তবে তাহা রাজসিক বলিয়া তাহার দ্বারা বৈরাগ্যসাধন সম্ভব হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (২।৪৪)

অতএব কেবল সাত্ত্বিক একনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বৈরাগ্য সাধনের উপযুক্ত। ভগবান্ সাত্ত্বিক বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াছেন,—

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥ (১৮।৩০)

সাঙ্খ্য ও দর্শনে আছে—সাত্ত্বিক বুদ্ধির চতুর্ব্বিধ ভাব—জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য। সাঙ্খ্যমতে ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য বৈরাগ্য আমাদের সংসারমুক্তির সাধন নহে। কেবল জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্য সাধন দ্বারা সংসার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বৈরাগ্য সংসার হইতে মুক্ত হইবার প্রধান উপায়। বৈরাগ্যসিদ্ধিতে সংসারমুক্ত হইতে পারিলে, তবে জ্ঞান দ্বারা পুরুষ প্রকৃতিমুক্ত হইয়া স্ব রূপে অবস্থান করিতে পারে। সে যাহা হউক গীতাতে বৈরাগ্যই যে সংসার মুক্তির প্রধান উপায় তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে।

বৈরাগ্যদ্বারা আমাদের ভোক্তৃভাব ও কর্তৃভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি না থাকিলে সকামকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং আমাদের ভোগও কর্ম্মদ্বারা রচিত যে সংসার, তাহার নাশ হয়। ভোগবাসনার দ্বারা যে সংস্কার বা হৃদয়গ্রন্থি বহুজন্মা ধরিয়া সংবদ্ধ থাকে, বৈরাগ্য দ্বারা তাহা ভিন্ন হয়। বহুজন্মার্জ্জিত কর্ম্মসংস্কার দ্বারা যে সংসারজাল গ্রথিত হয়, বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, দৃঢ় অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা অব্যয় অশ্বত্থকে ছেদন করিতে হয়।

এই বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমাদের আরও কয়েকটি কথা বুঝিতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, দুঃখবাদের উপর আমাদের দর্শন শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সংসার দুঃখময়, দুঃখই হেয়—এই জ্ঞান না হইলে

সংসারমুক্তির জন্য চেষ্টা হয় না। সংসারমুক্তি আমাদের দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই দুঃখবাদ সাঙ্খ্য ও যোগদর্শনের ভিত্তি হইলেও পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাদর্শনের ভিত্তি নহে। যাহারা রজঃপ্রধান প্রকৃতিযুক্ত, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত, ভোগ সুখের জন্য সংসারে আবদ্ধ, তাহাদিগকে সংসারবিমুখ করিতে হইলে, সংসার যে দুঃখময় তার উপদেশের প্রয়োজন। সেইরূপ যাহারা তমঃপ্রধান প্রকৃতিযুক্ত অলস ও কর্ম্মশক্তি হীন, যাহারা দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়, তাহাদের পক্ষেও এ দুঃখবাদের উপদেশের প্রয়োজন। কিন্তু যাহাদের প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান তাহাদের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন নাই।

সংসার যে দুঃখময়, ইহা গীতায় উপদিষ্ট হইলেও এ দুঃখবাদ কোথাও স্থাপিত হয় নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণ সুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত॥

এই তিতিক্ষা সাত্ত্বিকগুণ; ইহা শমদমাদি ষট্‌সাধনসম্পত্তির অন্তর্গত। ভগবান্ আরও সুখদুঃখ সমজ্ঞান করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন,—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥ (২।৩৮)

গীতায় ভগবান্ সংসারে আসক্তি ত্যাগ করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। এই আসক্তির মূল—আমাদের নিজের ভোগসুখের প্রবৃত্তি, আমাদের রাগ দ্বেষ, আমাদের অভিমান, আমাদের মোহ। এই আসক্তি দূর করিয়া নিষ্কাম হইতে পারিলে, আমাদের সংসারবন্ধন ছিন্ন হয়। সুতরাং ইহার জন্য সংসার দুঃখময় এ তত্ত্ব স্থাপনের প্রয়োজন নাই। বাস্তবিকপক্ষে বেদান্তমতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি আমাদের পরম পুরুষার্থ নহে। তবে ইহা মুক্তির অবান্তর ফলমাত্র। কেহ কেহ

সংসারে নানাবিধ দুঃখে ক্লিষ্ট হইয়া স্ত্রীপুত্রগৃহাদি ত্যাগ করিয়া সকল বিধের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হন। এ ত্যাগ বা এ সন্ন্যাস প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। ইহা অনাসক্তির পরিচায়ক নহে। ইহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ'॥ (৬।১)

আর সাত্ত্বিক জ্ঞানের একভাব যে "অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু (১৩।৯)। ভগবান্ বলিয়াছেন,—তাহার দ্বারা গৃহদারাদি ত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন বুঝায় না,—তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের যে স্বাভাবিক আসক্তি—মোহ থাকে তাহা যে অবিদ্যামূলক, এই জ্ঞানই বুঝায়। সুতরাং বৈরাগ্য বুঝাইতে স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ অথবা কর্ত্তব্যকর্ম্মত্যাগ এইরূপ কোন ত্যাগই বুঝায় না। ভগবান্ ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন—মোহহেতু কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ—তামসত্যাগ; কর্ত্তব্যকর্ম্ম দুঃখকর ভাবিয়া কায়ক্লেশ ভয়ে যে ত্যাগ—তাহা রাজসত্যাগ, আর কর্ত্তব্য বোধে নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও তাহাতে আসক্তি ও ফলাশা পরিত্যাগই—সাত্ত্বিক ত্যাগ,—

কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ (১৮।৯)

এজন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্ম ফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ (১৮।২)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। (২।৪৭)

এইরূপ ত্যাগ বা সন্ন্যাস অনাসক্তির ফল, এ অনাসক্তিকে বৈরাগ্য বলে,

আর ইহার দ্বারা সংসার-বন্ধন ছেদন করা যায়। সুতরাং এই অনাসক্তি বা বৈরাগ্যসাধন জন্ত সন্ন্যাস গ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই বৈরাগ্যের পরিপাকে পরবৈরাগ্য লাভ হয়। তখন পুরুষখ্যাতি (পুরুষ সাক্ষাৎকার) হয়। তখন জীব আমরা নিজেদের স্বরূপ জানিতে পারি, ও নিত্য আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যে পদ পাইলে পুনরাবর্ত্তন হয় না, সেই পরম পদের এই অনুসন্ধান করিবার আমরা অধিকারী হইতে পারি। এক্ষণে আমরা এই অপুনরাবর্ত্তনতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

অপুনরাবর্ত্তন তত্ত্ব।—দৃঢ় অসঙ্গ শস্ত্রের দ্বারা সংসার-অশ্বত্থ ছেদন করিতে পারিলেও সংসার-নিবৃত্তি হয় না। সংসার-অশ্বত্থের ছেদন হইলেও এ সংসার নিবৃত্তি হয় না। তাহার জন্য অন্য সাধনার প্রয়োজন। ইহার অর্থ আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন,—এই সংসার-অশ্বত্থের অধঃশাখা হইতে অবান্তর মূল সকল নিম্নাভিমুখে মনুষ্যলোকে প্রসৃত হইয়া দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। মনুষ্যলোকে কৃতকর্ম্মফলরূপরস এই সকল মূলদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিম্নদিকে প্রসৃত শাখাগুলিকে পরিপুষ্ট করে। এই নিম্নশাখাই ত্রিলোক, এই ভূর্ভুবঃ স্বর্লোক, মনুষ্যকৃত কর্ম্মের দ্বারা বিধৃত হয়। এই সব কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যদি আমাদের ভোগাসক্তি নিবৃত্ত হয়, এবং ভোগের জন্য কর্ম্মে আর রতি না থাকে, 'ইহামুত্রফলভোগবৈরাগ্য' দৃঢ় হয়, তবে আমাদের কর্ম্মোচিত এই ত্রিলোকের সহিত বন্ধনমাত্র ছিন্ন হইতে পারে। বৈরাগ্য দ্বারা আমরা ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারি না। সাংখ্যশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, এই বৈরাগ্য নয় প্রকার তুষ্টির অন্তর্গত। বাহ্য বিষয় হইতে উপরতি হেতু যে পঞ্চ প্রকার তুষ্টি হয়, তাহাকেই প্রধানতঃ বৈরাগ্য বলে। যাহাহউক, সাংখ্য-জ্ঞানিগণের

মধ্যে কেহ কেহ এই বৈরাগ্য লাভের পর আধ্যাত্মিক তুষ্টি অবলম্বন করিয়া মুক্তির জন্য আর সাধনা করেন না। আর কেহ কেহ অধ্যয়নাদি অষ্টবিধ সিদ্ধি ও পুনঃপুনঃ তত্ত্বাভ্যাস দ্বারা মুক্ত হইতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের কথা এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। সাংখ্যের মুক্তি কৈবল্য মাত্র। গীতানুসারে এই কৈবল্য মুক্তি আমাদের পরম পুরুষার্থ নহে। সাংখ্য মতে সাধকগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ অস্মিতারূপ অজ্ঞান-বদ্ধ, তাঁহারা যোগাদি সাধন দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে চেষ্টা করেন। সাংখ্য-তত্ত্ব-কৌমুদীতে আছে—"দেবাহ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যমাসাদ্যামৃতত্বাভিমানিনোঽণিমাদিকমাত্মীয়ং শাশ্বতিকমভিমন্যন্তে ইতি।" এইরূপ সাধন দ্বারা দেব সিদ্ধ সাধ্য মহর্ষি প্রভৃতি পদ যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহারা স্বর্গ হইতে ব্রহ্মাদি লোক পর্য্যন্ত উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হন। কর্ম্মবশে তাঁহাদের আর স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া মনুষ্য লোকে আসিতে হয় না। তাঁহাদের প্রকৃতি-লয় হয়। "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতি লয়ানাম্" (১।১৯) ইহার ব্যাসভাষ্যের ভাবার্থ এইরূপ 'বিদেহ অর্থাৎ মাতাপিতৃজ দেহ রহিত দেবগণের ভবপ্রত্যয় (অজ্ঞান মূলক) সমাধি হয়, ঐ দেবগণ কেবল সংস্কারবিশিষ্ট বৃত্তিহীন চিত্ত যুক্ত হইয়া যেন কৈবল্য পদ অনুভব করিতে করিতে এরূপেই আপন সংস্কার অর্থাৎ ধর্ম্মের পরিণাম গৌণমুক্তি, ভোগ করেন। এইরূপে প্রকৃতিতে লীন ব্যক্তিরা স্বকীয় স্বাধিকার (পুনর্ব্বার কার্য্য করিবে এইরূপ) চিত্ত প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইলে, যেন মুক্তিপদ অনুভব করিতে থাকেন। যে কাল পর্য্যন্ত অধিকারবশতঃ (চিত্তের সমস্ত কার্য্য শেষ হয় নাই বলিয়া) চিত্ত পুনর্ব্বার আবৃত্ত না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রবৃত্তি হয় না।"

সুতরাং এই দেবাদি মহাত্মাগণ যদিও এই ত্রিলোকের-অতীত হন, কর্ম্মবশে এই সংসারে যাতায়াত করেন না, উচ্চ নীচ নানা

যোনিতে পরিভ্রমণ করেন না। যদিও তাঁহারা 'শাশ্বতীঃ সমাঃ' ঊর্দ্ধলোকে বাস করেন। অমৃতত্ব লাভ করেন, তথাপি তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন-নিবৃত্তি হয় না। কারণ তাঁহারা যে লোকে বাস করেন, তাহা মহাপ্রলয়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনরুৎপন্ন হয়। এজন্য তাঁহাদের উৎপত্তি ও লয় আছে।

ভগবান্ পূর্ব্বে অষ্টমাধ্যায়ে মৃত্যুর পর গতি-তত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন এবং উক্ত অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে আমরা উৎক্রান্তি-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, যাহারা নিকৃষ্ট কর্ম্মকারী, মৃত্যুর পর তাহাদের ঊর্দ্ধগতি হয় না। যাহারা শুক্লকৃষ্ণ উভয়বিধ কর্ম্মকারী, তাহারা মৃত্যুর পর পিতৃযানে গতি লাভ করিয়াও পুণ্যক্ষয়ে আবার এলোকে জন্ম গ্রহণ করে। যাঁহারা শুক্লকর্ম্মকারী, তাঁহারা দেবযানে ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া,তথায় বহুকাল বাস করিবার পর এলোকে পুনরাবর্ত্তন করেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, যাঁহারা কল্যাণকৃৎ, তাঁহাদের কখনও দুর্গতি হয় না। তাঁহারা 'প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ' (৬।৪১)। আবার এই লোকে শুচি শ্রীমানের বা যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহাদের কর্ম্মক্ষয় হইয়াছে—যাঁহারা অশুক্ল-কৃষ্ণ-কর্ম্মকারী, তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ হইয়া দেবযানে গতি লাভ করিলে, আর পুনরাবর্ত্তন করেন না, শাস্ত্র হইতেও আমরা ইহা জানিতে পারি। শ্রুতিতে আছে,—

'ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্'। (তৈত্তিরীয় ২।১।১)।

গীতায় আছে,—"তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।"
আর যাঁহারা জ্ঞান ও ভক্তি সাধনদ্বারা ঈশ্বরে প্রপন্ন হ'ন, তাঁহারা ঈশ্বর-ভাব লাভ করেন। সে ঊর্দ্ধলোক হইতে তাঁহাদেরও আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণৈবোমিত্যেতেনৈ
বাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত।

স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ। * * *
স পাপ্মনা বিনির্ম্মুক্তঃ সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্।
স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং
পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে॥" * * * (প্রশ্ন ৫।৫)

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

এইরূপে যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ হ'ন বা ঈশ্বর-ভাবপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা দেবযানে গতি লাভ করিয়া ক্রমমুক্ত হ'ন; আর তাঁহাদের পুনরাবর্ত্তন হয় না। পুনরাবর্ত্তন নিবৃত্তিজন্য গীতায় যে উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা দুই রূপ—এক পরম অক্ষর অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা আর এক ঈশ্বরোপাসনা। পূর্ব্বে দ্বাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, পরম অব্যক্ত ব্রহ্মোপাসনা অতি কঠিন—সে উপাসনার পথ অতি দুর্গম, আর সে উপাসনায়ও প্রথমে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব এবং তাহার পর নির্গুণ ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুসাধ্য; তাহাতে ঈশ্বরভাব-প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত সহজে সিদ্ধ হয়।

যাহাহউক অব্যয়পদতত্ত্ব ও তাহার প্রাপ্তির উপায়ভূত সাধনতত্ত্ব, পরে বিশেষ ভাবে বিবৃত হইবে। এ স্থলে এ সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ঈশ্বরোপাসনার দ্বারা মুক্তিলাভ অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুসাধ্য বলিয়া গীতায় ইহাই বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনুসারে আমাদের এস্থলে গীতোক্ত পুনরাবর্ত্তন নিবৃত্তির উপায় বুঝিতে হইবে।

এ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা। (১৫।৩)
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ (১৫।৪)

ভগবান্ গীতাশেষে বলিয়াছেন,—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ (১৮।৪৬)

ভক্তিযোগে এই সিদ্ধিলাভ হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (১৮।৫৫)

অতএব এই ভক্তি সাধনার চরম ফল ঈশ্বর-ভাব-প্রাপ্তি।

সুতরাং সম্পূর্ণরূপে পুনরাবর্ত্তনের নিবৃত্তি করিতে হইলে, যে আদ্য পুরুষ এই সংসারের ঊর্দ্ধমূল, যাঁহা হইতে এই অনাদি সংসার-প্রবৃত্তি প্রসৃত, তাঁহার শরণ লইতে হইবে—তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইবে। ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্মদুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ (৮।১৫)

কিন্তু এই আদ্যপুরুষের শরণ লইতে হইলে—তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে হইলে—তাঁহার তত্ত্ব জানিতে হয়। তাঁহার পরম স্বরূপ—তাঁহার পরম অব্যয়পদের স্বরূপ জানিতে হয়। তাঁহার যাহা পরমধাম, তাহার তত্ত্ব জানিতে হয়। জ্ঞান শুদ্ধ সাত্ত্বিক না হইলে, অমানিত্বাদি ভাবযুক্ত না হইলে, আমরা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারি না। অজ্ঞান-মুক্ত হইয়া সেই অব্যয় পদ প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত সাধনা করিতে পারি না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ (১৫।৫)

এই জ্ঞানের দ্বারা আমাদের সমুদায় পাপ দূর হয়,—অজ্ঞান দূর হয়,—কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয়। আমরা অপহতপাপ্মা হইয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারি। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ (৫।১৭)

কিন্তু বিজ্ঞান সহিত জ্ঞানলাভ না হইলে সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না এবং ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হওয়া যায় না।

কঠোপনিষদে আছে,—

যস্তু বিজ্ঞানবান ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ ভূয়ো ন জায়তে
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ (৩,৮-৯)

যেরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞান, সাধনার দ্বারা বিজ্ঞানে পরিণত করিলে ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হ'ন, সেইরূপ ঈশ্বরযোগী ঈশ্বর-সম্বন্ধে সমগ্র বিজ্ঞান-সাহত জ্ঞানলাভ করিলে ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হ'ন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌ জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্য মবশিষ্যতে॥ (৭।১—২)
অতএব যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥ (৬।৪।৭)

এইরূপে ঈশ্বরযোগী সবিজ্ঞান ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিতে পারিলে—ঈশ্বরভাবে ভাবিত হইয়া, দেহাত্মাদিবোধ ত্যাগ করিতে পারিলে, তিনি ঈশ্বর-সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হন বা ঈশ্বর-ভাব প্রাপ্ত হ'ন; তাঁহার আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ (১৪।১)

ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ॥ (৪।১০)

অতএব পুনরাবর্ত্তন নিবৃত্তির উপায় গীতা হইতে দুইরূপে জানা যায়—এক জ্ঞানসাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মবিৎ হইয়া বা ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়া অক্ষর ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি, আর এক জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞান সহিত জানিয়া তাঁহাকে পরম ভক্তিযোগে উপাসনা করিয়া ঈশ্বরভাব লাভ করিলে, ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্য লাভ করিলে, বা ঈশ্বরে অনুপ্রবেশ করিতে পারিলে, তাঁহার অনুকম্পায় তাঁহার সেই অব্যয় পরম পদ প্রাপ্তি। গীতায় এই শেষ উপায় বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা মৃত্যুর পর ত্রিলোক বা সংসার অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধ ব্রহ্মলোক লাভ হয়। আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। এ তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

এইরূপে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরভাব-প্রাপ্ত সাধকগণ যে ব্রহ্মাদি ঊর্দ্ধলোকে অবস্থান করেন, কল্পিক প্রলয়ে তাহার ধ্বংস হয় না। আর যখন মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মলোকের পর্য্যন্ত ধ্বংস হয়, তখন ইহাঁরা পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন। ইহাঁদেরই পুনরাবর্ত্তন নিবৃত্ত হয়। ইহাই ক্রমমুক্তির পথ। সদ্যোমুক্তির কথা গীতায় কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। সমগ্র উপনিষদের মধ্যে সদ্যোমুক্তির সম্বন্ধে একটি মাত্র মন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা এই,—

"যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।" (বৃহদারণ্যক ৪।৪ ৬)

কিন্তু এই মনুষ্যলোকে যাহারা কর্ম্মবশে স্থূলশরীর গ্রহণ করে, তাহারা সেই জন্মে সম্পূর্ণরূপে এইরূপ অকাম আপ্তকাম নিষ্কাম হইতে পারে না।

ভগবান্ই অকাম আপ্তকাম। মানুষ ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হইয়া কতকটা অকাম আপ্তকাম হইতে পারে। তাহারা মৃত্যুর পরে ঊর্দ্ধে ব্রহ্মাদি লোকে গমন করে। সেই মুক্তাত্মগণ অকাম আপ্তকাম হইলেও ভগবৎ-প্রেরণায় সর্ব্বলোক-হিতার্থ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ এই লোকে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা স্বেচ্ছায় মানব-শরীর গ্রহণ করেন। কেবল দেহত্যাগকালে তাঁহাদের প্রাণই উৎক্রমণ করে না। তাঁহারাই সদ্যো-মুক্ত হন—ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। সাধারণ মানবের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। ক্রমমুক্তির ইহা বিশেষ পরিণাম। যাঁহারা নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে পারমার্থিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে মায়িক বলেন; তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে পরম পুরুষার্থ বলেন। সগুণ ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি তাঁহাদের নিকট গৌণমুক্তি নামে অভিহিত। তাহা আমাদের প্রাপ্তব্য পরমপদ নহে। গীতানুসারে আমাদের প্রাপ্তব্য পরমপদ—ঈশ্বরের পরমপদ; তাহা ঈশ্বরভাবের মধ্য দিয়া ক্রমে লাভ করিতে হয়। এ সকল তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

অতএব ঈশ্বরে অনন্যভক্তিপূর্ব্বক জ্ঞান-সাধনা দ্বারা আমাদের সংসার হইতে মুক্ত হইতে হয়। জ্ঞান-সাধনার দ্বারা—আমরা যে সংসারে বদ্ধ আছি, তাহার স্বরূপ বন্ধনের কারণ ও বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় জানিতে হয়, জীব আমাদের স্বরূপ কি তাহা জানিতে হয় এবং যে সাধনার দ্বারা জীব আমাদের স্বরূপ জানা যায়, তাহাও জানিতে হয়। এ জ্ঞান লাভ না হইলে, সংসার হইতে মুক্তির জন্য—আমাদের স্বরূপ-লাভের জন্য সাধনাপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। অগ্রে জীবকে তাহার স্বরূপ বিশেষভাবে জানিতে হয়, তবে তাহার স্বরূপ প্রাপ্তি জন্য সাধনায় প্রযত্ন হইতে পারে।

যদি কোন রাজপুত্র দৈববশে আশৈশব দরিদ্র কৃষকের গৃহে প্রতি-পালিত হয়, তবে সে আপনাকে দরিদ্র কৃষক বলিয়াই জানে এবং সেই

অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু যখন সে জানিতে পারে, সে রাজপুত্র, দৈববশে রাজ্যভ্রষ্ট, তখন আর সে অবস্থায় তুষ্ট থাকে না—স্বরাজ্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। সেইরূপ আমাদেরও স্বরূপ কি, আমাদেরও প্রাপ্তব্য পরম পদ কি, তাহা সবিশেষ জানিলে, তাহা লাভ করিবার জন্য বিশেষ প্রযত্ন হইতে পারে। অতএব এই অধ্যায়ে এই জীবতত্ত্ব যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

জীবতত্ত্ব।—ভগবান্ ৭ম হইতে ১০ম শ্লোকে জীবতত্ত্ব ও জীবের সংসারবন্ধনতত্ত্ব বিবৃত করিয়াছেন। যে জীব সংসার-বদ্ধ, যাহাকে অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা সেই বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক, বিশেষ সাধন-সম্পত্তিযুক্ত হইয়া সেই পরমপদ অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহার স্বরূপ কি, তাহা সংক্ষেপে ৭ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ভগবানের সনাতন অংশই জীবলোকে জীবভূত হয়। জীব ভগবানেরই 'অংশ' বা এক বিশেষ ভাব। পূর্ব্বে ৭।৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবানের পরা প্রকৃতিই জীবভূত হয়। ভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি সর্ব্বভূত-যোনি। ভগবান্‌ই তাহাদের উৎপত্তির কারণ। ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন,—মহদ্ ব্রহ্মই ভগবানের যোনি, তাহাতে তিনি গর্ভ নিষেক করেন বলিয়া সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ সর্ব্বভূতের বীজপ্রদ পিতা (১৪।৩-৪)। পূর্ব্বে ১৪।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা এই জীবোৎপত্তিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি—ভগবানের অংশ বীজরূপে মহদ্‌ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি-গর্ভে নিষিক্ত হইলে, কিরূপে জীবভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা দেখিয়াছি। জীব প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন হয়—ব্যষ্টি হয়—বলিয়া ইহাকে ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে। যতদিন এই প্রকৃতি-বন্ধন থাকে, ততদিন এই অংশভাব থাকে,—যাহা অবিভক্ত তাহা বিভক্তের ন্যায় থাকে।

ভগবদংশ যে জীব, তাহার কিরূপে সংসার-বন্ধন হয়, তাহা ৮ম হইতে ১০ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে

ইহা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহা সংক্ষেপে পুনরুক্ত হইয়াছে মাত্র। ভগবানের যে অংশ জীবভূত হয়, তাহা আত্মা। এই অধ্যাত্ম ভাবই স্ব-ভাব। ভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—'মমাত্মা ভূত-ভাবনঃ' (৯।৫)। এই জীবরূপ ভগবদংশ—প্রকৃতির গর্ভে ভগবৎ-কর্ত্তৃক উপ্ত হইয়া জীবভাবযুক্ত হইলে, প্রকৃতিস্থ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া প্রকৃতির গর্ভে আপনার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর গঠন করিয়া লয়। জরায়ুজ জীব যেমন মাতৃগর্ভে জরায়ুতে স্থিত হইয়া, মাতার নিকট হইতে আপনার শরীর-গঠনোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আপনার স্থূল শরীর গঠন করে, সেইরূপ ভগবদংশ বীজরূপে জীবভাবযুক্ত হইয়া প্রকৃতিতে নিষিক্ত হইলে প্রকৃতি গর্ভেই প্রকৃতি হইতে আপনার সূক্ষ্ম শরীর গঠনোপযোগী উপকরণ—মন (অর্থাৎ বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন অর্থাৎ চিত্ত বা অন্তঃকরণরূপ উপকরণ) এবং ইন্দ্রিয়গণকে (বহিঃকরণকে) সংগ্রহ করিয়া, আপনার সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর গঠন করিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়। প্রকৃতিগর্ভে জীব ক্ষেত্রের উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক সেই ক্ষেত্র গঠন করিয়া লইলে, তাহাকে আপনার করিয়া লইয়া—বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়া, সেই ক্ষেত্রে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক তাহাতে বদ্ধ হইয়া পরিচ্ছিন্ন বা অংশভাব যুক্ত হয়।

যাহাহউক, জীব যে এইরূপ ক্ষেত্রে বদ্ধ হয়, সেই ক্ষেত্র বা শরীর দুইরূপ—স্থূলশরীর ও সূক্ষ্ম শরীর। স্থূল শরীর বার বার পরিবর্ত্তন করিতে হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর যতদিন জীবভাব থাকে ততদিন স্থায়ী। জীব এই শরীরের ঈশ্বর। জীব যখন মৃত্যুকালে স্থূল শরীর ত্যাগ করে, তখন সে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর লইয়া উৎক্রমণ করে। তখন সে মন (বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন বা অন্তঃকরণ) এবং ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াণ করে। আবার যখন স্থূল শরীর গ্রহণ করে তখন এই মন ও ইন্দ্রিয়রূপ অবয়ব যুক্ত সেই সূক্ষ্ম শরীর

লইয়া জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্মগ্রহণ করিয়া, স্থূল শরীর লাভ করিয়া এই মন বা অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়গণ বা বহিঃকরণযুক্ত সেই শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক বিষয় উপভোগ করে—বিষয় হইতে রূপ রসাদি গ্রহণ করিয়া তাহাতে আসক্ত হয়।

যে জীব ভগবানের সনাতন অংশভূত, যে জীব এইরূপ সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে সংসারে গতায়াত করে, বার বার নানারূপ স্থূল শরীর লাভ করে, ও স্থূল শরীর ত্যাগ করে, যে জীবের নানা অবস্থা—কখন স্থূল শরীরে স্থিত হয়, কখন স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়া উৎক্রান্ত হয়, কখন স্থূলশরীরে অবস্থানপূর্ব্বক বিষয় ভোগ করে, প্রকৃতিজ ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ হেতু গুণযুক্ত হয় এবং এই গুণ হেতুই বার বার সংসারে জন্মগ্রহণ করে, উচ্চ নীচ নানাযোনিতে ভ্রমণ করে (গীতা ১৩।২১), তাহার স্বরূপ কি ?

যে জীব এইরূপে সংসারে গতায়াত করে, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন, মূঢ়েরা এই জীবের স্বরূপ বুঝিতে পারে না, যাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহারাই ইহাকে দেখিতে পান।

বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ। (১৫।১০)

কেবল তাহাই নহে। যাহারা চেতনবান্ বা বিবেকী এবং কৃতাত্মা বা বিশুদ্ধচিত্ত সেই যোগিগণই প্রযত্ন করিলে (বা ধ্যানযোগে সিদ্ধ হইলে) আত্মাতেই ইঁহাকে অবস্থিত দেখিতে পান। আত্মাতে অবস্থিত অর্থে নির্ম্মল সাত্ত্বিক জ্ঞানস্বরূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া অবস্থিত। যিনি এই বুদ্ধিরূপ আত্মাতে অবস্থিত (৬।৬ শ্লোকে এই আত্মশব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য) তিনিই এই জীবরূপী ভগবানের সনাতন অংশ, তিনিই জীবাত্মা তিনিই পুরুষ। প্রকৃতিবদ্ধ অবস্থায় জীবরূপে তিনি ক্ষর পুরুষ। তিনি প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া কর্ত্ত ও সুখদুঃখের ভোক্তা হন (১৩।২০)—প্রকৃতিজ গুণের ভোক্তা হন, এবং গুণসঙ্গ হেতু সংসারে বদ্ধ হইয়া বার বার সদসদ্ যোনি প্রাপ্ত হন (১৩।২১)। তিনি এই দেহে স্থিত হইলেও দেহ হইতে পর-

বা দেহব্যতিরিক্ত, তিনিই পরমাত্মা অর্থাৎ সাধারণতঃ দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রভৃতিকে ঔপচারিক অর্থে যে আত্মা বলে, তাহা হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ ; তিনিই স্বরূপে উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভোক্তা ভর্ত্তা ও মহেশ্বর,(১৩।২২), তিনিই স্বরূপে পরম পুরুষ বা পরমেশ্বর।

এই জীবের প্রকৃতস্বরূপ কি, তাহা আরও বিশেষভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে। ভগবানেরই সনাতন অংশ জীবভূত হয়। জীবভূত অর্থে জীব-ভাবযুক্ত। যিনি জীবভাবযুক্ত হন, তিনি জীব, ভূত, প্রাণী প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। বেদান্তে তাঁহাকে আত্মা বা জীবাত্মা বলা হইয়াছে। সাঙ্খ্যদর্শনে তাঁহাকে পুরুষ বলা হইয়াছে। গীতায় তাঁহাকে দেহী ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। এই পুরুষ জীবভাবযুক্ত হইয়া সংসার-বদ্ধ হন বলিয়া গীতায় তাঁহাকে ক্ষর পুরুষ বলা হইয়াছে। নানারূপ জীব-ভাবে বদ্ধ সংসারী পুরুষ বহু। এজন্য পুরুষকেই ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতে পারে যে যিনি এক, অদ্বিতীয়, বিভু, পরমেশ্বর, যাঁহাকে উপনিষদে শ্রুতিতে নিরংশ নিষ্কল বলা হইয়াছে, তাঁহার অংশ কল্পনা কিরূপে সম্ভব।

শঙ্কর ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, এ অংশ-কল্পনা মায়িক,বা অবিদ্যা-মূলক ; যেমন চক্ষুরোগে একই চন্দ্রকে বহু চন্দ্ররূপে দেখা যায়, সেইরূপ ইহা ভ্রমমূলক। কিন্তু এই অংশের কথা বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে যে, আদি পুরুষ চতুষ্পাৎ—'পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যা-মৃতং দিবি' (ঋগ্বেদ ১০।৯০ সূক্ত)।

শুধু তাহাই নহে, ঋগ্বেদ আরও বলিয়াছেন যে, তিনি দ্যোতনাত্মক সর্ব্বলোকেরও অতীত 'অথ যদতঃ পরোদিবঃ—এই পরমপুরুষ বিশ্ব-রূপ (Immanent) অথচ বিশ্বাতীত (Transcendent)। এ তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে। অতএব বিশ্বভূতগণ তাঁহার একপাদমাত্র বা এক অংশমাত্র। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। (১০।৪২)

এই বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ হেতু ব্রহ্মের সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে অংশ ভাব হয়। বিশ্বরূপ উপাধিতে তিনি নানাভাবে নানারূপ বিভূতিযোগে অভিব্যক্ত হন বলিয়া তাঁহার এইরূপ অংশভাব হয়। শঙ্কর বলেন, যেমন একই বিভু আকাশ ঘটমঠাদি বিভিন্ন উপাধিতে স্থিত হইয়া ঘটাকাশ-মঠাকাশরূপে বিভক্তের ন্যায় হয় সেইরূপ এক বিভু পরমাত্মা নানা উপাধিযোগে পরিচ্ছিন্ন বহু হইয়া অংশের ন্যায় হ'ন। এইরূপে তিনি বহু জীবভাবের মধ্যে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া বহু জীবভাবযুক্ত হন। এজন্য সেই জীবভাবযুক্ত আত্মাকে পরমেশ্বরের অংশ বলা যায়। এ জগৎ অনাদি, সুতরাং জগৎকারণ পরমেশ্বরের যে জীব-ভূত অংশ, এজগতে জীবরূপে অভিব্যক্ত, তাহাও অনাদি—তাহাও সনাতন। আর এই জীবজ্ঞানে অভিব্যক্ত তাহার ভোগ্য সংসারও অনাদি অব্যয়।

যাহা হউক জীবভাব কোথা হইতে কিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং ভগ-বানের অংশ কিরূপে তাহাতে বদ্ধ হয়, এক্ষণে এই প্রশ্নের উত্তর যথাসাধ্য বুঝিতে হইবে। গীতা হইতে জানা যায় যে ভগবানের পরাপ্রকৃতি জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে। ইহাই যে মুখ্যপ্রাণ, তাহা ৫ম শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি। শ্রুতি হইতে ইহা জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ প্রকরণে আছে—"কতমা সা দেবতেতি" "প্রাণ ইতি হোবাচ" 'সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে... প্রাণবন্ধনং হি সোম্য মনঃ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরও আছে "যদা বৈ পুরুষঃ স্বপিতি প্রাণস্তর্হি বাগপ্যেতি প্রাণং চক্ষুঃ প্রাণং মনঃ প্রাণং শ্রোত্রং স যদা প্রবুধ্যতে প্রাণাদেবাধি পুনর্জ্জায়ন্তে"। ছান্দোগ্য শ্রুতি ব্রহ্মকে প্রাণের প্রাণ বলিয়াছেন।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে,—

"প্রাণাদ্ধি ভূতানি জায়ন্তে প্রাণেন জাতানি
জীবন্তি প্রাণং প্রযন্তি"(৩।৩।১)

কঠোপনিষদে আছে,—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ (৬।৩।২) এই বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রাণে কম্পিত (যথা-নিয়মে প্রবর্ত্তিত) হয়। কৌষীতকি উপনিষদে আছে "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা সৈষ প্রাণে সর্ব্বাপ্তি র্যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ...প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্য উত্থাপয়তি॥" (৩.৩)

প্রশ্নোপনিষদে আছে,—

"স ঈক্ষাঞ্চক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি। স প্রাণমসৃজত (৬।৩–৪)"

এই মুখ্য প্রাণাখ্য পরা প্রকৃতি জীবভূত হয়। ইহাই প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি অহঙ্কার মন এবং দশ ইন্দ্রিয়গণকে বা মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়দিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক জীবের শরীর গঠন করে। পরমেশ্বর আত্মারূপে এই শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার অধিষ্ঠানহেতু প্রাণযোগে এই সূক্ষ্মশরীর চেতনবৎ হয়, তাহাতে অন্তঃকরণের জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তারূপ জীবভাবের অভিব্যক্তি হয়। আত্মা অন্তঃকরণরূপ উপাধির সহিত তাদাত্ম্য হেতু এই জীবভাব যুক্ত হয়। এইরূপে অপরিচ্ছিন্ন বিভু আত্মা অন্তঃকরণ উপাধিতে বদ্ধ হইয়া জীব হয় এবং জীবভাবে পরমাত্মার অংশরূপে পরিচ্ছিন্ন হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, প্রাণোপাধিযুক্ত আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া, অন্তঃকরণ জীবভাব-বিশিষ্ট হয়। আর আত্মা সেই অন্তঃকরণের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া জীব বা জীবাত্মা হ'ন।

সাঙ্খ্যমতে অবিবেক হেতু পুরুষ যতদিন প্রকৃতিবদ্ধ থাকে ও প্রকৃতি হইতে 'অভিব্যক্ত' লিঙ্গশরীরযুক্ত থাকে, ততদিন তাহার মুক্তি হয় না। শঙ্কর বলেন—অবিদ্যা হেতু যতদিন চিত্তরূপ

উপাধিতে জীবের আত্মাধ্যাস থাকে, ততদিন তাহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক জীবাত্মা যে শরীর-বদ্ধ হইয়া এই জীবলোকে জীবভূত থাকে, সেই শরীর স্থাবর জঙ্গমভেদে ভিন্ন। বৃক্ষলতা গুল্মাদি প্রভেদে স্থাবর বহুপ্রকার ও পশু-পক্ষি-মনুষ্যাদিভেদে জঙ্গমও অসংখ্য। আব্রহ্মস্তম্ব সমুদায়ই জীব। প্রত্যেক জীব প্রকৃতির আপূরণে ক্রমে নিম্নজাতীয় জীব হইতে উচ্চজাতীয় জীবে উন্নীত হয়। পরে সেই উচ্চজীবভাবযুক্ত হইয়া মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। কত জন্ম পরে যে জীব এইরূপে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়, তাহা বলা যায় না। কর্ম্মফলে প্রকৃতির আপূরণে বা ভগবদনুগ্রহে এই-রূপ মনুষ্যযোনি লাভ হয়. কিন্তু মনুষ্য-যোনি একবার লাভ করিতে পারিলেও অশুভকর্ম্মফলে আবার তাহার নিম্ন যোনিতে গতি হয়। বহু জন্ম ধরিয়া সুকৃত সঞ্চিত হইলে, তবে তাহার দেব-ভাবের বিকাশ হয়। সে দেবভাব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। পুনর্ব্বার কর্ম্মক্ষয়ে সে মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যলোকে আগমন করে। এইরূপে কত জন্ম ধরিয়া তাহার সংসারে গতাগতি হয়. তাহার জীব ভাবের কতরূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কে বলিতে পারে। কত জন্মের পরে তাহার প্রকৃতি শুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়—দৈবী সম্পদ্‌লাভ হয়, তাহাইবা কে বলিতে পারে। বহু জন্ম ধরিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের পর তবে তাহার শুদ্ধ চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহার সংসারবন্ধন-মুক্ত হইবার প্রযত্ন হয়। এবং পরিশেষে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া চিত্তের সর্ব্বোপাধি পরিত্যাগ করিয়া তবে সে জীব পরমপদ লাভ করিতে পারে। যতদিন তাহার পরমপদ প্রাপ্তি না হয়, ততদিন তাহার জীবত্ব দূর হয় না,—ততদিন সে ভগবানের জীবভূত অংশরূপে তাঁহা হইতে পৃথক্ থাকে।

এইরূপে আমরা যে সংসারদশায় ভগবানের জীবভূত অংশ, তাহা বুঝিতে পারি। উপনিষদেও এই অর্থে জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে।

জীবের এই অংশ-বাদ সম্বন্ধে শ্রুতিতে আছে,—

"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥"
(মুণ্ডক উপ, ২।১।১)।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"
(মুণ্ডক উপঃ (১।১।৭)।

"স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ।
ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ
সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥"

এ স্থলে প্রাণ অর্থে জীবাত্মা (নীলকণ্ঠ)। কেন না শ্রুতিতে আছে,—

"অস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ
সর্ব্ব এত আত্মনঃ সমর্পিতাঃ।" (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৫)।

অতএব এই সকল শ্রুতি অনুসারে অক্ষর ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, এই সকল জীব সমুদ্ভূত হয়। জীব পরমাত্মার অংশ।

শ্বেতাশ্বতর হইতে জানা যায় যে, জীব এই সংসার-বৃক্ষকে আশ্রয় করে এবং তাহাতে নিবদ্ধ থাকিয়া মিষ্ট স্বাদু ফল (পিপ্পল) ভক্ষণ করে এবং অনীশ বা দীন শক্তিহীন হইয়া মোহ ও শোকযুক্ত হয়। ইহা উক্ত উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ও সপ্তমমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। জীবের এই স্বরূপসম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে ৭ম হইতে ১৩শ শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিব। সপ্তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—

"গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্ম্মকর্ত্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপভোক্তা।
স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্ত্মা প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্ম্মভিঃ॥" (৫।৭)

অর্থাৎ অনীশ আত্মা, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণসহ অন্বিত হইয়া সুখ দুঃখাদি ফলযুক্ত কর্ম্মের কর্ত্তা হন, এবং সেই কৃত-কর্ম্মের ফল উপভোগ করেন। তিনি বিশ্বরূপ (অর্থাৎ নানা যোনিতে ভ্রমণ হেতু নানারূপ হন) তিনি ত্রিগুণ ও ত্রিবর্ত্ম যুক্ত হন, অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম ও জ্ঞান—এই তিন মার্গে বিচরণ করেন এবং তিনি প্রাণের অধি-পতি হইয়া স্বকর্ম্ম সকল দ্বারা সঞ্চরণ বা সংসারে গতায়াত করেন।

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ।
বুদ্ধের্গুণেনাত্মগুণেন চৈব
আরাগ্রমাত্রো হ্যপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ (৫।৮)

এই অনীশ আত্মা দেহবদ্ধ ও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় হইয়াও প্রতি জীব হৃদয়ে স্থিত হইয়া ক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠ মাত্রের ন্যায় হন। তিনি সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি সংকল্প (মন) ও অহংকার বুদ্ধির গুণ ও আত্মগুণ (বা শারীরগুণ) সমন্বিত হ'ন। এবং তিনি পরিচ্ছিন্ন-ভাবে লৌহশলাকার অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম ও অশ্রেষ্ঠরূপে দৃষ্ট হন। জীবভাবে আত্মা অতি ক্ষুদ্র হন।

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (৫।৯)

কেশাগ্রের শত ভাগের একভাগ যেরূপ সূক্ষ্ম, জীব সেইরূপ সূক্ষ্মরূপে বিজ্ঞেয় হন। অথচ এই জীব আনন্ত্যপ্রাপ্তির উপযুক্ত। সর্ব্ব-পরিচ্ছেদ দূর হইলে—অশরীর হইলে জীবাত্মা ভূমা—সর্ব্বব্যাপক হয়।

"নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে॥" (৫।১০)

এই জীব ভাবাপন্ন আত্মা পুরুষ স্ত্রী বা নপুংসক কিছুই নহেন। তবে যেরূপ শরীরযুক্ত হন, সেই ভাবই গ্রহণ করেন।

"সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-
গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্মবিবৃদ্ধজন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী।
স্থানেষু রূপাণ্যভিসংপ্রপদ্যতে॥" (৫।১১)

অর্থাৎ দেহী সংকল্প স্পর্শ দৃষ্টি মোহে রূপানুক্রমে বা পরে পরে নানাস্থানে আপন কর্ম্মানুসারে জন্ম গ্রহণ করে, অন্ন ও জল-সেচন দ্বারা আত্ম বিবৃদ্ধ (নিজকর্ম্ম দ্বারা বিশেষ পুষ্ট) জন্ম পরিগ্রহণ করে।

"স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব
রূপাণি দেহো স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং
সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥"(৫।১২)

অর্থাৎ দেহী নিজগুণ সকল বা প্রাক্তন জন্ম ও সংস্কার বন্ধনের দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম বহু রূপকে গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম কীটাণু—ক্রিমি কীটাদি হইতে মনুষ্যাদি স্থূল দেহ গ্রহণ করে এবং সেই সকল রূপের বা দেহের ক্রিয়াগুণ ও আত্ম (দেহ) গুণ সকল দ্বারা সেইরূপ সংযোগের হেতু 'অপর' বা ক্ষুদ্ররূপে দৃষ্ট হন।

এইরূপে গীতার এই শ্লোকে ও উপনিষদে যে জীবের অংশত্ব ও অণুত্ববাদ উক্ত হইয়াছে। তাহার প্রকৃত অর্থ,—বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে উৎক্রান্তি গত্যধিকরণে ১৯—৩২ সূত্রে এবং অংশাধিকরণে ৪৩—৫৩ সূত্রে আলোচিত হইয়াছে। শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে পূর্ব্ব পক্ষ নিরাসপূর্ব্বক জীবাত্মার বিভূত্ববাদ ও ব্রহ্মৈক্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

"তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ" ॥ (২৯)

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—

"অর্থাৎ আত্মা অণু, ইহা ঠিক নহে। কারণ উৎপত্তির অশ্রবণ, ব্রহ্মের প্রবেশ, ও জীবব্রহ্মের তাদাত্ম্যোপদেশ, এই সকলের দ্বারা পরব্রহ্মেরই জীবভাব প্রাপ্তি জানা গিয়াছে। যদি পরব্রহ্মই জীব, তবে ব্রহ্মের পরিমাণই জীবের পরিমাণ—এই নির্ণয়ই যুক্তিযুক্ত। শ্রুতিতে শুনা যায় পরব্রহ্ম বিভু; সুতরাং জীবও বিভু।

"ঐরূপ হইলেই এই আত্মা মহান্ ও জন্মরহিত' যিনি 'এই সকল প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) মধ্যে বিজ্ঞানময়' ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রৌত ও আত্ম-নিত্যতার উপদেশ এবং আত্মা সর্ব্বগত ইত্যাদি স্মার্ত্ত জীববিষয়ক বিভুত্ব কথন সমস্তই সঙ্গতার্থ হইতে পারে।...... আত্মার শরীর-পরিমাণতা প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। অণু পরিমাণের ও মধ্যম পরিমাণের নিষেধ হওয়াতে অবশেষবশতঃ জীবের মহৎ পরিমাণতাই স্থির হয়।......বুদ্ধির যোগব্যতীত কেবল আত্মার সংসারিত্ব নাই। উপাধিভূত বুদ্ধির ইচ্ছাদিগুণে অধ্যস্ত হ'ন, তাই তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ সংসার হয়। অতএব বুদ্ধিগুণ অনুসারেই তাঁহার সেই সেই পরিমাণের ব্যপদেশ শাস্ত্রমধ্যে অভিহিত আছে। উৎক্রান্তি—শরীর হইতে নির্গত হওয়া ও লোকান্তর গমন, সমস্তই বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি-ঘটিত। বিভু আত্মার স্বতঃ উৎক্রান্ত্যাদি নাই। কিন্তু বুদ্ধির উৎক্রান্ত্যাদি তাঁহাতে আরোপিত হয়।...... শাস্ত্র (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) জীবকে অণু বলিয়া পুনর্ব্বার তাহাকে অনন্ত বলিয়াছেন। উহা সঙ্গত হইতে পারে, যদি অণুত্ব ঔপচারিক ও আনন্ত্য পারমার্থিক হয়।" (পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশের কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

পরমার্থতঃ জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় যে সম্বন্ধ তাহা বেদান্তদর্শনের অনেক সূত্র হইতে জানা যায়। বেদান্তদর্শনে 'প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমা-

শ্মরথ্যঃ' (১।৪।২০) 'উৎক্রমিষ্যত এবম্ভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ' (১।৪।২১) ও 'অবস্থিতেরিতিকাশকৃৎস্নঃ' (১।৪।২২)—এই তিন সূত্রে তিনজন প্রাচীন ঋষির মত উল্লিখিত হইয়াছে। ভোক্তা কর্ত্তা জ্ঞাতা জীবাত্মা অথবা কূটস্থ বিজ্ঞানাত্মা যে স্বরূপতঃ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহে, এই অভেদবাদ এক অর্থে ইঁহাদের অভিমত।

শঙ্কর এস্থলে ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বিজ্ঞানাত্মা (জীব) যদি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হন, তাহা হইলে পরমাত্মার জ্ঞানে জীবাত্মার জ্ঞান অসম্ভব হয়। সুতরাং শ্রুতির 'এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান' ব্যাহত হইয়া যায়। অতএব শ্রৌত প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ জীব ব্রহ্মে অভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য·······ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত।

"ব্রহ্মই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি—এই সকল উপাধির দ্বারা কলুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীব হইয়াছেন। জীব যখন ধ্যান-জ্ঞানাদি সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা স্বচ্ছ হন, কলুষশূন্য হন, তখন তিনি উপাধিসমূহ হইতে উৎক্রান্ত—উত্থিত (মুক্ত) হন। অর্থাৎ তখন আর জীবভাব থাকে না। জীবভাবের অভাব হইলেই পরমভাব হয়; সুতরাং তখন জীবও পরমাত্মার ঐক্যসিদ্ধি হয়। সেই ঐক্য বা অভেদ লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি ঐ কথা বলিয়াছেন ইহা ঔডুলোমি মুনির অভিপ্রায়।

"কাশকৃৎস্ন মুনি বলেন,—পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদোক্তি অযুক্ত নহে·····কাশকৃৎস্নের মতে অবিকৃত পরমেশ্বরই জীব। আশ্মরথ্য মুনি জীবকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন বলিলেও প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির অপেক্ষা দর্শন করায় তন্মতে জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে কোন এক কার্য্যকারণভাব থাকা প্রতীত হয়। ঔডুলোমি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়, জীব ও পরমেশ্বরের ভিন্নতা অবস্থাঘটিত। অর্থাৎ জীব পরমেশ্বরেরই অন্যবিধ অবস্থা।

এই মতত্রয়ের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতই শ্রুতির অনুগামী।......শ্রুতি যে স্ফুলিঙ্গাদির দৃষ্টান্তে জীবের উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন—তাহাও ঔপচারিক। ......২০শ সূত্রে প্রতিজ্ঞা এই—'আত্মা বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়' 'এবং এই যে আত্মা, ইনিই এই সমস্ত।' এই আত্মাই জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থান, এবং দুন্দুভির দৃষ্টান্তে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন এক, এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধি, ভূতসমূহ হইতে মহদ্ভূতের উত্থানবর্ণনার দ্বারা সূচিত হয়, ইহা আশ্মরথ্য মুনির মত। ২১শ সূত্রের যোজনা এইরূপ—জীব উৎক্রান্তিকালে (মোক্ষকালে) ধ্যান জ্ঞানাদির দ্বারা স্বচ্ছ হয়, নিরুপাধি হয় সেভাবে ও সেকালে অভেদ। এই অভেদই উক্ত শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, ইহা ঔড়ুলোমি মুনির মত। ২২শ সূত্রের যোজনা এই যে পরমাত্মাই জীবরূপে অবস্থিত, সুতরাং ঐ অভেদোক্তি যুক্তি-যুক্ত। এ অর্থ কাশকৃৎস্ন মুনির অভিপ্রেত।"

(পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ)।

এইরূপে শঙ্করের অদ্বৈতবাদানুসারে জীব যে ব্রহ্মই—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ইহা সিদ্ধান্ত হয়। বেদান্ত ডিণ্ডিমে আছে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' শ্রুতিতে আছে,—

"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥"

(ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ, ১২)

"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
আপোভিন্না বহুধৈকোঽনুগৃহ্নন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা॥"

আরও উক্ত হইয়াছে,—"নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্যচ॥" (শ্বেতাশ্বতর ৩।১৮)।

ব্রহ্মই যে জীব হ'ন, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষৎ হইতে জানা যায়। ব্রহ্ম বহু হইবার কল্পনা করিয়া বহু জীব ভাবের সৃষ্টি করিয়া সঙ্কল্প করেন,—'হন্তানেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" অতএব জীবভাবের অধিষ্ঠাতা তাহাতে জীবরূপে অনুপ্রবিষ্ট আত্মাই ব্রহ্ম। তিনি অন্তরাত্মা, প্রত্যগাত্মা, বিজ্ঞানাত্মা। শঙ্কর এই অভেদবাদস্থাপন জন্য বেদান্তদর্শনের ১।১।২৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় অনেক শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

শঙ্কর বলিয়াছেন—"অজমব্যয়মাত্মতত্ত্বং মায়য়ৈব ভিদ্যতে ন পরমার্থতঃ; তস্মান্ন পরমার্থসৎ দ্বৈতম্।"

বেদান্তসারে আছে,—"নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বভাবং প্রত্যক্ চৈতন্যমেব আত্মতত্ত্বম্।"

গৌড়পাদাচার্য্য তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকায় লিখিয়াছেন,—

"জীবাত্মনোরনন্যত্বমভেদেন প্রশস্যতে।
নানাত্বং নিন্দ্যতে যচ্চ তদেব হি সমঞ্জসম্॥" (৩।১৩)
"মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতন্ন তথাজং কথঞ্চন" ॥ (৩।১৯)
"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥" (১।১৬)

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যে, উপাধি-পঞ্চকোষে বদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম জীব হ'ন, আর উপাধিমুক্ত হইলে তিনি স্বরূপে স্থিত হ'ন।

"কোষোপাধি বিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।" (৩।৪১)

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রুতির মহাবাক্য—'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'সোঽহম্' প্রভৃতি পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্মে অভেদবাদই উপদেশ করিয়াছেন। ইহাই ঐ সকল শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য।

উপনিষদে ভিন্নভাবে জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। সংসার-দশায় জীব-ঈশ্বরে ভেদ সর্বত্র সর্ববাদানুসারে স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে (১।৩।৫, ১।২ ২২, ১।৩।১৭ সূত্রে) এই ভেদ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে মুক্ত জীবেরও কোন কর্তৃত্ব নাই, তাহা বেদান্তদর্শনে মুক্ত জীবের 'জগৎসৃষ্টিকর্তৃত্বনিরাসক অধিকরণে' উক্ত হইয়াছে। বেদান্তভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য এই ভেদ স্পষ্ট অঙ্গীকার করিয়াছেন। তবে পারমার্থিক অর্থে পরমব্রহ্মস্বরূপ জীব ঈশ্বর ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত ব্যবহারদশায় ভূতভাবযুক্ত জীবাত্মা ঈশ্বরের অংশভূত হয়, ইহাই শঙ্করের সিদ্ধান্ত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদনু-সারেও জীব অনীশ আত্মা। তিনি অমৃত অক্ষর হর হইলেও ভোক্তৃ-রূপে ক্ষর প্রধানের সহিত সংযুক্ত হইয়া ক্ষর হ'ন; আর ভোক্তৃভাব দূর হইলে ভোগ্য সংসার হইতে মুক্ত হইলে, তিনি অক্ষর স্বরূপ লাভ করেন। ঈশ্বর প্রেরয়িতা; তিনি ক্ষর ও অক্ষরের নিয়ন্তা; জীব তাঁহাকে জানিলে তাঁহার সাধনা করিলে মুক্ত হয়। যখন জীব এই পুরুষোত্তম স্বরূপ বা তাঁহার পরম ধাম—পরম ব্রহ্মপদ লাভ করে, তখন তাহার জীবত্ব ঘুচিয়া যায়, তখনই পরমার্থতঃ জীবব্রহ্মে ভেদ থাকে না।

এইরূপে শাস্ত্র হইতে আমরা জীবব্রহ্মে ভেদবাদ ও অভেদবাদ এ উভয় বাদেরই আভাস পাই। ইহার মীমাংসায় শঙ্কর যে বলিয়াছেন, 'সংসারদশায় সংসারী শারীর আত্মা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন' কিন্তু পরমার্থতঃ জীব ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ নাই—ইহাই সঙ্গত মনে হয়। পরমার্থতঃ জীবে-জীবে বা জীবে-ঈশ্বরে ভেদ নাই। তবে যতদিন সংসার-দশা, ততদিন এই ভেদ স্থায়ী। যতদিন জীবের জীবত্ব বা সংসার-দশা থাকে, ততদিন এ ভেদও থাকে।

অদ্বৈত ব্রহ্মের তাত্ত্বিকতাধিকরণে বেদান্তদর্শনের (২।১।১৪-২০ সূত্রে) এইরূপ ভেদাভেদবাদ স্থাপিত হইয়াছে। সে স্থলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে

একমাত্র অভেদবাদই তাত্ত্বিক—পারমার্থিক, আর ভেদবাদ বা ভেদা-ভেদবাদ উভয়ই ব্যাবহারিক। বৈয়াসিক ন্যায়মালায় আছে,—

"ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌস্তোযদি বা ব্যাবহারিকৌ।
সমুদ্রাদাবিব তয়োর্বাধা ভাবেন তাত্ত্বিকৌ॥
বাধিতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং তাবতা ব্যাবহারিকৌ।
কার্য্যস্য কারণাভেদাদদ্বৈতং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকম্॥ (২।১।৬।১১-১২ শ্লোক)

সমুদায় বেদান্ত শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত।

বেদান্তদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে জীবের জন্মমরণরাহিত্য অধিকরণে (১৬ সূত্রে), নিত্যত্ব অধিকরণে (১৭ সূত্রে), চিদ্রূপত্ব অধিকরণে (১৮ সূত্রে), সর্ব্বগতত্ব অধিকরণে (১৯-৩২ সূত্রে), এই তত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-তত্ত্ব স্বীকার করিলে ও জীবের অজত্ব স্বীকার করিলে, জীব ব্রহ্মে তাত্ত্বিক অভেদ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত ১৭শ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"এসম্বন্ধে এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, জীবও ব্রহ্ম হইতে আকাশাদির ন্যায় জন্মে। এইরূপ পক্ষ পাওয়ায় বলা হইল যে, আত্মা অর্থাৎ জীব উৎপন্ন হয় না। কারণ এই যে শ্রুত্যুক্ত উৎপত্তি-প্রকরণের বহু প্রদেশে জীবের উৎপত্তি অশ্রুত আছে। জীবের উৎপত্তি অসম্ভব; কেননা জীব নিত্য। শ্রুতির ও শ্রুতিস্থ অজত্বাদি শব্দের দ্বারা জীবের নিত্যতা প্রতীত হয়। অজত্ব কি? অজত্ব অবি-কারিত্ব। অতএব অবিকৃত ব্রহ্মেরই জীবভাবে অবস্থান ও জীবের ব্রহ্মত্ব শ্রুতির দ্বারা বিনিশ্চিত হয়। তাদৃশ জীবের উৎপত্তি যুক্তি-বহির্ভূত। আত্মনিত্যত্ববাদিনী শ্রুতসমূহ এই—'ন জীবো ম্রিয়তে,' 'স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমৃতোঽভয়োব্রহ্ম,' ন জায়তে ম্রিয়তে

বা বিপশ্চিৎ,' 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ,' 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,' 'অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি', 'স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ,' 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি। এই সকল জীব নিত্যত্ববাদিনী শ্রুতি জীবোৎপত্তির বাধক। জীব বিভক্ত, বিভক্ত বলিয়া বিকারবান্ (জন্মবান্) বিকারত্ব-নিবন্ধন উৎপত্তিমান, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছি। জীবের স্বতঃ প্রবিভাগ (পার্থক্য) নাই। 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'—এই শ্রুতি তাহার প্রমাণ। আকাশ যেমন ঘটাদিসম্বন্ধাধীন বিভক্তরূপে (পৃথক্ পৃথক্‌রূপে) প্রতিভাত হয়, পরমাত্মাও তেমনি বুদ্ধ্যাদি-উপাধি সম্বন্ধের দ্বারা বিভক্তের ন্যায় (পৃথক্ প্রায়) প্রতিভাত হ'ন। এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ যথা—'প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি নপ্রেত্য সংজ্ঞাস্তি।' ঐ বিনাশ যে উপাধির বিনাশ, আত্মার বিনাশ নহে, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন,—'অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা মাত্রাসংসর্গস্ত্বস্য ভবতি।' অবিকৃতব্রহ্মই শরীরসম্পর্কে জীব. ইহা স্বীকার করিলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপরুদ্ধ (নষ্ট) হয় না। উপাধিনিবন্ধন জীবলক্ষণ একরূপ ও ব্রহ্মলক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে শ্রুতি প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম উপদেশের পর 'অতঃপর মোক্ষের উপায় ও স্বরূপ বলুন' এতদ্রূপ প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিজ্ঞানময় আত্মার সংসারধর্ম্ম নিষেধপূর্ব্বক পরমাত্মভাব উপদেশ করিয়াছেন। এই সকল হেতুবাদ দ্বারা নিশ্চিত হয় যে, আত্মা উৎপন্নও হ'ন না, লয় প্রাপ্তও হ'ন না।

(কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ)

পূর্ব্বে গীতায় (১৪।৩ ৪ শ্লোকে) জীবোৎপত্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তাহা এই অর্থে বুঝিতে হইবে। জীব অজ হইলেও তিনি যখন ঈশ্বরের অংশভাবে বীজরূপে ঈশ্বর কর্তৃক প্রকৃতিগর্ভে উপ্ত হ'ন, অথবা পুরুষ কর্তৃক

স্ত্রীগর্ভে বীজরূপে নিষিক্ত হন, তখন তাঁহার প্রথম জন্ম হয় বলা যায়। প্রকৃতিগর্ভে যখন তিনি শরীর গ্রহণ করিয়া ভূলোকে আগমন করেন, অথবা স্ত্রীগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম আর যখন বিদ্যা বা কর্ম্মফলে তিনি উর্দ্ধলোকে গমন করেন, তখন তাঁহার তৃতীয় জন্ম (ঐতরেয় ২।১।৪) এইরূপে অজ জীবের জীবভাবে উৎপত্তি হয়।

এইরূপে আমরা জানিতে পারি যে, জীব ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও উপাধিহেতু জীব-ব্রহ্মে জীবে-ঈশ্বরে বা জীবে জীবে ভেদ সিদ্ধান্ত হয়। বুদ্ধ্যাদি-উপাধিতে উপহিত হইয়াই আত্মা অণুপরিমাণ হ'ন, অল্পজ্ঞ হ'ন, অনীশ হ'ন, কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া বদ্ধ হ'ন। আত্মার সান্নিধ্যে বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ চেতনবৎ হয়, জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা হয়। সেই বুদ্ধি উপাধিতে আত্মার অধ্যাস হেতু তাহার জীবভাব বা জ্ঞাতৃ কর্তৃ ও ভোক্তৃ-ভাব হয়। কিরূপে জীবের কর্তৃভাব হয়, তাহা বেদান্তদর্শনের (২।৩।৩৩—৩৯) সূত্রে বিবৃত হইয়াছে। এই কর্তৃভাব জীবে অধ্যস্ত হয় মাত্র; ইহা পারমার্থিক সত্য নহে। যতদিন জীবের কর্তৃত্বভাব থাকে, ততদিন তাহার কর্ম্মবন্ধন থাকে। ততদিন তাহার সম্বন্ধে বেদাদি বিধিনিষেধশাস্ত্রের প্রয়োজন থাকে। তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মানুযায়ী কর্ম্মে ঈশ্বরের প্রেরণা থাকে।

(বেদান্তদর্শন ২।৩।৪১—৫৩।)

এইরূপে অবিদ্যাহেতু যতদিন আত্মার বুদ্ধ্যাদি-উপাধির সহিত তাদাত্ম্য থাকে, ততদিন তাহার এই জীবভাব থাকে এবং এই জীবভাবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সহিত তাহার ভেদ ব্যবহার থাকে।

বেদান্তদর্শনের ২।৩।৩০ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল:—

"এক্ষণে এই আপত্তি হইতে পারে যে, যদি বুদ্ধি সংযোগবশতঃই

আত্মার সংসারিত্ব ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুদ্ধি ও আত্মা এই দুই বিভিন্ন পদার্থের সংযোগবিনাশ অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ 'সংযোগাঃ বিপ্রযোগান্তাঃ' এতন্নিয়মানুসারে অবশ্যই কোনও না কোন সময়ে বুদ্ধ্যাত্মসংযোগের অবসান হইবেক; বুদ্ধি বিয়োগ হইলেই নিরবলম্বনতা নিবন্ধন আত্মার অসদ্ভাব বা অসংসারিত্ব ঘটিবে।

"এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তরসূত্র এই—'যাবদাত্মভাবিত্বচ্চ নদোষস্তদ্দর্শনাৎ" অর্থাৎ ঐ আপত্তি হইতে পারে না কারণ এই যে বুদ্ধি সংযোগ যাবদাত্মভাবী অর্থাৎ সংসারী থাকা পর্য্যন্ত। আত্মা যতকাল সংসারী থাকিবেন, ততকাল তাঁহার বুদ্ধির সহিত সংযোগ (তাদাত্মাপন্ন হওয়া ও সংসারিত্ব অনিবৃত্ত থাকিবেক যতকাল বুদ্ধি উপাধির সহিত তাঁহার সম্পর্ক- তত-কালই তাঁহার জীবত্ব ও সংসারিত্ব পরমার্থ অর্থাৎ অকল্পিত-তা অনুসন্ধান করিতে গেলে পাওয়া যায়, জীব বুদ্ধিপরিকল্পিত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। অহংভাব থাকা পর্য্যন্ত বুদ্ধিসংযোগ থাকে; এ তত্ত্ব কিসে জানা যায়, সূত্রকার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরার্থ বলিয়াছেন,—' দর্শনাৎ'। শাস্ত্র তাহা দেখাইয়াছেন 'যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব' ইত্যাদি। এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানময়শব্দে বুদ্ধিময় বুদ্ধি তাদাত্মাপন্ন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। 'বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময় শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে মনঃপ্রভৃতির সহিত বিজ্ঞানের পাঠ থাকায়, তাহার বুদ্ধিময়ত্ব অর্থই অভিপ্রেত এবং বুদ্ধিময়ত্ব শব্দের অর্থ-বুদ্ধি প্রাধান্যবিশিষ্ট। বিজ্ঞানময় শব্দের অর্থ বুদ্ধিবশ্যতা। স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি, এ শ্রুতিও লোকান্তর গমনকালে বুদ্ধ্যাদির সহিত অবিচ্ছেদ দেখাইয়াছেন। বুদ্ধির সমান—যেমন বুদ্ধি তেমনই হইয়া—এ অর্থ সন্নিধান বলে লব্ধ হয়। যেন ধ্যান করেন, যেন চালিত হ'ন এ অংশ ঐ অভিপ্রায়ের দ্যোতক। উহ্যতেই বলা

হইয়াছে যে আত্মা স্বয়ং ধ্যান করেন না, গমনাগমনও করেন না, বুদ্ধিই ধ্যান করে, চিন্তা করে, গমনাগমন করে, আত্মা বুদ্ধিময় হইয়া থাকায় আত্মাতে উপচরিত হয়।...আরও দেখ, আত্মার বুদ্ধি সম্বন্ধ মিথ্যাজ্ঞান-মূলক। সুতরাং সম্যক্‌জ্ঞান ব্যতীত মিথ্যাজ্ঞান উন্মূলিত হয় না। কাজেই যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মাত্মভাবোধ উদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বুদ্ধি সম্বন্ধও নিবৃত্ত হয় না। এ রহস্য শ্রুতি বলিয়াছেন যথা—'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। যদি কেহ বলেন, সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে আত্মার বুদ্ধি সংযোগ থাকে না, থাকা স্বীকার করিতেও পার না, কেন না—'সতাসৌম্যতদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি' এইরূপ শ্রুতি বাক্য আছে এবং প্রলয়কালেও নিরবশেষ প্রলয় স্বীকৃত আছে। যদি সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে বুদ্ধিসংযোগ না থাকিল, তবে, বুদ্ধিসম্বন্ধের যাবদাত্মভাবিত্ব কিরূপে সঙ্গত হয়? সূত্রকার এক্ষণে এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর বলিতেছেন,—'পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ'।...অর্থাৎ বুদ্ধি সম্বন্ধ ও সুষুপ্তিতে ও প্রলয়ে শক্তিরূপে থাকে, জাগ্রতে ও সৃষ্টিতে তাহা আবির্ভূত হয়, যেমন বাল্যকালে পুংধর্ম্ম সকল বীজভাবে থাকে, ব্যক্ত থাকে না, যৌবনে তাহা ব্যক্ত হয়।

(পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ)

এইরূপ বুদ্ধ্যাদি-উপাধিযোগে আত্মা জীবভূত হইয়া পরমেশ্বরের অংশ হ'ন, ইহাই গীতোক্ত ১৫।৭ শ্লোকের অভিপ্রায়। বেদান্তদর্শনের ২।৩।৪৬ সূত্রের ইহাই যে অর্থ, শঙ্কর তাহা ভাষ্যে দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামানুজ সংসারদশায় জীব-ব্রহ্মে বা জীব-ঈশ্বরে এই ভেদ ও অংশাংশিভাব সংসারমুক্তাবস্থায় ও থাকে, ব্রহ্মে এই ভেদ এই বিশিষ্টতা যে নিত্য পারমার্থিক সত্য, তাহা বেদান্তদর্শনের এই সকল সূত্র হইতে

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার শ্রীভাষ্যের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"এখন সংশয় হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই? কিংবা উপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ? শ্রুতিবিরোধবশতঃ এইরূপ সংশয় হইতেছে।...এখন কোন্ পক্ষটি স্থির হইল? জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বটে, শ্রুত্যুক্ত 'জ্ঞাজ্ঞৌদ্বাবজাবীশানীশৌ' ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশই কারণ। ঈশ্বর ও জীবের অভেদবোধক শ্রুতিসমূহও 'অগ্নিনা সিঞ্চেৎ' ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় (বুঝিতে হইবে) যে ঔপচারিক। আর জীব যে, ব্রহ্মাংশ একথাও সমীচীন হয় না, কেননা 'অংশ' শব্দটি হইতেছে একই বস্তুর এক দেশ-বোধক; জীব যদি ব্রহ্মেরই একাংশ হইত, তাহা হইলে জীবগত দোষরাশি ব্রহ্মেতে প্রসক্ত হইতে পারিত। আর ব্রহ্মেরই খণ্ড বিশেষের নাম জীব হইলেও যে, তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, তাহা নহে, কারণ, ব্রহ্মবস্তু কখনও খণ্ড করা যাইতে পারে না উহা অখণ্ড। বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত দোষসংস্পর্শাদি দোষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। অধিকন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ব্রহ্মাংশতা প্রতিপাদন করাও সহজ নহে। অথবা ভ্রমসম্পন্ন ব্রহ্মই জীব, (তদতিরিক্ত নহে) কারণ অদ্বৈত বোধক শ্রুতি হইতে ইহা সিদ্ধান্তিত হয়। শ্রুতি ও অভেদ-বাদী শ্রুতিসমূহকে অবিদ্যাপর বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। অথবা অনাদি উপাধিভূত মায়াদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব। এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা হইতেছে,—ব্রহ্মাংশ ইতি। কারণ? অন্যথাচ অর্থাৎ একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ। উভয় প্রকারেই নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ও সৃজ্যত্ব, নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব, কল্যাণময়ত্ব

গুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব ও সেব্যত্ব বা সেবক প্রভৃতি ধর্ম্মে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। আবার অন্য প্রকারেও 'তুমি হইতেছ তাহা' (ব্রহ্ম), 'এই আত্মাই ব্রহ্ম', ইত্যাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।...এইরূপ আথর্ব্বণশাখীরা ব্রহ্মের দাশকিতবাদিরূপত্ব অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।...এইরূপে উভয় প্রকার (ভেদাভেদ) নির্দ্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর যে ভেদনির্দ্দেশগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই অন্যথাসিদ্ধ বা অকারণ হইবে, তাহা নহে। অতএব যে সমস্ত শ্রুতিবাক্যে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত আছে, প্রমাণান্তর সিদ্ধভেদ-প্রকাশক বলিয়া সে সমুদায়ই প্রসিদ্ধার্থ প্রকাশক...আর যে, উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব একথাও সমীচীন হয় না; কারণ তাহা হইলে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়ম্যত্বাদি নির্দ্দেশেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে। অতএব, উক্ত উভয় প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষার জন্যই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।"

রামানুজ ২।৩।৪৫ সূত্রের ভাষ্যে আরও বলিয়াছেন,—'এবং স্মৃতিতেও প্রভা ও প্রভাবিশিষ্টের ন্যায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ন্যায় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে :

'একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ॥'
"যৎকিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ।
তস্য সৃজ্যস্য সম্ভূতৌ তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ।'

শ্রুতিসমূহও 'যস্যাত্মা শরীরম্' ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদি-রূপে (জীব জগৎও ব্রহ্মের) অংশাশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন।'

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ)

এস্থলে জীবতত্ত্বপ্রতিপাদক এই সকল বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যায় ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ, ও অভেদবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ যেরূপ বুঝাইয়াছেন, এস্থলে তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এবং জীব সম্বন্ধে অন্যান্য তত্ত্ব বেদান্তদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে যেরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর ও রামানুজকর্তৃক তাহা যেরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার আর উল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা এই জীবতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা তাহা দেখিয়া লইবেন. এস্থলে আমরা এই জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও দু'একটি কথা উল্লেখ করিব মাত্র।

প্রথমে জীবভাব কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ বলিয়াছেন, এলোকে ব্রহ্মের পরাখ্য আত্মশক্তি হইতে যে বুদ্ধ্যাদি-আধ্যাত্মিক অন্তঃপ্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে ব্রহ্ম আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। বুদ্ধ্যাদি—উপাধিতে আত্মরূপে তিনি এই জীবভূত বা জীবভাবযুক্ত হন। যে উপাধিতে ভূতভাবের অভিব্যক্ত হয়, সেই ভূতভাব বা জীবভাব গ্রহণ করিয়া আত্মা জীব হ'ন। এই ভূতভাব কি, এবং কোথা হইতে অভিব্যক্ত, তাহা আমাদের এক্ষণে বুঝিতে হইবে। আত্মার সান্নিধ্যে বুদ্ধিতে যে 'অহং' বা 'আমি' ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই মুখ্যজীবভাব বা ভূতভাব। সাঙ্খ্যদর্শন অনুসারে প্রকৃতিজ বুদ্ধি হইতে যে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয়, তাহা জড়। কিন্তু শ্রুতি অনুসারে এই অহংভাব ব্রহ্মের বা আত্মারই। বৃহদারণ্যকে উল্লিখিত হইয়াছে,—

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।
সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ।
সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোঽহন্নামাভবৎ"।
(১।৪।১)

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ।" (১।৪।১০)

অতএব আত্মার অহংপ্রত্যয় বুদ্ধ্যাদি-উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাতে অহংভাবের অভিব্যক্তি হয়। ইহাই মূল জীবভাব। বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে উপহিত এই অহংভাব আমোক্ষস্থায়ী জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি—সর্ব্বাবস্থায়ই ইহা নিত্য অনুস্যূত। শঙ্কর বলিয়াছেন,—

'সর্ব্বোহ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি ন নাহমস্মীতি' (১।১।১ সূত্র ভাষ্য)।

ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে বুদ্ধি উপাধিতে যেমন অহংরূপ দ্বৈতভাবের অভিব্যক্তি হয়, বুদ্ধি উপাধির মলিনতায় তাহা মলিন ও পরিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ অন্যান্য নানাবিধ প্রকার ভূতভাব ও ঈশ্বর হইতে বুদ্ধি উপাধিতে অভিব্যক্ত। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোহযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ (১০।৪—৫)

আর এই সকল ভূতভাব যে ত্রিগুণজ ভাবের দ্বারা বহুরূপে বিভক্ত হয় সেই ত্রিগুণজভাব ও ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি॥ (৭।১২)

অতএব চিত্তরূপ-উপাধিতে অভিব্যক্ত সমুদায় জীবভাব বা ভূতভাব বা ঈশ্বর হইতে অভিব্যক্ত হয়। ব্রহ্ম আত্মা-রূপে সেই চিত্ত উপাধিযুক্ত হইয়া—সেই ভূতভাবযুক্ত হইয়া জীব হ'ন এবং এইজীবরূপে তিনি পরিচ্ছিন্ন ও ভগবানের অংশের ন্যায় হ'ন। কিন্তু ইহা যে ঔপাধিক, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এক্ষণে এই উপাধির সহিত আত্মার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিম্ববাদ ও প্রতিবিম্ববাদ প্রসিদ্ধ আছে। প্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধে বেদান্তসূত্রে এই 'আভাস এবচ" (২।৩।৫০)। ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—"জল সূর্য্য (জলে সূর্য্য প্রতিবিম্ব) যেমন বিম্বভূত সূর্য্যের আভাস (প্রতিবিম্ব) তেমনি, জীবও পরমাত্মার আভাস (প্রতিবিম্ব) ইহা জানিতে হইবে। যেহেতু আভাস, সেহেতু জীব সাক্ষাৎ ব্রহ্মও নহে, পদার্থান্তরও নহে। যেমন এক জলসূর্য্য কম্পিত হইলে, অন্য জলসূর্য্য কম্পিত হয় না, তেমনি এক জীবে কর্ম্মফল সম্বন্ধ ঘটিলে, অন্য জীবকে স্পর্শ করে না। অবিদ্যা আভাসের জনক। অবিদ্যা অস্তগত হইলেই পারমার্থিক ব্রহ্মভাব স্ফুরিত হয়, এ উপদেশ যুক্তিযুক্ত ও সার্থক।"

বেদান্তদর্শনে ৩।২।২০ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর প্রতিবিম্ববাদের দৃষ্টান্তের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝাইয়াছেন :—

"জল বাড়িলে বা বর্দ্ধিত হইলে, জলস্থ সূর্য্য-প্রতিবিম্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল হ্রাস বা অল্প হইলে অল্প বা হ্রাস হয়। জলের কম্পনে কম্পিত হয় এবং জলের নানাত্বে নানা দেখায়। এইরূপে সূর্য্য জল ধর্ম্মানুযায়ী, কিন্তু পরমার্থ পক্ষে সূর্য্য যেমন তেমনই থাকেন, উল্লিখিত প্রকারের কোনও প্রকার হন না। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, পরমার্থ পক্ষে ব্রহ্ম এক অবিকৃত ও একরূপ হইলেও দেহাদি উপাধির ক্রোড়গত হওয়ায় উপাধি ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধ্যাদি ভজনা করেন।' * অর্থাৎ সূর্য্য যদি দ্রষ্টা হইয়া জলরূপ মলিন উপাধিতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহাকে

* হস্তামলকে আছে,—

* মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানমুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩
ইহার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন—মুখের প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণে জল তৈল কাচ

আপনার স্বরূপ বলিয়া বুঝিতেন, তবে তিনি যেমন ভ্রান্ত হইতেন, সেই-রূপ ব্রহ্মস্বরূপ জীব বুদ্ধ্যাদি মলিন উপাধিতে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিয়া আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত হন।

যাঁহারা জীব ব্রহ্মে বা জীব-ঈশ্বরে সম্পূর্ণ ভেদ স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন না। আমাদের বুদ্ধিতে বা চিত্তে যে চেতন ভাবের যে জ্ঞাতৃ কর্তৃ ভোক্তৃভাবের অভিব্যক্তি হয়—যাহা জীব-ভাব, তাহা হইতে জীব ভিন্ন নহে। এই জীব ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট, ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র। জীব মুক্ত হইলেও সে নির্ম্মল, শুদ্ধ, বুদ্ধিযুক্ত থাকে। তাহার অণুত্ব থাকে। সেজন্য সে পরমেশ্বরের (ব্রহ্মের) সহিত কখনও একীভূত হইতে পারে না। মুক্তাবস্থায় ঈশ্বর সামীপ্যলাভ করিলেও—এমন কি, ঐশীশক্তিলাভ করিলেও সে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন থাকে। কিন্তু এই বাদানুসারে জীব যে ঈশ্বরের অংশ, তাহা প্রতি-ষ্ঠিত হয় না। অংশবাদে জীবব্রহ্মে অংশাংশিভেদ স্বীকার করিলে, সিদ্ধান্ত করিলে, অন্ততঃ চিদ্রূপে জীবব্রহ্মে অভেদত্ব অঙ্গীকার করিতে হয়। আর এ অংশবাদ যদি পারমার্থিক সত্য হয়, তাহা হইলে, বিশিষ্ট বা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি উক্ত স্ফুলিঙ্গবাদ

প্রভৃতিতে বিভিন্নরূপে দৃষ্ট হইলে বস্তুতঃ উহা মুখ হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। যদিও মুখাভাস রূপ কোন বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই, তথাপি উহা উপাধি-ভেদে মুখ হইতে বিভিন্ন রূপে প্রতীত হয়, অতএব উপাধিগত মালিন্যে মুখাভাসও মলিন বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেইরূপ বুদ্ধিতে দৃশ্যমান আত্মপ্রতিবিম্ব জীব ঔপাধিক-ভেদানুসারে সুখী বলিয়া প্রতিভাসিত হয়। সিদ্ধান্ত পক্ষে আত্মা একই, ঔপাধিক গুণ আপনাতে আরোপ করিয়া উহা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে।

অতএব প্রতিবিম্ববাদানুসারে 'পরমার্থসম্মুখাভাসকবৎ চিদাভাসকো বুদ্ধিষু দৃশ্য-মানেষু জীব ইত্যুচ্যতে।

যাহা হউক যদি সৎস্বরূপ, ব্রহ্মে আত্মশক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই প্রতিবিম্ববাদের সহিত বিম্ববাদের সামঞ্জস্য হয়।

বা বিম্ববাদানুসারে ইহা সিদ্ধ হয়। অগ্নি হইতে যেমন বহুস্ফুলিঙ্গ উদ্ভূত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করতঃ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ চিদ্ঘন ব্রহ্ম হইতে বহু আত্মা বা চিৎকণা উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মের কল্পিত বা সৃষ্ট বহু নামরূপ উপাধিতে বা প্রকৃতিজ বহুলিঙ্গশরীরে অনুপ্রবেশ করিয়া, তাহাতে বহুজীবভাবের বিকাশ করে। এইরূপে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের অংশই বিম্বরূপে জীব হয় এবং দেহভেদে জীবে-জীবে ভেদ হয়। জীবে-জীবে ভেদহেতু যোনি বিভিন্ন হইয়া থাকে। কেহ উচ্চ বা সদ্‌যোনি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, কেহবা নীচ বা অসদ্‌যোনি লাভ করিয়া হেয়রূপে পরিগণিত হয়।

দেহাদি উপাধিভেদহেতু এই ভেদ শঙ্করাচার্য্য স্বীকার করিয়াছেন। জীবে জীবে ঔপাধিক ভেদ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ২।৩।৪৯ সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—"যেমন অগ্নি এক হইলেও অশুচিজ্ঞানে শ্মশানাগ্নির পরিত্যাগ ও শুচিজ্ঞানে অন্য অগ্নির গ্রহণ, সূর্য্যালোক এক হইলেও অমেধ্যদেশস্থের পরিহার ও শুচিদেশস্থের গ্রহণ, সমস্তই মৃদ্বিকার, অথচ হীরকাদির গ্রহণ ও দেহাদির পরিবর্জ্জন, পবিত্রজ্ঞানে গোজাতির মূত্রপুরীষাদির গ্রহণ ও অপবিত্র জ্ঞানে অন্য জাতির মূত্রপুরীষের পরিবর্জ্জন হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মা এক হইলেও দেহাদি উপাধি সম্পর্কে লৌকিক বৈদিক অনুজ্ঞা ও পরিহার, উভয়ই সঙ্গতার্থ হয়।"

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, উপাধির মলিনতায় উপাধেয় কখন মলিন হয় না। ঐ যে কুক্কুর-চণ্ডালাদি জীবের শরীর ইন্দ্রিয় মনঃ প্রভৃতির মলিনতাবশতঃ উহাদিগকে অস্পৃশ্য হেয় মলিন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি; উহাদের অন্তরস্থ আত্মা যিনি, তিনি এ মলিনতায় মলিন হ'ন না—অস্পৃশ্য বা হেয় হ'ন না—তাহাদের আত্মা ও আমাদের আত্মা একই, তিনিই ব্রহ্ম।

যাহা হউক একাত্মবাদ সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অর্থাৎ সংসার-দশায় জীবব্রহ্মে ভেদ থাকিলেও পরমার্থতঃ যে কোন ভেদ নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, এই বিম্ববাদের সহিত প্রতিবিম্ববাদ গ্রহণ করিতে হইবে। সংসার বা ব্যবহারদশায় জীবের সহিত ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের ভেদ এবং পারমার্থিক অর্থে জীব ব্রহ্মে অভেদ—ইহাই তত্ত্বতঃ সত্য হইলে, বিম্ববাদ ও প্রতিবিম্ববাদ উভয়ই সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। যেমন বিম্ববাদে পরমার্থতঃ অভেদবাদ সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ প্রতিবিম্ববাদে সংসারদশায় ভেদবাদ বা অংশবাদ স্থাপিত হয় না। যাহাহউক যদি সৎস্বরূপ ব্রহ্মে আত্মশক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, এই প্রতিবিম্ব বাদের সহিত বিম্ববাদের সামঞ্জস্য হয়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সহিত তাঁহার মায়া বা প্রকৃতিরূপা পরা-শক্তির কোন ভেদ নাই।

জগৎকারণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে কার্য্যরূপে যে বহু জীবোপাধির অভিব্যক্তি হয়, ব্রহ্মের পরাখ্যশক্তিরূপা মায়ার দ্বারা তাহা বিধৃত হয়। ব্রহ্ম আত্মারূপে সেই উপাধিতে অধিষ্ঠিত হইলে, ব্রহ্মের এই শক্তির অংশ বা বিম্ব গ্রহণ করিয়া, সেই উপাধিতে বিভিন্ন ভূতভাবের অভিব্যক্তি হয়। সেজন্য আত্মা জীব হইয়া তাহাতে বদ্ধ হ'ন।

এই যে সর্ব্বগত বিভু পরমাত্মার প্রত্যেক উপাধিতে ভিন্নভাবে পরি-চ্ছিন্নের ন্যায় প্রকাশ, ইহাই এক অর্থে তাঁহার প্রতিবিম্ব। আর এই বিভিন্ন উপাধিতে ব্রহ্মশক্তি বিম্বিত হওয়ায় ইহাতে যে ভূতভাবের অভি-ব্যক্তি হয়, ইহাই তাঁহার বিম্ব। এইরূপে বিম্ব ও প্রতিবিম্ববাদ সমন্বিত হয়। ইহা আমরা দু একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সূর্য্য বাপী-কূপ-তড়াগাদির জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, সেই প্রতিবিম্বের সহিত সূর্য্যের বিশেষ কোন সম্বন্ধ জানা যায় না বটে, কিন্তু বিভিন্ন পাত্রস্থ জল কেবল সূর্য্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না; তাহার বিম্বও গ্রহণ করে।

সেইরূপ দর্পণে কেবল আমাদের মুখ প্রতিবিম্বিত হয় না, তৎসহ আমাদের মুখজ্যোতিও বিম্বিত হয়।

শঙ্কর যে বিভিন্ন পাত্রস্থ জলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বপ্রকাশের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিবিম্ববাদ বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা এইরূপে বিম্ববাদের আভাস পাই। কেননা তেজোময় সূর্য্য চতুর্দ্দিকে তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করিয়া সর্ব্বদিগ্ব্যাপ্ত হ'ন। সেই তাপ ও আলোক বিম্বরূপে সেই জল গ্রহণ করিয়া উত্তপ্ত ও আলোকিত হয়। দর্পণ যে আমাদের মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করে, ইহাও প্রতিবিম্ববাদের এক দৃষ্টান্ত। কিন্তু বিজ্ঞান হইতে জানা যায় যে, দর্পণ আমাদের মুখ-জ্যোতিঃও গ্রহণ করে। দর্পণস্থলে আলোকচিত্রের যন্ত্র রাখিলে সেই মুখবিম্ব তাহাতে স্থায়িভাবে বিম্বিত হয়। অয়স্কান্তমণির সান্নিধ্যহেতু লৌহ সেই মণির চুম্বক-শক্তির বিম্ব গ্রহণ করে; অর্থাৎ তাহাতে সেই চুম্বক শক্তির কতক পরিমাণে অনুপ্রবেশ (Induction) হয়। সে জন্ত তাহা হইতে সেই শক্তির স্বরূপ আংশিক প্রতিবিম্বিত হয়। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিম্ব ও প্রতিবিম্ববাদ কিরূপে সমন্বিত হইতে পারে, তাহা আমরা কতকটা বুঝিতে পারি। যাহা হউক, জীবব্রহ্মে যে সম্বন্ধ, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বিম্ব ও প্রতি-বিম্ববাদ সমন্বয় করিয়া আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এক অনাদি অব্যয় অনন্ত শক্তি এই জগতের মূল কারণ; তাহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ব্যয় নাই, সঞ্চয় নাই, তাহা মূলতঃ এক ও অখণ্ড। বিজ্ঞানের এই শক্তি-সাতত্যকে ইংরাজীতে Conservation of Energy বলে। এই শক্তি স্বরূপতঃ অপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ। ইহা নানারূপ জড়োপাধির সাহায্যে নানাভাবে অভিব্যক্ত হয়। কোথাও আলোকরূপে বা জ্যোতিঃরূপে, কোথাও তড়িৎ-রূপে, কোথাও চুম্বক শক্তিরূপে, কোথাও রাসায়ণিক সংশ্লেষণ-

বিশ্লেষণ-শক্তিরূপে ইহা অভিব্যক্ত হয়। জড় উপাধি (Matter) যোগে ইহার পরিণাম (Transformation) দৃষ্ট হয় এবং নানাভাবে ও নানাপরিমাণে ইহা অভিব্যক্ত হয়। এই শক্তির আদিরূপই তেজঃ। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি অনুসারে এই তেজ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত (তত্তেজোঽসৃজত) এই তেজ স্বরূপতঃ নিরুপাধিক সর্ব্বব্যাপ্ত অপরিচ্ছিন্ন; তবে কেবল আধার বা উপাধিবিশেষে ইহা অভিব্যক্ত হয়, তখনই ইহা প্রকাশিত হয়। আর আধার-ভেদে ইহার প্রকাশেরও ভেদ হয়। এই তেজঃ জড় সূর্য্যমণ্ডলে ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হয়—আমাদের চক্ষুর অনুগ্রাহক হয়। এই তেজঃই ক্ষুদ্র বৃহৎ নানারূপ কাষ্ঠাদি অবলম্বন করিয়া তাপ ও আলোকরূপে আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়। আধার বা উপাধি না পাইলে, এই তেজ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইত না, এবং আমরা ইহার অস্তিত্বও জানিতে পারিতাম না। এই সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত তেজঃ আকাশে সর্ব্বদিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাও উপাধিযোগে প্রকাশ না হইলে তাহার রূপ আমরা জানিতে পারিতাম না। এস্থলে আর এক কথা বুঝিতে হইবে। যে উপাধিযোগে এই তেজঃ বা শক্তি প্রকাশিত হয়, সেই উপাধি তাহার পূর্ণ প্রকাশে বাধা দেয়। সর্ব্বত্রই যে উপাধি,—শক্তিপ্রকাশের অনুকূল, তাহাই তাহার পূর্ণ প্রকাশের বাধক। এজন্য যে কোন উপাধিতে এই তেজের যে প্রকাশ হয়, তাহা তাহার পূর্ণ প্রকাশ নহে; তাহা তাহার সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ প্রকাশ। এমন কি, তাহার যে ইহা স্বরূপের প্রকাশ, তাহাও বলা যায় না। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্ম সৃষ্টিকল্পে দিক্‌কালরূপে ব্যাপ্ত হইলে তাঁহা হইতে আকাশাদির অভিব্যক্তি হয়। এবং ব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণরূপে বহু বুদ্ধ্যাদি-উপাধি সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনি সর্ব্বাত্মকতা হেতু আত্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন।

সর্ব্বব্যাপক তেজঃ যেমন কাষ্ঠাদি উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও বুদ্ধ্যাদি উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন, এবং আত্মরূপে প্রকাশিত থাকেন। যতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণ উপাধিতে অনুপ্রবিষ্ট আত্মার জীবভাবে পৃথক্ প্রকাশ থাকে। উপাধি নষ্ট হইলে, কাষ্ঠস্থ অগ্নির মূল তেজে লয় হইবার ন্যায় উপাধি নষ্ট হইলে, সেই উপাধিস্থ আত্মাও ব্রহ্মে বিলীন হয়। এই দৃষ্টান্ত হইতে জীব ব্রহ্মের উক্তরূপ সম্বন্ধ আমরা কতকটা বুঝিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাভূমিকায় এই জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ উল্লেখ করিবার সময় যে তড়িৎ শক্তির বিভিন্ন আধারে বিভিন্নপ্রকাশবৈচিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছিলাম,তাহাও এস্থলে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে শ্রুতি হইতে, এবং বিভিন্ন শ্রুতির সমন্বয় পূর্ব্বক বেদান্ত দর্শনে এই জীবতত্ত্ব যেরূপ বিবৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ তাহা যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতে সংসার-দশায় জীব ব্রহ্মের ভেদ ও ঈশ্বরের সহিত অংশাংশিভাব, এবং পরমার্থতঃ, জীব ব্রহ্মের অভেদ আমরা বুঝিতে পারি।

গীতায়ও এই শ্রুত্যুক্ত ভেদাভেদবাদই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যে সংসাররূপ অশ্বত্থে বদ্ধ জীবের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ বলিয়াছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। আর পারমার্থিক অর্থে যে জীব-ব্রহ্মে বা জীব-ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই, জীব অজ, নিত্য, বিভু, সনাতন, সর্ব্বগত; সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তাহা গীতায় উপদিষ্ট হইয়াছে।

জীব বা দেহীর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা গীতায় প্রথমে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, আমরা জীব—নিত্য; আমাদের উৎপত্তি বা বিনাশ কখনও নাই,—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্॥ (২।১২)

অভেদজ্ঞানে বামদেব ঋষি "আমি মনু হইয়াছিলাম"—"আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম"এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন।"(বৃহদারণ্যক ১২।৪।১০)

অতএব সংসারদশায় জীবব্রহ্ম-ভেদবাদ বা ভেদাভেদ-বাদ সিদ্ধ হইলেও পারমার্থিক অর্থে অভেদ বাদই যে বেদান্ত শাস্ত্রসম্মত, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

এইরূপে গীতা ও উপনিষদ্ হইতে আমাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহা জানিতে পারি। সংসারের ক্ষুদ্র কীটাণুসদৃশ জীব আমি, এই যে সংসারে নানারূপে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া সুখের জন্য লালায়িত এবং দুঃখের ভার লঘু করিবার জন্য উৎসুক হইয়া নানা-দুষ্কর্ম্মে রত হইতেছি, এই বিশ্বের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একটু স্থান কাল অবলম্বনে সাধারণ মনুষ্যযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষুদ্রত্বের সীমা ক্ষুদ্রতর করিয়া ইহকালকেই সর্ব্বস্ব ভাবিয়া আত্মহারা হইয়াছি, সেই আমার স্বরূপ যে ব্রহ্ম, আমিই যে সকলের আত্মা, আমারই যে বিরাট্রূপ—পরমেশ্বর,—উপযুক্ত সাধনার দ্বারা আমি যে সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারি, এই মহাসত্য—এই অমৃতময়ী আশ্বাসবাণী—এই সর্ব্বভয়-নিবারক অভয়ের কথা কেবল আমাদের এই শাস্ত্র হইতে জানিতে পারি। এই গুহ্যতম পরম শাস্ত্র গীতায় এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, যে উপায়ে বা যে সাধনার দ্বারা আমরা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, এই পরম পদ লাভ করিতে পারি, তাহার আভাস গীতায় যেরূপ পাওয়া যায়, তাহা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, এ অধ্যায়ে এই জীবের স্বরূপ যে পুরুষ, এবং সেই পুরুষ যে ক্ষর, অক্ষর ও উত্তম ভেদে ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে, তাহাও আমাদের বিশদভাবে বুঝিতে হইবে।

পুরুষতত্ত্ব।—জীবের সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্তির জন্য গীতায় আদ্য পুরুষের শরণ লইবার উপদেশ দেওয়া

হইয়াছে। এই আত্মপুরুষের যাহা পরম পদ—পরমধাম তাহাই জীবের প্রাপ্তব্য পরম অব্যয়পদ। এই আদ্য পুরুষই এই অধ্যায়ে পরে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে। গীতাতে জীবকেও পুরুষ নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু॥

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে,—"দেহেঽস্মিন পুরুষঃ পরঃ" এই যে পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞভাবে প্রকৃতিজ ক্ষেত্রে স্থিত হইয়া প্রকৃতিজ গুণভোগ করে, ও গুণে আসক্তি হেতু সংসার-বদ্ধ হইয়া নানাযোনিতে বারবার পরিভ্রমণ করে, তাহাই জীব। এইরূপে গীতায় পুরুষ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—এক পরমেশ্বর, আর এক জীব। তবে যিনি পরমেশ্বর, তাঁহাকে এই অধ্যায়ে আত্মপুরুষ বা উত্তম পুরুষ বলা হইয়াছে। আর জীবকে সামান্তভাবে পুরুষ বলা হইয়াছে। এইলোকে বা সংসারে যিনি পুরুষ, তিনি ক্ষর ও অক্ষর ভেদে দ্বিবিধ। আর যিনি লোকাতীত পুরুষ, তিনিই পরম বা উত্তম পুরুষ।

গীতোক্ত এই পুরুষ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, দর্শন শাস্ত্রে ব্যবহৃত পুরুষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ মনে রাখিতে হইবে। প্রচলিত অর্থে সাধারণতঃ পুংজাতীয় মানুষকে পুরুষ বলে; আর বিশেষভাবে যিনি শৌর্য্যবীর্য্য উৎসাহাদি গুণযুক্ত বা পৌরুষ-বিশিষ্ট তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলে। ইহা পুরুষের সঙ্কীর্ণ অর্থ। সাধারণতঃ পুংজাতীয় জীবকে পুরুষ বলে এবং স্ত্রীজাতীয় জীব হইতে তাহাকে পৃথক্ করা হয় মাত্র। ইহা পুরুষের আপেক্ষিক ব্যাপক অর্থ; কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে যাহা পুরুষ, তাহা পুংস্ত্রী-নির্ব্বিশেষে জীব প্রাণী বা ভূত, যাহা প্রাণ বা জীবনযুক্ত, যাহা উৎপত্তি-বিনাশশীল বা জন্মমৃত্যুর অধীন, তাহা পুরুষ। যিনি শরীরী বা দেহী দেহ-

রূপ পুরে অবস্থিত, তিনি পুরুষ। কিন্তু দার্শনিক পরিভাষায় পুরুষের এ অর্থও সঙ্কীর্ণ। সাঙ্খ্যশাস্ত্রে পুরুষের অর্থ আরও ব্যাপক। আমরা সাধারণতঃ জগতের সমুদয় বস্তুকে দুই ভাগে বিভক্ত করি;—এক জড় আর এক চেতন। যাহা চেতন বা চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট তাহাই পুরুষ। যাহা অচেতন জড় তাহাই প্রকৃতি। সমুদায় জড়ের যাহা মূল কারণ, তাহাই মূলপ্রকৃতি। প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর বিপরীত-ধর্ম্মবিশিষ্ট। জীব প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষ। প্রকৃতি হইতে আমাদের দেহ উৎপন্ন হয় এবং সেই দেহে বদ্ধ হইয়া পুরুষ আমরা জীব হই; আর প্রকৃতি-মুক্ত হইয়া আমরা পুরুষ-স্বরূপে অবস্থান করিতে পারি। শ্রুতিতে ও বেদান্তশাস্ত্রে পুরুষ প্রধানতঃ পরমেশ্বর অর্থে ব্যবহৃত। যে পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর জগতের স্রষ্টা পাতা বিধাতা সংহর্ত্তা, তিনি আদি পুরুষ বা পরম পুরুষ। এ সংসারে জীব তাঁহা হইতে ভিন্ন; এজন্য এ অর্থে জীবকে পুরুষ বলা চলে না। কিন্তু উপনিষদে নানাস্থানে জীবকে পুরুষ বলা হইয়াছে।

পুরুষের এইরূপ বিভিন্ন অর্থ থাকায় গীতোক্ত পুরুষতত্ত্ব বুঝা সহজ নহে। এজন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারগণ গীতোক্ত পুরুষতত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়াছেন। যৌগিকার্থে যিনি শরীরে স্থিত— শারীর আত্মা— তাঁহাকে পুরুষ বলা হয় সত্য, কিন্তু যখন ঈশ্বরই সর্ব্ব শরীরে বা পুরে অবস্থিত, এ সমুদায়ই তাঁহা দ্বারা পূর্ণ, তখন তাঁহাকে মুখ্যভাবে পুরুষ বলা যায়। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভগবান্‌কেই একমাত্র পুরুষ এবং জীবকে তাঁহার প্রকৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। ইহাঁরা সর্ব্বাবস্থায় জীব ঈশ্বরে ভেদ স্বীকার করেন। তবে যাঁহারা জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলেন, তাঁহাদের মতে জীবকে পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে কোন আপত্তি নাই। ভগবান্ বলিয়াছেন,—তাঁহার দুই প্রকৃতি পরা ও অপরা। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারগণই বলিয়াছেন এই পরা প্রকৃতিই জীব, ইহা পুরুষ নহে, ইহা ভগবানের স্বরূপশক্তি। এই জীব বা পরা প্রকৃতিকে

গৌণভাবে ক্ষর পুরুষ বলা যায়। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেন যে—গীতায় যে দুই অনাদিতত্ত্ব পুরুষ ও প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে, সেস্থলে প্রকৃতি অর্থে অপরা প্রকৃতি জড় আর পুরুষ অর্থে পরা প্রকৃতি—জীব। অতএব গৌণভাবে সেইস্থলে ভগবানের জীব বা পরা প্রকৃতিকে পুরুষ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃতি অর্থে জড় ও পুরুষ অর্থে চেতন জীব, উভয়ই ভগবানের শরীর—উভয়ই তাঁহার প্রকৃতি। কেহ কেহ বলেন, ভগবানের কারণোপাধি প্রকৃতি অক্ষর, আর কার্য্যোপাধি প্রকৃতি ক্ষর—গৌণভাবে পুরুষ নামে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ অর্থবিরোধ ঘটায় গীতোক্ত পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে বড় গোলযোগ হয়। ইহা সর্ব্বত্র সমন্বয় করিয়া না বুঝিলে, গীতোক্ত পুরুষের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা যায় না।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্রহ্মের ত্রিবিধ ভাব—ক্ষর, অক্ষর ও ঈশান, অথবা ভোগ্য, ভোক্তা ও প্রেরয়িতা উক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইহা হইতে গীতোক্ত পরা ও অপরা প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র এবং ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ সম্বন্ধেও তাহাদের সহিত উত্তম পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে মত ভেদ হইয়াছে। বিভিন্ন বাদানুসারে ইহাদের বিভিন্ন অর্থ করা যায়। এ সকল বিভিন্ন অর্থ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ অনুসারে যাহা ভোগ্য, তাহা ক্ষর—জড় প্রধান, তাহা বিনাশী আর যাহা ভোক্তা; তাহা চেতন—অক্ষর আত্মা—অবিনাশী অমৃত তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ। ঈশ্বর এ উভয় হইতে ভিন্ন। ঈশ্বর এ উভয়ের প্রেরয়িতা নিয়ন্তা ঈশান; তিনিই 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ"। সুতরাং যাহা ক্ষর বা অক্ষর, তাহা হইতে ঈশ্বর ভিন্ন। যদি ঈশ্বরকে পুরুষ বলা হয়, তবে ক্ষর ও অক্ষর এ উভয়কে প্রকৃতি বলিতে হয়; কারণ অনাদি-তত্ত্ব কেবল দুইটি; পুরুষ ও প্রকৃতি। আর যদি চেতন ভোক্তাকে পুরুষ বলা হয়, তবে তাহা হইতে ভিন্ন তাঁহার অতীততত্ত্ব ঈশ্বরকে পরম বা উত্তম পুরুষ বলিতে হয়। এই শ্রুতির উপর জীব ব্রহ্মে ভেদবাদ বা

ভেদাভেদ বাদ প্রতিষ্ঠিত। পুরাণেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে,—ভগবান্‌,—'প্রধানপুরুষেশ্বরঃ।' বিষ্ণুপুরাণে আছে,—'যতঃ প্রধানপুরুষৌ'। ইহাতে অন্যত্র আছে,—

'প্রক�ৃতির্যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি॥ (৬।৪।৩৮)

অতএব ইহা হইতে জানা যায় যে, স্রষ্টা পুরুষ হইতে এই দুই তত্ত্বের সৃষ্টি হয়, এবং লয়কালে তাঁহাতেই লীন হয়। পুরাণান্তরে প্রকৃতি পুরুষ এই দুই তত্ত্বকে অপরা ও পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে আছে,—

"যা পরাপরসম্ভিন্না প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া।" (উৎকল খণ্ড ২।২৯)

পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন দুই তত্ত্ব বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন নামে উক্ত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উক্ত ভোগ্য ও ভোক্তা এই দুই তত্ত্ব কোথাও অন্ন ও অন্নাদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (বৃহদারণ্যক ১।৪।৬); কোথাও ইহাদিগকে রয়ি ও প্রাণ (প্রশ্ন ১।৪); কোথাও অপ্‌ ও মাতরিশ্বা (ঈশ ৪) বলা হইয়াছে। এইরূপে এই লোকে সমুদায় পদার্থের মূলে দুইটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদের আদি কারণরূপে ইহাদের অতীত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুই তত্ত্ব যিনি যে ভাবে বুঝিয়াছেন, তিনি সেই ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঈশ্বরতত্ত্বকে পুরুষ বলিলে, এই দুই তত্ত্বকে পরা ও অপরা প্রকৃতি বলিতে হয়। দুই তত্ত্বকে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে গ্রহণ করিলে, ঈশ্বর-তত্ত্বকে পরমেশ্বর পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গীতায় দুই তত্ত্বকে কোথাও পুরুষ প্রকৃতি, কোথাও ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র, কোথাও অক্ষর ও ক্ষর, বলা হইয়াছে। কেবল পরমেশ্বরকেই প্রকৃত পুরুষ বলিলে, এই দুই তত্ত্বের কোনটিকেই পুরুষ বলা যায় না। ইহার একটিকে প্রাণ বা পরা প্রকৃতি ও অপরটিকে অন্ন বা অপরা প্রকৃতি বলা যায়। সুতরাং পুরুষ যে ইহাদের অতীত তত্ত্ব, ইহা-সিদ্ধান্ত করিতে হয়। গীতায়

পুরুষই ক্ষর ও অক্ষর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এজন্য কেহ কেহ বলেন যে, এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ পরা ও অপরা প্রকৃতি।

গীতায় পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা পুরুষ, তাহা কখন প্রকৃতি হইতে পারে না; আর যাহা প্রকৃতি তাহাও কখনও পুরুষ হইতে পারে না। সুতরাং ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ—পুরুষই, তাহা প্রকৃতি নহে। ইহা পরে বিবৃত হইবে। উত্তম পুরুষের সহিত ক্ষর ও অক্ষর পুরুষের সম্বন্ধ বুঝিলে, তবে গীতোক্ত জীব-তত্ত্ব ও পুরুষতত্ত্ব প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারা যায়। এজন্য গীতোক্ত ত্রিবিধ পুরুষতত্ত্ব বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে।

এই গীতোক্ত পুরুষতত্ত্ব ঈশ্বরের দিক্ দিয়া ও জীবের দিক্ দিয়া—এই দুই দিক দিয়া বুঝিতে হইবে। সেই তত্ত্ব বুঝিলে, তবে আমরা পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিব।

জীবের স্বরূপ তাহার প্রাপ্তব্য পরম পদ, ও সেই পদপ্রাপ্তির জন্য সম্ভজনীয় পরমেশ্বর—ইহাদের তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, গীতোক্ত পুরুষতত্ত্ব এই দুই ভাবে বুঝিতে হইবে। এই পুরুষতত্ত্ব পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সে স্থলে আমরা দেখিয়াছি যে, সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর আর ব্যষ্টি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীব। পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই অনাদিতত্ত্ব। প্রকৃতি হইতে বহু ক্ষেত্রের উদ্ভব হয়। পুরুষ প্রতিক্ষেত্রে ব্যষ্টিভাবে সম্বদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হন। আর সর্ব্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া সমষ্টি ক্ষেত্রজ্ঞ-পরমেশ্বর হন। প্রতিক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীব, তিনি ব্যষ্টিভাবে বহু, আর সর্ব্বক্ষেত্রে সমষ্টিভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এক, তিনি পরমাত্মা-রূপে সর্ব্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত। এই ব্যষ্টি সমষ্টিরূপে বা অংশাংশিরূপে এই পুরুষতত্ত্ব বুঝিলে আর কোন গোলযোগ থাকে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সংসার-দশায় জীব ঈশ্বরে এই ভেদ সর্ব্বত্র স্বীকৃত; কিন্তু পারমার্থিক অর্থে এই ভেদ

সত্য নহে। সেই অর্থেই জীবকে ও ঈশ্বরকে পুরুষ বলা সঙ্গত হয়। প্রথমে আমরা জীবের দিক্ দিয়া এই পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। পুরুষতত্ত্ব বুঝিলে, তবে জীবতত্ত্ব আমরা সম্পূর্ণভাবে জানিতে পারিব। আর পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রুতি হইতে পুরুষের এই দুই অর্থই পাওয়া যায়। জীব ও ঈশ্বর উভয়ই—স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। পূর্ব্বে জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুত্যুক্ত আরও দু'একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক।

ঐতরেয়োপনিষদে আছে,—তিনি (পুরুষ) শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া... ভূতসমূহকে পরিদর্শন করিলেন। তিনি আপনাকেই ব্যাপ্ততমস্বরূপে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বলিলেন, আমি আত্মস্বরূপকে দর্শন করিলাম (১।১৩)। অতএব পুরুষ বা শারীর—আত্মাই সর্ব্বভূতান্তর্ভূতাত্মা। অন্যান্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যিনি শারীর পুরুষ, (জীব) তিনি আদিত্যে চন্দ্রে অগ্নিতে বিদ্যুতে সর্ব্বত্র পুরুষরূপে অবস্থিত, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মৈব পুরুষাণাং কর্ত্তা। (কৌষীতকী, ৪।৩—৪।১৮; বৃহদারণ্যক ২।১।২—২।১।১৩) এই পুরুষই সকলের অন্তর্য্যামী অন্তরাত্মা (বৃহদারণ্যক ৩।৭।৩)। এই পুরুষই যে জীব তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—পুরুষই অব্যক্ত রূপে ত্রিগুণের ভোক্তা (মৈত্রায়ণী ৬।১০)। সেই পুরুষই সর্ব্বকামময় ও সঙ্কল্প অধ্যবসায় যুক্ত (ঐ ৬.৩০)। এই পুরুষ হইতে শরীর কেশ লোমাদি উৎপন্ন হয় (মুণ্ডক ১।৭)। এই পুরুষই নিদ্রাবস্থায় দর্শন শ্রবণাদি কিছু করেন না। জাগরিত হইয়া বিষয় গ্রহণ জন্য ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণ করেন (প্রশ্ন, ৪।১)। এই পুরুষ ব্যতীত কেহই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা নাই।

এই পুরুষই ষোড়শকল (প্রশ্ন ৬।১)। এই পুরুষ দেহ মধ্যে অবস্থিত হইলেও দেহাতীত ও দেহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি দেহরূপ রথে রথী। কঠোপনিষদে আছে,—

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥" (২য়া বল্লী ৩-৪)

কঠোপনিষদে আরও আছে,—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।

মনসশ্চ পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" (২য়া বল্লী ১০-১১)

কঠোপনিষদে অন্যত্র আছে,—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।

সত্ত্বাদধিমহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥

অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ।

যজ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি॥" (৬ষ্ঠী বল্লী ৭-৮)

ইহার এবং বেদান্ত দর্শন ১।৪।১—১০ম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে এস্থলে অব্যক্ত অর্থে কারণশরীর। ইহা সাংখ্যোক্ত মূল প্রকৃতি বা প্রধান নহে। সাংখ্যের প্রকৃতিবাদের ভিত্তি নহে। "অব্যক্তং সর্বস্য জগতো বীজভূতমব্যাকৃতং নামরূপং সতত্ত্বং সর্ব্বকার্য্যকারণসমাহাররূপম্।" পুরুষ এই শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়াও ইহার অতীত। তিনি পরম পুরুষ পরম গতি। যাহা মহৎ তাহা সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব,—তাহাতে অধিষ্ঠিত আত্মা মহানাত্মা—তিনি হিরণ্যগর্ভাখ্য অক্ষর পুরুষ। আর তাঁহা হইতে যে ব্যষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। তাহাতে অধিষ্ঠিত আত্মা বা পুরুষই জীব। তিনি ব্যষ্টিভাবে বুদ্ধিতত্ত্বে অবস্থিত হইয়া বিজ্ঞানাত্মা—প্রত্যগাত্মা হ'ন।

শঙ্কর কঠভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বুদ্ধেরাত্মা সর্ব্বপ্রাণিবুদ্ধীনাং প্রত্যগাত্মভূতত্বাদাত্মা মহান্ সর্ব্বমহত্ত্বাৎ অব্যক্তাৎ যৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্ত্বং বোধাবোধাত্মকং মহানাত্মা বুদ্ধেঃ পর ইত্যুচ্যতে।"

অতএব পুরুষই জীব হইয়া এই শরীররথে অধিষ্ঠিত হ'ন এবং বুদ্ধিরূপ সারথির দ্বারা তাহাকে পরিচালিত করেন; বুদ্ধি ইন্দ্রিয় মন যুক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করেন, এই বুদ্ধিকে সত্ত্ব বলা হইয়াছে। যে পুরুষ শুদ্ধ বুদ্ধিতে নিত্যস্থিত, তিনি নিত্য সত্ত্বস্থ—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ (গীতা ২।৫৫)। তিনি পরম পদ প্রাপ্তির অধিকারী; নতুবা তাঁহার পুনরাবর্ত্তন নিবৃত্তি হয় না (১।৩।৫-৯)। এই পুরুষ বা আত্মা সম্বন্ধে গীতায় উক্ত হইয়াছে, "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু-পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।" (৩।৪২)। এ স্থলে পুরুষকেই বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব বলা হইয়াছে, তিনি দেহ মধ্যে অবস্থিত হইয়াও দেহাতীত,—"দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ" (গীতা ১৩।২২)। এই পুরুষ জীবাত্মা—তিনি পরমাত্মা—তাঁহার দ্বারা এ সমুদায় পূর্ণ,—

'তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্'

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ (ঋগ্বেদ ১০।৯০।২)। এই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই আত্মারূপে বিদ্যমান ছিলেন; তিনিই পুরুষবিধ (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০)। তিনিই পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি কল্পনা করিয়া নামরূপদ্বারা বহুরূপের বা বহু ভূতভাবের প্রকাশ করেন এবং জীবাত্মা-রূপে তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন। এইরূপে তিনি বহু ভূতশরীর বা পুর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া পরাৎপর পুরিশর পুরুষ হ'ন। *

* আত্মৈব ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ

এই মন্ত্রের ভাষ্যে—শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন, যে আত্মা অর্থে প্রথম শরীরী আত্মা বা প্রজাপতি। আর পুরুষবিধ অর্থে পুরুষপ্রকার হস্তপদাদিযুক্ত বিরাটপুরুষ। শঙ্কর বলেন যে, পূর্ব্ব ব্রাহ্মণে যখন বেদোক্ত জ্ঞান ও ধর্ম্ম—সাধনার চরম ফলে প্রজাপতিত্ব প্রাপ্তির কথা উক্ত হইয়াছে, তখন এই ব্রাহ্মণেও সেই প্রজাপতিকে আত্মা বলা হইয়াছে এবং তাঁহার সৃষ্টি স্থিতি বিষয়ে স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি বর্ণন করা হইয়াছে। কিন্তু এ অর্থ সঙ্কীর্ণ। উপনিষদে সর্ব্বত্র ব্রহ্মেরই স্রষ্টৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি মায়াশক্তি হেতু আদি উত্তম পুরুষরূপে, অভিব্যক্ত হন এবং হিরণ্যগর্ভ এই আদিপুরুষ হইতে অভিব্যক্ত হন।

ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তে (১০।৯০।৫) উক্ত হইয়াছে ;—

"স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথোপুরঃ।" সায়ন এই পুর সম্বন্ধে ভাষ্যে বলিয়াছেন, স বিরাট্—তেষাং জীবানাং পুরঃ সসর্জ পূর্য্যন্তে সপ্তভিঃ ধাতুভিরিতি পুরঃ শরীরাণি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৫।১৮) এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে ;—"***পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশদিতি, স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈনেন কিঞ্চনানাবৃতং নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্।"

শঙ্কর ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

স পরমেশ্বরঃ নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাকুর্ব্বাণঃ প্রথমং ভূরাদীন্ লোকান্ সৃষ্ট্বা চক্রে কৃতবান্ দ্বিপদে। দ্বিপাদুপলক্ষিতানি মনুষ্যশরীরাণি তথা পুরঃ শরীরাণি চক্রে চতুষ্পদশ্চতুষ্পাদুপলক্ষিতানি, পুরঃ পশুশরীরাণি পুরঃ পরস্তাৎ স ঈশ্বরঃ পক্ষী লিঙ্গশরীরং কৃত্বা 'পুরঃ শরীরাণি পুরুষঃ আবিশদিত্যস্যার্থমাচষ্টে শ্রুতিঃ। স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু, সর্ব্বশরীরেষু পুরিশয়ঃ পুরি শেত ইতি পুরিশয়ঃ সন্ পুরুষ ইত্যুচ্যতে নৈনেনানেন কিঞ্চন কিঞ্চিদপি অনাবৃতম্ অনাচ্ছাদিতম্। তথা নৈনেন কিঞ্চনাসংবৃতম্। অন্তঃ অননুপ্রবেশিতং বাহ্যভূতেনান্তর্ভূতেন চ নানাবৃতম্। এবং স এব নামরূপাত্মনান্তর্বহির্ভাবেন কার্য্যকারণরূপেণ ব্যবস্থিতঃ। ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে,—পরমেশ্বর অনভিব্যক্ত নাম ও রূপ সৃষ্টি করিবার মানসে প্রথমতঃ ভূঃ প্রভৃতি লোক সকল সৃষ্টি করিয়া (পুরঃ) দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণিসকল ও চতুষ্পদবিশিষ্ট পশু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পরে পরমেশ্বর পক্ষী অর্থাৎ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গশরীর ধারণ করিয়া পূর্ব্বসৃষ্ট সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিলেন; শ্রুতি নিজেই এই কথা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। সেই সর্ব্বশরীর প্রবিষ্ট পরমেশ্বর সমস্তপুরে অর্থাৎ সর্ব্বশরীরে শয়ন (অবস্থিতি) করেন বলিয়াই পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই পরমেশ্বর যেমন

সর্ব্বশরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট আছেন, তেমনি সর্ব্বশরীর আচ্ছাদন করিয়াও রহিয়াছেন; অধিক কি এমন কিছুই নাই, যাহার ভিতরে এবং বাহিরে আত্মা সমান ভাবে নাই। পরমেশ্বর এইরূপে বাহ্য ও অভ্যন্তরে দেহেন্দ্রিয়াদি রূপে অবস্থিত আছেন।

শঙ্কর এই স্থলে আরও দেখাইয়াছেন যে, এই মন্ত্র দ্বারা সংক্ষেপতঃ আত্মৈকত্ব বা পুরুষের একত্ব কথিত হইয়াছে। এই পুরুষের একত্ব-বাদ পরে বিবৃত হইবে।

ইহা হইতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, যাহারা প্রাণী, দ্বিপদে বা চতুষ্পদে অথবা অন্য কোন উপায়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, অথবা যাহারা ভূচর, খেচর বা জলচর জন্তু, যাহারা চেতন জীব, তাহারাই পুর বা শরীরবিশিষ্ট এবং তাহারাই এই পুরস্থিত বলিয়া পুরুষ। আর যাহারা স্থাবর, তাহারা জড়, অচেতন—পুরুষ নহে। কিন্তু উক্ত শ্রুতির অর্থ যে আরও ব্যাপক, তাহা আমরা গীতা হইতে জানিতে পারি। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে;—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ। ১৩।২৬

এই শ্লোকের ও (১৪।৪) শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, অণু বা পরমাণু হইতে পর্ব্বত পর্য্যন্ত যে কিছু স্থাবরসত্ত্বার তত্ত্ব আমরা জানিতে পারি, সে সমুদায় ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রকৃতি ও পুরুষ সংযোগ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং সমুদায় সত্তাই দেহ বা পুর-বিশিষ্ট পুরুষ। তবে সকল সত্তার দেহ বা পুর সমান অভিব্যক্ত নহে এবং সকলের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আমাদের জ্ঞানে অভিব্যক্ত হয় না। যাহাদের মধ্যে দেহের অঙ্গবিভাগ বা প্রাণের অভিব্যক্তি আমাদের অনুভূত হয় না, তাহাদিগকে আমরা স্থাবর বা জড় বলি। পরমাণুও যে শরীর—অযুত-সংঘাত-বিশেষযুক্ত, তাহা পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসভাষ্যে উক্ত

হইয়াছে দেখিয়াছি। সুতরাং যিনি এই পরমাণুরূপ পুরে অবস্থিত আত্মা তাঁহাকেও পুরুষ বলিতে হয়। এইরূপে জগতে যে কিছু সত্তা আমরা দেখিতে পাই, তাহাই এই অর্থে এই পুরুষের পুর বিশেষ মাত্র।

আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারে অনুভূত শব্দস্পর্শরূপাদি হইতে তাহার বাহ্য কারণরূপে যে আকাশাদি পঞ্চভূতের অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি, তাহাও বেদান্ত অনুসারে জড় ভূত নহে। আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ক্রমে ইহারা আত্মারই উপাধিরূপে অভিব্যক্ত হয় এবং আত্মা তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। এ জন্য বেদান্ত আকাশাদি মহাভূতকে দেবতা বলিয়াছেন এবং তদভিমানিনী দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যে আছে—'তত্তেজোঽসৃজত...তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় ইত্যাদি।...৬।২।৩। এইরূপে আকাশাদি স্থলে তাহাতে অধিষ্ঠিত পুরুষই লক্ষিত হইয়াছে। এইরূপে সমুদায় বস্তু বা সত্তার মধ্যে বেদান্ত শাস্ত্র এই পুরুষকেই উপদেশ করিয়াছেন। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।

এইরূপে তত্ত্বদর্শী বেদান্তজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বত্র এই পুরুষকে দর্শন করেন। আর যিনি অজ্ঞানী, তিনিও আত্মার বা প্রাণের স্বাভাবিক অনুভূতির মধ্যে সর্ব্বত্র সেই পুরুষকে অস্পষ্টরূপে প্রাণিভাবে দেখিতে পান। তাঁহার সে অনুভূতি আপাততঃ বিচারসহ না হইলেও নিন্দনীয় নহে (তাহাকে Animism বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না।) তাহার মধ্যে যে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা বেদান্তশাস্ত্র হইতে জানিতে পারি।

যাহা হউক এই দেহরূপ পুরে আত্মা অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া, তাঁহাকে যে পুরুষ বলে এবং সে দেহকে যে পুর বলে, তাহা আমরা এইরূপে শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। প্রাণদ্বারা এই পুর বা শরীর বিধৃত হয়।

"প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি" (প্রশ্ন—৪।৩)

মনুষ্য প্রভৃতি উক্ত জীবের এই পুর সপ্ত ধাতুযুক্ত (সায়ন)। ইহা নবদ্বার-বিশিষ্ট—(শ্বেতাশ্বতর ৩।১৮; গীতা; ৫।১৩) অর্থাৎ দুই চক্ষু, দুই নাসা, দুই কর্ণ, মুখ, পায়ু ও উপস্থ এই নয়টি দ্বার বিশিষ্ট, অথবা ব্রহ্মরন্ধ্র ও নাভি সহিত একাদশ দ্বার-বিশিষ্ট। (কঠ ৫।১)। এই দেহরূপ পুরে পুরুষ জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তারূপে ও পুরের অধীশ্বর রূপে বাস করেন, ইহা শ্রীভাগবতে-রূপকে পুরঞ্জয়ের উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে।

এই যে পুরস্থিত পুরুষ ইহাকে পুর বা দেহ হইতে ভিন্নভাবে জানিতে পারিলে, তবে পুরুষের স্বরূপ জ্ঞান হয়। গীতা অনুসারে এই পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ, আর তাহার যে পুর তাহাকে ক্ষেত্র বলে,—

"ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥" ১৩।১

সেই ক্ষেত্র যেরূপ এবং তাহার যাহা উপাদান, সে সম্বন্ধে গীতায় সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে যে,—

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥" ১৩।৫-৬

ইহা হইতে জানা যায় যে,—অব্যক্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ মহাভূত মন ও দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ স্থূল-ভূত—ইহারাই এই শরীর বা ক্ষেত্রের উপাদানকারণ; ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ—ধর্মাধর্মাদিরূপ সংস্কার ইহার প্রবর্তক বা বিকারের কারণ; সংঘাত—উক্ত উপাদান সকলকে সংহত করিয়া—সম্মিলিত করিয়া এই ক্ষেত্র গঠনের কারণ; চেতনা আত্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিতে ভূতভাব বা জীবভাবের

অভিব্যক্তির কারণ; আর ধৃতি যাহা শরীরকে ধারণ রক্ষণ ও পোষণ করে, সেই মুখ্যপ্রাণ। ইহা পূর্ব্বে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। কঠোপনিষদের পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, অব্যক্ত, মহান্ (বুদ্ধি বা সত্ত্ব) মন ও ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চভূত (সূক্ষ্ম ও স্থূল) ইহাদের অপেক্ষা পুরুষ পর বা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং ইহারাই পুরুষের পুর বা শরীর। পুরুষ বা আত্মা এই শরীররূপ রথে অবস্থান করেন এবং বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করেন। শ্রুতি হইতে আরও জানা যায় যে, এই পুরুষের পুর বা শরীর তিনরূপ। অব্যক্ত তাঁহার কারণশরীর। প্রাণসংযুক্ত বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়গণ তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর, আর এই পাঞ্চভৌতিক দেহ তাহার স্থূল পিতৃমাতৃজ শরীর। শ্রুতি এই শরীরকে কোষ বলিয়াছেন—পুরুষের কারণশরীর তাঁহার আনন্দময় কোষ। সূক্ষ্মশরীর তাঁহার বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় কোষ। আর স্থূল শরীর তাঁহার অন্নময় কোষ।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই স্বতন্ত্রতত্ত্ব। প্রকৃতি স্বাধীনা হইলেও অবিবেকহেতু পুরুষ বদ্ধ হওয়ায় প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার ভোগ ও মোক্ষার্থ শরীর গঠন করে। প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একদিকে মন ও ইন্দ্রিয়গণ এবং অন্যদিকে পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হইলে, তাহা হইতে পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়। আর তন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থূলভূত উৎপন্ন হইলে, তাহার দ্বারা পুরুষের স্থূল শরীর গঠিত হয়।

কোন কোন সাংখ্য পণ্ডিতের মতে সেই এক মূল প্রকৃতি হইতে পুরুষের সান্নিধ্য হেতু বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া, তাহাদের সম্মিলনে একই লিঙ্গশরীর গঠিত হয়। পরে সেই লিঙ্গশরীর প্রত্যেক পুরুষের অবিবেক অনুসারে ত্রিগুণ ভেদে বিভিন্নরূপে বিভক্ত হইয়া সেই পুরুষের স্বতন্ত্র লিঙ্গশরীর গঠন

করে এবং সেই পুরুষ মোক্ষ পর্য্যন্ত তাহার সেই স্বতন্ত্র লিঙ্গশরীরে বদ্ধ থাকে। সেই লিঙ্গশরীর অবলম্বন করিয়া বারবার তাহার স্থূল পাঞ্চ-ভৌতিক শরীর গঠিত হয়। অতএব প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বুদ্ধি প্রভৃতি তেইশটি তত্ত্ব মিলিত হইয়াই পুরুষের পুর বা শরীর গঠিত হয়। পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বুদ্ধির সহায়তায় জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবে জীব হইয়া বদ্ধ হন। এই বন্ধনের কারণ অবিবেক বা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; আপন স্বরূপজ্ঞানের অভাব এই অবিবেক হেতু অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে ভেদজ্ঞান না থাকায় এই বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তারূপ জীবভাবকে পুরুষ আপনার স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করে;—এমন কি এই স্থূল শরীরও যে তাহার স্বরূপ এই ভ্রমজ্ঞানেও পতিত হয়। এই পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান অতি দুর্লভ; এজন্য সাধারণতঃ আমরা যাহা প্রকৃতি-পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাকে আমরা পুরুষ বলিয়া বোধ করি। আর পুরুষকেও অনেক স্থলে প্রকৃতি বলিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণযুক্ত বিকারী পরিণামী ইত্যাদি প্রকৃতিধর্ম্মযুক্ত বলিয়া ভ্রম করি। সাংখ্যদর্শন অনুসারে পুরুষ চেতন 'জ্ঞ' স্বরূপ প্রকৃতি জড় অচেতন। পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া জীব হয়। পুরুষ প্রকৃতির পরিণামশরীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাংখ্যকারিকায় আছে;—

তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্যপুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বং অকর্ত্তৃভাবশ্চ ॥ (১৯)

সুতরাং যাহা প্রকৃতি, তাহা পুরুষ হইতে পারে না এবং যাহা পুরুষ তাহা প্রকৃতি হইতে পারে না। তবে অবিবেক হেতু প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ থাকায়, প্রকৃতিজ লিঙ্গদেহে পুরুষ বদ্ধ থাকায় পরস্পর পরস্পরের ভাবযুক্ত হয়—পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হয়। কারিকায় আছে—

তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাদিবল্লিঙ্গম্।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥ (২০)

এইজন্ম পুরুষ অবিবেক হেতু আপনাকে এই লিঙ্গদেহের, এমন কি স্থূল দেহের ধর্ম্মযুক্ত বোধ করে এবং এই লিঙ্গকেও, এমন কি স্থূল দেহকেও পুরুষ আপনার স্বরূপ বলিয়া বোধ করে।

এইরূপে সাংখ্য দর্শন হইতে পুরুষের পুর বা ক্ষেত্র স্বতন্ত্র প্রকৃতি হইতে কিরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহা জানা যায়। বেদান্ত শাস্ত্র হইতেও আমরা ইহার আভাস পাই। শ্রুতিতে আছে;—

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধিভ্যোঽন্নম্। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ।" (তৈত্তিরীয়—২।১।২)

ইহা হইতে জানা যায় যে পুরুষের স্থূল শরীরের বা অন্নময় কোষের যাহা মূল উপাদান—আকাশাদি পঞ্চভূত, তাহা আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হয়। অন্য শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই পঞ্চভূতমধ্যে আকাশ ও বায়ু ব্রহ্মের অমূর্ত্তরূপ, আর তেজ, অপ্ ও অন্ন বা পৃথ্বী ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ। শ্রুতিতে আছে—

"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ, মর্ত্ত্যঞ্চ অমৃতঞ্চ॥"
(বৃহদারণ্যক ২।৩।১)

এই তেজ জল ও অন্ন হইতে মূর্ত্ত বা মর্ত্ত্য শরীর (পুর) ঘটিত হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে তেজ, অপ্ ও পৃথিবী, (অন্ন) অভিব্যক্ত হইলে ব্রহ্ম আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতারূপ হন এবং ইহাদিগকে ত্রিবৃৎ করিয়া বহু জীবপিণ্ড নাম রূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হন।

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি।

তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি; সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ॥"
*** যথা তু খলু সৌম্যেমাস্তিস্রো দেবতা স্ত্রিবৃত্রিবৃদেকৈকা ভবতি—তন্মে বিজানীহীতি॥ (ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ প্রপাঃ ৩য় খণ্ড ২।৩।৪)

---

* এই স্থূল পিণ্ড বা পুরের সহিত জীবাখ্য পুরুষের যে সম্বন্ধ, তাহা প্রসঙ্গক্রমে বুঝিবার জন্য এই মন্ত্রের শঙ্কর ভাষ্যের কিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত হইল। শঙ্কর বলিয়াছেনঃ—

সেই এই প্রস্তাবিত তেজ জল ও পৃথিবীর কারণীভূত সদাখ্য দেবতা পূর্ব্বের ন্যায় আলোচনা করিলে—আমি বহু হইব। তাহার বহুভাব ধারণরূপ প্রয়োজনটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; এই জন্য সেই বহুভাব প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনটি স্বীকার করিয়া পুনশ্চ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, আমি এখন এই জীবাত্মরূপে এই পূর্ব্বোক্ত তেজঃপ্রভৃতি দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের সহিত সম্বন্ধ বশতঃ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া নাম ও আকৃতি ব্যাকৃত করিব, অর্থাৎ এই বস্তুটি অমুকনামক এবং এইরূপ আকৃতিমান, এইরূপে সম্যকভাবে বিস্পষ্ট করিব। এখানে 'অনেন জীবেন" কথা থাকায় বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রাণধারণানুভবকারী আপনাকেই অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিতে নিজেই প্রাণ ধারণ করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন স্বীয় বুদ্ধিস্থ সেই জীবভাবকে স্মরণ করিয়া 'অনেন জীবেনাত্মনা' বলিয়াছেন। (সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষম অথোস্বঃ।" ঋগ্বেদ ১০।১৯০।১৩

আর প্রাণধারণকারী আত্মরূপে বলায়—ইহাই দেখাইতেছেন যে, এই জীবভাবটি তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে, এবং চৈতন্যরূপেও তাহার কিছুমাত্র বিশেষ নাই। ভাল, অসংসারিণী অর্থাৎ স্বকৃত পাপপুণ্যশূন্য কর্ত্তৃ দেবতার (ব্রহ্মের) পক্ষে যে বুদ্ধিপূর্ব্বক (জেনে শুনে) নানাবিধ শতসহস্র দুঃখসমাকুল দেহে প্রবেশ করিয়া 'আমি দুঃখ অনুভব করিব' এইরূপ সংকল্প করা এবং স্বাধীনতা সত্ত্বেও অনুপ্রবেশ করা ইহাও যুক্তিযুক্ত হয় না। হাঁ সত্য বটে, এইরূপ সঙ্কল্প করা যুক্তিযুক্ত হইত না, যদি অবিকৃত স্ব-স্বরূপেই' আমি অনুপ্রবিষ্ট হইব এবং আমি দুঃখ অনুভব করিব—এইরূপ সঙ্কল্প করিতেন; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐরূপ করেন না; কেননা এই জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এইরূপ কথা রহিয়াছে; [এইরূপ কথা হইতেই এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে] দর্পণে প্রবিষ্ট পুরুষ প্রতিবিম্বের ন্যায় এবং জলাদিতে প্রতিফলিত সূর্য্যাদির ন্যায় ভূততন্মাত্র সংসৃষ্ট বুদ্ধ্যাদি সম্বন্ধ দেবতার (ব্রহ্মের) আভাস বা, প্রতিবিম্বই জীব; উহা (পর দেবতা হইতে স্বতন্ত্র নহে) অচিন্ত্য শক্তি সম্পন্ন দেবতার (ব্রহ্মের) যে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সহিত সম্বন্ধ চৈতন্যের আভাস (প্রতিবিম্ব) দেবতার প্রকৃত

ইঁহা হইতে—কিরূপে তেজ, অপ, অন্ন হইতে স্থূল দেহ পিণ্ড বা পুর—উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে ব্রহ্ম জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পুরুষ হন তাহা জানিতে পারা যায়। ইহা ব্যতীত শ্রুতি হইতে পুরুষের সূক্ষ্ম শরীর বা পুর যে ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। শ্রুতিতে আছে—

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতি রাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥" মুণ্ডক ২।১।২।৩

অর্থাৎ ব্রহ্ম আদি পুরুষ রূপে দিব্য, অমূর্ত্ত, ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র অবস্থিত, অজ, অপ্রাণ, অমন, শুদ্ধ, সমস্ত কার্য্যকারণভাবের বীজভূত,

• স্বরূপ বিষয়ে বিবেক বোধ না হওয়ায় সেই চৈতন্যাভাসই ফলতঃ "আমি সুখী, দুঃখী, মূঢ়" ইত্যাদি বহুবিধ বিকল্প-বুদ্ধি উৎপাদন করে। কিন্তু ছায়া বা প্রতিবিম্বাত্মক জীবরূপে প্রবিষ্ট হওয়ায় স্বয়ং দেবতা ঐ সমস্ত দৈহিক সুখদুঃখাদির সহিত সম্বদ্ধ হ'ন না। (এই প্রতিবিম্ববাদ পূর্ব্বে জীবতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।)

ভাল কথা,—জীব যদি চৈতন্যের ছায়া স্বরূপই হইল, তাহা হইলে ত মিথ্যা হইয়া পড়িল। না, ইহ দোষাবহ নহে; কারণ সৎ স্বরূপে তাহার সত্যতাই স্বীকৃত হইয়াছে; কেননা, নামরূপাদি যাহা কিছু কার্য্য জগৎ—তৎ সমুদয়ই সৎ স্বরূপে সৎ, আর স্বতন্ত্র-স্বরূপ নিশ্চয়ই অসৎ, কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে 'বিকার পদার্থ কেবলই বাক্যারব্ধ •নামমাত্র" স্বরূপতঃ উহাদের কিছুমাত্র সত্যতা নাই।) জীবও সেইরকম অর্থাৎ সৎ-স্বরূপে সত্য জীবরূপে অসত্য।

অতএব [বুঝিতে হইবে—] সমস্ত ব্যবহারে ও সমস্ত বিকার পদার্থেরই ব্রহ্মস্বরূপে সত্যত্ব আর সভিন্নস্বরূপে মিথ্যাত্ব। অতএব পরস্পর বিরুদ্ধ দ্বৈতবাদসমূহকে যেরূপ অবুদ্ধি কল্পিত অতত্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তার্কিকগণ এ সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন দোষ প্রদর্শন করিতে পারেন না।"

সেই এই দেবতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈক্ষণ করিয়া সূর্য্যবিম্বের ন্যায় এ জীবাত্মারূপে এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ বিরাজ বৈরাজ পিণ্ডে এবং দেবতাদের দেহমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্পানুসারে নাম ওরূপ প্রকটীকৃত করিলেন—ইহার নাম অমুক এবং রূপ এই।

(পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত ভাষ্যানুবাদ)

অক্ষরের অতীত। তাহা হইতে প্রাণ, মন, ও সমুদায় ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয় এবং আকাশাদি ক্রমে সর্ব্বভূত উৎপন্ন হয়।

শঙ্কর বলেন যে, "নামরূপের বীজভূত উপাধিলক্ষিত পুরুষ হইতে অবিদ্যাধিকারস্থ মিথ্যা নামাত্মক প্রাণ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ মন সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়; ইহা হইতে জন্ম লাভ করিয়া থাকে।... যেমন কারণভূত মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ তেমনি শরীর ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের কারণ স্বরূপ ভূতবর্গ—আকাশ বায়ু, জ্যোতি, অগ্নি জল ও সর্ব্ব-বস্তুর ধরিত্রী পৃথিবী ইহারাও আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ সহযোগে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ গুণের সহিত, এই পুরুষ হইতে, উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা হউক এই পুরুষ হইতে প্রাণমন প্রভৃতির উৎপত্তি যে মায়িক বা অবিদ্যামূলক তাহা এই শ্রুতি হইতে জানা যায় না।

প্রশ্নোপনিষদে আছে স ঈক্ষাঞ্চক্রে। কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি।

স প্রাণমসৃজত। প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবীন্দ্রিয়ম্। মনোঽন্নমন্নাদ্বীর্য্যং তপো মন্ত্রাঃ কর্ম্মলোকাঃ লোকেষুচ নাম চ॥

*** এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ

পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ***

অরা ইব রথনাভৌ কলা যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতাঃ;

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি প্রশ্ন ৬-৩-৬।

---

* এই মন্ত্রের ভাষ্যোপলক্ষে শঙ্কর সাংখ্যের স্বতন্ত্র প্রকৃতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল —

"সৃষ্টিকার্য্য যে চেতনপূর্ব্বক অর্থাৎ চেতনের প্রেরণা না থাকিলে কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না, তন্নিরূপণার্থ বলা হইয়াছে যে, তিনি ঈক্ষা করিয়াছিলেন অর্থাৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ক্রম বিষয়ে ঈক্ষণ—দর্শন করিয়াছিলেন। ... ...

ভাল, আত্মার ত কর্ত্তৃত্ব নাই, প্রধান বা প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব; প্রধানই পুরুষের অভীষ্ট সম্পাদনরূপ প্রয়োজন অঙ্গীকার করিয়া মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়। তদনুসারে

এই যে পুরুষ হইতে প্রাণ প্রভৃতি ষোড়শ কলা উৎপন্ন হয়, ইহাই পুরুষের পুর; ইহাতে পুরুষ অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহা হইতে আরও জানা যায় যে, ব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষরূপে আপনার পুর সৃষ্টির জন্য প্রথমে প্রাণ মনও ইন্দ্রিয়গণকে আপনা হইতে অভিব্যক্ত করিয়া—তাহাতে

সত্ত্বাদি গুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান (প্রকৃতি) প্রমাণোপপাদিত সৃষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকিতে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী পরমাণুপুঞ্জ বর্ত্তমান থাকিতে, পক্ষান্তরে একনিবন্ধন আত্মার কর্তৃত্ববিষয়েও অনুকূল কোন সাধনা না থাকায় (প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত) স্বতন্ত্র ভাবে পুরুষের-সৃষ্টি কর্তৃত্ব নির্দ্দেশ কথনই উপপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মার পক্ষেও আপনার উপর নিষ্প্রয়োজন কর্তৃত্ব প্রকাশও উপপন্ন হয় না। অতএব চেতন পুরুষের প্রয়োজনার্থ অচেতন প্রধানই নিয়মিত ক্রমানুসারে প্রবৃত্ত হয়; এবং সেই প্রবৃত্তিটি ঈক্ষাপূর্ব্বক প্রবৃত্তিরিই অনুরূপ। (ইহার উত্তর) না; কারণ, আত্মার ভোক্তৃত্ব যেরূপে উপপন্ন হয়, কর্তৃত্বও সেইরূপে উপপন্ন হইতে পারে।

সাংখ্য মতে যেরূপ চিন্ময় অপরিণামী আত্মারও ভোক্তৃত্ব কল্পিত হয়, সেইরূপ বেদবাদী বৈদান্তিকগণের মতেও ব্রহ্মের ঈক্ষাপূর্ব্বক জগৎকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে—।

... ...

কিন্তু বেদবাদী স্বমতে (আত্মার) সৃষ্টি-কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ত তত্ত্বান্তর পরিণামই উপস্থিত হইতে পারে। না, তাহা হইতে পারে না; কারণ আত্মা এক হইলেও অবিদ্যা সহযোগে বিষয় (শব্দাদি) ও নামরূপাদি উপাধির সম্বন্ধ এবং তাহার অভাব নিবন্ধনই আত্মাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থা অঙ্গীকার করা হইয়া থাকে (স্বরূপতঃ নহে)।

... ...

বেদবাদীর মতে নিরুপাধি এক অদ্বিতীয় পরমার্থ তত্ত্ব স্বীকৃত হয়। পারমার্থিক অবস্থায় সমস্ত পদার্থই অদ্বৈততত্ত্বে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। সুতরাং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কিংবা ক্রিয়া কারক ও ফল ভেদ থাকে না। ... ...
আরও এক কথা ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্বরূপ বিকারদ্বয়ের মধ্যে কোন বিশেষ থাকা উপপন্ন হয় না। সুতরাং তদনুসারে পুরুষ কেবলই ভোক্তা কর্ত্তা নহে এবং প্রধানও কেবলই কর্ত্তা ভোক্তা নহে এমত ঠিক নহে। ... ...
প্রধান ... পুরুষ হইতে একটি স্বতন্ত্র বস্তু এইরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ কল্পনাটি বিফল এবং অলৌকিক। ... ...

ইহা দ্বারাই ব্রহ্মে অনাদি নাম ও রূপাদি উপাধি জনিত অনেকপ্রকার শক্তি ও তৎ-সাধন সমুৎপাদিত ভেদ উপস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মের সৃষ্টি কর্তৃত্ব বিষয়ে কোন সাধন বা সম্ভব নাই বলিয়া পরপক্ষ কর্ত্তৃক যে দোষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এবং আত্মার সম্বন্ধে সংসারপ্রাপ্তিরূপ অনর্থকর্তৃত্ব দোষ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল জানিতে হইবে।... ... ...

অধিষ্ঠিত হন। এবং এইরূপে মনযুক্ত হইয়া তিনি কামনা করেন—ঈক্ষণ করেন—বা সঙ্কল্প করেন যে, সৃষ্টির জন্য আমি বহু হইব। এই মন হইতে যে সৃষ্টির অগ্রে ব্রহ্মের সৃষ্টির কামনা বা সংকল্প উদ্ভূত হয়, তাহা ঋগ্বেদে উক্ত হইয়াছে—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ (ঋগ্বেদে ১৮।১২৯।৪ *) ব্রহ্মের এই কাম বা সংকল্প হইতে আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয় এবং পরে তেজ অপ ও অন্ন রূপ মূর্ত্ত স্থূলভূত হইতে নানারূপ স্থূলজীব দেহের অভিব্যক্তি হয়। ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপ পুর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সমষ্টি ব্যষ্টিভাবে পুরুষরূপে অধিষ্ঠিত হন।

ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট এই জগতের যাহা উপাদান তাহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। তাহা ব্রহ্ম-কারণ হইতে কার্য্যরূপে উদ্ভূত বলিয়া তাহাকে প্রকৃতি বলে। কিন্তু এই প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্রা বা স্বাধীনা প্রকৃতি নহে এবং তাহা পৃথক তত্ত্বও নহে তাহার ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নাই।

যথোক্ত বিশেষণে বিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব পক্ষে বদ্ধ ও মুক্ত পুরুষের বৈশিষ্ট্যানুসারে বন্ধন ও মোক্ষরূপ ফলোৎপাদনার্থ প্রবৃত্তি বা চেষ্টা উপপন্ন হয়।

… … … … …

এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন যে এই পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈক্ষণ বা চিন্তা করিয়া, সর্ব্বপ্রয়োজনসাধক ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তরাত্মা হিরণ্যগর্ভ-সংজ্ঞক প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। সেই প্রাণ হইতে সমস্ত প্রাণিগণের শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত শ্রদ্ধা এবং তাহা হইতে কর্ম্ম ফলোপভোগের সাধনাশ্রয় কারণস্বরূপ মহাভূতসমূহ সৃষ্টি করিলেন।… … এইরূপে পুরুষ কার্য্য-দেহ ও করণ ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিলেন। পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-কৃত ভাষ্যানুবাদ।

এ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনে 'ঈক্ষতের্নাশব্দম' ১।১।৫ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যও দ্রষ্টব্য।

* প্রত্যেক প্রলয়ের পর সৃষ্টিকালে ব্রহ্মে পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টির যে সঙ্কল্প হয়, তাহা ঋগ্বেদে (১০।২১১ সূক্তে) উক্ত হইয়াছে, বলিয়াছি, পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে জীবের বুদ্ধি মন ও কর্ম্মাদি সমষ্টিভাবে সূক্ষ্ম বীজরূপে ব্রহ্মে মায়ায় প্রলয়ে লীন ছিল, তাহাই সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মে এই মন প্রাণ প্রভৃতিরূপে প্রথম অভিব্যক্তিহেতু, তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই ব্রহ্ম প্রথম পুরুষরূপ হন এবং পূর্ব্ব সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টির সংকল্প করেন।

এজন্য শঙ্কর এই জগতের মূল উপাদান কারণকে সদসদাত্মিকা মায়া বা অবিদ্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—“নামরূপাদি যাহা কিছু কার্য্য জগৎ তৎ-সমুদায়ই সৎরূপে সৎ আর জড়স্বরূপে নিশ্চয়ই অসৎ”। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন শ্রুতি নাই, কেবল স্থূল শরীর সংযোগে তাহার যে জন্ম এবং সৃষ্টিকালে অব্যক্ত হইতে প্রকৃতি সংযোগে তাহার যে অভিব্যক্তি, তাহাই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। তিনিই বুদ্ধ্যাদি জড় উপাধিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জীবভাব-যুক্ত হন বলিয়া জীব হন। তিনি জড় বুদ্ধ্যাদিযুক্ত জড় দেহপুরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরুষ হন। তিনি সমষ্টিভূত বিশ্বপুরে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া তাঁহাকে যেমন পুরুষ পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর বলে, সেইরূপ তিনি প্রত্যেক ব্যষ্টির দেহরূপ পুরে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া তাঁহাকেই পুরুষ বলে। এজন্য জীবও পুরুষ। অতএব বেদান্ত মতে পরমার্থতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। উভয়ই স্বরূপতঃ সেই সৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। তবে পুরুষ ঈশ্বর হউন বা জীব হউন, সর্ব্বাবস্থায় পরমার্থতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। তাহা কখনও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় না। আর প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব হইতে স্থূল পৃথিবী পর্য্যন্ত যে সকল তত্ত্ব ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা প্রকৃতি এবং এই প্রকৃতি বা কার্য্যরূপে তাহাকে ব্রহ্মের পুরুষ স্বরূপ হইতে ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিতে হয়। এই প্রপঞ্চ ব্যবহার দশায় এই পুরুষ প্রকৃতিভেদ অনাদি সিদ্ধ জগৎ সম্বন্ধে যিনি পুরুষ, তিনি জীব হউন বা ঈশ্বর হউন কোন অবস্থাতেই প্রকৃতি হইতে পারেন না; তিনি প্রকৃতি ও প্রকৃতিজ মন বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় হইতে ভিন্ন। প্রকৃতিজ পুর বা দেহ হইতে পুরুষের ভেদ জ্ঞানই প্রকৃত বিবেক জ্ঞান। তাহা সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ হয়।

পুরুষের স্বরূপ নির্ণয় জন্য গীতোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি বিবেক-জ্ঞান

আরও বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-জ্ঞান গীতোক্ত প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকজ্ঞান হইতে এক অর্থে ভিন্ন। বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম-তত্ত্বের—সহিত সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব সমন্বয় পূর্ব্বক গীতোক্ত এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। ইহা পূর্ব্বে ত্রয়োদশঅধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

আমরা ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে জানিতে পারি যে, আমাদের শুদ্ধ নির্ম্মলজ্ঞানে একমাত্র জ্ঞেয় পরম ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয় ও অশুভ (সংসার) হইতে মুক্তি হয়। (গীতা ১৩।১২) ব্রহ্মই বিজিজ্ঞাসিতব্য (তৈত্তিরীয় ৩।১)। তিনিই পরম অক্ষররূপে এক মাত্র বেদিতব্য (গীতা ১৮।১১)। তিনি এ বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ (বেদান্ত দর্শন ১।১।২৪। সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। শ্রুতি বলেন—তাঁহাকে জানিলেই সমুদায় জানা যায়—,

'কস্মিন্ ভগবোবিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।'

ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বিজ্ঞানে সমুদয় অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়—অশ্রুত শ্রুত এবং অমত মত হয় (মুণ্ডক ১।১।১, ছান্দোগ্য ৩।১।২)।

শ্রুতি হইতে জানা যায় যে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক নির্ব্বিশেষ অনির্ব্বাচ্য হইলেও তিনি এ প্রপঞ্চসম্বন্ধে সোপাধিক সবিশেষ ও সগুণ। এ জগৎ অনাদি, ব্রহ্মই জগৎকারণ, তাঁহারই মধ্যে এ জগতের বীজ নিহিত থাকে। সৃষ্টি কালে তাঁহা হইতে এ জগতের বিসর্জ্জন হয় ও তাঁহাতে ইহা বিধৃত হয় এবং লয়কালে তাঁহাতে লীন হয়। সুতরাং এই সৃষ্টিস্থিতিলয় প্রবাহরূপে এ জগৎ অনাদি এ জগদ্বীজকে মায়া বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত করা হউক, তাহা অনির্ব্বাচ্য। মায়া

হেতু—এই সৃষ্টি সম্বন্ধে ব্রহ্ম তাহার নিমিত্ত কারণরূপে পুরুষ এবং উপাদান কারণরূপে প্রকৃতি হ'ন। *

---

* ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ তাহা বেদান্ত দর্শনে (১।৪। ২৩—২৮ সূত্রে) উক্ত হইয়াছে। এস্থলে এই সকল সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মকেই উপাদান ও নিমিত্ত—এ উভয়বিধ কারণ বলা উচিত। এইরূপ হইলেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত রক্ষিত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—এমন এক বস্তু আছে, যাহা জানিলে সমস্তই জানা যায়; সেই বস্তুই শ্রুতির উপদেশ্য বা প্রতিজ্ঞার বিষয়। এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হওয়া উপাদান কারণ জ্ঞানেই হইয়া থাকে। যাহা হইতে উৎপন্ন ও যাহাতে লয় হয়, তাহাই তাহার উপাদান। তৎপ্রতি হেতু এই যে, কার্য্য মাত্রই উপাদানে অম্বিত; সুতরাং উপাদান জানিলে তদন্বিত সমস্তই জানা যায়—যেমন মৃত্তিকা জানিলে ঘটাদি সমস্ত বস্তুই জানা যায়। নিমিত্তকারণ সর্ব্ববিধ জন্য দ্রব্য হইতে অত্যন্ত পৃথক্ বা ভিন্ন। সুতরাং নিমিত্তের জ্ঞানে নিমিত্তাতিরিক্তের জ্ঞান হয় না। যেমন কুম্ভকারকে জানিলে ঘটাদি জানা যায় না।

বিশেষ জ্ঞান সামান্যজ্ঞানের (জাতিজ্ঞানের) অন্তর্নিবিষ্ট; তজ্জন্য সামান্যের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রত্যেক বেদান্তে উপাদানকারণবোধক ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে।

শ্রুতিতে আছে,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। এই 'যতঃ' পদে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। তাহার অর্থ উৎপত্তিকর্ত্রী প্রকৃতি। যাহা উপাদান, তাহাই প্রকৃতি। এতদনুসারে ঐ শ্রুতির অর্থ—যিনি জগৎকার্য্যের উপাদান, তিনিই ব্রহ্ম।

যদি বল, এই জগতের নিমিত্ত কারণ কি? সে পক্ষে আমরা বলিতে পারি যে, যখন অন্য অধিষ্ঠাতা কর্ত্তা নাই, তখন ব্রহ্মই অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্ত বা কর্ত্তা। ব্রহ্ম উপাদান হইলেও তাঁহার অন্য অধিষ্ঠাতা নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ ছিলেন। সুতরাং তিনিই নিমিত্ত ও তিনিই উপাদান। উপাদানাতিরিক্ত অধিষ্ঠাতা স্বীকার করিতে গেলে, এক বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান অসম্ভব হইবে। ... ... আত্মাই যে কর্ত্তা, আত্মাই যে উপাদান, এতৎপ্রতি অন্য হেতুও আছে। শ্রুতিতে যে সৃষ্টি সংকল্পের উপদেশ আছে, সে উপদেশও ব্রহ্মের এ উভয়-কারণতার বোধক। "ব্রহ্ম কামনা করিলেন—সংকল্প করিলেন,—আমি বহু হইব ও জন্মিব।" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের কর্ত্তৃভাব ও প্রকৃতিভাব উভয়ই কথিত হইয়াছে।

এতৎ প্রতি অন্য হেতু এই যে, শ্রুতি ব্রহ্ম-প্রকরণে "ব্রহ্ম আপনিই আপনাকে করিলেন, বিশ্বাকারে উৎপাদন করিলেন।" এবম্প্রকার বাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্ব উভয়রূপতা উপদেশ করিয়াছেন। 'আপনাকে' এতদ্দ্বারা কর্ম্মত্ব, (ক্রিয়মাণত্ব বা কৃতির বিষয়) এবং 'আপনিই করিলেন' এতদ্দ্বারা কর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে। যদি বল, যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ যাহা আছে—কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত আছে, কিরূপে তাহার ক্রিয়মাণতা ঘটনা সম্ভব

ব্রহ্মের এই অনির্ব্বচনীয় মায়া, যাহা জগতের বীজরূপা, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই এক অনন্ত ব্রহ্ম নানা ভাবে অসংখ্যরূপে সান্ত বা

হয়? (যাহা থাকে না, তাহাই কৃতির বিষয় হয় অর্থাৎ করা হয় এ নিয়ম সর্ব্ববিদিত)। ইহার প্রত্যুত্তরার্থ বলিতে হইবে 'করিলেন' অর্থাৎ পরিণত করিলেন। সেই পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ আপনাকে জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকাররূপে পরিণাম মৃত্তিকাদিতে দৃষ্ট হয়। বিশ্বসৃষ্টির জন্য পৃথক নিমিত্ত দ্রব্যের অপেক্ষা: ছিল না। তিনি নিজেই নিমিত্ত। এ সিদ্ধান্ত "স্বয়ং" শব্দের দ্বারাও লব্ধ হইতেছে।

যেহেতু বহুবেদান্তে ব্রহ্মই (যোনি) এইরূপ অভিহিত হইয়াছেন, সেই হেতু তিনিই প্রকৃতি কারণ। যথা—"তিনি কর্ত্তা, নিয়ন্তা, পুরুষ সেই ব্রহ্মই যোনি—ভূতযোনি—প্রকৃতি।" এইরূপে বেদে ব্রহ্মের পুরুষত্ব ও প্রকৃতিত্ব দেখা যায়। শ্রুতি এই ঈক্ষিতা পুরুষের প্রকৃতিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।"

("পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত ভাষ্যানুবাদ")

বেদান্তদর্শনের উক্ত ১।৪।২৩ সূত্রের ভাষ্যে রামানুজও বলিয়াছেন,—"... ... ... ব্রহ্ম যে কেবলই নিমিত্ত কারণ, তাহা নহে; পরন্তু উপাদান কারণও বটে। ... ... কেন না, এইরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের ব্যাঘাত ঘটে না। ... ... এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান হওয়া উক্ত প্রতিজ্ঞার বিষয়। ইহার দৃষ্টান্ত—কারণ বিজ্ঞানে কার্য্য-বিজ্ঞান বিষয়ক। যথা—'একটি মাত্র মৃন্ময় পাত্র জানিলেই অপর সমস্ত মৃন্ময়পাত্র বিজ্ঞাত হয়। ইত্যাদি"। ব্রহ্ম যদি জগতের কেবলই নিমিত্ত কারণ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জানিলে, কখনই সমস্ত বিজ্ঞাত হইতে পারে না। ... ... ব্রহ্মকে উপাদান কারণ না বলিলে নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বাধা হয়। ... ... যাহাতে 'অশ্রুত ও শ্রুত হয়, এই শ্রুতি হইতে নিমিত্ত ও উপাদান কারণের ঐক্য বা অভেদ প্রতীত হইতেছে। ... এই শ্রুতিতে ব্রহ্মই কর্ত্তা ও আদেষ্টারূপে বিবক্ষিত হইয়াছেন। এই আদেষ্টার বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়াছিল—যাহাদ্বারা "অশ্রুত ও শ্রুত হয়"। ... ... শ্রুতিতে নামরূপ বিভাগরহিত (জগতের) উপাদান কারণাবস্থা ব্রহ্মই প্রকৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

বেদান্তদর্শন ১।১।২ সূত্রের ভাষ্যেও রামানুজ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—তাহারও কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল * *

"... ... শ্রুতি অনুসারে 'সৎ' শব্দবাচ্য একই ব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এই জগৎ অগ্রে এক সৎ স্বরূপ ছিল—এই কথায় ব্রহ্মের উপাদান কারণতা প্রতিপাদন করিয়া 'অদ্বিতীয় পদে' অপর অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত কারণের প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন, বহু হইব—জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন এই বাক্যে একই ব্রহ্মের (সত্তা) প্রতিপাদন করায় একই ব্রহ্মের নিমিত্ত-কারণতা ও উপাদান-কারণতা সিদ্ধ হয়। ... ...

নিমিত্ত ও উপাদান কারণতা প্রতিপাদনের ফলেই ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা সত্যসঙ্কল্পতা বিচিত্র শক্তিশালিতাদিরূপে বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব আকারও প্রতিপন্ন বা বিজ্ঞাপিত করে।

পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত শ্রীভাষ্যানুবাদ)

পরিচ্ছিন্নের (Limited finite conditioned) ন্যায় হ'ন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই মায়াহেতু ব্রহ্ম সৃষ্টিসম্বন্ধে পুরুষ প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হন এবং তাহা হইতে বহুত্বপূর্ণ জগতের অভিব্যক্তি হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মায়া প্রকৃতি হইলেও (শ্বেতাশ্বতর উপ ৪।১০) এক অর্থে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি পরমেশ্বরের পরা আত্মশক্তি। শঙ্কর বলিয়াছেন—"কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেরাত্মভূতং কার্য্যং" (বেদান্তদর্শন ২।১ ১৮ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য) অতএব মায়া কারণরূপ আর প্রকৃতি শক্তিরূপ। এই প্রকৃতি হইতেই সূক্ষ্ম ও স্থূল সমুদায় কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এই জন্য শ্রুতিতে আছে যে, এই জগতের কারণ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ (শ্বেতাশ্বতর ১।৩)। পুরুষাখ্য—পরমেশ্বরের এই আত্মশক্তি প্রকৃতি ;—ইহা বিবিধা স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়াত্মিকা। প্র+কৃ হইতে প্রকৃতি। প্রক্রিয়তে অথবা ব্যক্রিয়তে অনয়া ইতি প্রকৃতিঃ। সর্ব্বকার্য্য-শক্তি পুরুষের অধিষ্ঠান হেতু এই প্রকৃতি কার্য্যোন্মুখী হয় ; তাহা হইতে 'ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গরূপ' কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়। (গীতা ৯।৩)। সেই আদ্য পুরুষ আত্মমায়া দ্বারা এই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাহা হইতে চরাচর বিশ্বভূতের উদ্ভব করেন এবং আপনি আত্মরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" (গীতা ৪।৬)

ইহার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করিলে সর্ব্বত্র তাঁহারই অভিব্যক্তিতত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।

এই মায়া ও প্রকৃতির পার্থক্য ৪।৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। মায়াহেতু ব্রহ্মে এই পুরুষ-প্রকৃতি-ভাব কি রূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহা অজ্ঞেয়—অচিন্ত্য।

শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরম ব্রহ্ম অনন্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ যাহা অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, তাহা অসংখ্য ও নানারূপ সান্ত পরিচ্ছিন্ন ভাবের আধার। ইহাতেই অনন্ত সৎস্বরূপের সার্থকতা। যাহা পূর্ণ অনন্ত সচ্চিদানন্দ ও অনন্ত শক্তিমান্, তাহার অসংখ্য পরিচ্ছিন্ন অপূর্ণ ভাবে—সেই সচ্চিদানন্দরূপের নানাভাবে উপাধিযোগে অভিব্যক্তি করিবার শক্তির দ্বারাই তাঁহার পূর্ণ অনন্ত স্বরূপের ধারণা হয়।

আমরা আরও বলিতে পারি যে, যিনি পূর্ণ অনন্ত সৎস্বরূপ, তিনি আপনাকে অসংখ্য বিচিত্র ভাবে অভিব্যক্ত করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মহিমা। তিনি স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 'স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি' (মৈত্রায়ণী ২।৪)। তিনি বিশ্বরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া এবং বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও বিশ্বাতীত থাকেন। তিনি বিশ্বরূপে পূর্ণ এবং বিশ্বাতীত রূপেও পূর্ণ। শ্রুতি বলিয়াছেন—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে (বৃহদারণ্যক ৫।১।১)।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন,—"তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্" (শ্বেতাশ্বতর ৩।৯)। তিনি বিশ্বাতীত (Transcendent) হইয়াও বিশ্বরূপে বিশ্বনিয়ন্তা (Immanent)

ইহাই তাঁহার মহিমা—

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা (সর্ব্বা) ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥"

ঋগ্বেদ ১০।৯০।৩, ছান্দোগ্য ৩।১২।৬।

অসংখ্য সান্তের জ্ঞানের সহিত অনন্তের জ্ঞান নিত্য অন্বিত। এইজন্য অনন্ত একের বহু সান্ত হইবার কল্পনাকে স্বাভাবিক বলা যায়। এজন্য অনন্ত এক সৎ বহু সান্ত ভাব যুক্ত হইয়া—স্বভাবতঃ অভিব্যক্ত হন। অথবা ইহা এক অনন্তের বহু সান্তরূপে লীলাবিলাস মাত্র। বেদান্ত দর্শনে—"লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম" (২।১।৩৩) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর

বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরের প্রবৃত্তিও বিনা উদ্দেশ্যে বা বিনা প্রয়োজনে কেবল স্বভাবের বশে নিষ্পন্ন হইতে পারে। ঈশ্বরের যে কালকর্ম্ম-সচিব মায়া শক্তিসিদ্ধ, সেই মায়া শক্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাবের বশে সৃষ্টি হয়। ঈশ্বর অপরিমিত শক্তি; তাঁহার নিকট এ জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপার লীলামাত্র, অন্য কিছু নহে। ঈশ্বরের জগদ্রচনারূপ লীলায় অত্যল্প প্রয়োজনও উহ্য করিতে পারিবে না। কেন না, তিনি প্রাপ্তকাম, পূর্ণ বা নিত্যতৃপ্ত। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জ্ঞানপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই মায়াই অনন্ত ব্রহ্মের এই অসংখ্য সান্ত পরিচ্ছিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইবার কারণ। (মীয়স্তে পরিমীয়ন্তে অনয়া ইতি মায়া)। এই মায়াশক্তি হেতু ব্রহ্মে এই অসংখ্য বহু হইবার কল্পনার অভিব্যক্তির-মূলে তাঁহার পুরুষ-প্রকৃতি রূপ দ্বৈতভাব নিত্য প্রতিষ্ঠিত। এই মায়া হেতু ব্রহ্ম জ্ঞাতা পুরুষ ও জ্ঞেয় প্রকৃতি—এই দুই রূপে সৃষ্টি সম্বন্ধে স্বভাবতই অভিব্যক্ত থাকেন এবং পুরুষরূপে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা হইয়া, এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ চরাচর জগতের অভিব্যক্তি করেন। এই যে সৃষ্টিসম্বন্ধে ব্রহ্মের পুরুষ-প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্তি, ইহা মায়াহেতু তাঁহার আনন্দস্বরূপের স্বভাব বা লীলা-বিলাস মাত্র বলা যায়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"আত্মাবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ।"

"স বৈ নৈব রেমে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।
স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ
সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেব আত্মানং
দ্বেধা পাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্ ..."

বৃহদারণ্যক ১।৪।৩

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে পরমাত্মা পরমব্রহ্ম সৃষ্টির অগ্রে এক অদ্বিতীয় হইয়াও আপনার আনন্দ স্বরূপ চরিতার্থের জন্য মায়াহেতু আপনাকে

পুরুষ-প্রকৃতিরূপে যেন বিভক্ত করেন। মায়াহেতু ব্রহ্মের যে পুংস্ত্রীতার বা পুরুষ-প্রকৃতি ভাব সূক্ষ্ম বীজরূপে প্রলয়াবস্থায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহাই এক অর্থে ব্রহ্মের স্বভাব বা লীলা। এজন্য অনাদি সৃষ্টিতে ব্রহ্মের এ পুরুষ-প্রকৃতি ভাবও অনাদি। ইহা পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

যাহা হউক, অদ্বৈত ব্রহ্মে পুরুষ প্রকৃতি রূপ দ্বৈততত্ত্ব কিরূপে অভিব্যক্ত হয়, কিরূপে ব্রহ্ম মায়াহেতু দিক্‌কাল ও নিমিত্ত উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া বহু হন, তাহা আমাদের দিক্ কাল এবং নিমিত্ত-পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে কখনও জানা যায় না। তাহা অজ্ঞেয়—অচিন্ত্য।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ (১০।২)

ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ নাসদাদীয় সূক্তে আছে,—

কোঽদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্‌ দেবা অস্য বিসর্জ্জনে ন কো বেদ যত আবভূব॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সোঽঙ্গ বেদ যদি বা নবেদ॥
(১০।১২৯—৬—৭, সূক্ত)

তর্কদ্বারা ইহা জানা যায় না (বেদান্তদর্শন ২।১।৪—১১ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। স্মৃতিতে আছে;—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

সুতরাং এ তত্ত্ব অজ্ঞেয়। যাহা হউক, এ জগৎ অনাদি বলিয়া তাহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে ব্রহ্মের পুরুষ-প্রকৃতি ভাবও যে অনাদি, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়।

ভগবান্ পরম জ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন,—

'প্রকৃতিংপুরুষ চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।' (১৩।১৯)

এই পুরুষরূপে ব্রহ্ম, চেতন-স্বরূপ পরমজ্ঞাতা হন। আর তিনি তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত অচেতন প্রকৃতিকে জ্ঞেয়রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে পরা প্রকৃতি, প্রাণ, অন্নাদ প্রভৃতিরূপে, আর 'অপরা প্রকৃতি জড় রয়ি বা অন্নরূপে ঈক্ষণ করেন এবং সেই প্রকৃতিকে যোনি কল্পনা করিয়া, তাঁহাতে বহু ভূতভাবের বীজ নিষিক্ত করেন এবং এই সমুদায় ভূতভাবের মধ্যে আপনি আত্মা বা পুরুষরূপে প্রকৃতির ভোক্তা হইবার জন্য অনুপ্রবিষ্ট হন। তাই প্রকৃতির গর্ভে পুরুষের জীবরূপে উৎপত্তি হয়। ঐরূপে ব্রহ্ম স্বভাবতঃ বা কোন অজ্ঞাত কারণে আপনাকে পুরুষ-প্রকৃতিরূপে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ভূতযোনি ভূতাত্মা হন ও জগদ্রূপে লীলা করেন; এজন্য গীতায় ভগবান্, মহদ্ব্রহ্মকে মম যোনিঃ এবং তাহারই গর্ভে সর্ব্বভূতের বীজ-নিষেক করেন, বলিয়াছেন।

এইরূপে পুরুষকে এ জগতের নিমিত্ত কারণরূপে 'আদিপুরুষ' 'পরম পুরুষ' বা 'উত্তম পুরুষ' বলা হইয়াছে। আর তাঁহাকে ব্যষ্টিভাবে প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত, প্রতিব্যষ্টিক্ষেত্রে ভোক্তৃরূপে অবস্থিত বলিয়া 'জীব' বলা হইয়াছে। তাঁহাকে সুখদুঃখের সকলের ভোক্তৃত্বের হেতু বলা হইয়াছে। (গীতা ১৩।২০)।

আর তিনি জীবরূপে প্রকৃতির ভোক্তা পুরুষ হইলেও তিনি যে স্বরূপতঃ পরমাত্মা মহেশ্বর এবং প্রকৃতিজ দেহ হইতে ভিন্ন ও দেহাতীত, তাহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে। এ সকল তত্ত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যা শেষে বিবৃত হইয়াছে।

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে এ জগৎসম্বন্ধে ব্রহ্মেরই প্রকৃতিপুরুষ এই দুইটি ভাব অনাদি এ জগতে প্রকৃতি, হইতে পুরুষ ভিন্ন; যাহা-পুরুষ, তাহা প্রকৃতি নহে;—তাহা প্রকৃতির ভোক্তা বা নিয়ন্তা; সুতরাং

প্রকৃতির ভোক্তৃরূপ পুরুষ কখনও ভোগ্য প্রকৃতি হইতে পারে না। জীবরূপে পুরুষ এজগতের উপাদান কারণ নহেন; তিনি ভোক্তৃরূপে ও তাঁহার ভোগ্য কর্ম্মের ফল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে এ জগতের নিমিত্ত বা প্রয়োজক কারণমাত্র। (বেদান্তদর্শন ২।১।৩৪-৩৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

এ জগৎসম্বন্ধে এইরূপে বেদান্তশাস্ত্র হইতে আমরা গীতোক্ত পুরুষের স্বরূপ জানিতে পারি এবং প্রকৃতি হইতে তাহার পার্থক্য বুঝিতে পারি। অতএব পরমার্থতঃ পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত হইলেও এ জগৎ সম্বন্ধে বা এই লোকে প্রকৃতি হইতে পুরুষ, সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা আমাদের জ্ঞানে সমুদায় জগৎকে দুই ভাবে জানিতে পারি—এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। আর যাহা প্রকৃতি, তাহা পুরুষের পুরেরই (শরীরের) উপাদান। ইহাই দুই মূল তত্ত্ব; ইহারা পরস্পর সংযুক্ত এবং এরূপভাবে সংবদ্ধ যে, আমরা অনেক স্থলে প্রকৃতি হইতে পুরুষকে পৃথক করিয়া জানিতে পারি না। যাহা হউক, এই দুইটি তত্ত্বেরই নামান্তর ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র। এই দুই তত্ত্বকে অন্যভাবে চেতন ও জড় বলা যায়। শঙ্কর ইহাদিগকে আত্মা ও অনাত্মা সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন এবং যাহা অনাত্ম বস্তু, তাহা যে আত্মার অবিদ্যাকৃত উপাধি এবং তাহার মূল যে অবিদ্যা

---

* "বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" (বেদান্তদর্শন ২।১।৩৪)

এই সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন,—

"ঈশ্বরকে সৃষ্টির ও প্রলয়ের কারণ বলিলে, তাঁহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ আশ্রয় করিবে—এ আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় না; কেননা তিনি সাপেক্ষ। অর্থাৎ ঈশ্বর নিমিত্তান্তর প্রযুক্ত হইয়াই এইরূপ বিষম সৃষ্টি করেন। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই সেই নিমিত্ত।

যেমন মেঘ যবাদি শস্যোৎপত্তির প্রতি সাধারণ কারণ; আর বীজাদির শক্তিবিশেষ সে সকলের বৈষম্যের অসাধারণ কারণ, সেই রূপ ঈশ্বর দেব মনুষ্যাদি সৃষ্টির সাধারণ কারণ এবং কর্ম্ম (শুভাশুভ অদৃষ্ট) তাহাদের অসাধারণ কারণ।" এ সৃষ্টি অনাদি; এজন্য এ কর্ম্মরূপ নিমিত্ত কারণ অনাদি।

তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।' পাশ্চাত্য দর্শন এই দুই বিভাগকে (Spirit) এবং (Nature) বলিয়াছেন। দার্শনিক পরিভাষায় যিনি পুরুষ, তাঁহাকে জ্ঞাতা (Subject) আর, যিনি প্রকৃতি তাঁহাকে জ্ঞেয় (Object) বলা হইয়া থাকে। শঙ্কর এই দুই বিভাগ বিশেষভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, জ্ঞাতা কখনও জ্ঞেয় হইতে পারে না আর যাহা জ্ঞেয় তাহা কখনও জ্ঞাতা হইতে পারে না। (এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ১৩।২ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।) জ্ঞাতার জ্ঞাতা কেহ নাই। আমাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আমাদের জ্ঞেয়, সে জন্য তাহারা জ্ঞাতা নহে। আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত যে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব, তাহা ঔপচারিক বা ঔপাধিক। (তাহাকে পাশ্চাত্যদর্শনে (Phenomenal Ego) বলে। তাহাও আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নহে। কেননা, তাহা আত্মারই জ্ঞেয়। তবে বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাব, হইতে পরোক্ষভাবে আমরা এই আত্মার স্বরূপ জানিতে পারি। কেননা, বুদ্ধ্যাদি উপাধি আত্মারই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিলে, তাহাতে সেই সকল ভাবের অভিব্যক্তি হয়। আর উপাধি যত নির্ম্মল হয়, ততই তাহাতে এই আত্মার প্রতিবিম্ব পরিস্ফুট হয়। এস্থলে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, এই আত্মানাত্ম-বিবেক-জ্ঞান—পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকজ্ঞান —ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্র-বিবেক-জ্ঞান অথবা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-বিবেকজ্ঞান আমরা শাস্ত্র হইতে লাভ করিতে পারি। এবং সে জ্ঞান লাভ করিলে, আর পুরুষকে প্রকৃতি অথবা প্রকৃতিকে পুরুষ বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে না। যিনি পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা—তিনিই ব্রহ্ম— তিনিই পরমেশ্বর বা পরম পুরুষ—তিনিই জীবাত্মা। তিনি জীবাত্মরূপে প্রতিদেহে স্থিত হইয়া দেহ-উপাধিযোগে জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা হন। অথবা বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত এই জ্ঞাতা, কর্ত্তা, ভোক্তৃভাব বা

জীব-ভাব-যুক্ত হইয়া সংসারী হন। আর যাহা তাঁহার দেহ বা পুর, তাহা তাঁহা হইতে ভিন্ন—তাহা প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত অথবা এক অর্থে তাহাই তাঁহার প্রকৃতি।

এই পুরুষের স্বরূপ কি? আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, অবিবেক হেতু প্রকৃতি বা প্রকৃতিজ শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পুরুষ সেই প্রকৃতিজ শরীরের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করেন এবং সেই জন্য যতদিন তাঁহার বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততদিন তিনি স্বীয় প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারেন না। এই জন্য যেরূপে এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান লাভ হইতে পারে শাস্ত্র নানাস্থানে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, পুরুষ দেহে স্থিত হইলেও স্বরূপতঃ তিনি দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ—তিনি উপদ্রষ্টা অনুমন্তা ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বর—তিনিই পরমাত্মা। তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়াও আসক্তিবশে ত্রিগুণের ভোক্তা হন। তিনি সুখদুঃখাদি ভোক্তৃত্বে হেতু হন। তিনি স্বরূপতঃ অসঙ্গ অকর্ত্তা। প্রকৃতির কার্য্যকারণ-কর্ত্তৃত্বের হেতু হইলেও পুরুষ অহঙ্কারবশে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করেন।

যাহা হউক এই প্রকৃতি পুরুষ বিবেকজ্ঞান সাঙ্খ্যদর্শনে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। সাঙ্খ্যদর্শন বলিয়াছেন যে, পুরুষ অতীন্দ্রিয়, কেবল শেষবৎ ও সামান্যতঃ—দৃষ্ট অনুমান দ্বারা তাঁহার স্বরূপ জানা যায়। পুরুষ প্রকৃতিও নহে—প্রকৃতির বিকৃতিও নহে; অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বিকার জাত কার্য্য সমুদায় হইতে এই পুরুষ ভিন্ন; এইরূপে নিষেধমুখে "নেতি নেতি" বিচারদ্বারা তাঁহাকে জানিতে হয়। এই যে আমাদের শরীর, এই যে জগৎ—বুদ্ধি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সাঙ্খ্যোক্ত তেইশটি তত্ত্বের দ্বারা গঠিত এ সমুদায় ব্যক্ত। ইহাদের ধর্ম্ম এক অর্থে আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। কারিকায় আছে যে ইহারা ;—

"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্ ॥"

সাঙ্খ্যকারিকা—(১০)

এই যে ব্যক্ত, ইহার যাহা কারণ, আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর, তাহাকেই অব্যক্ত বলে, তাহাই সাঙ্খ্যোক্ত 'প্রধান' বা মূল প্রকৃতি। সাংখ্য দর্শনে সৎকার্য্য-বাদ অনুসারে কার্য্যের সহিত কারণের যে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা হইতে এই ব্যক্তের কারণ যে অব্যক্ত, তাহার স্বরূপ স্থির করা যায়।

উক্ত সাঙ্খ্যকারিকায় আছে যে;—

"অবিবেক্যাদেঃ সিদ্ধিঃ ত্রৈগুণ্যাৎতদ্বিপর্য্যয়োঽভাবাৎ।
কারণগুণাত্মকাৎ কার্য্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্" ॥ (১৪)

এই অব্যক্তের ধর্ম্ম বা লক্ষণ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে—

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি
ব্যক্তং তথাপ্রধানং, তদ্বিপরীত স্তথা চ পুমান্ ॥"

সাঙ্খ্যকারিকা—(১১)

অর্থাৎ এই যে ত্রিগুণাদি ধর্ম্ম অব্যক্ত প্রধানের এবং ব্যক্ত সমুদায়ের সাধারণ ধর্ম্ম, পুরুষ তাহার বিপরীত অর্থাৎ ব্যক্ত বা অব্যক্ত কাহারও ধর্ম্ম পুরুষে নাই।

অব্যক্ত প্রকৃতি ও তাহা হইতে অভিব্যক্ত ব্যক্ত সমুদায় হইতে তাহার বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিবার হেতু এই,—

"সংঘাত পরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥"

সাংখ্যকারিকা—(১৭)

ইহার অর্থ এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতি সমুদায়ের বিপরীতধর্ম্মী পুরুষ সাঙ্খ্য-

মতে অনুমানপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে, পুরুষ অনাদি, নিত্য, ব্যাপক বা সর্ব্বগত, নিষ্ক্রিয়, একরূপ, কারণান্তরের আশ্রয় বিনা স্বরূপে অবস্থিত, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, নির্গুণ ত্রিগুণাতীত, বিষয়ী অগ্রাহ্য, চেতন ও অপরিণামী। সাংখ্যকারিকায় আরও উক্ত হইয়াছে—

"তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থং দ্রষ্টৃত্বমকর্ত্তৃভাবাশ্চ॥" (১৯)

অর্থাৎ উক্ত অব্যক্তের বিপরীত ধর্ম্ম হইতে পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে, তিনি সাক্ষী; প্রকৃতি ও বিকৃতির দ্রষ্টা; কেবল; দুঃখাদি-রহিত; নিত্যমুক্ত; উদাসীনও অকর্ত্তা। এজন্য তাঁহাকে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত 'জ্ঞ' স্বরূপ বলা হয়। তিনি অবিবেক হেতু বুদ্ধির বা লিঙ্গশরীরের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করেন বলিয়া আপনাকে অশুদ্ধ অর্থাৎ দুঃখমোহাদি-যুক্ত বা পাপবিদ্ধ, অজ্ঞানী প্রকৃতি বা ত্রিগুণের দ্বারা বদ্ধ জ্ঞান করেন এবং গুণকর্ত্তৃত্বে আপনাকেই কর্ত্তা বলিয়া বোধ করেন। (কারিকা—২০) তিনি বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত অবিদ্যাদির দ্বারা বদ্ধ হন এবং বুদ্ধিতে যে প্রত্যয়সর্গ অর্থাৎ বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি ভেদে পঞ্চাশপ্রকার ভাবাখ্যসর্গ সৃষ্টি হয়, সেই ভাবে আপনাকে ভাবিত জ্ঞান করেন। প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, তিনি প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হন।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বেদান্তশাস্ত্র অনুসারে পুরুষ পরমার্থতঃ ব্রহ্ম। সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি পুরুষ-প্রকৃতিরূপে বিভক্তের ন্যায় হন। সমষ্টি সৃষ্টি কার্য্য বা তাহার শক্তিরূপ প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহার অধিষ্ঠাতা পুরুষ ঈশ্বর সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা আর ব্যষ্টি প্রকৃতিজাত কার্য্য সম্বন্ধে তাহার অধিষ্ঠাতা পুরুষ জীব। আর সেই পরমপুরুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই বিশ্ব তাঁহার পুর বা শরীর। আর ব্যষ্টি পুরুষ জীব সম্বন্ধে প্রকৃতিজাত শরীর তাঁহার পুর—তিনি শারীর আত্মা।

পুরুষ এই পুরে অনুপ্রবিষ্ট বা অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া তাহার সহিত পুরুষের তাদাত্ম্যভাব হয়। প্রথমে জীবাখ্য পুরুষ সম্বন্ধে আমরা শ্রুতি হইতে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

এই পুরুষ অন্নরসময়—(তৈত্তিরীয় ২।১।১০) অর্থাৎ তিনি স্থূল শরীরের ধর্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া সেই ভাবে ভাবিত হন। তিনি যখন স্থূল শরীর হইতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে বা প্রাণময় মনোময় বা বিজ্ঞানময় কোষে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আপনাকে প্রাণময় মনোময় বা বিজ্ঞানময় বলিয়া জানেন। আর যখন কারণ শরীরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি আপনাকে আনন্দ স্বরূপে অনুভব করেন। শ্রুতিতে আছে—

অন্যোঽন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ—(তৈত্তিরীয় ২ ২।৩) মনোময়ো হয়ং পুরুষঃ—(বৃহদারণ্যক—৫।৬।১ তৈত্তিরীয় ১।৬।১) এষ বিজ্ঞানময়ঃ (বৃহদারণ্যক ৭।৫—৬) অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ—(বৃহদারণ্যক—২।৫।৩) তৈত্তিরীয় উপনিষদে ইহা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। "তস্মাদ্বা" এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ তাস্মাদ্বা এতস্মাৎ প্রাণময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তাস্মাদ্বা এতস্মাৎ মনোময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ।

এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ॥" (২।২—৫ .

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও উক্ত হইয়াছে যে, এই অন্নময় কোষস্থ আত্মা, তদন্তর্গত মনোময় কোষস্থ আত্মা, তদন্তর্গত বিজ্ঞানময় কোষস্থ আত্মা ও তদন্তর্গত বা সর্ব্বান্তরবর্ত্তী আনন্দময়কোষস্থ আত্মা, ইনি শারীরআত্মা, এই আত্মার দ্বারাই সমুদায় পূর্ণ ইনিই পুরুষবিধ। "তেনৈষ পূর্ণঃ স বা এষ পুরুষবিধইব॥" বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ;—

"স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময় আপোময়ো বায়ুময় আকাশময়স্তেজোময়োঽতেজোময়ঃ

কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ো ধর্ম্মময়োঽধর্ম্মময়ঃ সর্ব্ব-ময়ঃ…॥৪।৪।৫

পুরুষ যখন বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া বিজ্ঞানাত্মা হন, তখন তিনি বিজ্ঞানময়। যখন তিনি মনে অধিষ্ঠিত হইয়া মনোময় হন, তখন তিনি মনের স্বরূপ—"কাম, সংকল্প, বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ধী, ভী"—বৃহঃ আঃ—২।৫।৩) প্রভৃতিময় হন। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথা কামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভি সম্পদ্যতে॥ (বৃহঃ আঃ ৪।৯।৫) এজন্য উক্ত হইয়াছে এ পুরুষ ক্রতুময়,—(ছান্দোগ্য ৩।১৪।১); এই পুরুষ শ্রদ্ধাময়—(গীতা ১৭।৩) ইত্যাদি।

গীতায় যেমন পুরুষকে ভোক্তা সুখদুঃখভোক্তৃত্বে হেতু বলা হইয়াছে, সেইরূপ শ্রুতিতেও পুরুষকে ভোক্তা বলা হইয়াছে; তিনি মনোময় বা কামময় হইয়া ভোক্তা হন। মৈত্রেয়ী উপনিষদে আছে,—"তস্মাদ্ভোক্তা পুরুষঃ পুরুষো হ্যব্যক্তমুখেন ত্রিগুণং ভুংক্তে ইতি।৬।১০

প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ঠ প্রশ্নে—"পৃচ্ছামি কাসৌ পুরুষঃ" ইহার উত্তরে উক্ত হইয়াছে যে 'ইহৈবান্তঃ শরীরে স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তীতি' ॥ (৬।১-২) প্রাণবুদ্ধি প্রভৃতি এ ষোড়শকলার কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই পুরুষ অমৃতময় ও তেজোময়—(বৃহদারণ্যক ২।৫।১) অসঙ্গঃ—(বৃহঃ—৪।৩।১৫) অমৃত, অব্যয়াত্মা ;—(মুণ্ডক ২।২।১২)।

এইরূপে আমরা উপনিষদ হইতে শরীরের অন্তরস্থ অথচ শরীর হইতে ভিন্ন আত্মাকে পুরুষরূপে জানিতে পারি। কেবল শাস্ত্র শ্রবণ হইতে আমাদের এ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। মনন দ্বারা বা তর্কদ্বারা সে জ্ঞানলাভ করা যায় না। নিদিধ্যাসন বা ধ্যানযোগাদি দ্বারা বিহিত উপায়ে সাধনা করিলে এই জ্ঞান সিদ্ধ হয়। যাহা হউক এ শরীরস্থ আত্মার বা পুরুষের জ্ঞান আন্তরানুভূতির দ্বারা লাভ করিবার এক উপায়

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। আত্মার তিন অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি (মাণ্ডুক্য ৩-৫)। আমরা এই ত্রিবিধ অবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে অন্তরাত্মা পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারি। জাগ্রদবস্থায় পুরুষের চৈতন্য স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া থাকে; তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় গৃহীত হয়; তখন পুরুষ বহিঃপ্রজ্ঞ হন। বাহ্য জগৎ-জ্ঞেয়রূপে তাঁহার অঙ্গীভূত হয় এবং তিনি স্থূল সূক্ষ্ম শরীরকে আপনার পুর রূপে গ্রহণ করিয়া, তাহাতে অবস্থান করেন। তখন বিশেষ নাম রূপ গ্রহণ করিয়া তিনি মানুষ, ব্রাহ্মণ, রামের পুত্র, স্থূল সুস্থ ইত্যাদি শারীর ভাবে ভাবিত হইয়া—শারীরাত্মা হন। স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ নাড়ীপথে হৃদয় গুহায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সূক্ষ্মদেহে বা মনোময় কোষে বিচরণ করেন, পূর্ব্ব সংস্কার বা স্মৃতি উদ্‌ভাষিত হইলে, তিনি স্বপ্ন দেখেন। সুসংস্কার উদিত হইলে স্বপ্ন সুখময় হয়, দেবাদিদর্শন হয়, আর কুসংস্কার প্রদ্যোতিত হইলে স্বপ্ন দুঃখকর হয়। অরিষ্টাদি দর্শন হয়। স্বপ্নে পুরুষ তেজোময় হইয়া দিক্ কাল অবলম্বনে হৃদাকাশে এক অভিনব বাহ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়া সেই সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করেন এবং তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইয়া তাহার ভোক্তা হন। তখন তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ হন। সেই অবস্থায় তাঁহার জাগ্রদবস্থার বাহ্য শরীরের অনুভূতি থাকে না। তখন আমি কে? কাহার পুত্র? ইত্যাদি জ্ঞানও প্রায়ই থাকে না। তখন পুরুষ ভোগের জন্য কখনও কখনও মনুষ্য পশু প্রভৃতির দেহ গ্রহণ করেন বা অভিনব স্থূল শরীর গঠন করিয়া লন। কখন কখন স্বপ্নে এরূপ দেখা যায় যে, কোন অজ্ঞাত দেশে আমি এক কুকুর হইয়াছি। এক বলবান্ কুকুর আমাকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়াছে, আমি প্রাণভয়ে দৌড়াইয়া যাইতেছি, কিন্তু প্রতি পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ দুঃখ অনুভব করিতেছি। অনেকেই এরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। যাহাহউক, এই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় আমি যে পরিচ্ছিন্ন শারীর আত্মা শরীর ধর্ম্মযুক্ত,

তাহার জ্ঞান থাকে। সুতরাং তখন পুরুষ তাহার স্বরূপ জানিতে পারেন না। জাগ্রদবস্থায় আমাদের বাহ্যশরীর ও বাহ্য বিষয় জ্ঞান পরিবর্ত্তনশীল হইলেও আজীবন বাধিত থাকে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় এই জ্ঞান জাগ্রদবস্থার দ্বারা অবাধিত হয়, উভয় অবস্থার এই মাত্র প্রভেদ।

কিন্তু সুষুপ্তি-অবস্থায় বাহ্য বা আন্তর শরীরের অনুভূতি থাকে না। তখন আমি আমার এ জ্ঞান থাকে না। তখন আমা হইতে পৃথক্ কাহারও অস্তিত্ব জ্ঞান থাকে না। সেই অবস্থায় পুরুষ স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ শরীর বা পুর হইতে সমুত্থিত হইয়া কেবল কারণ শরীরে বা আনন্দময় কোষে অথবা শুদ্ধ বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করেন; তখনই পুরুষ আপনার আত্মা বা ব্রহ্মস্বরূপ অনুভব করেন; তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন। সুষুপ্তি-অবস্থায় কেবল নির্ব্বিশেষ অবাধিত সুখময় অস্তিত্ব বোধ থাকে; তবে সুপ্তি অবস্থায় বা সুষুপ্তি ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী অবস্থায় সাধারণতঃ "আমি আছি" এই জ্ঞানও ইহার সহিত অভিব্যক্ত থাকে। সুষুপ্তিতে আনন্দময় কোষে অবস্থান কালে যে নির্ব্বিশেষ আত্মস্বরূপে অবস্থান হয়, সাধারণ সুপ্তিতে বিজ্ঞানময় কোষে স্থিত পুরুষের আমি আছি —সুখানুভব করিতেছি, এইরূপ জ্ঞানও অভিব্যক্ত থাকে। যাহাহউক নিদ্রাবস্থায় এই অনুভূতি পুরুষের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের বিজ্ঞানময় কোষে অভিব্যক্ত; সুতরাং এই অনুভূতিও পরিচ্ছিন্ন স্বপ্ন বা জাগরিত অবস্থায় এ সুখময় আস্তিত্ববোধের সংস্কার বা স্মৃতি লুপ্ত হয় না। সুতরাং পুরুষ সর্ব্বাবস্থায় আপনার এই সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি হইতে প্রচ্যুত হয় না। তবে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের বিকারী ভাব দ্বারা তাহা আবৃত থাকে। জাগ্রদবস্থায় কেবল সমাধিতে পুরুষ সেই স্বরূপে অবস্থান করিতে পারেন, এজন্য সাংখ্যদর্শনে উক্ত হইয়াছে,—

"সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা (সাংখ্যদর্শন ৫।১১৬)

শ্রুতিতে এই সুষুপ্তি-অবস্থার কথা নানাস্থানে উক্ত হইয়াছে।

সুষুপ্তি-অবস্থায় কোন স্বপ্ন দর্শন হয় না "যত্রৈতৎপুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি (কৌষী ৩।৩) কিন্তু সুপ্তি অবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া তিনি স্বপ্নাবস্থায় বিচরণ করেন। য এবৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নয়াচরতি (কৌষী ৪।১৫)। এই সুষুপ্তি অবস্থায় পুরুষ যে স্বরূপে অবস্থান করেন সে সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে "যত্রৈতৎপুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে॥ (ছান্দোগ্য ৬।৮।১)।

অর্থাৎ যখন পুরুষ নিদ্রা যায়, তখন সতের অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়। স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তখন ইহাকে 'স্বপিতি' বলিয়া থাকে। অর্থাৎ স্বকে বা আপনার স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই-জন্য ইহার নাম স্বপিতি। *

* শঙ্কর এই শ্রুতির ভাষ্যে বলিয়াছেন,—'পুরুষ যে সময় স্বপিতিনামে অভিহিত হয়, সেই সময় প্রস্তাবিত সৎ-পদার্থ পরদেবতার সহিত সম্পন্ন—একীভূত হয়; অর্থাৎ মন প্রভৃতি উপাধির সংসর্গজনিত জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ সত্য যে সৎরূপ তাহাই প্রাপ্ত হয়। সেই কারণেই সাধারণ লোকে ইহাকে স্বপিতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অভিপ্রায় এই যে, যেহেতু সেই সময়ে স্বীয় আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং গুণপ্রকাশক নাম-প্রসিদ্ধি হইতেও স্বীয় আত্মস্বরূপ প্রাপ্তি প্রতীতি হইয়া থাকে।

... ... জাগ্রৎকালে জীব পুণ্য ও পাপজনিত বহুবিধ আয়াসকর সুখ-দুঃখানুভব করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া থাকে; সেই কারণে বহুবিধ ব্যাপারক্লিষ্ট অলস ইন্দ্রিয় নিচয় সুষুপ্ত কালে নিজ নিজ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রাণে বিলীন হইয়া থাকে।

... ... তখন জীব পরদেবতারূপ স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়।'

এই মন্ত্রাবলম্বনে বেদান্ত দর্শনে যে 'স্বাপ্যয়াৎ' (১।১।৯) সূত্র আছে, তাহার ভাষ্যে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"... ... 'সুষুপ্তিকালে এই পুরুষের 'স্বপিতি' নাম হয়, এবং সেই সময়ে তিনি সৎ সম্পন্ন বা স্বরূপ প্রাপ্ত হ'ন। অর্থাৎ তিনি জগৎ-কারণ সতের সহিত একীভূত হন। যেহেতু ইনি স্বরূপে অপীত হ'ন, লীন হন, সেই হেতু ইঁহাকে স্বপিতি বলে।

... ... ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মনের বিষয়াকারা বৃত্তি জন্মে। আত্মা সেই মনোবৃত্তিতে উপহিত বা তত্তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য স্থূলবিষয় গ্রহণ করতঃ জাগ্রৎ আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন। আবার তিনিই সেই জাগ্রদ্বাসনা বিশিষ্ট মনোমাত্রে উপহিত হইয়া স্বপ্ন অনুভব

যাহা হউক বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।১।১৬—১৯ মন্ত্রে) এই সুষুপ্তি ও স্বপ্নাবস্থার কথা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। "যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ, য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, ক্বৈষ তদাভূৎ কুত এতদাগাদিতি তদু হ ন মেনে গার্গ্যঃ॥

"যত্রৈষ এতৎ সুপ্তোঽভূৎ য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ তদেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায় য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ স্তস্মিঞ্ছেতে তানি যদা গৃহ্ণাত্যথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্গৃহীত এব প্রাণো ভবতি গৃহীতা বাক্, গৃহীতং চক্ষু গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ।"

"স যত্রৈতৎস্বপ্ন্যয়া চরতি তেহাস্য লোকাস্তদুতেব,.. যথাকামং পরিবর্ত্তেতৈবমেবৈষ এতৎ প্রাণান গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে॥"

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ, হিতা নাম নাড্যো দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি হৃদয়াৎ পুরীততমভিপ্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবসৃপ্য পুরীততি শেতে, স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বা অতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীতৈবমেবৈষ এতচ্ছেতে॥"

শঙ্কর ইহার ভাষ্যে জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ অর্থ এস্থলে লিখিত হইল। "এখানে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মা যদি নির্ব্বিকার হন তাহা হইলে বিজ্ঞানময় হইলেন

করেন। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই উপাধি যখন থাকে না, বিলীন হয়, তখন তিনি সুপ্ত হ'ন। সুপ্ত অবস্থায় মনের বৈচিত্র্য থাকে না, সূক্ষ্ম অজ্ঞান বৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তি থাকে না, কাযেই এই কালে আত্মা বিস্পষ্ট ও বিচিত্র মনোবৃত্তিরূপ উপাধির অভাবে আপন স্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায় হ'ন অথবা আপনি আপনাতে লীন হন। শ্রুতি এই তথ্য উপদেশ করিবার জন্যই আত্মার স্বপিতি নাম দিয়া বলিয়াছেন—যেহেতু তিনি স্বংঅপীতো ভবতি অর্থাৎ আপনস্বরূপ প্রাপ্ত হন, সেই হেতু তাঁহাকে স্বপিতি বলা যায়। অন্যান্য শ্রুতিতেও সুপ্তিকালে জীব প্রাজ্ঞস্বরূপে পরিষক্ত হওয়াত বাহ্য ও আন্তর কোন পদার্থ জানিতে পারে না" ইত্যাদিক্রমে তাহার চেতনে লীন হওয়ার প্রণালী দর্শিত হইয়াছে। অতএব, যে চৈতন্যে সমুদয় জীবের বা জীব ধর্ম্মের অপ্যয় হয় সেই ঈশ্বর চৈতন্যই সৎশব্দের বাচ্য ও জগতের হেতু বা মূল কারণ।

কিরূপে? বিজ্ঞান অর্থে অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি। অজ্ঞানবশে আত্মা সেই বুদ্ধির সহিত তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন বলিয়া তদবস্থ আত্মাকে বিজ্ঞানময় বলা হয়। বুদ্ধিতে প্রতিফলিত আত্মা বিজ্ঞানময় হইয়া জ্ঞেয় হন অর্থাৎ আত্মা যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হন, তখন তিনি প্রকাশিত হন। সেই জ্ঞেয় আত্মাকে জানিতে হইলে, একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই জানা যায়। এজন্য এ বিজ্ঞানময় আত্মা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এ উভয়রূপেই অনুভূত হয়। আত্মাকে বিজ্ঞানময় প্রাণময় মনোময় বলা হইয়াছে। এ সকল স্থানে ময়ট্‌' প্রত্যয়ের অর্থ বিকার নয়। 'প্রায়' অর্থে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা বিজ্ঞানে অর্থাৎ বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত হইয়া বিজ্ঞানময় বা বিজ্ঞানপ্রায় হন। মনে অধিষ্ঠিত হইয়া মনোময় বা মনঃপ্রায়। স্থূল অন্নময় শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া স্থূলপ্রায় বা স্থূলের মত হন; চেতনআত্মা জড় স্থূল পৃথিব্যাদির বিকার হইতে পারে না। মনোধর্ম্ম যে সঙ্কল্প বিকল্প, তৎস্বভাব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানময় পুরুষ নিদ্রাকালে কোথায় থাকে? সুপ্তপুরুষ জাগরণের পূর্ব্বে ক্রিয়া কর্ম্মকারক কর্ত্তা বা কর্ম্ম এবং ফল সুখদুঃখাদি বিবর্জ্জিত কেবল শুদ্ধরূপে অবস্থিত থাকেন। কেননা, নিদ্রিত পুরুষ জাগরিত হইবার পূর্ব্বে কোনরূপ ক্রিয়া বা সুখাদি কিছুই গ্রহণ করে না। অতএব ক্রিয়াদি-পরিশূন্য, বলিয়া নিদ্রাকালীন অবস্থাই আত্মার প্রকৃত অবস্থারূপে নিরূপিত হইল।

যে সময়ে এই বিজ্ঞানময় আত্মা নিদ্রার ক্রোড়ে শায়িত ছিলেন, সে সময়ে এই সকল বাক্‌পাণি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণে বিষয় সমর্পণ এবং নিজ নিজ বিষয় সামর্থ্য (শক্তি) গ্রহণ করিয়া এই অন্তঃকরণস্থ হৃদয়াকাশে অর্থাৎ হৃদয়স্থ সাংসারিকসুখ-দুঃখাদিবর্জ্জিত আনন্দময় পরমাত্মার সহিত মিলিতভাবে অবস্থিতি করেন। সুষুপ্তাবস্থায় পুরুষ 'সতা সম্পন্নো ভবতি' অর্থাৎ সুষুপ্তি সময়ে সৎ-

সম্পন্ন অর্থাৎ সদ্ব্রহ্মের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হন। সুষুপ্তিসময়ে জীবাত্মা নিজের শরীররূপ উপাধিজনিত সমস্ত সাংসারিক অবস্থা পরিহার করিয়া নির্ব্বিশেষ পরমানন্দময় পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হন। কারণ সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানময় আত্মা 'স্বপিতি' নাম প্রাপ্ত হন। স্বপিতি অর্থাৎ স্বম্ আত্মস্বরূপম্ অপিতি অপগচ্ছতি অর্থাৎ স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হন। সুষুপ্তিকালে আত্মা সাংসারিক সুখিত্বদুঃখিত্ব প্রভৃতি অযথার্থরূপ পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় বিজ্ঞানময় নিরুপাধিক রূপ প্রাপ্ত হন।

সুষুপ্তি কালে প্রথমতঃ প্রাণ উপসংহৃত হয়, পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে বাক্, চক্ষু, কর্ণ, মনও উপসংহৃত হয়। অতএব সুষুপ্ত্যবস্থায় জীব স্বরূপে অবস্থান করেন—ইহা অযৌক্তিক নহে।

স্বপ্নাবস্থায় জীবের কেবল দর্শনশক্তি থাকে, অন্য কোন দেহেন্দ্রিয়াদি ধর্ম্ম সম্পর্ক থাকে না সত্য, কিন্তু জাগরিত অবস্থায় জীব যেমন বন্ধু সংযোগ বা বিয়োগবশতঃ যথাসম্ভব সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকেন স্বপ্নাবস্থাতেও তেমনি সুখদুঃখাদি ভোগ করেন। সে সময়ে আত্মার শোকমোহাদি সাংসারিক ধর্ম্ম সকল বর্ত্তমান থাকে। বিজ্ঞানময় আত্মা যে কালে স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে করিতে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করেন, সেইকালে তিনি সৎকর্ম্মফলে কখনও সুখশয়নে যেন শায়িত থাকেন, কখনও বা অন্যবিধ ভাবেও দৃষ্ট হন। স্বপ্নদৃষ্ট দেব মনুষ্য তির্য্যক ও স্বর্গ নরকাদি সমস্তই মিথ্যা—অজ্ঞানের কার্য্যমাত্র।

স্বপ্নদৃষ্ট মহারাজত্বাদি ভাবসকল কখনই আত্মার স্বরূপ বা ধর্ম্ম নহে; কেবল জাগ্রৎকালীন অনুভূতি বিষয়ের প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র।

বিজ্ঞানময় আত্মা ইন্দ্রিয়গণকে জাগরণ স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া স্বপ্নাবস্থায় স্বেচ্ছানুসারে পুনশ্চ স্বশরীরে প্রতিনিবৃত্ত হন এবং কামনা ও কর্ম্মদ্বারা উপার্জ্জিত বাসনা অর্থাৎ সংস্কার সকল অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপ জাগ্রৎকালীন অনুভূত বিষয়ও মিথ্যা এবং তৎ

সংসৃষ্ট কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি আত্মার স্বরূপ নহে। ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইল আত্মা কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মরহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময়। ইঁহা জাগরিত ও স্বপ্নাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্বপ্নাবস্থায় পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ রথ গজ নর নগর ইত্যাদি বিবিধ বস্তু জ্ঞানপথের পথিক হয়। স্বপ্নে এই সকল দৃশ্য সংস্কারের পরিণাম মাত্র। সুতরাং অন্তঃকরণস্থিত সংস্কার বা সংস্কারের পরিণাম দ্বারা আত্মা কখনও লিপ্ত হন না;—তিনি বিশুদ্ধ স্বভাবই থাকেন। যখন সঙ্গস্পর্শাদি বিশেষ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র প্রশান্ত তরঙ্গ নিরাবিল সুনির্ম্মল সলিলবৎ বিষয়সম্বন্ধ-বিহীন প্রসন্ন গম্ভীর সদানন্দময় সুষুপ্তি প্রাপ্ত হন, তখন তিনি বিশুদ্ধ স্বভাবে অবস্থান করেন।

এক্ষণে সুষুপ্তিকালের অবস্থা নিরূপিত হইতেছে। অন্তঃকরণ বা বুদ্ধির স্বাভাবিক বাসস্থান হৃদয়। তাহা হইতে বহুসহস্র নাড়ী বহির্গত হইয়া সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া থাকে। জাগ্রৎকালে বুদ্ধি স্বয়ং হৃদয়ে থাকিয়া নাড়ী দ্বারা চক্ষুঃকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বিস্তারিত করিয়া বসিয়া থাকেন এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা দূরবর্ত্তী বিষয় সকল গ্রহণ করেন। তৎসহ বিজ্ঞানময় পুরুষ স্বীয় চৈতন্যকে সেই বুদ্ধিতে প্রকাশিত করেন আর বুদ্ধির সঙ্কোচন কালে তিনি নিজেও সঙ্কুচিত হন। এই সঙ্কোচনই জীবের নিদ্রা। জাগ্রৎ অবস্থায় বিজ্ঞানময় জাগ্রৎ সংস্কার-বিশিষ্ট বিস্তৃতি হয় অর্থাৎ নাড়ীদ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়; কিন্তু নিদ্রাবস্থায় বুদ্ধি-পরিচালিত আত্মা বহির্বিষয় পরিত্যাগ করিয়া শরীরে অবস্থান করেন। সুষুপ্তিকালে আত্মার দেহের সহিত সম্বন্ধমাত্র থাকে না। তখন জীব সর্ব্বপ্রকার ভোগমোক্ষাদি অতিক্রম করেন। সাংসারিক সুখদুঃখশূন্য পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।"

এস্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার অর্থ বিস্তারিতভাবে উল্লেখের হেতু এই যে, এই ত্রিবিধ

অবস্থার তত্ত্ব আলোচনা করিলে, আমরা পুরুষের বা শারীর আত্মার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহা কতক বুঝিতে পারি। সুষুপ্তি অবস্থায় পুরুষ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহরূপ পুরকে পরিত্যাগ করিয়া দেহী বা জীব ভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। শ্রুতি ইহা নানাস্থানে নানাভাবে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা আরও স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে,—

"অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, এষ আত্মা ইতি হো বাচৈতৎ অমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি (৪।৩।৫)।

ইহার অর্থ পরে বিবৃত হইবে।

যাহা হউক ইহা হইতে জানিতে পারি যে পুরুষ সুষুপ্তি অবস্থায় শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ অবস্থায় তাঁহার সেই স্বরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের নানারূপ পরিবর্ত্তনশীল ভাবের দ্বারা আবৃত হয়। তাঁহার সে স্বরূপের অনুভূতি মলিন হইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার সে স্বরূপের অনুভূতি একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। কেননা তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সর্ব্ব পরিবর্ত্তনশীল ভাবের

* বেদান্তদর্শনে (১।৩।৯,১৯,৪০) প্রভৃতি সূত্রের ভাষ্যে উক্ত সম্প্রসাদ শ্রুতি সম্বন্ধে শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

সম্প্রদায় শব্দে সুষুপ্তি। যে অবস্থায় জীব সম্যক্ প্রসন্ন হন, অর্থাৎ সুখরূপতা প্রাপ্ত হন, সেই অবস্থার নাম সম্প্রসাদ (১।৩।৯ সূত্র)। শ্রুতি আত্মার সহিত শরীরাদির ও জাগ্রদাদি অবস্থার বাস্তব সম্পর্ক নাই বলিয়াছেন, যেরূপে নাই তাহা দেখাইয়াছেন, পশ্চাৎ সম্প্রসাদ শব্দবোধ্য জীবের তৎকালে স্বরূপ নিষ্পত্তি হয় বলিয়াছেন। ... ... যে জাগ্রদাত্মা, সেই স্বাপ্ন আত্মা এবং যে সুষুপ্ত আত্মা সেই অমৃতাভয় ব্রহ্ম (১।৩।১৯)।

এই সম্প্রসাদ—সুষুপ্ত পুরুষ এ শরীর হইতে উত্থিত হন, হইয়া পরজ্যোতিঃ প্রাপ্ত ও আপন স্বরূপে পরিনিষ্ঠিত হন। ... ... প্রোক্ত জ্যোতিঃ শব্দ তেজ নহে—পরব্রহ্ম। ... ... আত্মার অশরীরত্ব নির্ণয়ের জন্যই জ্যোতিঃ সম্পন্ন হইবার কথা বলা হইয়াছে।

মধ্যে আমি নিত্য অবিকৃত ভাবে অবস্থান করিতেছি। এই সম্বিৎ তাহার কখনও লোপ হয় না। এ সম্বন্ধে পঞ্চদশীতে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল ;—

"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্ ।
ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥
তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যং তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্ ।
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সংবিদেকরূপা ন ভিদ্যতে ॥
সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥
স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সংবিত্তদ্বদ্দিনান্তরে ॥
মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা ।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥
ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ ।
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥" (১।৩-৮)

ইহার অর্থ এস্থলে উল্লেখের প্রায়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় সম্বিৎ একই থাকে। এই তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে, সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার জ্ঞান সাধিত হইয়া থাকে। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও যে নিত্যজ্ঞান-আনন্দস্বরূপ ; তিনি যে নিত্যসৎস্বরূপ নিত্যবোধস্বরূপ নিত্য-আনন্দস্বরূপ, তাহা জানা যায়। তিনি প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত দেহরূপ পুরে বা ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া এবং তাহার সম্বন্ধে পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ হইয়াও যে তাহা হইতে পৃথক্ এবং তাঁহার স্বরূপ যে পরমাত্মা, তাহা আমরা বুঝিতে পারি।

এই রূপে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থার আলোচনা করিলে,

তাহাদের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে পারিলে, তাহাদের মধ্যে যিনি নিত্য, অপরিণামী অবিকৃত রূপে সমভাবে অবস্থিত, তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমরা কতকটা জানিতে পারি। তিনি প্রতিদেহস্থ পুরুষ। আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা সুষুপ্তি অবস্থায় তাঁহার স্বরূপ বিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় সেই সুষুপ্তি অবস্থার কোন স্মৃতি থাকে না; অথবা থাকিলেও তাহা অত্যন্ত অস্পষ্ট। সুতরাং সুষুপ্তিকালে আত্মার প্রকাশ জাগ্রৎ অবস্থায় অনুভূত হয় না। আমাদের বোধ হয় যে, তৎকালে আমরা জড় অচেতন প্রায় অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন থাকি। তখন যে পরিচ্ছিন্ন জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া আমরা সম্যক্ আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করি, তাহার অনুভূতি থাকে না। বিশেষ ধ্যান ও পুনঃ পুনঃ যত্ন দ্বারা সেই অবস্থার স্মৃতি বা সংস্কার উদ্বোধন করিতে পারিলে, তবে আমরা সেই অবস্থার স্বরূপ জানিতে পারি। এজন্য কেবল যুক্তি তর্কের দ্বারা অথবা অনুমান দ্বারা যাঁহারা তাহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, নিদ্রাবস্থা স্বপ্নাবস্থারই সূক্ষ্মরূপ। সে অবস্থায় চিত্তের রাজসিক চাঞ্চল্য বশতঃ সংস্কারের প্রবাহ থাকে। তবে তাহা এত ক্ষীণ যে, তাহা স্বপ্নরূপে চিত্তে অভিব্যক্ত হয় না। কেহ বলেন,—তখন চিত্ত তমঃ দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন কোনরূপ জ্ঞানই থাকে না। তখন আমরা মোহদ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত হই। পাতঞ্জল দর্শন অনুসারে নিদ্রা চিত্তের পাঁচ বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তিমাত্র "অভাব-প্রত্যয় আলম্বন বৃত্তিই" নিদ্রা। তখন চিত্তের কোন ভাবের অভিব্যক্তি থাকে না। কেহ বলেন যে, নিদ্রাবস্থায় চিত্তে যে গুণের প্রাধান্য থাকে, তদনুসারে সেই গুণজ ভাবের দ্বারা আত্মা রঞ্জিত থাকে। এজন্য নিদ্রোত্থিত হইয়া কেহ বলেন—আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। কেহ বলেন—আমি দুঃখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। কেহ বলেন—আমি মোহিত

ছিলাম, আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। (এ সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)। নিদ্রাবস্থায় আমাদের স্বরূপসম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে আত্মার জড়বাদ অজ্ঞানবাদ বা শূন্যবাদ প্রভৃতি নানাবাদ প্রচলিত হইয়াছে। * যাহা হউক এস্থলে এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। বেদান্ত শাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত, তাহা আমরা বিস্তারিত ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিদ্রাবস্থায় আমাদের যেরূপ অনুভূতি থাকে, তাহার স্মৃতি ও সংস্কার ধ্যানের দ্বারা উদ্বোধন করিতে পারিলে, সেই সিদ্ধান্তের যাথাত্ম্য জানিতে পারা যায়, এবং সেই জ্ঞান লাভ হইলে পুর হইতে ভিন্ন পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে বিবেকজ্ঞান লাভ হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুরুষ সূক্ষ্মস্থূল দেহরূপ পুরে অবস্থান করেন এবং সেই পুরুষ যে বিশেষ জীব ভাবে ভাবিত থাকেন, সেই ভাবে যুক্ত হইয়া আপনাকে তাহার সহিত অভেদ জ্ঞান করেন। অর্থাৎ তাহার সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করেন। আমাদের স্থূল দেহ ক্ষর, বিকারী, পরিণামী, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। দেহের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, লয় আছে, বাল্য, যৌবন, জরার মধ্য দিয়া,—রোগাদি নানাবিধ ক্লেশের মধ্য দিয়া,—দেহ বিনাশের দিকে নিয়ত অগ্রসর হইতে থাকে। মানুষ ও মানুষেতর জীব সকলেই আপনাকে দেহী বা দেহ ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া অনুভব করে।

স্বপ্তৌ কিঞ্চিন্ন জানামীত্যনুভূতিশ্চ দৃশ্যতে।
যত এবমতোযুক্তা হ্যজ্ঞানস্যাত্মতা ধ্রুবম্॥
... ...
জ্ঞানাভাবে কথং বিদ্যাৎ অজ্ঞোঽহমিতিচাজ্ঞতাম্।
অস্বাপ্সং সুখমেবাহং ন জানাম্যত্র কিঞ্চন॥
ইত্যজ্ঞানমপি জ্ঞানং প্রবুদ্ধেষু প্রদৃশ্যতে।
সুপ্তোত্থিত জনৈঃ সর্ব্বৈঃ শূন্যমেবানুস্মর্য্যতে॥
যৎ ততঃ শূন্যমেবাত্মা ... ...
(উপদেশ সাহস্রী ৫৬৪, ৫৭৪

এজন্য তাহারা দেহাত্মজ্ঞানে দেহের সমুদায় বিকারী ভাব আপনাতে আরোপ করে এবং এ দেহাত্ম অভিমান দ্বারা বদ্ধ হয়। সমুদায় ভূত বা জীব এই ক্ষর দেহ ভাবযুক্ত হইয়া আপনাকে ক্ষর বিকারী বা বিনাশী মনে করে। এজন্য ভগবান বলিয়াছেন "অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ" (৮৷৩)

মানুষের মধ্যে যাঁহাদের জ্ঞান সাধনাবলে বিশেষ বিকাশিত, তাঁহারা এই স্থূল দেহ হইতে আপনার পার্থক্য জানিতে পারেন এবং সেই জ্ঞানে সিদ্ধ হইলে, আর তাঁহারা এই স্থূল দেহের ধর্ম্ম বা ভাব আপনাতে আরোপ করেন না। এ দেহের সহিত তাঁহাদের আর তাদাত্ম্য বোধ থাকে না। তখন কেবল তাঁহাদের সূক্ষ্ম দেহের সহিত তাদাত্ম্য জ্ঞান থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছে যে, এই সূক্ষ্ম দেহ পুর ত্রিবিধ বা তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। তাহা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়। এই সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহের ন্যায় বিকারী ও বিনাশী না হইলেও তাহা মুক্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলেও পরিণামী নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের এই চিত্তের ত্রিগুণ বশে নিয়ত পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রতিক্ষণ ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বিষয় জ্ঞেয়রূপে আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতেছে। পরক্ষণেই তাহা সংস্কার রূপে লীন হইয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য বিষয় জ্ঞেয়রূপে জ্ঞানে প্রকাশিত হইতেছে।

ইহার তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে। এইরূপে আমাদের জ্ঞানে যে অহং ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহার সহিত 'ইদং' এর ঘাতপ্রতিঘাত চলিতে থাকে এবং তাহার 'অহং' ভাবের নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, 'অহং' 'ইদং'কে যতদূর আপনার আয়ত্তাধীন করিতে পারে সেই পরিমাণে অহং পরিপুষ্ট হইতে থাকে। জাগ্রৎ অবস্থায় এই জ্ঞানের ধারা বা প্রবাহের বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। এইরূপে চিত্তে যে বিষয়রাশি নিয়ত আহৃত ও তাহার সংস্কার সঞ্চিত হইতেছে, তাহার দ্বারা আমাদের বৃত্তিজ্ঞান নিয়ত পরিবর্দ্ধিত বা পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

তাহার সহিত আমাদের কর্ম্ম বৃত্তির ও ভোগ বৃত্তির নিয়ত পরিণাম সাধিত হয়। এইরূপে অনাদিকাল হইতে আমাদের চিত্তে বা সূক্ষ্ম শরীরে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভোগবৃত্তির প্রবাহ অতীতের সংস্কাররূপে সঞ্চিত হইয়া, বাসনা বলে জালের ন্যায় আমাদের চিত্তকে বদ্ধ করে এবং তদনুসারে বিশেষভাবে তাহাকে রঞ্জিত করে। আমরা সেই চিত্তে অবস্থিত হইয়া চিত্তের জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তারূপ নিয়ত পরিবর্ত্তিত ভাবের দ্বারা ভাবিত বোধ করি। অতএব আমাদের সূক্ষ্ম শরীর ক্ষর পরিণামী এবং আমরাও যখন ইহাতে অবস্থিত থাকিয়া ইহার সহিত তদভাবে ভাবিত হই, তখন আমরাও আমাদিগকে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া অনুভব করি। কিন্তু সে অবস্থাতেও আমাদের নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় আত্মস্বরূপের অনুভূতির ধারা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং সূত্রে মণিগণের ন্যায় তাহাতেই প্রতিক্ষণের পরিবর্ত্তিত বিভিন্ন ভাব নিয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। তবে জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের আত্মার সে নিত্য কূটস্থ অক্ষর স্বরূপের অনুভূতি বড় ক্ষীণ ও অস্পষ্ট থাকে। যে স্থির নিশ্চল নিত্য ভাবকে কেন্দ্র-রূপে অবলম্বন করিয়া এই অস্থির চঞ্চল বিকারী ভাবের নিয়ত আবর্ত্তন হইতেছে, তাহা সে আবর্ত্ত মধ্যে অব্যক্ত থাকে। 'আমি আছি' এই নিত্য অস্তিত্ব বোধ আমার সকল অনুভূতির মধ্যে সকল ভাব প্রবাহের মধ্যে অস্পষ্ট থাকিলেও আমাদের সকল বৃত্তিজ্ঞান এই দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, যাহা হউক পুরুষ সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান হেতু আপনাকে সেই শরীরী বলিয়া জানেন এবং সেই শরীরের নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল ভাবের দ্বারা ভাবিত হ'ন, তখন তিনি আপনাকে ক্ষর বিকারী বলিয়া অনুভব করেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, চিত্ত আত্মার আভাস বা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া চেতন জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা ভাবযুক্ত হয়। আর আত্মা তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরুষরূপে সেই ভাব গ্রহণ করেন—আপনাকে সেই ভাবযুক্ত অনুভব করেন। তখন তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে।

এইরূপে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় পুরুষ দেহপুরে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই পুরের ক্ষর বা বিকারী ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাকে ক্ষর পুরুষ বোধ করেন। কিন্তু নিদ্রাবস্থায় যখন তিনি এই স্থূল সূক্ষ্ম উভয়রূপ দেহ হইতে উত্থিত হইয়া আনন্দময় কারণশরীরে অবস্থান করেন, তখন আর তিনি এই স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ শরীরের ক্ষর বিকারী ভাবের দ্বারা আর ভাবিত হন না। তখন নিজ নিত্য অবিকারী কূটস্থ স্বভাবে অবস্থান করেন। যখন তিনি এই নিদ্রাবস্থার বিজ্ঞানময়কোষে অধিষ্ঠান করেন, তখনও তাঁহার এই স্বভাব হইতে বিশেষ প্রচ্যুতি হয় না—ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণতঃ নিদ্রাবস্থায় পুরুষ দেহপুরে অধিষ্ঠিত হইয়া যে কূটস্থ অক্ষর স্বরূপ লাভ করেন, ইহা বলা যাইতে পারে। এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

নিদ্রাবস্থার এই অক্ষর কূটস্থ ভাব জাগ্রৎ অবস্থায় সাধনা-বলে উপলব্ধি করিয়া—যদি জাগ্রত অবস্থায় সেই ভাবে অবস্থিত হওয়া যায়—সেই ভাবে ভাবিত হওয়া যায়—তবে চিত্তের ও স্থূল দেহের বিকারী ভাবের দ্বারা আর আমাদিগকে বিচলিত হইতে হয় না। তিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থার মধ্যেও সেই আপনাকে দ্রষ্টা বা সাক্ষীরূপে অনুভব করেন সমাধিদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলে যে দ্রষ্টা-স্বরূপে অবস্থান করা যায় তাহা পাতঞ্জল দর্শনে (১।৩ সূত্রে) উক্ত হই-হইয়াছে, সমাধি সিদ্ধ হইলে ব্যুত্থান কালেও সেই স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি হয় না। শ্রুতিতে আছে—

"স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তঞ্চোভৌ যেনানুপশ্যতি।
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ (কঠ, ৪।৪)

তখন তাঁহার সর্ব্বাবস্থায় স্থির নিশ্চল স্বভাবে অবস্থান সিদ্ধ হয়। সেই অবস্থায় তিনি দেহের সমুদায় বিকারী ভাবের মধ্যে আপনাকে স্থির নির্ব্বিকার অসঙ্গদ্রষ্টৃস্বরূপে উপলব্ধি করেন; সুতরাং তিনি সমুদায়

কারী ভাবের সহিত অসংশ্লিষ্ট অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন—স্থিতপ্রজ্ঞ ন। এই অবস্থাকে সাধারণতঃ জীবন্মুক্ত অবস্থা বলে। পুরুষ দেহে হিত হইয়াও যখন এই দেহ ব্যতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করিতে পারেন, লিয়াছি ত তখন তিনি অক্ষর পুরুষ হন। এতত্ত্বও পরে বিবৃত হইবে।

মানুষ যখন দেহপুরে অবস্থিত থাকিয়াও আপনাকে দেহব্যতিরিক্ত বা দেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতে পারে, তখনই সে পুরুষ নামের যোগ্য হয়। মানুষেতর জীব কখন আপনাকে দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া জানিতে পারে না। সুতরাং তাহারা আপনাকে পুরুষ বলিয়া বোধ করিতে পারে না। মানুষ সাধারণতঃ অপরকে আপনার সহিত তুলনা করিয়া জানিতে পারে। বাহ্য দৃষ্টিতে এক মানুষ আর এক মানুষের নিকট তাহার সদৃশ আকারবিশিষ্ট পিণ্ডমাত্র। আমি আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা তোমার শব্দস্পর্শরূপাদি মাত্র গ্রহণ করিয়া তোমায় বিশেষ আকৃতিমান্ রূপবান্, প্রভৃতি রূপে কেবল জানিতে পারি এবং তাহার সহিত আমার বাহ্য সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য আলোচনা করিয়া তোমার সহিত আমার বাহ্য সাদৃশ্য মাত্র জানিতে পারি। আমার জ্ঞানে বাহ্যবিষয়রূপে তোমার সম্বন্ধে ইহার অধিক জ্ঞান প্রত্যক্ষ দ্বারা লাভ করা যায় না। তবে যখন শব্দ উচ্চারণাদি দ্বারা আমরা পরস্পর পরস্পরের মনোভাব আদান প্রদান করিতে পারি, তখন আমরা পরস্পরকে আরও বিশেষরূপে জানিতে পারি। কিন্তু আমাদের অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি এই জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকে না। সে সেই সাদৃশ্য হইতে অনুমান প্রমাণ দ্বারা তুমি যে আমার মত মানুষ, তাহা স্থির করিয়া লই এবং তোমাতে আমারি মত সুখদুঃখাদির অনুভূতি আছে, ন্যায় অন্যায় কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিচার বুদ্ধি আছে, আমার ন্যায় তুমিও যে সুখদবস্তুলাভের জন্য এবং দুঃখদবিষয়ত্যাগের জন্য কর্ম্ম কর বা

করিতে পার, এক কথায় তুমিও যে আমার ন্যায় গুণ ধর্ম্ম ও কর্ম্মবিশিষ্ট মানুষ তাহা আরোপ করিয়া লই। আমি আমার স্বরূপ যেরূপে যে ভাবে অনুভব করি, তোমার স্বরূপ যে সেইরূপ, তাহা আমরা এইরূপে বুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারি। তোমাকে আমার মত জানিয়া আমি আমার মত করিয়াই তোমাকে যথাসম্ভব গড়িয়া লই। আমি তোমার মধ্যে আমাকে প্রবেশ করাইয়া তোমার অবস্থামধ্যে আমাকে নিক্ষেপ করিয়া আমার অনুভূতির দ্বারা তোমার ভাব বুঝিতে চেষ্টা করি। যে ভাব আমার অনুভূতির অগম্য, তাহা তোমার মধ্যে থাকা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। *

আমাদের বুদ্ধি ইহার অধিক আর অগ্রসর হয় না। কিন্তু আমাদের প্রাণের যে স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি, তাহা দ্বারা তোমার অন্তর্নিহিত ভাব প্রবাহের মধ্যে আমি আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া তোমার সহিত আমার একাত্মতা অনুভব করিতে পারি। এবং তুমি ও যে আমার মত পুরুষ ইহা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। তখনই তোমাকে আমি প্রকৃত পক্ষে আপনার করিয়া লই এবং তখন তুমি আমার আত্মার মত পরম প্রেমাস্পদ হও আর তোমার অনুভূতির সহিত আমার অনুভূতি এক হইয়া যায়।

এই সহানুভূতিরূপ নৌকা অবলম্বনে আমরা এ বিশ্বের অনন্ত ভাব সাগরে ভাসিয়া ভাসিয়া তাহার নানা প্রদেশে নানারূপ বিচিত্র লীলা ভঙ্গী

* শ্রুতিতে আছে,—

'পুরুষবিধ আত্মা' আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ তিনি আনন্দভোগের জন্য সৃষ্টির পূর্ব্বে কামনা করিয়াছিলেন 'আমি বহু হইব' তিনি বহু হইয়া সকলের আত্মভূত হইয়া এই আনন্দ উপভোগ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—আত্মাই পরম প্রেমাস্পদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এজন্য যাহাদের সহিত আমাদের একাত্মতা অনুভব হয় তাহারাই পরম প্রিয় হয়। তাহাদের প্রতি প্রাণের আকর্ষণ মমতা নহে, মমতা চিত্তের অজ্ঞানজনিত মোহ মমতা সঙ্কীর্ণ। আর একাত্ম বোধ হেতু যে প্রেমাকর্ষণ, তাহা রসস্বরূপ আত্মার স্বভাব। প্রকৃত আত্মজ্ঞানলাভ না হইলে আমাদের মধ্যে এই প্রেমাকর্ষণের সম্যক্ স্ফুরণ হয় না।

নানারূপ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত উত্থান পতন দেখিতে ও উপভোগ করিতে পারি এবং তাহার মধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার নিম্নে অন্তরালে স্থির, ধীর, গভীর অচঞ্চল ভাব উপলব্ধি করিতে পারি, সর্ব্ববিকারী ভাবের মধ্যে এক অধিকারী ভাবের সন্ধান পাই।

যাহারা স্বভাবতঃ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, যাঁহারা প্রকৃত কবি বা দ্রষ্টা, তাঁহারা আপনার মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় নানারূপ বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে বহু বিচিত্র ভাবের ঘাত প্রতিঘাত বা লীলা দেখিতে পান। নানারূপ ত্রিগুণজন্য ভাবের অভিব্যক্তি—তাহাদের উদ্ভব অভিভব ব্যাপার দেখিতে পান বা কল্পনা করেন এবং সে সমুদায়ের মধ্যে আপনাকে নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার কেবল দ্রষ্টৃস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারেন; কিন্তু যদি তাঁহাদের প্রাণের অনুভূতির বিশেষ স্ফুর্ত্তি থাকে তবে সেই সাহানুভূতি বা সমবেদনা দ্বারা অপরের মধ্যেও সেইরূপ প্রকৃতি ও অবস্থা ভেদে নানারূপ ত্রিগুণজ ভাবের ক্রিয়া দেখিতে পাইয়া আপনাতে তাহা অনুভব করিতে পারেন। তাহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন এবং তাহার প্রেয় বা শ্রেয়ো লাভের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন আর তাঁহারা যদি আপনার কূটস্থ অক্ষর স্বরূপ জানিয়া থাকেন, তবে অপরের এ সুখ দুঃখময় সমুদায় বিকারী ভাব মধ্যে নির্ব্বিকার কূটস্থ অক্ষর ভাবে স্থিত আত্মাকে দর্শন করেন এবং তাহার সহিত আপনার একত্ব অনুভব করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা স্বভাবতঃ এরূপ অন্তর্দর্শী নহেন, তাঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতি যুক্ত হইয়া সাধনা বলে যোগদৃষ্টির উন্মেষ করিতে পারিলে; সেই দৃষ্টিতে আপনার স্বরূপ দেখিয়া অপরের মধ্যেও আপনাকে সেই স্বরূপে দর্শন করিতে পারেন—সর্ব্বাত্মদর্শী হইতে পারেন। এই যোগ সিদ্ধির দ্বারা তোমার সহিত সম্যক ভাবে আমি যুক্ত হইতে পারি, অপরের সহিত এইরূপে যুক্ত—একীভূত হইতে পারি। আমি যে সর্ব্বভূতান্তর্ভূত আত্মা, তাহা অনুভব করিতে পারি।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সা যোগী পরমো মতঃ॥

(গীতা—৬।২৯-৩২)

এইরূপে আমার 'প্রতিবোধ বিদিত' আত্মস্বরূপ যেমন জানিতে পারি, অনুভূতি বলে যোগস্থ হইয়া তোমার স্বরূপও সেই রূপ জানিতে পারি। আমি যখন আমাকে দেহ ব্যতিরিক্ত পুরুষরূপে জানিতে পারি, তখন তোমাকেও তোমার দেহ হইতে অসংস্পৃষ্ট অথচ দেহভাবে ভাবিত পুরুষরূপে জানিতে পারি। আমি যখন আমাকে দেহমধ্যে কূটস্থ অক্ষর পুরুষরূপে জানিতে পারি, তখন তোমাকে ও সেই প্রকার কূটস্থ অক্ষর পুরুষরূপে জানিতে পারি। এইরূপে তৃণকীটাদি হইতে সর্ব্বজীবে দেহপুর মধ্যে সেই একরূপ পুরুষের সন্ধান পাই, আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানের এই স্বতঃসিদ্ধ অনুভূতি অবাধিত, তাহা নিত্য সত্য। এই জ্ঞানে স্থিত হইলে আমরা—'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং' ইহা অনুভব করিতে পারি।

এইরূপে আমরা আমাদের মধ্যে এবং সর্ব্বভূত মধ্যে সেই পুরুষকে জানিতে পারি; কিন্তু আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান দ্বারা পুরুষের সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি, সেই জ্ঞান যথেষ্ট নহে। কারণ তাহাতে পুরুষের বহুত্বজ্ঞান দূরীভূত হয় না। ব্যষ্টি ভাবে প্রতি দেহ পুরে পুরুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ, দেশ কাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন। আমরা সুষুপ্ত অবস্থায় অথবা সাধনা দ্বারা জাগ্রৎ অবস্থায় যে কূটস্থ অক্ষর নিশ্চল নির্ব্বিকার স্বরূপে পুরুষকে জানিতে পারি, সে জ্ঞানও পরিচ্ছিন্ন। আমাদের বুদ্ধি এবং তাহার যে শুদ্ধ সাত্বিক জ্ঞানভাব

তাহাও দেশকালনিমিত্তসংখ্যারূপ উপাধিপরিচ্ছিন্ন। এজন্য প্রতি বিজ্ঞানময় কোষে অভিব্যক্ত পুরুষের স্বরূপ এই উপাধিহেতু পরিচ্ছিন্ন হয়; সাধারণতঃ নিদ্রাবস্থায় আমরা দেহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারি না এবং নিদ্রায় যে জাগরিত অবস্থার বীজ থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত হওয়ায় সেই একরূপ জাগরিত অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে বার বার আসিতে হয়। সর্ব্বাবস্থায় ব্যষ্টি পুরে অধিষ্ঠিত পুরুষের স্বরূপ পরিচ্ছিন্ন থাকে। তাহার অনন্ত, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ সান্ত, সসীম ও অপূর্ণ থাকে। তাহার সুখ অল্প, জ্ঞান অল্প, সত্তার স্ফুরণ অল্প এবং শক্তি অল্প থাকে—খণ্ডিত থাকে। সে এই অল্পের পরিবর্ত্তে ভূমাকে চায়—ক্ষুদ্রের পরিবর্ত্তে বিরাট্‌কে চায়—খণ্ডের পরিবর্ত্তে অখণ্ডকে চায়—অংশের পরিবর্ত্তে অংশীকে চায়,—সান্ত পরিচ্ছিন্ন ভাবের পরিবর্ত্তে অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন ভাব লাভ করিতে চায়। সে তাহার ব্যষ্টি-পরিচ্ছিন্ন পুর হইতে উত্থিত হইয়া অপরিচ্ছিন্ন ভূমাস্বরূপ লাভ করিতে চায়। সে পুরস্থ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থা অতিক্রম করিয়া তুরীয় অবস্থা অনুসন্ধান করে,—সে আপনাকে সর্ব্বভূতান্তর্ভূত আত্মা জানিয়া সর্ব্বভূতান্তরে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইতে চায়,—সর্ব্বভূত-ভাব মধ্যে আপনারই প্রকাশ দেখিতে চায়—সে সমষ্টিভাবে সর্ব্বপুরে জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্তি অবস্থায় তাঁহারই অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য অনুভব করিতে চায়। সে তখন রস-স্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রেমাকর্ষণ-বসে সকল পরকে আপনার করিয়া, সকলের মধ্যে আপনাকে অনুভব করিয়া, সর্ব্বত্র এক আত্মারূপে স্থাপন করিতে চায়। সে সকল পরিচ্ছেদ দূর করিয়া—সকল ব্যষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া—অপরিচ্ছিন্ন ভাবে সর্ব্বসমষ্টির মধ্যে ও বাহিরে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়—পুরুষরূপে সমুদায়কে আপনার দ্বারা পূর্ণ করিতে চায়। আমরা ব্যষ্টি-দেহপুরে আবদ্ধ থাকিয়াও আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে আমাদের এই মহান্ আদর্শের আভাস পাই, এবং প্রাণের মধ্যে তাহার আকর্ষণ স্পষ্টভাবে অনুভব করি। এই

আকর্ষণে মানুষ অপরকে ভালবাসে,—অপরের প্রতি আকৃষ্ট হয়,—অপরকে আপনার করিয়া লইতে চায়। এই আকর্ষণ যত প্রবল হয়—ততই মানুষ পরকে আপনার করিয়া লয়। এই প্রেমাকর্ষণের পূর্ণ অভিব্যক্তিতে মানুষ সেই পূর্ণ আদর্শের দিকে অগ্রসর হয়—সকলের মধ্যে সেই পূর্ণ পুরুষের অপূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পাইয়া সমভাবে সকলের প্রতি আকৃষ্ট হয়—সকলের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব করে।

এইরূপে আমরা সাধনাবলে আমাদের মধ্যে আমাদের পরম আদর্শ সর্ব্বান্তর্য্যামী সমষ্টিভাবে বিশ্বপুরে অধিষ্ঠিত পরম পুরুষের তত্ত্ব জানিতে পারি এবং সেই স্বরূপ লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারি। পুরুষের ইহাই পরমস্বরূপ,—ইহাই তাঁহার অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড অসীম ভূমাস্বরূপ—সর্ব্বদেহপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াও সর্ব্বাতীতস্বরূপ। তিনিই আমাদের প্রাপ্তব্য পরম পদ, তিনিই আমাদের আত্মার মধ্যে পরমাত্মাস্বরূপে—"অধ্যাত্মযোগাধিগম্য" (কঠ ২।১২)

সাধনাবলে এইরূপে মানুষের অন্তরাত্মা মধ্যে এই অনন্ত সদাপূর্ণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অনুভূতি অভিব্যক্ত হয় এবং সেই পরম আদর্শের সন্ধান পাইয়া, তাহাকে লাভ করাই সে তখন পরম পুরুষার্থ মনে করে। সে তখন আর অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার সে আদর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল হয়, ততই সে ব্যগ্র হইয়া সেই আদর্শ অভিমুখে যাইবার পথ অনুসন্ধান করে। বলিয়াছি ত, সেই আদর্শই আমাদের অনন্ত ভূমা,—সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমপুরুষ,—গীতায় তাঁহাকে উত্তম পুরুষ বলা হইয়াছে। তাঁহার তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

মানুষ যখন আপনার অপূর্ণ স্বরূপ জানিতে পারে, যখন তাহার অন্তরাত্মা, মধ্যে তাহার পূর্ণ আদর্শ উত্তম পুরুষের সন্ধান পায়, তখন তিনি তাহার অন্তরে স্বতঃ প্রকাশিত হন—স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে—'সত্যস্

সত্য' রূপে তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনুকম্পাপূর্ব্বক অভিব্যক্ত হন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥
(গীতা ১০।১১)

শ্রুতিতে আছে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"
(মুণ্ডক ৩।২।৩)

কোনরূপ বাহ্যপ্রমাণের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। আত্মার মধ্যে অন্তরাত্মারূপে তাঁহাকে সন্ধান করিতে হয়। শ্রুতি তাঁহাকে এইরূপে জানিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥" (কঠ—৫।১২)

যে যোগজ অনুভূতির দ্বারা আমরা আমাদের আত্মস্বরূপ জানিতে পারি,—যে যোগজ দৃষ্টির দ্বারা আমরা সর্ব্বভূতান্তর্ভূত আত্মাকে আপনার মধ্যে দেখিতে পাই,—সেই যোগজ অনুভূতির দ্বারা আমাদের আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপে পরম পুরুষ পরমাত্মা দর্শন করিতে পারি এবং তদনন্তর সর্ব্বত্র তাঁহাকে এবং সমুদায়কে তাঁহার মধ্যে দর্শন করি।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—যে শ্রেষ্ঠ যোগী অনন্তভক্তির দ্বারা পরম পুরুষকে ভজনা করে, সেই তাঁহার স্বরূপ জানিয়া তাঁহাকে লাভ করে।

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্॥

এইরূপে যোগদৃষ্টি উন্মেষের দ্বারা আমাদের আত্মাতে আমরা পরম আদর্শ, পরম প্রাপ্তব্য পরমপুরুষের সন্ধান পাই। শ্রুতি আমাদের মধ্যে আমাদের সেই পরমাদর্শ পরম বা উত্তম পুরুষের স্বরূপ দেখাইয়াছেন। আমরা যদি কখন এই ব্যষ্টি দেহপুর অতিক্রম করিয়া অশরীর হইতে পারি, এবং জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা অতিক্রম করিয়া তাহারও অতীত অবস্থা লাভ করিতে পারি, তখন আমরা অপরিচ্ছিন্ন ভূমাস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই।

ব্যষ্টি দেহরূপ পুর হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া অশরীর বা বিদেহ হইয়া পুরুষ ব্রহ্মভাব বা ঈশ্বর-ভাব লাভ করিলে যে কেবল তাঁহার নির্ব্বিশেষ আনন্দস্বরূপপ্রাপ্তি হয়, তাহা নহে, তিনি যে সবিশেষ ভাবেও আনন্দস্বরূপে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বকাম উপভোগ করেন, তাহাও শ্রুতিতে নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে,—

"ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাঽভ্যুক্তা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।" (২।১)

"স য এবং বিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্ আস্তে।" (৩।১০)

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে,—

"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ—"(৩।১৪।২)

নিদ্রাবস্থায় যখন স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনরূপ শরীরের অনুভূতি থাকে না, যখন অশরীর হওয়া যায় বা দেহমুক্ত হইয়া বিদেহ হওয়া যায়, তখন যেমন পুরুষের 'স্বপিতি' নাম শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ 'সম্প্রসাদ' নামও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে 'স্বপিতি' অর্থে স্ব-স্বরূপপ্রাপ্তি বা নির্গুণ কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম-ভাব প্রাপ্তি, আর 'সম্প্রসাদ' অর্থে সম্যক্ প্রসন্নভাব বা আনন্দস্বরূপ-প্রাপ্তি। ছান্দোগ্য শ্রুতি সম্প্রসাদ অবস্থায় পুরুষকে উত্তমপুরুষ বলিয়াছেন। এই সম্প্রসাদ অবস্থায় পুরুষ স্বীয় ব্যষ্টি দেহপুর হইতে উত্থিত হইয়া যে কোন দেহপুরে অথবা সমষ্টিভাবে বহু দেহপুরে বা সমুদায় দেহপুরে অধিষ্ঠিত হইয়া যথাকাম যথাসঙ্কল্প আনন্দ উপভোগ করেন, ইহাও উক্ত শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"এষ সম্প্রসাদ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমপুরুষঃ……তস্মাত্তেষাং সর্ব্বে চ লোকা আত্তাঃ সর্ব্বেচ কামাঃ, স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি ; সর্ব্বাংশ্চ কামান্॥"

(ছান্দোগ্য—৮।১২।৩,৬)

ইহার অর্থ পরে উত্তমপুরুষ-প্রসঙ্গে বিবৃত হইবে। ইহা হইতে জানা যায় যে, সুষুপ্তিতে সম্প্রসাদ অবস্থায় আমরা আমাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ সেই নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্মভাব অথবা সগুণব্রহ্মভাব অর্থাৎ উত্তম পুরুষ ভাব প্রাপ্ত হই। এই উত্তম পুরুষই পরমেশ্বর—সর্ব্বলোকের অন্তর্য্যামী —সর্ব্বলোকের প্রভু, শাস্তা, পাতা, নিয়ন্তা, সর্ব্বভোক্তা সকলের সাক্ষী,—ইহাই আমাদের পরমস্বরূপ। সুষুপ্তিতে এবং সমাধিতে আমরা এই অবস্থা প্রাপ্ত হই। এই অবস্থা হইতে প্রচ্যুত না হইলে আর ব্যষ্টি পুর গ্রহণ করিয়া তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে হয় না, তাহাই আমাদের প্রকৃত মোক্ষের অবস্থা—তাহাই আমাদের পরম প্রাপ্তব্য পরমপদ।

যাহা হউক এতত্ত্ব এস্থলে আর বিস্তারিতভাবে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই জানা যায় যে, সুষুপ্তি অবস্থায় দেহ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমাদের অন্তরাকাশস্থ ব্রহ্মপুরে সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বান্তরবর্ত্তী ভূমাস্বরূপ লাভ করিতে পারিলে, আমরা আমাদের সেই পরমাদর্শ পরমপুরুষস্বরূপ প্রাপ্ত হই। অবশ্য সাধারণতঃ নিদ্রাবস্থায় দেহ-বিনির্ম্মুক্ত না হইলে, এ ভাব লাভ হয় না। অথবা লাভ হইলেও জাগ্রদবস্থায় তাহার অনুভূতি থাকেনা। 'তে যথা তত্র ন বিবেকং লভন্তেঽমুষ্যাহং বৃক্ষস্য রসোঽস্মী-ত্যেবমেব খলু সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে' (ছান্দোগ্য ৬।৯।২)। আমরা বলিতে পারি যে জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের সেই উত্তম পুরুষভাবের অনুভূতি না থাকিলেও প্রজাপতির উপদেশে ইন্দ্রের সেই অনুভূতি উদ্বোধনের ন্যায় কখনও শ্রবণদ্বারা বিশেষতঃ সাধনাবলে যোগদৃষ্টি উন্মেষের দ্বারা বিশুদ্ধ নির্ম্মলজ্ঞানে সেই উত্তম পুরুষের স্বরূপ পরোক্ষভাবে জানিয়া সেই স্বরূপলাভ করিবার জন্য আমরা সাধনা করিতে পারি। আমাদের অন্তরাত্মা মধ্যে আমাদের পরম স্বরূপ সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করিতে না পারিলে, বাহ্য জগৎ মধ্য তাঁহাকে জানা যায় না।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে যিনি আমাদের পরম প্রাপ্তব্য পরম আদর্শ পরমস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমপুরুষই পরমেশ্বর সমষ্টিভাবে এই বিশ্বরূপ বিরাটদেহে বা পুরে অধিষ্ঠিত অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পরমপুরুষ। আমাদের অন্তরে তাঁহার স্বরূপ অনুভূতির দ্বারা যোগদৃষ্টির উন্মেষে আত্মস্থ তাঁহাকে দর্শন দ্বারা অপরোক্ষভাবে জানিতে পারি। আমার মধ্যে আমার স্বরূপের অনুভূতির দ্বারা যেমন তোমার স্বরূপ আত্মোপমায় অনুভব করিতে পারি এবং এইরূপে সর্ব্বভূত মধ্যে আমারই আত্মস্বরূপ যেমন অনুভব করিতে পারি এবং যোগবলে যেমন সর্ব্বভূতস্থ আত্মার সহিত একাত্মতা লাভ করিতে পারি, সেইরূপে আমার অনুভূতির দ্বারা এবং

যোগবলে সেই অনুভূতিকে স্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়া আমার অন্তরে প্রকাশিত পরমাত্মা পরম নিয়ন্তা অন্তর্যামী পুরুষোত্তমকে এ বিশ্বে সর্ব্বভূত মধ্যে অনুভব ও দর্শন করিতে পারি। তিনিই এ বিশ্বের স্রষ্টা পাতা নিয়ন্তা পরমেশ্বর পরমপুরুষ। সাধনাবলে আমাদের জ্ঞান যত শুদ্ধ সাত্ত্বিক বা নির্ম্মল হয়, ততই স্পষ্টরূপে তিনি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হন। শ্রুতি সেই পরমেশ্বরকে পরাৎপর পরমপুরুষরূপে জানিবার উপদেশ দিয়াছেন।

ঋগ্বেদীয় প্রসিদ্ধ পুরুষ-সূক্তে এই বিশ্বের আদি পুরুষের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। পরে তাহা ব্যাখ্যাত হইবে। এ স্থলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই। গীতায় পূর্ব্বে ১১।১১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা বিশ্বরূপ বিশ্বপুরুষের সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তার দু একটি স্থান উল্লেখ করিব মাত্র।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥"

(শ্বেতাশ্বতর—৩।১৪-১৫; ঋগ্বেদ ১০।৯০।১—২।)

"সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।
মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর—৩।১১-১২)

"এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" *
(ছান্দোগ্য ৩।১২।৬ ; ঋগ্বেদ ১০।৯০।৩)

"আদিত্যে পুরুষঃ ······ চন্দ্রে পুরুষঃ······
বিদ্যুতি পুরুষঃ·········আকাশে পুরুষঃ—
বায়ৌ পুরুষঃ·········অগ্নৌ পুরুষঃ—
অপ্সু পুরুষঃ·········আদর্শে পুরুষঃ
দিক্ষু পুরুষঃ·········ছায়াময়ঃ পুরুষঃ···
আত্মনি পুরুষঃ এতমেবাহ···ব্রহ্মোপাসে॥"
(বৃহদারণ্যক—২।১।২—১৩)

"স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসৌ আদিত্যে।" স একঃ।
(তৈত্তিরীয়—৩।২০)

"বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ—(মুণ্ডক—২।১।৫)
পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম।
তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্॥
এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য।
(মুণ্ডক—২।১।১০)

---

* ছান্দোগ্যোপনিষদের এই মন্ত্রের (৩।১২।৬) শাঙ্করভাষ্য উদ্ধৃত হইল :—
"তাবানস্য গায়ত্র্যাখ্যস্য ব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিভূতিবিস্তারঃ······
অথ তস্মাৎ বিকারলক্ষণাৎ গায়ত্র্যাখ্যাৎ বাচারম্ভণমাত্রাৎ ততো জ্যায়ান্ মহত্তরশ্চ পরমার্থসত্যরূপোঽবিকারঃ পুরুষঃ পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ পুরি শয়নাচ্চ। তস্যাস্য পাদঃ সর্ব্বাণি সর্ব্বাণি ভূতানি তেজোঽবন্নাদীনি স্থাবরজঙ্গমানি। ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যাং সমস্তস্য গায়ত্র্যাত্মনো দিবি দ্যোতনবতি স্বাত্মনি অবস্থিতমিত্যর্থঃ (১)।

"...ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত।
...স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে॥"

(প্রশ্ন—৫।৫।)

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ।"

(বৃহদারণ্যক—১।৪।১)

শ্রুতি এইরূপে নানাস্থানে পরমেশ্বরকে পরম পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হইতে এবিশ্বে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, সেই ব্রহ্মকে শ্রুতি এ বিশ্বসম্বন্ধে অন্তর্যামী নিয়ন্তা পরমাত্মা পরমপুরুষরূপে উপদেশ করিয়াছেন। গীতার একাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বরের এই বিরাট বিশ্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। এই বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপ পরমপুরুষের দিব্য বা যোগদৃষ্টির দ্বারা এই বিশ্বপুরে বিরাট পুরুষরূপে দর্শন লাভ হয়। তাহার তত্ত্ব উক্ত অধ্যায়ে ব্যাখ্যাশেষে বিবৃত হইয়াছে। এস্থানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পরে আত্মপুরুষ প্রসঙ্গে পরমেশ্বরের এই পুরুষভাব আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বেদান্ত শাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। তিনি একমাত্র সৎ, ঋগ্বেদে আছে, "একং সৎ বিপ্র বহুধা বদন্তি"। তাঁহা হইতেই এ বিশ্বের অভিব্যক্তি হয়। একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই সমুদায় জানা যায়। তিনিই একমাত্র জ্ঞেয়। (গীতা ১৩।১২)

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, তিনিই একমাত্র জ্ঞাতা, আমাদের জ্ঞানে যে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাব অভিব্যক্ত হয়, এ উভয়ই ব্রহ্ম। "অহং ব্রহ্মাস্মি" এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহার দ্বারা আমাদের বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত 'অহম্' ও 'ইদম্' সমুদায়কে শ্রুতি একই সৎ ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্ভূত বলিয়াছেন। এ সৃষ্টি সম্বন্ধে পরমব্রহ্ম জীবভাব-যুক্ত হউন অথবা তাঁহার প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত বহুরূপ পুরে অথবা পুরুষরূপে সমষ্টি বা ব্যষ্টিভাবে অবস্থিত হউন, তিনি একমাত্র সৎ—ব্রহ্ম। জীবভাব বা পুরুষভাব তাঁহা হইতে উৎপন্ন নহে। তাহা ব্রহ্ম হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন নহে।

যাহা অসৎ তাহার কোন ভাব থাকে না—সৎও ভাব বিনা থাকেনা। প্রত্যেক ভাবাবর্ত্তের কেন্দ্র বা আধাররূপে সৎ স্বরূপ ব্রহ্ম সেই এক নিত্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। (গীতা ২।১৬)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে যিনি সৎ, তিনি যে এক অব্যয়ভাবে স্থিত হইয়াও সৃষ্টিতে বহুবিকারিভাবে নানাবিধ ভাবযুক্ত হইয়া বিদ্যমান থাকেন ও ভিন্ন ভিন্নভাবে নানারূপে অধিষ্ঠিত থাকেন, আর বিভক্তের ন্যায় হইয়া ভিন্নবৎ প্রতীত হ'ন। এই হেতু ব্যষ্টি পুরে অধিষ্ঠিত সৎস্বরূপ পুরুষকে ভিন্ন বোধ হয়। এজন্য ব্যাবহারিকভাবে—সংসার-দশায় জীব বা পুরুষ বহু হইলেও এ বহুত্ব পরমার্থতঃ সত্য নহে। ব্রহ্মই এক, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় ভূতগণের মধ্যে অবস্থিত থাকেন,—

"অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্"

(গীতা—১৩।১৬।)

সুতরাং পুরুষ পুরভেদে বা ভাবভেদে ভিন্নবৎ হইলেও সৎস্বরূপে পুরুষ ব্রহ্মই। বেদান্ত অনুসারে ঈশ্বর-স্বরূপেই হউন, আর জীব-স্বরূপেই হউন, পুরুষ পরমার্থতঃ একই—ভিন্ন নহে। আমরা পূর্ব্বে জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যাহা হউক সাংখ্য ও যোগদর্শনে বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে এবং বেদান্তদর্শনে অদ্বৈতবাদ ব্যতীত অন্যবাদ অনুসারেও এই বহু পুরুষবাদ এক অর্থে গৃহীত হইয়াছে। ব্যাবহারিক অর্থে সংসার-দশায় যতদিন আমরা ব্যষ্টি দেহরূপ পুরে আবদ্ধ থাকি এবং আমাদের পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করি, ততদিন বহু পুরুষবাদ গ্রাহ্য হইলেও পারমার্থিক অর্থে যে তাহা সত্য নহে, তাহা বেদান্তশাস্ত্র সমন্বয়পূর্ব্বক জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বে জীব-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাংখ্যদর্শনের পুরুষবাদ ও বেদান্ত দর্শনের

ত্মা বা ব্রহ্মবাদ সমন্বয় করিয়া গীতোক্ত পুরুষতত্ত্ব বুঝিতে হয়। সাংখ্যতে দুই নিত্য তত্ত্ব—পুরুষ ও প্রকৃতি। অবিবেকহেতু প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইতে পুরুষ দেহবদ্ধ হইয়া জীব হ'ন। জীব বহু, এজন্য সাংখ্যদর্শনে বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যকারিকায় আছে;—

"জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব (কারিকা ১৮)

সাংখ্যদর্শনে আছে,—

"জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।"—(সাংখ্যসূত্র ১।১৪১।)
"পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ।"—(ঐ ৬।৪৫।)
"ব্যক্তিভেদঃ কর্ম্মবিশেষাৎ।"—(ঐ ৩।১০।)

এই কারিকা ও সূত্র হইতে বদ্ধ পুরুষই যে বহু, কেবল তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। কিন্তু যখন পুরুষ মুক্ত হ'ন—'দেহ ব্যতিরিক্ত' স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, সর্ব্বগত হ'ন,—জন্মমরণ অতিক্রম করেন, কোনরূপ দেহ সম্বন্ধ থাকে না, কোন কর্ম্মবিশেষের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, তখন সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে পুরুষ স্বরূপতঃ অর্থাৎ মুক্তাবস্থায় এক কি বহু তাহা জানা যায় না। কারণ প্রাচীন সাংখ্যগ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। কারিকায় (১১ শ শ্লোকে) আছে—"একমব্যক্তম্ তথা চ পুমান্।" ইহার ভাষ্যে গৌড়পাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পুরুষ একই 'তথা পুমানপ্যেকঃ'। ব্যক্ত বা প্রকৃতির বিকৃতি বহু, কিন্তু অব্যক্ত বা মূল-প্রকৃতি এক এবং পুরুষও এক। সাংখ্যতত্ত্বসমাসে বহু পুরুষ সূত্রিত হয় নাই। সুতরাং পুরুষের একত্ববাদ সম্ভবতঃ প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। *

* এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার তাঁহার "The six systems of Indian Philosophy." গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল;—

"If the Purusha was meant as absolute, as eternal immortal

এই জীবভাবে বদ্ধ পুরুষ বা আত্মা যে বহু, তাহা বেদান্তেও স্বীকৃত, কিন্তু প্রকৃতিমুক্ত হইয়া পুরুষ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, জ্ঞ-স্বরূপে স্থিত হইলে, স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হইলে, সেই মুক্তপুরুষ—এক কি বা বহু, তাহা সাংখ্য-দর্শনে কোথায় স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। তবে বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রভৃতি সাংখ্য পণ্ডিতগণ মুক্ত পুরুষেরও বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু যেখানে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভেদক বা দেশ কাল* প্রভৃতি পরিচ্ছেদক কোনও রূপ লিঙ্গ না থাকে, সে স্থলে ভেদকল্পনা নিরর্থক। মুক্ত পুরুষ বিভু সর্ব্বগত; যাহা বিভু, তাহা বহু হইতে পারে না; তাহার পরিচ্ছেদক কোন সংখ্যা হইতে পারে না। আরও এক কথা, যখন অবিবেকহেতু পুরুষ প্রকৃতিবদ্ধ হয়—ইহা সাংখ্যদর্শনে স্বীকৃত, তখন সেই অবিবেক হেতুই একই পুরুষ বহু পুরুষভাবে বদ্ধ হয়। ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত নহে। *

---

and unconditioned, it ought to have been clear to Kapila that the plurality of such a Purusha would involve its being limited, determined or conditioned and would render the character of itself contradictory.......many Purushas from the metaphysical point of view, necessitate the admission of one Purusha.......Because if the Purushas were supposed to be many they would not be Purushas and being purusha they would by necessity cease to by many."

* সংসারাবস্থায় জীবে জীবে ভেদ থাকিলেও, জীবে, ঈশ্বরে ভেদ থাকিলেও, পারমার্থিক অর্থে যে কোন ভেদ নাই, তাহা শঙ্কর বিশেষ ভাবে বুঝাইয়াছেন। বেদান্তদর্শনের ১।২।৬ সূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন :—"সত্য সত্যই পরমাত্মা ভিন্ন অন্য আত্মা নাই; পরন্তু সেই একই পরমাত্মা দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিরূপ উপাধির দ্বারা পরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞানীর নিকট শারীর (জীব) এই কাল্পনিক আখ্যা লাভ করেন। যেমন আকাশ এক ও অপরিচ্ছিন্ন হইলেও ঘটাদি উপাধির যোগে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবভাস প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যত দিন না 'আমি পরমাত্মা" এতদ্রূপ একাত্ম বিজ্ঞান জন্মে, তত দিন কথিত প্রকার ভেদবুদ্ধি-জনিত কর্তৃত্বাদিব্যবহার অবিরুদ্ধ থাকে। একাত্ম বিজ্ঞান উদিত হইলে, বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি যাবৎ ব্যবহার সমস্তই তিরোহিত বা সমাপ্ত হয়।

(পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ।)

পঞ্চাশৎ অধ্যায়।

সাংখ্যের যাহা পুরুষ বেদান্তের তাহাই আত্মা। আত্মা যেমন অবিদ্যা-বদ্ধ হইয়া বহু জীব হ'ন, সেইরূপ একই পুরুষ প্রকৃতিজ বহু দেহের সান্নিধ্যে সেই দেহভাবে বদ্ধ হইয়া বহু হ'ন। অতএব বলা যায় যে, যতদিন অবিবেক হেতু এই দেহ সংযোগ থাকে; ততদিন পুরুষ বহু থাকে। মুক্তাবস্থায় এই বহুত্ব থাকে না। বহু মুক্ত পুরুষ স্বীকারে শ্রুতি বিরোধ হয়, ইহা বলা যাইতে পারে। *

গীতায় ক্ষর, অক্ষর ও উত্তমভেদে পুরুষকে ত্রিবিধ বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু পুরুষ যে বহু, এ কথা কোথাও উক্ত হয় নাই। গীতায় সাংখ্য ও বেদান্তের সমন্বয়পূর্ব্বক পরমার্থতঃ এক পুরুষবাদ ও ব্যবহারতঃ বা সংসারদশায় বহু পুরুষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে জীবসম্বন্ধে আমরা বেদান্তের প্রতিবিম্ববাদ বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। জীবই পুরুষ; সুতরাং পুরুষ সম্বন্ধে বেদান্তঅনুসারে এই প্রতিবিম্ববাদই গ্রাহ্য। প্রতিবিম্ববাদ বুঝাইবার জন্য বলা হয় যে, একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন পাত্রস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা বিভিন্নপুরে অবস্থিত হইয়া সেই পুরের বিভিন্নভাবে ভাবিত

---

* এই একাত্মবাদ বা একপুরুষবাদ মহাভারতে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বেদান্ত দর্শনের ২।১।১ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে উল্লিখিত আছে; তাহা এই ;—

"পুরুষ এক কি বহু" মহাভারত এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া "সাংখ্যের ও যোগের মতে পুরুষ বহু" এইরূপ পরকীয় পক্ষের উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডনার্থ "বহু পুরুষের (পুরুষাকার শরীরের) উৎপত্তিস্থান সেই বিরাট পুরুষ যেরূপে হ'ন, আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি।" এইরূপে প্রস্তাবারম্ভ করিয়া বলিয়াছেন ;—"ইনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্যের আত্মা—ইনি সমস্ত আত্মার সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা। ইনি কুত্রাপি কাহারও দৃষ্টিপাত-জ্ঞানের গোচর হন না। ইনিই বিশ্বমস্তক, বিশ্ববাহু, বিশ্বপদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক। ইনি এক অদ্বিতীয় স্বাধীন-প্রকাশ স্বেচ্ছাবিহারী ও সকল ভূতে বিরাজমান। এই ভারতীয় বাক্যেও একাত্মবাদই নির্ণীত ও নানাত্মবাদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রুতিতেও স্পষ্ট একাত্মবাদ কথিত হইয়াছে।"

হইয়া বিভিন্ন পুরুষরূপে প্রতীয়মান হ'ন। বাস্তবিক পুরুষ একই,—"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসৌ আদিত্যে স একঃ"—(তৈত্তিরীয় ৩।১০) ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

গীতাতে এতদনুসারে উক্ত হইয়াছে,—

"যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত।" (১৩।৩৩।)

গীতায় আরও উক্ত হইয়াছে যে, প্রতিক্ষেত্রবেত্তা ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ পৃথক্‌ভাবে প্রতীয়মান হইলেও পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে সর্ব্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জানিতে হইবে।—

"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" ১৩।২)

বেদান্তশাস্ত্রে এই একত্ব বুঝাইবার জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটমঠাদি বিভিন্ন উপাধিতে স্থিত হইয়া ঘটাকাশ মঠাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একই ব্রহ্ম বিভিন্ন পুররূপ উপাধিতে স্থিত হইয়া বিভিন্ন পুরুষরূপে প্রতীয়মান হ'ন। গীতাতেও এইরূপ দৃষ্টান্ত উক্ত হইয়াছে ;—

"যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥" (১৩।৩২।)

গীতায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

"যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়॥"

অর্থাৎ আকাশ হইতে অভিব্যক্ত বায়ু (আকাশাৎ বায়ুঃ ইতি তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ)"-আকাশেই স্থিত হইয়া যেমন সর্ব্বত্র স্বাধীনভাবে বিচরণ করে, সেইরূপ সর্ব্বভূত পরমপুরুষ পরমেশ্বর হইতে অভিব্যক্ত হইয়া, তাঁহাতেই থাকিয়া যেন স্বাধীনভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করেন।

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই প্রকৃতিজ গুণ ভোগ করেন ও গুণসঙ্গ হেতু তাঁহার সদসৎ যোনিতে জন্ম হয়। কিন্তু স্বরূপতঃ এ দেহস্থিত হইয়াও দেহের অতীত তিনি পরমাত্মা মহেশ্বর। (১৩।১৯-২২)।

পরমপুরুষ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে স্থিত অথচ স্থিত নহেন এবং তিনি ভূতভর্ত্তা, ভূতস্থ. ভূতভাবন হইয়াও ভূতস্থ নহেন। ইহাই পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য অচিন্ত্য ঐশ্বরীয় যোগ (গীতা ৯।৪ ৫)। যেমন একই সূর্য্য ঘট-শরাবাদি বিভিন্ন পাত্রগত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া সেই জলে স্থিত হইলেও তিনি স্বরূপতঃ তাহার অতীত, সেইরূপ পরমপুরুষ পরমেশ্বরও ভূতস্থ হইয়াও ভূতস্থ নহেন। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেই একই পুরুষ প্রকৃতিজ বহুভূতভাবের মধ্যে স্থিত হইয়া বহু পুরুষরূপে প্রতীয়মান হইলেও পরমার্থতঃ সেই সমুদায় ভূতভাবের সহিত অসম্বদ্ধ, তাঁহার দ্বারাই ও তাঁহাতেই সমুদায় ভূতভাব বিধৃত। গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষে এই এক পুরুষবাদ অতিস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।—

"যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"
(১৩.৩০—৩১)

একই পুরুষ বহুপুরে বা শরীরে স্থিত হইয়া বহু পুরুষ বা জীব রূপে দৃষ্ট হইলেও তিনি স্বরূপতঃ এই সকল বিভিন্ন শরীরের বিকারী ভাবের দ্বারা লিপ্ত হন না—তিনি কিছু করেন না। যে পুরুষ আপনার স্বরূপ এইরূপে জানিতে পারে, সে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপে অবস্থিত

হয়। এই সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহা উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এই পুরুষ দেহ বা জীবভাবে ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ এক এবং নিত্য সর্ব্বগত অব্যয়, অজ, পুরাণ ও বিকারী এবং বিনাশী দেহের সহিত অসংস্পৃষ্ট, তাহা গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তাহা বিবৃত করিয়াছি। এইরূপে গীতায় সর্ব্বত্র পরমার্থতঃ পুরুষের একত্ববাদ স্থাপিত হইয়াছে। তবে এ অধ্যায়ে একই পুরুষ বিভিন্ন ভূতভাবযুক্ত পুরে স্থিত হইয়া এ লোকে ক্ষর বা অক্ষর হন এবং সেই ব্যষ্টি পুরস্থ ভাব হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম বা উত্তম স্বরূপ লাভ করিতে পারে; সেই ত্রিবিধ পুরুষতত্ত্ব—সেই একই পুরুষের উপাধিভেদে এই ত্রিবিধ অবস্থা-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ পুরুষের কথা পরে বিবৃত হইবে।

এইরূপে পুরুষ-তত্ত্ব বুঝিতে হয়। আমরা এস্থলে আরও বলিতে পারি যে, সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র সমন্বয় করিয়া গীতোক্ত প্রকৃতি পুরুষ-জ্ঞান বা ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান লাভ করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্য শাস্ত্র অনুসারে প্রকৃতি, পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; প্রকৃতি স্বতন্ত্র—স্বাধীন। যেমন বৎসের জন্য মাতৃদেহ হইতে দুগ্ধ স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয়, সেইরূপ অবিবেকী পুরুষের ভোগার্থ প্রকৃতি স্বতঃপ্রবর্ত্তিত হয়। প্রকৃতি আপনা হইতে শরীর ক্ষেত্র বা পুর উৎপাদন করিয়া, তাহাতে অবিবেকী পুরুষকে বদ্ধ করে। কিন্তু বেদান্ত অনুসারে প্রকৃতি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে। তাহা পুরুষেরই পরাশক্তিমাত্র। অনন্ত চিদানন্দস্বরূপ পুরুষ তাঁহার সৎস্বরূপে—চিৎস্বরূপে ও আনন্দস্বরূপে লীলাবিলাস জন্য স্বভাবতঃ স্বশক্তি বা অচিন্ত্য সামর্থ্য দ্বারা স্বপ্রকৃতি হইতে অসংখ্য দেহরূপ পুর বা উপাধি সৃষ্টি করিয়া, দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছেদের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া—তাহাদের মধ্যে আত্মারূপে

অবস্থিত থাকেন এবং সেই সমুদয় পুরে নানারূপ ত্রিগুণজ ভাবের অভিব্যক্তি করিয়া সেই বিভিন্ন ভাবকে নিয়মিত করিয়া তাহা উপভোগ করেন, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

সাংখ্য মতে অবিবেক হেতু পুরুষ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণবিপরীত ধর্ম্মযুক্ত প্রকৃতিতে অথবা প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত বিশেষ লিঙ্গশরীরে বা সূক্ষ্ম দেহরূপ পুরে বদ্ধ হন এবং সেই লিঙ্গদেহস্থ বুদ্ধির বিশেষ সাত্ত্বিক ভাব রূপজ্ঞানে প্রকৃতি-বিবিক্ত আপনার স্বরূপ জানিয়া প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া কৈবল্য লাভ করেন ও প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ভাবে অবস্থান করেন। ইহাই তাঁহার পরমপুরুষার্থ। কিন্তু বেদান্তমতে পুরুষ যে ব্যষ্টি শরীরে বা পুরে আবদ্ধ থাকেন, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সেই দেহ হইতে বা তাহাতে অভিব্যক্ত জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতে সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বক্ষেত্রে অবস্থিত তাহাদের অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা পরমাত্মায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। এমন কি, সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প হইয়া যথেচ্ছ ক্ষেত্র উৎপাদন করিয়া তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক কামচারী হইয়া, স্বীয় আনন্দস্বরূপের চরিতার্থতা-সাধনার্থ যে কোন লোক উপভোগ করিতে পারেন। এই অবস্থায় পুরুষ যে পরম বা উত্তম ভাব প্রাপ্ত হন,—পরমেশ্বর-ভাবে ভাবিত হন,—তাঁহার সাধর্ম্ম্য লাভ করেন,—প্রকৃতির নিয়ন্তা অধিষ্ঠাতা হন; তিনি প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন না—ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাংখ্য দর্শনেও পুরুষের এই অবস্থা কতকটা স্বীকৃত হইয়াছে। সাধনা সিদ্ধ হইয়া এ অবস্থা লাভ করিলে, পুরুষ সিদ্ধেশ্বর, সর্ব্ববিৎ ও সর্ব্বকর্ত্তা হন। কিন্তু সে অবস্থা পুরুষের প্রকৃতিলীন অবস্থা—প্রকৃতির অধীন অবস্থা। সুতরাং তাহা পরম পুরুষার্থ নহে। সাংখ্যমতে প্রকৃতিমুক্তিই পরমপুরুষার্থ। সাংখ্যমতে এই সিদ্ধেশ্বরগণ সর্ব্বভূতান্তর্ভূত আত্মা হইলেও সকলের সুখ-দুঃখ তাঁহাদের অনুভব করিতে হয়, এজন্য তাঁহারা দুঃখমুক্ত হইতে পারেন না। সুতরাং এ সিদ্ধি সাংখ্যজ্ঞানীর প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু শঙ্কর দেখাইয়া-

ছেন যে সুখদুঃখাদি দেহের ধর্ম্ম। দেহবদ্ধ জীব তাহা অনুভব করেন, যিনি দেহমুক্ত হইয়া ঈশ্বর ভাব লাভ করেন, তিনি এই অবিদ্যাজনিত সুখদুঃখদ্বারা স্পৃষ্ট হন না। তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা হইয়াও নিত্য আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করেন। বেদান্ত মতে যখন প্রকৃতি পুরুষেরই পরা শক্তি, তখন পুরুষ তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না—তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না। কেননা শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। তবে কারণাবস্থায় শক্তি তাঁহাতে সূক্ষ্ম বীজভাবে লীন থাকে এবং কার্য্যাবস্থায় তাহা নানারূপে অভিব্যক্ত হয়। বেদান্তোক্ত এই তত্ত্ব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, স্বরূপতঃ বা পরমার্থতঃ প্রকৃতি পুরুষ মধ্যে বা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ মধ্যে বা অনাত্মা আত্মা মধ্যে অথবা জ্ঞেয় জ্ঞাতা মধ্যে কোন ভেদ নাই। সমুদায়ই ব্রহ্ম। আমাদের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে যে ভেদ লক্ষিত হয়, তাহা ব্যাবহারিক —তাহা মায়িক বা অবিদ্যামূলক। সাগরে বীচিতরঙ্গ ফেন বুদ্বুদাদির লীলাবৈচিত্র্যের ন্যায় ব্রহ্মে পুরুষ প্রকৃতির বিবিধ বিচিত্র লীলায় ব্রহ্মে পরমার্থতঃ কোন ভেদ হয় না; একমাত্র সৎ কারণে বিচিত্র কার্য্যের অভিব্যক্তি হইলেও কার্য্য কখনও কারণ হইতে পৃথক থাকে না। কার্য্য-কারণের এই অভেদবাদ বেদান্তের সৎকারণবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব আমাদের সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞানে পুরুষ প্রকৃতির যে ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই জ্ঞান অতিক্রম করিয়া পুরুষ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম স্বরূপে অবস্থান করিতে পারিলে ব্রহ্মের স্বরূপ যে পরম জ্ঞান প্রকাশিত হয় সেই জ্ঞানে পুরুষ ও প্রকৃতি মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। এইরূপে বেদান্ত শাস্ত্র হইতে পুরুষপ্রকৃতি ভেদাভেদ জ্ঞান লাভ করিতে হয়।

গীতা হইতে আমরা এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ বা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিবেক জ্ঞান লাভ করিয়া সেই এক পুরুষের তত্ত্ব জানিতে পারি। গীতায়

ক হইয়াছে যে, নির্ম্মল জ্ঞানে একমাত্র জ্ঞেয় পরম ব্রহ্ম (গীতা ২৩।১২) নাদি পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বকে সে জ্ঞেয়, ব্রহ্ম তত্ত্বের অন্তর্ভূতরূপে জানিতে য় (গীতা ১৩।১৯)। পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত। প্রকৃতি স্বাধীন বা তন্ত্র নহে। পরমপুরুষ পরমেশ্বর সম্বন্ধে প্রকৃতি তাঁহার স্বভূত, তাঁহারই ধীন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি তাঁহারই। পরা ও অপরা-ভেদে তাঁহার এই প্রকৃতি দ্বিবিধ। তাঁহার অপরা প্রকৃতি আট প্রকার; । দ্ধি অহঙ্কার মন ও পঞ্চমূলভূত ইহার অন্তর্গত। তাঁহার পরা প্রকৃতি মুখ্যপ্রাণ” জীবভূত হইয়া জগৎ ধারণ করে (গীতা—৭।৪-৫)। ই উভয় প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি এবং ভগবান্ সমুদায় জগতের প্রভব ও লয়ের কারণ (গীতা—৭।৬)। প্রকৃতি হইতে যে সর্ব্বভূতাশয়ের ৎপত্তি হয়, ভগবান্ তাহাতেই স্থিত আত্মা (গীতা—১০।২০)। গবানের অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি সচরাচর জগৎ প্রসব করেন, এ জগৎ াহার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় (গীতা ৯।১০)। তিনি স্বীয় প্রকৃতিতে ধিষ্ঠিত হইয়া বার বার এ জগতের সৃষ্টি ও লয় করেন। প্রলয়ে ভূতগণ ই প্রকৃতিতেই অবশভাবে লীন থাকে এবং সৃষ্টিকালে এই প্রকৃতি ইতে অভিব্যক্ত হয়। এই যে সর্ব্বভূতযোনি প্রকৃতি ইহাই ব্রহ্ম। ভগবান্ লিয়াছেন, মহদ্‌ব্রহ্ম তাঁহার যোনি; তাহাতে তিনি গর্ভ-নিষেক করেন লিয়া সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হয় (গীতা—১৪।৩)। সুতরাং যে পরা ও পরা প্রকৃতি সর্ব্বভূতযোনি, তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

সাংখ্য শাস্ত্র যেমন প্রকৃতি বা প্রধানকে অব্যক্ত বলিয়াছেন, সেইরূপ গীতাও এই প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন, অব্যক্ত হইতে সৃষ্টিকালে সমুদায় ব্যক্ত হয় এবং লয়কালে তাঁহাতেই লীন হয় (গীতা ৮।১৮)। কিন্তু এই অব্যক্ত বা প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত ব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। কেননা, ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বা অধ্য-ক্ষতা ব্যতীত প্রকৃতির কোন স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব নাই। গীতানুসারে এই

অব্যক্ত, ব্যক্ত-সমুদায়ের উপাদান কারণ। শ্রুতিতে এই অর্থে অব্যক্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। কঠশ্রুতিতে আছে 'অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ'—৩।১১। ইহার ভাষ্যে এবং বেদান্তদর্শনের ১।৪।১-৭ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, এই শ্রুত্যুক্ত অব্যক্ত সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা প্রধান হইতে ভিন্ন। ইহা ভূতসূক্ষ্মরূপ জগতের উপাদান কারণ অথবা ইহা পুরুষের সূক্ষ্ম বা কারণশরীর। ইহা পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন নহে। তবে পুরুষ ইহা হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ।

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, এই ব্যক্ত সমুদায় ক্ষর বিকার পরিণামী ও বিনাশী ভাব মাত্র এবং তাহার কারণ যে অব্যক্ত, তাহাও পরিণামী বলিয়া ক্ষর-ভাব-যুক্ত। আর সমুদায় ক্ষর ভাবের অন্তর্ভূত যে পরম সনাতন অক্ষর অপরিণামী ভাব, যাহার উৎপত্তি নাশ নাই তাহা অব্যক্ত হইতেও অব্যক্ত। তাঁহাকে পরম পুরুষ বলা যায়, তাঁহার পরম ভাবকে পরম ব্রহ্ম বলা যায় (গীতা ৮।২০-২২)। এজন্য এ অব্যক্ত হইতে পুরুষ পর বা শ্রেষ্ঠ। অতএব শ্রুতি অনুসারে প্রপঞ্চাতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বে পুরুষ-প্রকৃতি-ভেদ না থাকিলেও প্রপঞ্চ সম্বন্ধে এই ভেদ অনাদি সিদ্ধ এবং অব্যক্ত বা অব্যাকৃত প্রকৃতি এবং তাহা হইতে কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত সমুদায় ব্যক্ত শরীর (পুর) অপেক্ষা তদধিষ্ঠিত পুরুষ শ্রেষ্ঠ তাহার অতীত। বিবেক জ্ঞানের জন্য শ্রুতি হইতে পুরুষ প্রকৃতি এই ভেদাভেদ তত্ত্ব বুঝিতে হয়। এই জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃতি পুরুষ তাহাদের কারণরূপে অনাদি তত্ত্ব হইলেও এবং সৃষ্টিতে ভেদ থাকিলেও পরম তত্ত্ব ব্রহ্মে তাহাদের অভেদ বা একত্ব সিদ্ধান্ত করিতে হয়। এই গীতোক্ত পুরুষতত্ত্বের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে প্রকৃতির সহিত পুরুষের এই ভেদাভেদ সম্বন্ধ বিশেষ ভাবে বুঝিতে হয়। এজন্য এ তত্ত্ব পূর্ব্বে অয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইলেও এস্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইল।

যিনি মুমুক্ষু, পরম পুরুষার্থ কি তাহা জানিতে চাহেন, তাঁহার

প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এ পুরুষ-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রকৃতি বিবিক্ত পুরুষের স্বরূপ অথবা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর বা পুরে অধিষ্ঠিত সেই শরীর ব্যতিরিক্ত পুরুষের স্বরূপ বিশেষ রূপে না জানিলে, পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধি সম্ভব হয়না; এজন্য মোক্ষশাস্ত্রে এই পুরুষতত্ত্ব নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। আমরা বলিতে পারি যে, বেদান্ত ও সাংখ্য-শাস্ত্র আমাদের মূল মোক্ষশাস্ত্র। এজন্য এই পুরুষতত্ত্ব বেদান্তশাস্ত্রে অর্থাৎ বিভিন্ন উপনিষদে ও সর্ব্বোপনিষদের সার গীতায় এবং সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হইয়াছে এবং ইহা বেদান্ত ও সাংখ্যযোগদর্শন হইতে পরবর্ত্তী স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত হইয়াছে। আমাদের দেশের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত এই পুরুষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত সাংখ্যযোগ দর্শনব্যতীত আমাদের বা অন্য কোন দেশের কোন দর্শন শাস্ত্র হইতে এ পুরুষ তত্ত্ব জানা যায় না। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে যে আত্মা প্রমেয় দ্রব্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে পুরুষ-তত্ত্ব জানা যায় না এবং পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন হইতে এ পুরুষ-তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় না। বিভিন্ন নাস্তিক দর্শন হইতে নিত্য বিভু সর্ব্বগত চেতন আত্মার স্বরূপ জানা যায় না, এবং এ সকল দর্শনে দেহ হইতে পৃথক্ আত্মা বা পুরুষের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দর্শনে কোথাও এ বেদান্তোক্ত পুরুষ-তত্ত্ব সম্যগ্রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যক্তি-(Person) বাদ এই পুরুষ-বাদের কতকটা অনুরূপ হইলেও তাহার সহিত ইহার বিশেষ ভেদ আছে। * সুতরাং সর্ব্বদর্শন শাস্ত্র মধ্যে এই পুরুষ-বাদ সাংখ্য বেদান্ত

---

* পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রে আমাদের শাস্ত্রোক্ত এই পুরুষ-বাদ—'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং'—এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে তাহার যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা এ স্থলে পাশ্চাত্য দর্শন হইতে সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য দর্শনে যে Person শব্দ আছে, তাহাই পুরুষের প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। কিন্তু person শব্দের অর্থ, পুরুষ ঠিক সেই অর্থ নির্দেশ করে না। যাহারা অর্থযুক্ত শব্দ দ্বারা আপনার

শাস্ত্রেই বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও বিশদ ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতা এই পুরুষতত্ত্ব বিশেষতঃ পরমেশ্বরের উত্তম পুরুষত্ব আরও বিশদ ভাবে

মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে, সেই সকল মানুষকেই কেবল Person বলে। ইহাই Personএর মূল ধাতুগত অর্থ, (per—thugh onne sovnd) কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে, পুরুষের অর্থ ইহা অপেক্ষা ব্যাপক। সর্ব্বরূপ পুরে বা সর্ব্ব জীবদেহে যিনি অধিষ্ঠিত অথচ দেহ হইতে ভিন্ন, তিনিই পুরুষ। তিনি জীবভূত আত্মা। কিন্তু পাশ্চাত্য দর্শন অনুসারে জীব মধ্যে কেবল মানুষকেই Person বলা হয়। পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বত্র মানুষকে ইতর প্রাণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা হইয়াছে। কেবল মানুষেরই আত্মা আছে। মৃত্যুর পর কেবল তাহারই আত্মা অমরত্ব লাভ করে, অন্য সমুদায় জীব মৃত্যুতে একেবারেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এজন্য আমাদের শাস্ত্রের জীবতত্ত্বের কোনরূপ আভাস পাশ্চাত্য দর্শনে পাওয়া যায় না এবং আমাদের শাস্ত্রোক্ত পুরুষতত্ত্বও পাশ্চাত্য দর্শন হইতে জানা যায় না। যাহা হউক পাশ্চাত্য দর্শনে এই Person বাদের মধ্যে আমাদের শাস্ত্রোক্ত পুরুষ-তত্ত্বের যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দর্শনে পুরুষ বাদে এক অর্থে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের পুরুষত্ব (Human Personality) এবং ঈশ্বরের পুরুষত্ব (Divine Personality) এ উভয়তত্ত্বই খ্রীষ্ট ধর্ম্ম দ্বারা ইউরোপে প্রথম প্রচারিত হয়। যাহা হউক বর্ত্তমান ইউরোপীয় দর্শনে মানুষের পুরুষত্ব সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ জর্ম্মান দার্শনিক কাণ্টের পুরুষত্ব বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ;—

"But it was Kant who inaugurated the mordern epoch in the treatment of personality. In the first place he analysed self-consciousness, the power of seperating oneself as a subject from oneself as an object or in other words, oneself as thinking from oneself as thought about ; and showed how all knowledge is due to activity of the subject, or, ego, or self, in bringing the mulsiplicity of external facts or internal feelings into relation with its own central unity, and thereby into correlation with one another ;"...

J. R. Illingworth's, "Personality Human & Divine" Lecture I page 21.

পাশ্চাত্য দর্শনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে "আমি আছি" এই আত্মজ্ঞানের উপর মানুষের পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই আত্মজ্ঞান স্বতঃ সিদ্ধ, ইহাই আমার সমুদায় বাহ্য-বিষয় জ্ঞানের মূল ভিত্তি।

যিনি মানুষেরমধ্যে 'আমি আছি"এই নিত্য অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অনুভব করেন, তিনি Soul' 'Self' 'Ego' 'Spirit' তিনিই 'Person"। পাশ্চাত্য দর্শনে জড়বাদ ব্যতীত অন্যবাদে স্থূলদেহ হইতে আত্মা পৃথক স্বীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু কোথাও সূক্ষ্ম হইতে পৃথক্ আত্মা স্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। পাশ্চাত্য দর্শনে এই আত্মা কো

উপদিষ্টহইয়াছে। গীতোক্ত সমুদায় মূল তত্ত্ব ও এই পুরুষতত্ত্বের উপরই প্রতিষ্ঠিত, ইহাই গীতার বিশেষত্ব। এজন্ত এস্থলে এই পুরুষতত্ত্ব

বিজ্ঞানাত্মা, মনাত্মা এবং কোথাও কেহোও প্রাণাত্মা। পাশ্চাত্য দর্শনে যখন এই সূক্ষ্ম শরীরাতিরিক্ত আত্মার সন্ধান পাওয়া যায় না, তখন অবশ্য বলিতে হয় যে, প্রকৃত পুরুষতত্ত্ব পাশ্চাত্য দর্শনে উপদিষ্ট হয় নাই। সূক্ষ্ম শরীরী আত্মার যাহা ধর্ম, তাহার যে পরিচ্ছিন্ন জ্ঞাতৃত্ব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব, তাহাই সামান্যতঃ 'Person' এর স্বরূপ রূপে পাশ্চাত্য দর্শনে উপদিষ্ট হইয়াছে। Personএর লক্ষণা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে আত্মজ্ঞান (Self consciousness), স্বাধীন ইচ্ছা (Self determination অথবা Free will) এবং আত্মপ্রেম (love অথবা Self realisation through love) ইহাই Personএর স্বরূপ।

কাণ্ট বলিয়াছেন—"A person was a self-conscious and self determining individual and as such an end in himself—the source from which thought and conduct radiate and the end whose realisation, thought and conduct seek."

ইলিঙ্গওয়ার্থ বলিয়াছেন—"Personality......is universal in its extension or scope—that is, it must pertain to every human being as such, making him man ; and it is one in its intention cr meaning—that is, it is the unifying principle.........the name of unity in which all man's attributes and functions meet making him an individual self. "Personality Human" & Divine"...

"Man is a person or a being of a particular constitution which he has come to denote by the term personality. He has made some progress in self-analysis, yet he is still far from understanding all that his own personality implies. But one thing is certain that he cannot transcend his personality......All his knowledge is personal knowledge.

Personality is the gate way through which all knowledge must inevitably pass. Matter, force, energy, ideas, time space, law freedom, cause, and the like are absolutely meaningless phrases except in the light of our personal experience ... ... they are only known to us in the last resort through the categories of our own personality and can never he understood exhaustively till we know all that our personality implies. ... ... philosophy and science are precisely as anthropomorphic as theology since they are alike limited by the conditions of human personality and controlled by forms of thought which human personality provides."—Peasonality Human and Divine pp 24-26.

বার্গাসোঁ বলিয়াছেন;—

বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইল। এক্ষণে আমরা গীতোক্ত আত্ম পুরুষতত্ত্ব সম্যক্ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

"There is one reality at least which we all seize from within by intuition and not by simple analysis. It is our own personality in its flowing through time—Our self which endures. We must sympathise intellectually with nothing else, but we certainly sympathise with our own selves.

When I direct my attention inward to contemplate my own self......I perceive at first, as a crust solidified on the surface, all the perceptions which come to it form the material world. ... ... they tend to group themselves into objects. Next I notice the memories which more or less adhere to these perceptions and which serve to interpret them. These memories have been detached as it were from the depth of my personality, drawn to the surface by perceptions which resemble them, they rest on the surface of my mind without being absolutly myself. Lastly I feel the stir of tendencies and motor habits,—a crowd of virtual actions, more or less firmly bound to these perceptions and memories, All these clearly defined elements appear distinct from me .. .. But if I draw myself in from the periphery towards the centre, if I search in the depth of my being that which is most uniformly, most constantly and most enduring by myself, I find an altogether different thing,

There is beneath these sharply cut crystals and this frozen surface, a continons flux ... ... There is a sucecssion of states ... ... whilst I was experiencing them they were so solidly organised, so profoundly animated with a common life that I could not have said when any one of them finished or where another commenced... ... ... all extend into each other ... ... our past follows so ft swells incessantly with the present that it picks up on its way; and consciousness means memory— ... ...Consciousness passes from one shade to another. The inner life is, ... variety of qualities, continuity of progress and unity, of derection ... ... No image can reproduce aptly the original feeling I have of the flow of my own consciousness." ... ...

Me ... ... An Introduction to Metaphysics page. 8—13

আত্মপুরুষতত্ত্ব।—আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে পুরুষ স্বরূপতঃ পরমেশ্বর। তিনি বিশ্বরূপ পুরে অধিষ্ঠিত, বিশ্বের অন্তর্যামী নিয়ন্তা; তিনি আমাদের প্রাপ্তব্য পরম আদর্শ,—পরমপদ। জীবরূপে আমরা পুরুষ হইলেও অপূর্ণ, সান্ত, দেশ কালনিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন, কেবল পরমেশ্বর

ইহা হইতে জানা যায় যে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরের বিকারী ভাবযুক্ত ক্ষর পুরুষের ভাবকে Personএর স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, এই ক্ষর নিয়ত পরিণামী ভাবের অন্তরালে যে এক নিত্য অপরিণামী "আমি আছি" এই অস্তিত্ব বোধ এই অক্ষর ভাব—এই অক্ষর পুরুষের আভাসমাত্র পাশ্চাত্য দর্শনে পাওয়া যায়।

কার্ডিনেল নিউমান বলিয়াছেন :—

Our being, with its faculties mind and body is a fact not admitting of question. all things being of necessity referred to it not it to other things. If I may not assume that I exist and in a particular way—that is with a particular mental constitution—I have nothing to speculate about and had better leave speculation alone. Such as I am, it is my all ; this is my essential standpoint and must be taken for granted; otherwise thought is but an idle amusement not worth the trouble."——

Grammar of Assent ix I.

Illingworth বলিয়াছেন ;—"There is a synthetic unity in my personality or self that is to say not a numerical oneness but a power of uniting opposite and alien attributes and characterestics with an intimacy which defies analysis. This unity is further emphasized by my sense of personal identity which irresitibly compels me to regard myself as one and the same being through all changes of time and circumstances and thus unites my thoughts and feelings of to-day with those of all my bygone years." ... ... A person has at once an individual and universal side. He is an unit that excludes all, and yet a totality or whole with infinite power of inclusion.''

"Personality lives and Grows but in so doing retains its identity; the character in which it issues is always an organic whole ... ... as nothing influences me so variously or intensely ... ... as another person ; personality is the most real thing which I can conceive outside one since it corresponds most completely to my own personality within."

স্বরূপেই পুরুষ পূর্ণ, অনন্ত, সচ্চিদানন্দঘন দেশকাল নিমিত্তাদি সর্ব্ব-উপাধিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমরা যোগবলে আমাদের অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষে অধ্যাত্মযোগে নিত্য স্থিত হইয়া; আমাদের

Seth বলিয়াছেন,—"The ego is not a mere fact which exists as the Dogmatists conceive a thing to exist, it is existence and knowledge of existence in one. Intelligence not only is; it looks on at its own existence It is for itself where as the very notion of a thing is that it does not exist for itself but only for another that is for some intelligence"—(Hegelianism and Personality p. 43).

"The union of Individuality and universality in a single mānifestation with the implication that the individuality in the essential and permanent element to which naturality is almost in the nature of an accident, is what forms the cardinal points in personality." (Walluce. Proby to Heget— page—234)

যাহা হউক আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন মানুষের মধ্যে পুরুষত্বের সসীম পরিচ্ছিন্ন অপূর্ণ অভিব্যক্তি হইতে সেই পুরুষত্বের অনন্ত অপরিচ্ছন্ন পূর্ণ স্বরূপ ধারণা করিয়া তাহার উপরে এই বিশ্বের পরমেশ্বরের পরম পুরুষস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের Philosophy of Religion গ্রন্থে ইহা প্রথমে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমরা কেবল লোটজের গ্রন্থ হইতে এসম্বন্ধে দুএকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিব।

"The finite being always works with powers with which it did not endow itself and according to law to which it did not establish, that is it works by means of mental organisation which is realised not only in it but also in innumerable similar beings. Hence in reflecting on self, it may easily seem to it as though there were in itself some obscure and unknown substance something which is ego though it is not the ego itself, and so which as to its subject the whole personal development is attached. And hence there arise the question—never to be quite silenced—what are we ourselvhs; what is our soul? what is our self the obscure being incomprehensible to ourselves that stirs in our feelings and our passions and never rises to complete self-consciousness? The fact that these questions can arise shows how far personality is from being developed n us to the extent which its notion admits and requires. It can be perfect only in the Infinite Being ... ... "

Lotze Microcosm—ii. 9.4.

আত্মার অন্তরাত্মারূপে, পরমাত্মা, পরমনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী সেই পরম পুরুষকে এ বিশ্বে সর্ব্বভূত মধ্যে অন্তর্য্যামী নিয়ন্তৃরূপে অনুভব ও দর্শন করিতে পারি।

ভগবান্ এ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, এই সুবিরূঢ়মূল সংসার-অশ্বত্থকে দৃঢ় অসঙ্গ-শস্ত্রের দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক সেই পদ অনুসন্ধান করিতে হয়। যাহা লাভ হইলে, এ সংসারে পুনরাবর্ত্তন হয় না। সেই পরম পদ লাভ করিতে হইলে, পরমপুরুষের শরণ লইতে হয়। গীতায় এ অধ্যায়ে তাঁহাকে আদ্যপুরুষ বলা হইয়াছে।

'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে।
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ (১৫-৪)

সুতরাং পরমেশ্বরই আদ্যপুরুষ, কেননা তিনিই এ সংসার-অশ্বত্থের ঊর্দ্ধ-

---

"In point of fact, we have little ground for speaking of the personality of finite beings; it is an ideal and like all that is ideal, belongs unconditionally to the Infinite. Perfect personality is in God only; to all finite minds their is attached but a palc copy thereof; the finiteness of finite is not a producing condition of this personality, but a limit and hinderance of its development."

পরমেশ্বরের পরমপুরুষত্ব-বাদের উপর যে—Characterestic religion" প্রতিষ্ঠিত। সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান জার্ম্মান দার্শনিক অঃকেন যাহা বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে Illingworthএর 'Personality—Human and Divine" গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল। "It is from the intence consciousness of our own real existenee as persons that the conception of reality takes its rise in our minds, it is through that consciousness alone that we can raise ourselves to the faintest image of the supreme reality of God ... ... Personality comprises all that we know of that which exist; relation to personality comprises all that we know of that which seems exist And when from the little world of man's consciousness and its objects we lift up our eyes to the inexhaustible universe beyond and ask to when all this is related, the highest existeace is still the highest personality and the source of all being reveals Himself by His name—" I.A.M."
Page—27.

মূল এবং তাঁহা হইতেই এই অনাদি সংসার-প্রবাহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে পুরুষতত্ত্ব ব্যাখ্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে,বেদান্তানুসারে একমাত্র সৎ ব্রহ্মই এ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কারণ; ব্রহ্ম ব্যতীত এ বিশ্বের আর অন্য কারণ নাই। সেই এক সৎ কারণেই এ বিশ্ব জগৎ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত। ব্রহ্ম এ বিশ্ব জগতের নিমিত্ত কারণরূপে পুরুষ আর উপাদানকারণরূপে অব্যক্ত প্রকৃতি। পুরুষরূপে তিনি স্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া ঈক্ষণপূর্ব্বক বা অধ্যক্ষতা দ্বারা চরাচর সমুদায় জগৎ অভিব্যক্ত করেন এবং ব্রহ্ম সমষ্টি ও ব্যষ্টি-ভাবে আত্মারূপে বা পুরুষরূপে তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তর্য্যামী নিয়ন্তৃরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। ব্রহ্মের এই পরম পুরুষভাব হইতে এ বিশ্ব জগৎ নিত্য প্রবর্ত্তিত হয়। তাই তাঁহাকে আদ্যপুরুষ বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদীয় প্রসিদ্ধ পুরুষসূক্তে এই বিশ্বের আদিপুরুষের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, ইহা পরে উল্লিখিত হইবে। উপনিষদেও নানাস্থানে এই আদি পরমপুরুষের তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে পুরুষতত্ত্ব প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রুতি তাঁহাকে 'পরমপুরুষ, পরাৎপর, পুরিশয়, পুরুষ, মহান্ পুরুষ, অগ্র্যপুরুষ, দিব্যপুরুষ, বিশ্বরূপপুরুষ, প্রভৃতিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কোথাও আবার তাঁহাকে কেবল পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

গীতার পূর্ব্বে নানাস্থলে পরমেশ্বরের এই পুরুষ ভাবের উল্লেখ আছে। কোথাও তাঁহাকে পরম বা দিব্য পুরুষ বলা হইয়াছে (৮।৪, ৮।১০, ৮।২২) কোথাও তাঁহাকে শাশ্বত দিব্যপুরুষ বলা হইয়াছে (১০।১২) কোথাও 'সনাতন'পুরুষ বলা হইয়াছে (১১।১৮)। কোথাও 'পুরাণ' পুরুষ বলা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ভগবান্ সাধিদৈব তাঁহাকে জানিবার কথা বলিয়াছেন। অর্জ্জুন তাহাতে প্রশ্ন করেন, অধিদৈব কাহাকে বলে?

ভগবান্ ইহার উত্তরে বলিয়াছেন—"পুরুষশ্চাধিদৈবতম্"—অর্থাৎ তাঁহার যাহা অধিদৈবতভাব তাহা পুরুষ। (পূর্ব্বে ৮।৪ শ্লোকে এই পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, এই অধিদৈবত পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত দিব্য পরমপুরুষরূপে ধ্যেয়।

এইরূপে ভগবান্ পুরুষরূপ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার এই পুরুষরূপ যে শাশ্বত সনাতন, পুরাণ, তাহার পরম ভাব যে দিব্য পরম পুরুষরূপে ধ্যেয়, তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পরমেশ্বরের এই পুরুষস্বরূপ বুঝিতে হইলে, এই পরমেশ্বরতত্ত্ব প্রথমে বুঝিতে হয়। গীতায় পূর্ব্বে দ্বিতীয়ষট্‌কে পরমেশ্বরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার স্বরূপ সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ হইতে ১২শ শ্লোকে, ২৪শ হইতে ২৬শ শ্লোকে, ২৯শ হইতে ৩০শ শ্লোকে, অষ্টম অধ্যায়ে ৩য়, ৪র্থ শ্লোকে, ৯ম শ্লোকে ১৬শ শ্লোকে ২২শ শ্লোকে, নবম অধ্যায়ে ৪র্থ হইতে ১০ম শ্লোকে ১৬শ হইতে ১৯শ শ্লোকে, ২৪শ শ্লোকেও ২৯শ শ্লোকে, দশম অধ্যায়ে ২য় ও ৩য় শ্লোকে ৬ষ্ঠ শ্লোকে ও ৮ম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিভূতি ও যোগ দশম অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে ও ১৯-৪২ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে এবং তাঁহার যে শ্রেষ্ঠবিভূতি একাংশের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ-ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিত, সেই বিশ্বরূপ একাদশ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সেই সকল স্থলের ব্যাখ্যায় এবং উক্ত দ্বিতীয় ষট্‌কের প্রতি অধ্যায়ের ব্যাখ্যাশেষে আমরা এই গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এ স্থলে তাহার আর আলোচনা আবশ্যক নাই।*

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বেদান্তে ও গীতায় ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞেয়, অন্য সমুদায় তত্ত্বই তাহার অন্তর্ভূত। ব্রহ্মই এ সৃষ্টি সম্বন্ধে নির্গুণ

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় স্বকৃত 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' গ্রন্থে গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহারা গীতোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পরম অক্ষর ভাবে ও সগুণ পরমেশ্বরভাবে জ্ঞেয়;—তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ পুরুষভাবে এবং উপাদান কারণ প্রকৃতিভাবে জ্ঞেয়। তিনিই স্ব প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত ভোগ্যজগদ্রূপে, ভোক্তা পুরুষ ঈশ্বররূপে জ্ঞেয়। তিনি ব্যতীত আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, সেই একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলে অবিজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, অশ্রুত শ্রুত হয় ইত্যাদি। যাহা হউক, এই সৃষ্টি প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধ হইতে ব্রহ্ম জ্ঞেয় হ'ন, প্রপঞ্চাতীত—এ সৃষ্টির সহিত নিঃসম্পর্ক ব্রহ্ম অজ্ঞেয়—আমাদের জ্ঞানগম্য নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সূক্ষ্ম হেতু অবিজ্ঞেয়; শ্রুতিও বলিয়াছেন, যে তিনি 'অবিজ্ঞাতং বিজানতাম্' (কেন ১১) (গীতা ১৩।১৫)। তিনি অনির্দ্দেশ্য, অব্যপদেশ্য, অচিন্ত্য, অপ্রমেয় অজ্ঞেয় হইলেও এই সৃষ্টি সম্বন্ধে তাহার কারণরূপে তাহার আধাররূপে সগুণ ও নির্গুণভাবে জ্ঞেয় হ'ন; কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি উভয়ের অতীততত্ব, তাঁহাতে এ উভয়ের সমন্বয় হইয়াছে। তাঁহাতে সগুণ নির্গুণের ন্যায়—দ্বৈত অদ্বৈত, সবিশেষ নির্ব্বিশেষ, সোপাধিক নিরুপাধিক প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধিভাবের সমন্বয় হইয়াছে; তিনি সর্ব্ববিরোধ (Priniple of contradiction) মধ্যে সর্ব্ব সমন্বয়ের (Principle of Identity একমাত্র সেতু সে স্বরূপ আমাদের ধারণাতীত। এ বিরাট বিশ্বসম্বন্ধে তাহার স্থির, নিশ্চল, কূটস্থ অক্ষর, অবিকারী, নিত্য, ধ্রুব আধাররূপে নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক; অসঙ্গ, সৎস্বরূপে আমরা তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি। তাঁহাতেই এ বিশ্বকারণরূপে অভিব্যক্ত আদ্যপুরুষ ও মূল প্রকৃতিভাব। নিত্যপ্রতিষ্ঠিত তিনি এ উভয়ের বিধারক সেতু, ইহাই ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ, এই নির্গুণ স্বরূপেই ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারেন। কিন্তু তিনি সগুণস্বরূপে আমাদের বিশেষরূপে জ্ঞেয় হ'ন। বলিয়াছি ত, পরমেশ্বরই ব্রহ্মের এই সগুণস্বরূপ। তিনি সগুণ পরমেশ্বররূপে এ বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্ত্তা নিয়ন্তা।

এই পরমেশ্বরই আদ্য পুরুষ, তিনি স্বপ্রকৃতি হইতে এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া—স্বয়ং বিশ্বরূপ হইয়া বিশ্বকে আপনার দেহ বা পুররূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে পরমাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন এবং তাহাকে পূর্ণ করেন বলিয়া তিনি পুরুষ।

এই বিরাট বিশ্ব সেই পরমপুরুষের রূপ—তাঁহারই মহিমা। কিন্তু তিনি স্বরূপে ইহার অপেক্ষাও বৃহৎ; এ বিশ্ব জগৎ সান্ত, তিনি অনন্ত; এজগৎ দেশকাল নিমিত্ত পরিচ্ছিন্ন, তিনি ব্যাপক, এ বিশ্ব ব্যাপ্য। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি পরমপুরুষ, তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি দ্বারাই এ সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত, এবং সর্ব্বভূত তাঁহারই অন্তর্ভূত—তাঁহাতে স্থিত অথচ তিনি ভূতগণমধ্যে স্থিত ন'ন (গীতা ৯।৪-৫; ৮।২২)। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে এই তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি।

এতাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ (১০।৯০।৩)

এইরূপে শ্রুতি ও গীতা হইতে জানা যায় যে, এই ব্যক্ত বিশ্ব আদ্য পুরুষের এক পাদ বা অংশমাত্র, ইহাই তাঁহার মহিমা; তিনি এই বিশ্বরূপ শরীর বা পুর স্বপ্রকৃতি হইতে সূক্ষ্মকার্য্যরূপে অভিব্যক্ত করিয়া তাহাতে অন্তর্যামী নিয়ন্তা পরমাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রথম শরীরী পুরুষ হন; এবং প্রকৃতির স্থূলকার্য্যরূপ চরাচর সৃষ্টি করিয়া সমষ্টিভাবে তাহার মধ্যে ভূতাত্মারূপেও প্রত্যেক ব্যষ্টি শরীর মধ্যে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহুব্যষ্টি পুরুষরূপে জীবভূত হন। শাস্ত্রে আছে,—যে ব্রহ্ম সৃষ্টির অগ্রে এ বিশ্বের আদি উপাদান কারণ অপ্ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রথমশরীরী পুরুষ হ'ন,—

স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।
আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥

এ বিশ্ব সান্ত পরিচ্ছিন্ন, ভগবান্ অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ সচ্চিদানন্দ-ঘন, তিনি এ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া ও তাহাকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। এজন্য এ বিশ্বকে পরমেশ্বরের একপাদ বা অংশরূপে শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বিশ্বরূপ ও বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট (Immanent) পুরুষের এই পাদ অপেক্ষা তাঁহার বিশ্বাতীত (Transcendent) পাদ অধিক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাতীত স্বরূপকে ত্রিপাদ বলা হইয়াছে। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, এই বিশ্বরূপ তাঁহার ব্যক্তরূপ। এই ব্যক্তরূপ হইতে শ্রেষ্ঠ তাঁহার অব্যক্তরূপ। আর অব্যক্ত হইতে অব্যক্ত সনাতন পরম অব্যয় লোক-মহেশ্বরস্বরূপ তাঁহার পরম স্বরূপ আর অক্ষর পরম ব্রহ্মই তাঁহার পরম ধাম বা পরমপদ। এইরূপে আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ আমরা জানিতে পারি এবং তাহা হইতে এ বিশ্ব বা পুরাণী সংসার-প্রবৃত্তি কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা বুঝিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পরমেশ্বরের এই পরমপুরুষস্বরূপ উপনিষৎ ও গীতা হইতে বিশেষ জানিতে পারা যায়।

এ অধ্যায়ে এ আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের সহিত জগতের যে সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের এক্ষণে বুঝিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রুতি ও গীতানুসারে তিনি এ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। সেই একমাত্র সৎ ব্রহ্মবস্তু ব্যতীত এ বিশ্বের আর অন্য কারণ নাই। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। লোকায়তিক, বৌদ্ধ ও আর্হত প্রভৃতি নাস্তিক দর্শনে, এমন কি সাঙ্খ্যদর্শনেও ঐ আদিপুরুষ ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। এই সকল দর্শন জগৎকে অপ্রতিষ্ঠ, অসত্য, অনীশ্বর, কামহেতুক অথবা কালস্বভাব নিয়তি যদৃচ্ছা ইত্যাদি কোনরূপ কারণে ইহার উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার বাহ্য অস্তিত্বও স্বীকার করেন

না। আমাদেরই বিজ্ঞানের বাহ্য অভিব্যক্তি বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিয়াছেন। কেহ বা শূন্য বা অভাবকে ইহার মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহারা প্রকৃত জ্ঞানলাভের অধিকারী হইয়া শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন-দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই ধ্যানযোগিগণই পরমেশ্বর আদ্যপুরুষের আত্মশক্তিকে এ বিশ্বের সর্ব্বকারণের কারণরূপে দর্শন করেন,—

"তে ধ্যান-যোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥"

(শ্বেতাশ্বতর ৩)

যাহা হউক, যাঁহারা এ বিশ্বের মূল সৎ কারণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের কথা এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ মুনিগণ তাঁহাকে এ বিশ্বের কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার উপাদানকারণত্ব স্বীকার করেন না। অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশে আস্তিকদর্শনের মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে জগৎকারণ আদিপুরুষ ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। মূল সাঙ্খ্যদর্শনেও জগৎকারণ ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। তবে আধুনিক সাঙ্খ্যদর্শনে বদ্ধপুরুষ সাধনাবলে সিদ্ধ হইয়া সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তারূপে জড় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির নিয়ন্তা হ'ন, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রতি নিমিত্ত কারণ হ'ন; ইহা উক্ত হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে পরমাণু, আত্মা, দিক্ কাল, আকাশ, মন প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভৌতিক চতুর্ব্বিধ পরমাণুই জগতের উপাদানকারণরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহাঁদের মতে পরমেশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র। তিনি বিভিন্ন আত্মার বা জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম বা অদৃষ্ট অনুসারে তাহাদের ভোগের জন্য জড় পরমাণু হইতে জগৎ রচনা করেন এবং

তদনুসারে ইহা নিয়মিত করেন। কুম্ভকার যেমন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত ঘট শরাব প্রভৃতির নির্ম্মাণার্থে মৃত্তিকাদি উপাদান গ্রহণ করে এবং তাহার জন্ত দণ্ড চক্রাদির সাহায্য লয়, ঈশ্বরও সেইরূপ জীবের ভোগার্থ জগৎ সৃষ্টির জন্ত ভৌতিক পরমাণু উপাদান গ্রহণ করেন এবং তাহার জন্ত জীবের অদৃষ্টের সাহায্য ল'ন। পাতঞ্জলদর্শনে নিত্য ঈশ্বর বিশেষ পুরুষরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্ববিৎ সর্ব্ব-কর্ত্তা তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ। তিনিও প্রকৃতিরূপ উপাদান গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন এবং প্রকৃতি ও প্রকৃতিবদ্ধ পুরুষের নিয়ন্তা হ'ন। আমাদের দেশের শৈব-পাশুপত প্রভৃতি দর্শনে ও অধিকাংশ পাশ্চাত্যদর্শনে এইরূপে ঈশ্বর কেবল জগতের নিমিত্তকারণরূপে স্রষ্টা-পালয়িতারূপে স্বীকৃত হ'ন। কোন কোন মতে ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা মাত্র, তিনি জগতের পালয়িতা নহেন। ঘটীযন্ত্র নির্ম্মাতা যেমন বিশেষকৌশলে ঘটীযন্ত্র এরূপভাবে নির্ম্মাণ করে যে, তাহা আপনিই নিয়মিত হয়—তাহাকে আর পরিচালিত করিতে হয় না; সেইরূপ ঈশ্বরও এরূপ কৌশলে জগৎ রচনা করেন যে তাহা আপনিই নিয়মিত বা পরিচালিত হয়, তাহার জন্ত ঈশ্বরের কোন অপেক্ষা থাকে না।

বেদান্তে ও গীতায় এরূপ ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। বেদান্তদর্শনে তটস্থ ঈশ্বরবাদ-নিরাকরণাধিকরণে এই মত খণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষতঃ 'পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ' (২।২।৩) সূত্রে এই মত নিরাকৃত হইয়াছে। শঙ্কর এসম্বন্ধে তাঁহার ভাষ্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—"ঈশ্বর জগতের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কেবল নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ নহেন, এই মত এক্ষণে নিরাকৃত হইবে।...ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (১।৪।২৩), 'অভিধ্যোপ-দেশাচ্চ' (১।৪।২৪), এই দুই সূত্রে ঈশ্বরের প্রকৃতিত্ব ও অধিষ্ঠাতৃত্ব স্থাপন

করিয়াছেন ..অতএব সূত্রকার ব্যাস ঈশ্বর কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্তকারণ, প্রকৃতিকারণ নহেন, এই মতকে বেদান্তবোধ্য অদ্বয় ব্রহ্মভাবের শত্রু জানিয়া সূত্রে তাহারই নিষেধ করিয়াছেন। অবৈদিক ঈশ্বরকল্পনা অনেক প্রকার ; যথা—সেশ্বর সাঙ্খ্যমতের আচার্য্যেরা কল্পনা করেন, ঈশ্বর প্রকৃতি-পুরুষের অধিষ্ঠাতা, জগতের নিমিত্ত কারণ। প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বর এই তিনতত্ত্ব অত্যন্ত ভিন্ন এবং ইহাদের লক্ষণও পৃথক্। শৈবগণ বলেন,...পশুপতি শিব এতজ্জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা ও নিমিত্ত কারণ। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকগণও আপন আপন মতের বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণতা বর্ণন করেন। ঈশ্বর একটি পৃথক্তত্ত্ব, জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র, ইহা পূর্ব্বপক্ষস্থানীয় বলিয়া আচার্য্য ইহার উত্তর দিতেছেন। ঈশ্বর প্রকৃতি পুরুষের অধিষ্ঠাতৃরূপে জগতের যে নিমিত্ত কারণ, ইহা উপপন্ন হয় না। অনুপপন্নতার হেতু অসামঞ্জস্য—সামঞ্জস্য না হওয়া এই অসামঞ্জস্য কি তাহা বলিতেছি। তিনি স্বতন্ত্র স্বভাব হইয়া হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করায় তাঁহার বিষমকারিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। যে বিষমকারী সে রাগাদি দোষে দূষিত, ইহা অব্যভিচরিত নির্ণয়। অতএব, অসমান সৃষ্টি করায় তাঁহারও রাগদ্বেষাদি আছে, ইহা অনুমিত হইতে পারে।...যদি বল, তিনি কর্ম্মানুসারে হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করেন, যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে, সে সেইরূপ ফললাভ করিবে, তাহাতে তাঁহার দোষ হইবে কেন? এ বিষয়ে আমরা বলি, তাঁহার তাদৃশ ঈশ্বরত্ব অসিদ্ধ। জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি আবার (প্রাণিগণের) কর্ম্ম সকল ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী, এ নির্ণয় পরস্পরাশ্রয় দোষ দুষ্ট। ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় উত্তমাধম সৃষ্টি করেন না, প্রাণিগণের কর্ম্ম তাঁহাকে ঐরূপ করায়, এ সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। কারণ, কর্ম্ম সকল জড়, তৎকারণে তাহারা অপ্রেরক, বিশেষতঃ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বর, ঈশ্বরের প্রবর্ত্তক কর্ম্ম, এরূপ

হইলে কে কাহার প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহা স্থির হইবে না, জানাও যাইবে না। সুতরাং পরম্পরাশ্রয় তর্ক উভয়কেই লুপ্ত করিবে। যদি বল, কর্ম্মেশ্বরের প্রবর্ত্ত্য প্রবর্ত্তক, ভাব অনাদি...এপক্ষেও পূর্ব্বোক্ত পরম্পরাশ্রয় এবং অন্ধপরম্পরানামক দোষ আগমন করে। অপিচ ন্যায়বিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, প্রবর্ত্তকতা দোষের অনুমাপক। দোষের প্রেরণা ব্যতীত কোনও ব্যক্তি স্বার্থে বা পরার্থে প্রবৃত্ত হয় না (দোষ=রাগ-দ্বেষাদি)। লোক যে পরার্থে প্রবৃত্ত, তাহাও স্বার্থের জন্য। কারুণিক পরের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, সেই অসহতা নিবারণার্থ পরদুঃখ বিমোচনে প্রবৃত্ত হ'ন। অতএব, ঈশ্বর যখন প্রেরক বা প্রযোজক, তখন অবশ্যই তিনি রাগাদিদোষ বিশিষ্ট।...কাযেই স্বীকার করিতে হয় যে, নিমিত্তকারণবাদী পরমত সমঞ্জস নহে। যোগমতাবলম্বীরা যে ঈশ্বরকে উদাসীন ও পুরুষবিশেষ বলেন তন্মতেও ঐরূপ অসামঞ্জস্য জানিবে। উদাসীন অথচ প্রবর্ত্তক, ইহা ব্যাহত [বিরুদ্ধ বা প্রলাপ]।"

"সেশ্বর সাংখ্যাদির মতে অন্য অসামঞ্জস্যও আছে। তন্মতে ঈশ্বর প্রধান ও পুরুষ (জীবাত্মা) হইতে স্বতন্ত্র ও অতিরিক্ত। তাদৃশ ঈশ্বর বিনাসম্বন্ধে প্রধানকে ও পুরুষকে নিয়মানুগামী করিতে পারেন না। অতএব হয় সংযোগ, না হয় সমবায়, অথবা অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করা উচিত, কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। অতএব প্রদর্শিত কারণে সাংখ্যযোগবাদীর ঈশ্বর কল্পনা অনুপপন্ন বা অযুক্ত। এইরূপে অন্যান্য অবৈদিক ও স্বকপোল কল্পিত ঈশ্বর-কল্পনাতেও অসামঞ্জস্য আছে জানিবে।"

"তার্কিকদিগের ঈশ্বর কল্পনা অন্য হেতুতেও অযুক্ত। সে অন্য হেতু এই,—কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘট রচনা করে, ঈশ্বরও তার্কিকগণের কল্পনায় সেইরূপ অধিষ্ঠাতা। পরন্তু তাঁহার তাদৃশ অধিষ্ঠাতৃত্ব উপপন্ন হয় না।"

"...ঈশ্বর প্রত্যক্ষের অগোচর, রূপাদি-বর্জ্জিত, প্রধানের অধিষ্ঠাতা, এরূপ বলিলেও দোষ হইবে। ইন্দ্রিয়গণ যে আত্মাধিষ্ঠিত, তাহা ভোগ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি অনুভবের দ্বারা জানা যায়। পরন্তু ঈশ্বরের ভোগ জানা যায় না।"

"অন্য হেতুতেও তার্কিক-কল্পিত ঈশ্বর উপপত্তি-রহিত। তার্কিকেরা ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত বলেন। তাঁহাদের মতে প্রধান ও পুরুষ, এ উভয়ও অনন্ত; অথচ পরস্পর ভিন্ন। (পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইলে) সেই পরিচ্ছিন্নতা-নিবন্ধন প্রধান, পুরুষ, ঈশ্বর,—সকলেরই অন্তবত্তা, অনিত্যতা অবশ্যম্ভাবী এবং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিমিত হইয়া পড়েন।...আর প্রধানাদির ইয়ত্তা ঈশ্বর পরিচ্ছেদ্য না হইলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব লোপ প্রাপ্ত হইবেক।

(পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্ত বাগীশ-কৃতভাষ্যানুবাদ)

অতএব ব্রহ্মই একমাত্র জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ,—তিনিই সগুণ পরমেশ্বর ভাবে, মায়াখ্য আত্মশক্তি হেতু আত্মপুরুষরূপে জগতের নিমিত্ত কারণ ও অব্যক্ত প্রকৃতিরূপে জগতের উপাদান কারণ হ'ন; পরমেশ্বর জগৎ-সম্বন্ধে উপাদান কারণ হইয়া তাহাতে নিয়ন্তারূপে নিত্য অধিষ্ঠিত—তাহার সহিত নিত্য একীভূত থাকেন বলিয়া তিনি আত্ম-পুরুষ নামে অভিহিত হ'ন। তিনি জগতের কেবল মাত্র নিমিত্ত কারণ নহেন, বাহিরের উপাদান বা উপকরণ লইয়া জড়জীবময় জগৎ সৃষ্টি করেন না, এজগতের বাহিরে থাকিয়া কেবল প্রভুর ন্যায় তাঁহাকে নিয়মিত বা শাসিত করেন না। তিনি স্বপ্রকৃতিরূপ অব্যাকৃত-উপাদান হইতে সূক্ষ্ম ও স্থূল কার্য্যরূপ জগৎ স্বশক্তি বলে আপনাতে অভিব্যক্ত করিয়া স্বয়ং বিশ্বরূপ হইয়া তাহাতে আত্মা বা পুরুষ রূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকেন। ইহাই বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। *

* ব্রহ্ম আত্মপুরুষভাবে কিরূপে বা কি হেতু এ বিশ্বের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ.

গীতার ও ইহাই সিদ্ধান্ত। পূর্ব্বে পুরুষতত্ত্ব-প্রসঙ্গে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

এ অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পরমেশ্বর আত্মপুরুষরূপে এ জগতের স্রষ্টা। 'যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'—এস্থলে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-এই বেদান্তসূত্রের ন্যায় 'যতঃ'পদের পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা এই আদ্য-পুরুষ যে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান রূপ উভয়বিধ কারণ, ইহা সূচিত হইয়াছে। শঙ্কর বেদান্ত দর্শনের 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (১।৪।২৩) সূত্রের ভাষ্যে এবং রামানুজ উক্ত 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) সূত্রের ভাষ্যে 'যতঃ' শব্দের যে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই আদ্যপুরুষ যে এই বিশ্বের কেবল মাত্র নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি যে উপাদান কারণ প্রকৃতি ও তাহা হইতে অভিব্যক্ত সমুদায় কার্য্যরূপ হ'ন এবং পুরুষরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও তাঁহার পরম স্বরূপে এ বিশ্বের অতীত থাকেন, ইহাও এ অধ্যায় হইতে জানিতে পারা যায়।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

হন, কি প্রকারে, চেতন ও জড় এ উভয়রূপ হন, শ্রুতি ও গীতানুসারে এতত্ত্ব অজ্ঞেয়; ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'—সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করও ইহা বুঝাইয়াছেন। তথাপি শঙ্কর প্রভৃতি বেদান্ত জ্ঞানিগণ তর্ক ও যুক্তির দ্বারা ইহার একরূপ সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এজন্য নানা বাদবিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শঙ্কর মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অন্যদিকে রামানুজ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শক্তিবাদ ও পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া এ তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। যে তত্ত্ব অচিন্ত্য অজ্ঞেয় তাহা তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না বলিয়া এই বাদবিবাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রাহ্য তাহার মীমাংসা করা যায় না। তবে শ্রুতি প্রমাণ অবলম্বনে তাহার কতকটা সমন্বয় সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম কিরূপে জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ হন, তর্কের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

এই শ্লোকে যে আদ্যপুরুষের পরমধাম উক্ত হইয়াছে এবং যাহাকে পূর্ব্বশ্লোকে অব্যয়পদ বলা হইয়াছে, তাহাই তাঁহার প্রপঞ্চাতীত পরম-স্বরূপ। পুনরাবর্ত্তনশীল আব্রহ্ম ভুবনলোক এই প্রপঞ্চের অন্তর্ভূত আর সেই আদ্যপুরুষের যাহা পরমপদ পরমধাম তাহা এই প্রপঞ্চের অতীত। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যিনি তাঁহার এই পরম ধাম বা পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন, তাঁহাকে আর পুনরাবর্ত্তনশীল ব্রহ্মাদি কোন লোকে ফিরিয়া আসিতে হয় না, তিনি প্রপঞ্চাতীত হ'ন,—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

ভগবানের এই পরমধাম প্রপঞ্চাতীত হইলেও তাহার পরমস্বরূপে তিনি অব্যয়, অনুত্তম, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর (গীতা ৭।২৪, ৯।১১)। আদ্য-পুরুষের এই যে প্রপঞ্চাতীত পরমস্বরূপ ইহাই পরম অক্ষর ব্রহ্ম, (গীতা ৮।৩) সেই পরম ব্রহ্মই এই আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের পরমধাম।—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ (৮।২১)

আদ্যপুরুষের এই পরমধামকে শ্রুতি বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাকে শ্রুতি তুরীয়প্রপঞ্চোপশম, শান্ত, শিব অদ্বৈত প্রণবের চতুর্থ অব্যবহার্য্য মাত্রা বলিয়াছেন। এতত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

এস্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার এই পরমপদকে সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নি কেহই প্রকাশ করিতে পারে না। ইহারা ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় প্রকাশ করে মাত্র, ভগবানের পরমপদ এরূপ কোন বাহ্য জ্ঞেয় বিষয় নহে। তাহা স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ, তাহা আমাদের আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মা স্বরূপে স্বতঃই প্রকাশিত থাকেন। তাঁহারই সেই স্বপ্রকাশ জ্যোতিতে সূর্য্যচন্দ্রাদি সমুদায় জ্ঞেয় বিষয়রূপে আমাদের অন্তরে

প্রকাশিত হয়। অতএব তিনি প্রপঞ্চস্থ হইয়াও প্রপঞ্চাতীত। ইহাই সেই আদ্যপুরুষের পরম প্রপঞ্চাতীত Transcendent স্বরূপ।

গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই আদ্যপুরুষ একাংশে বিশ্বজগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া তাহাতে আত্মা বা পুরুষরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে বিধৃত করেন। তাহার যে অংশ আত্মারূপে এ জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যেক ব্যষ্টি সত্তাকে ধারণ করে, তাঁহাই তাঁহার জীবভূত অংশ। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।"

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে পরমেশ্বর বহু হইবার কল্পনা করিয়া আপনারই উপাদানভূত অব্যাকৃত কারণরূপ হইতে বহুরূপ সূক্ষ্মশরীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জীবাত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন এবং নামরূপ দ্বারা সমুদায়কে ব্যাকৃত করেন। এইরূপে তিনি জীবাত্মারূপে বহু দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পুরুষ হ'ন।

আদ্যপুরুষের এই জীবভূত অংশ সনাতন বা নিত্য, তাহা আদ্যপুরুষ ঈশ্বর কর্ত্তৃক কখনই সৃষ্ট নহে—তাহা তাঁহারই স্বরূপ। তিনি তাঁহার এই অংশে জীবভাবযুক্ত হইবার জন্য তাঁহার স্বপ্রকৃতি হইতে বুদ্ধি মনঃ প্রভৃতি সূক্ষ্মশরীরের উপাদান গ্রহণ করিয়া জীবাত্মা পুরুষরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হ'ন। এবং স্বীয় পরা প্রকৃতি প্রাণের সাহায্যে প্রকৃতি স্থূল কার্য্য মহাভূত হইতে বারবার নানারূপ স্থূল শরীর গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে করিতে সংসারে যাতায়াত করেন (প্রশ্ন, ৬।৩)। এইরূপে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নানারূপ বিকারিভাব গ্রহণ করিয়া সংসারে জীব হ'ন। এইরূপে শরীর-রূপ উপাধিভেদে আদ্যপুরুষেরই সনাতন অংশ বিভক্তের ন্যায় হইয়া যে বহুজীবভাবযুক্ত হয় ও সংসারে নানারূপে বিষয় ভোগ করে, ইহা পূর্ব্বে জীবতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, আদ্যপুরুষ জগতের নিমিত্তকারণরূপে এক অংশে নিত্যজীবভাবযুক্ত হইয়া এ

বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে ধারণ করেন। এই জীবভাবযুক্ত অংশ যে সেই আদ্যপুরুষেরই স্বরূপ, তাহার উপাদান কারণভূত প্রকৃতির স্বরূপ নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আদ্য পুরুষ যেমন সমষ্টিভাবে এ বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহার নিয়ন্তা পালয়িতা ঈশ্বর রূপে অবস্থিত হ'ন, সেইরূপ তিনি ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক দেহপুরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আত্মা বা পুরুষরূপে তাহাকে ধারণ করেন (জীবরূপ হন)। এ উভয়রূপে তিনি বিশ্বস্থ (Immanent)।

এই আন্ত পুরুষই যে নানাভাবে এ বিশ্বের উপাদান হইয়া ইহাকে বিধৃত করেন, তাহাও গীতায় এস্থলে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, তিনি তেজোরূপ। সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ প্রকাশিত হয়, সে তেজঃ তাঁহারই অংশ সম্ভূত। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—'তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ' (৭।৯)। তাঁহার তেজের অতি সামান্য অংশ মাত্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলে প্রকাশিত হইয়া এই জগৎ সমুদায়কে প্রকাশ করে ও তাহাদিগকে আলোক ও তাপাদি প্রদান করে।

'যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ (১৫।১২)

আন্ত পুরুষ এই ব্যক্ত বিশ্ব সম্বন্ধে স্বপ্রকৃতি দ্বারা প্রথম তেজোরূপে অভিব্যক্ত হ'ন, এবং আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া তাহাকে বিধারণ করেন। সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমুদায়ে যে তেজঃ প্রকাশিত হয়, যাহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক হইয়া সমুদায় বাহ্যবিষয়কে আমাদের বুদ্ধিতে প্রকাশ করে এবং এইরূপে আমাদের ধীবৃত্তির 'প্রচোদক' হয়, সে তেজঃ এই আন্ত পুরুষের তেজের অভিব্যক্তরূপ ইহা তাঁহারই বরেণ্য ভর্গঃ। ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, এ বিশ্বে যে কোন স্থানে এই তেজের কিছুমাত্র প্রকাশ পরিদৃষ্ট

হয় সে তেজঃ তাঁহারই ; তিনি তেজস্বিগণের তেজঃ (১০।১৬), তিনি আরও বলিয়াছেন,—

'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ (১০ ৪১)

অতএব এই তেজঃ তাঁহার বিশেষ বিভূতি, অথবা সর্ব্ব বিভূতির মূল উপাদান। এই তেজঃ দ্বারাই তিনি এই বিশ্ব জগৎ উদ্ভাসিত করেন, 'তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রম্' (১১।৩০)। পরমপুরুষের এই আত্মতেজোরূপ বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় না, কেবল যোগদৃষ্টির দ্বারা আত্মার অন্তর'আরূপে দেখা যায়। তাই অর্জ্জুন দিব্যদৃষ্টিবলে কেবল দেখিয়াছিলেন,—

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ (১১।১২)

এই তেজের একনাম ভাঃ, এইজন্য শ্রুতি ব্রহ্মকে ভারূপ বলিয়াছেন (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২) এবং তাহারই ভাঃ বা প্রভা দ্বারা যে সমুদায় প্রভাসিত হয়, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছে।—তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি (কঠ ৫।১৫)

সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে যে তেজঃ প্রথমোৎপন্ন হয়, তাহা ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৬।২।৪) হইতে জানা যায়,—"সদেব সোম্য ইদমগ্রআসীৎ' 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত" পরে এই তেজোরূপে তিনি ঈক্ষণপূর্ব্বক অপ্ সৃষ্টি করেন, রসাত্মক সোম ইহার ঘনীভূত রূপ এবং এই অপ্‌রূপে তিনি ঈক্ষণপূর্ব্বক অন্ন সৃষ্টি করেন। এই তেজঃ যে সর্ব্বগত, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন,—'তস্মাদাদিত্যমেব তেজো গচ্ছতি' চন্দ্রমসমেব তেজো গচ্ছতি' 'বিদ্যুতমেব তেজো গচ্ছতি' 'দিশ এব তেজো গচ্ছতি' 'তস্য চক্ষুরেব তেজো গচ্ছতি' 'শ্রোত্রং মনঃ প্রাণমেব তেজো গচ্ছতি' (কৌষীতকী, ২।১১—১১)। এইজন্য শ্রুতি ব্রহ্মকে তেজোরূপে

উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন,—'যস্তেজো ব্রহ্মেত্যুপাস্তে' (ছান্দোগ্য ৭।১১।২)।

এই তেজকে জ্যোতিঃ বলা হইয়াছে, গীতায় ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা হইয়াছে, জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ (১৩।১৭)। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"ঈশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ" (শ্বেতাশ্বতর ৩।১২)

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে,—

'অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষ্ব্ত্তমেষু লোকেষু; ইদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ' (৩।১৩।৭) ইহার অর্থ এই যে—দ্যুলোকের উপর এই বিশ্ব অতিক্রম করিয়া এবং উত্তম অধম বা আব্রহ্ম সমুদায় লোকে ব্যাপ্ত হইয়া যে জ্যোতিঃ দীপ্ত—নিত্য প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের মধ্যে অবস্থিত জ্যোতিঃ, অর্থাৎ সেই জ্যোতিঃ আর এই জ্যোতিঃ উভয়ই এক (সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃই এই দেহে আত্মা নামে বিরাজমান)। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেনযে পুরুষ যখন সুষুপ্তিতে অশরীর হইয়া সম্প্রসাদ হ'ন, তখন সেই পরম জ্যোতীরূপে সম্পন্ন হ'ন—'অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে...' (ছান্দোগ্য ৮।৩।৪), পূর্ব্বে ছান্দোগ্যোপনিষদের ৩।১৩।৭ মন্ত্রে যে জ্যোতিঃ উক্ত হইয়াছে সেই জ্যোতিই যে ব্রহ্ম, তাহা 'জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ' এই বেদান্তসূত্রে ও তাহার ভাষ্যে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

অতএব জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে যে তেজের অভিব্যক্তি হয়, তাহা যে এই আদ্যপুরুষেরই তেজঃ, তিনিই যে তেজঃস্বরূপ, তাহা আমরা শ্রুতি হইতে জানিতে পারি। এই তেজের ইংরাজী প্রতিশব্দ Energy, পাশ্চাত্যমতে ইহা জড়; কিন্তু বেদান্ত ও গীতানুসারে ইহা জড় নহে, ইহা স্বপ্রকাশ চৈতন্য জ্যোতিরই প্রকাশ স্বরূপ

বৃহদারণ্যকের ৪।৩।৫ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

জীবগণের অনুগ্রাহক এইজ্যোতিঃ কেবল ভৌতিক সূর্য্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতির অথবা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের জ্যোতিঃ নহে, ইহা প্রধানতঃ আত্মজ্যোতিঃ সুতরাং আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকভাবে এই জ্যোতির অর্থ বুঝিতে হইবে; অতএব এই জ্যোতিঃই আত্মজ্যোতিঃ, ইহা সর্ব্বপ্রকাশক। বিশেষতঃ এই জ্যোতিঃই যে সর্ব্বপ্রকাশ পরমাত্মার জ্যোতিঃ, তাহা পূর্ব্বোক্ত "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং" প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্রে নানাভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন,—ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত। (১৩।৩৩)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ব্রহ্মই এ জগতের নিমিত্ত কারণরূপে পুরুষ আর উপাদান কারণরূপে প্রকৃতি। আমাদের জ্ঞানে 'কারণ' এই দুইরূপে জ্ঞেয় হয়। কিন্তু পরমার্থতঃ এই দুইরূপ কারণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ব্যবহারিক অর্থে আমাদের জ্ঞানে এ জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃতি পুরুষের জড়চৈতন্যের মধ্যে ভেদ কল্পিত হইলেও স্বরূপতঃ ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই।

আমরা সাধারণতঃ যাহা বাহ্যরূপে জ্ঞেয় হয়, তাহাকে জড় বলি আর যাহাতে আমরা চৈতন্যের বা প্রাণের অভিব্যক্তি সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহাকে জীব বলি। যাহা অতি সূক্ষ্ম, তাহা প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। তাহা যে থাকিতে পারে, তাহা আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। সুতরাং যেস্থলে চৈতন্যের বা প্রাণের প্রকাশ অব্যক্ত অপ্রত্যক্ষ সেস্থলেই আমাদের জড়ত্বের জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা জ্ঞানে জড় চৈতন্যের ভেদ কল্পনা করি। এজন্য আমরা বাহ্য সূর্য্যাদির তেজকে জড় মনে করি। কিন্তু তাহা বাস্তবিক জড় নহে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তরূপ।

ভগবান্ যেমন তেজোরূপে এ অখিল জগৎ উদ্ভাসিত করেন ও

তাহাতে সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট থাকেন, সেইরূপ ওজোরূপে তিনি জগৎকে ধারণ করেন পৃথিব্যাদি গ্রহ উপগ্রহগণকে যথাস্থানে সংস্থিত ও নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেন। তিনি পৃথিবী মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সেই ওজোবলে তাহার উপরে সমুদায় ভূতগণকে ধারণ করেন, তাই স্থাবরগণ যথাস্থানে অবস্থান করে এবং জঙ্গম প্রাণিগণ ভূপৃষ্ঠে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারে এবং তাহারা পৃথিবী হইতে প্রচ্যুত হইয়া অতি লঘুদ্রব্যের মত উপরে চলিয়া যায় না—শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

'গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।

তাই শ্রুতি এই আত্মপুরুষকে ওজোরূপে উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।—"ওজশ্চ মহশ্চেত্যুপাসীত" ছান্দোগ্য (৩।১৩।৫)। এই ওজই বল।—'ওজো বলম্' (মহানারায়ণ ১২।৩)। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।৮।১) আছে,—"বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি তেনান্তরিক্ষং বলেন দ্যৌঃ, বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমু পাস্ব।" বৃহদারণ্যকে (৫।১৪।৪) আছে,—"তদ্বৈতৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিত প্রাণো বৈ বলম্।" ভগবানের এই ওজোরূপ জীবের মধ্যে বলরূপে অভিব্যক্ত হয়। বলং বলবতাং চাহম্ (গীতা ৭।১১)। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে,—বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ভূয় যোঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতাং একো বলবানাকম্পয়তে" (ছান্দোগ্য ৭।৮১)।

এই ওজঃ বা বলের ইংরাজী প্রতিশব্দ Force বা Power যাহা হউক, যে ওজঃ বা বল পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার উপরে ভূতগণকে ধারণ করে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুসারে তাহা Force of Attraction or Gravitation। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রানুসারে তাহা জড়শক্তি নহে, তাহা আদ্যপুরুষেরই ওজোরূপ। ইহার হেতু পূর্ব্বে তেজঃ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ইহার পরে সেই আত্মপুরুষ ভগবান্ আপনার রসাত্মক সোমরূপের

কথা বলিয়াছেন, তিনি রসাত্মক সোম হইয়া সর্ব্ববিধ অন্নকে বা সমুদায় ওষধিকে পরিপুষ্ট করেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ" (গীতা ১৫।১৩)।

শুধু তাহাই নহে, তিনি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করিয়া তাহাদের ভুক্ত সমুদায় অন্নকে প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে পরিপাক করেন।—তাহার দ্বারা প্রাণিগণের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ গঠন ও পোষণ করেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥ (গীতা ১৫।১৪)

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং ভবতি যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণুিষ্ঠস্তন্মনঃ (ছান্দোগ্য ৬।৫।১)।

এই প্রাণ ও অপানের সমতা দ্বারা যে অন্নের পরিপাক হয়, সে সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"পায়ূপস্থেঽপানং, চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ
স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে মধ্যেতু সমানঃ এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি।"

(প্রশ্ন ৩।৫)

এইরূপে আদ্যপুরুষ রসাত্মক সোমরূপে অন্ন ও বৈশ্বানর অগ্নিরূপে অন্নাদ হ'ন। এই জগতে ইহাই দুই মূল তত্ত্ব-অন্ন ও অন্নাদ অথবা ভোগ্য ও ভোক্তা। * ব্রহ্ম আদ্যপুরুষরূপে যেমন এই ভোগ্য ও ভোক্তা, সেইরূপ তিনি এ উভয়েরই প্রেরয়িতা (শ্বেতাশ্বতর ১।৬)।

---

* বৃহদারণ্যকে সপ্তান্ন বিদ্যাপ্রকরণে (১।৫।১) শাঙ্কর ভাষ্যে আছে,—

যথা—স্বকর্ম্মভিরেবৈকেন সর্ব্বৈর্ভূতৈরসৌ লোকোভোজ্যত্বেন সৃষ্টঃ এবমসাবপি জুহোত্যাদি পাঙ্ক্তকর্ম্মভিঃ সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বঞ্চ জগৎ আত্মভোজ্যত্বেন অসৃজত।

যাহা হউক, এই জগতের মূল যে দুই তত্ত্ব অন্ন ও অন্নাদ, সে তত্ত্ব অতি দুর্ব্বোধ্য। পূর্ব্বে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। এস্থলে সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। বৃহদারণ্যকে আছে, 'এতাবদ্বাইদং সর্ব্বমন্নং চৈবান্নাদশ্চ' (১।৮।২৭) সে স্থানে আরও উক্ত হইয়াছে যে মূল দেবতা দুই—"কতমৌ তৌ দ্বৌ দেবাবিত্যন্নশ্চৈব প্রাণশ্চেতি" (১।১৮।২১, ৩।৯।৮)। এই প্রাণই অন্নাদ। যাহা অন্নাদ শ্রুতি তাহাকে কোথাও বৈশ্বানর অগ্নি আদিত্য কোথাও বা প্রাণ বলিয়াছেন ; আর যাহা অন্ন তাহাকে রয়ি সোম বা চন্দ্রমা বলিয়াছেন। প্রশ্নোপনিষদে আছে, "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত। সঃতপস্তপ্ত্বা স মিথুন-মুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেত্যেতৌ মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যতঃ" (১।৪) আদিত্যো বৈ প্রাণো রয়িরেব চন্দ্রমা রয়ির্ব্বা এতৎ সর্ব্বং যৎ মূর্ত্তঞ্চা-মূর্ত্তঞ্চ মুর্ত্তিরেব রয়িঃ" (১।৫)। "আদিত্যঃ যৎ সর্ব্বঃ প্রকাশয়তি তেন সর্ব্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে" (১।৬)। "স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে"। বৃহদারণ্যকে আছে,—অগ্নিরন্নাদঃ (১।৪।৬)। তৈত্তিরীয়ে আছে,—আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদঃ (১।৮) এই অন্ন হইতেই প্রজাগণের উৎপত্তি হয়। গীতায় আছে—অন্নাদ্‌-ভবন্তি ভূতানি [৩।১৪] তৈত্তিরীয়ে আছে—"অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ" "অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি। অন্নং প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তীতি"। এই অন্ন রসাত্মক সোম দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়। শ্রুতি অনুসারে অন্ন এই সোমেরই নামান্তর। শ্রুতিতে আছে,—সোম এব অন্নম্' (বৃহদারণ্যক ১।৪।৬) সোমোঽন্নম্ মৈত্রী (৬।১০) আদিত্য যেমন অন্নাদ অগ্নির ঘনীভূত রূপ, সেই প্রকার চন্দ্র ও অন্ন

এবমেকৈকঃ স্বকর্ম্মবিদ্যানুরূপেণ সর্ব্বস্য জগতো ভোক্তা ভোজ্যঞ্চ সর্ব্বস্য সর্ব্বকর্ত্তা কার্য্যঞ্চেত্যর্থঃ" অতএব যাহা অন্নাদ অবস্থা বিশেষে, তাহা অপরের অন্ন হয়। কিন্তু এস্থলে এ বিভাগ আমাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

বা রয়ির কারণ যে রসাত্মক সোম, তাহার ঘনীভূত রূপ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে অন্নাদ অগ্নি বৈশ্বানরঃ। তিনি প্রতি প্রাণিদেহে স্থিত হইয়া জঠরাগ্নিরূপে ভুক্তান্ন পরিপাক করেন। শ্রুতিতে আছে,—অয়মগ্নির্ব্বৈশ্বানরঃ যোঽয়মন্তঃ পুরুষে (বৃহদারণ্যক ১।১।১)। ভগবান্ এস্থলে বলিয়াছেন;—তিনিই বৈশ্বানর (গীতা ১৫।১৪) ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ হইতে ২৪ ব্রাহ্মণে এই বৈশ্বানরতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। তিনি যে আত্মারূপে ব্রহ্মরূপে উপাস্য তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মন্ত্রের প্রসঙ্গে বেদান্তদর্শনে যে সূত্র (১।৩।২৪) আছে, তাহার ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে যে বৈশ্বানর কোথাও জাঠরাগ্নি কোথাও সাধারণ অগ্নি কোথাও জীবাত্মা-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইলেও তিনি যে স্বরূপতঃ বিশ্বরূপ পরমেশ্বর তাহা, ইহা হইতে জানা যায়। তিনি যে বিরাট পুরুষ তাহা পরে বিবৃত হইবে। শাঙ্করভাষ্যে আছে—'জাঠরাগ্নি ভূতাগ্নি ও অগ্নিদেবতা এই তিন অর্থে বৈশ্বানর শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় * * * * সেই অগ্নি বৈশ্বানর, যে অগ্নি দেহাভ্যন্তরে আছে ও যে অগ্নি ভুক্ত পরিপাক করে ...দেবতারা ভুবনের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে ও দিনচিহ্ন সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন...বৈশ্বানর ভুবনের রাজা ঈশ্বর ও সুখদাতা (এইরূপ শ্রুতি আছে)। এস্থলে আত্মার প্রস্তাব ও তাহার অভেদে বৈশ্বানরের প্রয়োগ আছে। ...অর্থ এই যে এ স্থলে বৈশ্বানর পরমেশ্বর অন্য কেহ (জীবাত্মা) নহে...পরমেশ্বর সর্ব্বকারণ, তদনুসারে তাঁহাতে উক্তবিধ কার্য্যাবস্থার আরোপ হইতে পারে। স্মৃতিতে আছে,—

"যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্য্যশ্চক্ষুর্দ্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ॥"

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে,—

"স এষোঽগ্নির্বৈশ্বানরো যৎ পুরুষঃ, স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষং পুরুষবিধং পুরুষেঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ ইতি।"

যিনি জীবঘন বা সর্ব্বজীবাত্মক, তিনি বৈশ্বানর অথবা যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের (বিশ্বের) স্রষ্টা (নর) তিনি বৈশ্বানর।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, বৈশ্বানর বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের একরূপ। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান হইতে জানা যায় যে, এ জগতের মূল দুই তত্ত্ব, এক অগ্নি (Principle of Heat অথবা Disintegration) আর এক শৈত্য (Principle of cold, অথবা Integration)। ইঁহাদের সহিত বৈশ্বানর ও রসাত্মক সোমের তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রমতে ইঁহারা জড় অথবা জড়শক্তি নহেন। কারণ, ইঁহারা আত্ম-পুরুষেরই অভিব্যক্ত রূপ। শঙ্কর বলিয়াছেন,—"ভূতাগ্নি কেবল উষ্ণ প্রকাশ স্বভাব, তাহার মস্তক স্বর্গ, এ কল্পনা অযুক্ত। ভূতাগ্নিবিকার অর্থাৎ জন্যবস্তু। তাহা অন্য বস্তুর আত্মা, ইহা অসম্ভব" (১।২।২৭ সূত্রের ভাষ্য। সোম সম্বন্ধেও এই কথা বুঝিতে হইবে। ইহার হেতু পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপে গীতায় এস্থলে এই আত্মপুরুষ পরমেশ্বরের তেজোরূপ ওজো-রূপ সোমরূপ ও বৈশ্বাদররূপ সূত্রিত হইয়াছে। এই তেজঃ প্রভৃতি রূপে তিনি, তাঁহার যে সনাতন অংশ জীবভূত হয়, তাহার অনুগ্রাহক হন। তিনি আদিত্যাদিগত তেজোরূপে এই বাহ্য জগৎ প্রকাশ করিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর করিয়া জীবের বুদ্ধিতে সেই বাহ্য জগৎ প্রকাশ করেন, তাহার বুদ্ধির প্রচোদক বা অনুগ্রাহক হ'ন। তিনি ওজোরূপে প্রাণিগণকে এই পৃথিবীর উপরিদেশে ধারণ করেন,—তাহাদের মধ্যে স্থাবর সকলকে যথা স্থানে ধারণ করিয়া এবং জঙ্গম জীবগণকে ভূপৃষ্ঠে যথেচ্ছ গমনাগমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাহাদের অনুগ্রাহক হন। তিনি সোমরূপে ওষধ্যাদি অন্নের বর্দ্ধন করিয়া, প্রাণিগণের ভোগ্য অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়া, তাহাদের অনুগ্রাহক হন। আর তিনিই বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের দেহে স্থিত হইয়া বৃত্তিরূপ প্রাণ অপানের দ্বারা

তাহাদের ভুক্ত বিবিধ অন্ন পরিপাক পূর্ব্বক তাহা হইতে রস রক্তাদি উৎপাদন করিয়া তাহাদের দ্বারা দেহ পোষণ ও রক্ষণ পূর্ব্বক জীবের প্রাণ ধারণের সহায় হইয়া তাহাদের অনুগ্রাহক হন।

শুধু তাহাই নহে, তিনি সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠজীব-হৃদয়ে স্মৃতি জ্ঞান অপোহন প্রভৃতি ভাবের অভি-ব্যক্তি হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন,—সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ; মত্তঃ স্মৃতি র্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। (১৫।১৫)

ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ভূতগণের বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায় ভাব তাঁহা হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়।—

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥ অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ। ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ (১০।৪-৫

যে প্রকৃতি-সম্ভব ত্রিগুণজ ভাবভেদে বুদ্ধিপ্রভৃতি এই সকল ভূত-ভাব ভিন্ন হয়, সেই ত্রিগুণজ ভাবও যে এই আদ্য পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত তাহাও ভগবান্ পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। মত্ত এবে'ত তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ (৭।১২) এইরূপ বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া সেই আদ্যপুরুষ তাঁহারই সনাতন অংশভূত জীবগণকে গুণময় মায়াযন্ত্রে আরো-হণ করাইয়া তাঁহার দ্বারা সংসারে বার বার ভ্রমণ করান।—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (১৮।৬১)

প্রকৃতির আপূরণে জীব উন্নত হইলে, মানব অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সেই শ্রেষ্ঠ আদ্যপুরুষ তাহার অন্তরে জ্ঞান প্রকাশ করেন। সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বগুরু আদ্যপুরুষ, তিনি বেদ প্রকাশ করিয়া সর্ব্ববেদবেদ্য তাঁহার স্বরূপ তাহাদের জ্ঞানে অভিব্যক্ত করেন, এবং সেই বেদের যে সার বেদান্ত

তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপায় দেখাইয়া দেন। তাই এস্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন,—বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।

শ্রুতি হইতে জানা যায় যে এই আত্মপুরুষের পরা শক্তি বিবিধ, তাহা জ্ঞানাত্মিকা, বলাত্মিকা ও ক্রিয়াত্মিকা। তিনি সর্বজন-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এই জ্ঞানাত্মিকা শক্তিদ্বারা তাহাদের অন্তরে বিভিন্নভাবে জ্ঞানাদির অভিব্যক্তি করেন এবং যাহা শ্রেষ্ঠজ্ঞান বেদ ও বেদান্ত, তাহা ও তাহাদের অন্তরে প্রকাশ করেন। তিনি বলাত্মিকা শক্তিদ্বারা তেজোরূপে বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপনার বিভূতি প্রকাশ করেন এবং ওজোরূপে সমুদায়কে ধারণ করেন। তিনি ক্রিয়াত্মিকা শক্তিদ্বারা বৈশ্বানর (অগ্নি) ও সোমরূপে অন্নাদ ও অন্ন হইয়া এই কার্য্যাত্মক জগতে ত্যাগ গ্রহণাত্মক সমুদায় কর্ম্মের প্রবর্ত্তক হ'ন। এইরূপে সেই আত্ম-পুরুষ স্বীয় পরাশক্তিদ্বারা এই বিশ্বসৃষ্টি করিয়া তাহার ধারণ ও নিয়মন করেন। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর—অনন্ত ঐশ্বর্য্যযুক্ত। (স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নঃ) তিনি ভগবান্ - ভগেশ (শ্বেত, ৬।৩) ষড়্বিধভগে'র ঈশ্বর।—ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতি স্মৃতঃ॥

এই ভগবানই আত্মপুরুষ। শ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥
(শ্বেত ৩।১৯)॥"

এইরূপে এ অধ্যায় হইতে আমরা জানিতে পারি যে সেই আদ্যপুরুষ ভগবান্ সর্ব্বরূপে জীবের অনুগ্রাহক হ'ন। তিনি স্বয়ং আপনার অংশভূত বহু জীবরূপে ব্যষ্টিদেহপুরে অবস্থান পূর্ব্বক নানা উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবাখ্য পুরুষ হ'ন। তিনি তাহার সংসার ভ্রমণ কালে

সহায় ও অনুগ্রাহক হন এবং পরিশেষে যখন তাহার সংসার ভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—সংসার লীলা শেষ করিবার জন্ত উৎকট আগ্রহ হয়; তখন তিনি সেই সংসার বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ—তাঁহার পরম পদ লাভ করিবার জন্ত তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং সেই পথে যাইবার জন্ত তাহার সহায় হন। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন যে তাহার সেই অব্যয় পদ প্রাপ্তির জন্ত যিনি আগুপুরুষ তাঁহারই শরণ লইতে হইবে।—

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥

এইরূপে আমরা এই অধ্যায় হইতে এই বিশ্বস্রষ্টা আদ্যপুরুষ পরমেশ্বরের স্বরূপ এবং জীবাখ্য পুরুষের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সংক্ষেপে জানিতে পারি।

এই পুরুষ যে ক্ষর অক্ষর ও উত্তম ভেদে ত্রিবিধ, তাহা এ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে; তাহার তত্ত্ব পরে বিবৃত হইবে।

ইতি ষষ্ঠভাগ সমাপ্ত